



**The sweetest Children!**  
**Manmana Bava! Mathyaji Bava!**  
**Daily Murli Bengali**  
**September 2022**

“মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরকে দেবতা থেকেও বেশী রয়্যালটির সাথে চলতে হবে, কেননা তোমরা এখন হলে নিরাকারী আর সাকারী উচ্চ কুলের”

\*প্রশ্ন:- কোন বাচ্চাদের মুখ মন্ডল (চেহারা) ফুলের মতো প্রস্ফুটিত থাকবে?

\*উত্তর:- যাদের গুপ্ত খুশী থাকবে যে বাবার থেকে আমরা অসীম উত্তরাধিকার নিয়ে বিশ্বের মালিক হয়ে উঠি। ২ ) যারা জ্ঞান আর যোগের দ্বারা সতোপ্রধান হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। আত্মা পবিত্র হতে থাকে। এই রকম বাচ্চাদের মুখ মন্ডল ফুলের মতো খুশীতে প্রস্ফুটিত (খিলখিলিয়ে ওঠে) হয়ে থাকবে। আত্মাতে শক্তিমত্তা আসতে থাকবে। মুখ থেকে জ্ঞান রস নিগত হতে হতে রূপ-বসন্ত হয়ে যাবে। নতুন রাজধানীর সাক্ষাৎকার হতে থাকবে।

\*গীত:- মরণ তোমার গলিতে...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা খুব ভালো ভাবে বুঝে নিয়েছে যে, আমাদেরকে বাবার গলার মালা হতে হবে। এটা কে বলেছে? আত্মা বলেছে যে, এখন তোমাদেরকেই গলার মালা হতে হবে। দেহ-অভিমান ছাড়তে হবে। এখন আমরা রুদ্র মালাতে গ্রথিত হবো। ঘরে ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য বেঁচে থাকতেই দেহ-অভিমানকে ছাড়তে হবে। আত্মা হল পরমাত্মার সন্তান, তাঁর থেকেই এখন আমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার নিষি। বাচ্চাদের এই নেশা থাকা উচিত। তাহলে বুদ্ধি শিব বাবার কাছে চলে যাবে। আমরা আত্মারা হলাম তাঁর সন্তান। এখন ব্রহ্মার দ্বারা ঔনার পৌত্র হয়েছি। নিরাকার বাবা আর সাকার হলেন দাদা (ব্রহ্মা) । বাবা হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ । যে সব মানুষ উচ্চ ধনবান হয়ে থাকে তারা অত্যন্ত রয়্যালটির সাথে থাকে। নিজের পজিশনের নেশা থাকে । বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে অনেক অনেক খুশী থাকা উচিত । বাবার স্মরণে থাকা এটাই হল দেহী-অভিমাত্রী অবস্থা। যারা দ্বারা তোমরা অত্যন্ত লাভবান হও। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান, ব্রহ্মার সন্তান। বাবা বলেন, তোমরা তো হলেই আমার সন্তান, এখন তোমাদেরকে ব্রহ্মার দ্বারা আমি অ্যাডপ্ট করি। তোমাদের এই নেশা থাকা উচিত যে - আমরা নিরাকারী এবং সাকারী উচ্চ ব্রাহ্মণ কুলের। নিজেকে ব্রাহ্মণ ভাবতে হবে। আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান, আমরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান। তোমরা জানো যে আমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হতে যাচ্ছি। এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তোমাদের ব্রাহ্মণদের দেবতাদের থেকেও অধিক রয়্যালটির সাথে চলতে হবে। তোমাদের অমূল্য জীবন এখন তৈরী হয়। আগে কড়ি তুল্য ছিল। এখন হীরে তুল্য হতে হবে। সেইজন্যই হল তোমাদের মহিমা। মন্দির গুলিও তোমাদের স্মরণিক হিসাবে নির্মিত হয়েছে। সোমনাথ, যিনি দেবতাদেরকে এই রকম বানিয়েছিলেন তাঁকেই স্মরণ করে বানানো । তোমাদেরও স্মরণিক রয়েছে। সোমনাথ অবিনাশী জ্ঞান রস দিয়েছেন ঔনার মন্দির কত সুন্দর বানানো হয়েছে। তোমরা যখন গান শোনো তখন তোমরা জানো যে আমরা শিববাবার গলার হার হয়েছি। বাবা আমাদেরকে পড়ান। আমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন? সেটার খুশীও থাকা চাই। আগে যখন অল্ফ বে পড়তে (সিঙ্ক পাকিস্তানে উর্দু পড়তে হত) তো মেঝেতে বসে পড়তে, পরবর্তী কালে বেঞ্চে বসে পড়তে, তারও পরে চেয়ারে। প্রিন্স প্রিন্সেস তো কলেজে কাউচে (সোফা) বসে। তাদেরকে কোনো প্রিন্স প্রিন্সেস নিশ্চয়ই পড়াবে না, কোনো টিচারই নিশ্চয়ই পড়াবেন। তা স্বেও উচ্চ স্থান তো প্রিন্স প্রিন্সেরই হবে। তোমরা তো হলে সত্যযুগী প্রিন্স প্রিন্সেসদেরও উপরে। যদিও তারা হল দেবতাদের সন্তান। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান, যার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে আর ঔনাকে স্মরণও করতে হবে। উঠতে বসতে কর্ম ব্যবহারে থেকে, ঔনার স্মরণ যেন বিস্মৃত না হয়। স্মরণের দ্বারাই হেল্দি-ওয়েল্দি হয়ে থাকে ।

বাবা বাচ্চাদেরকে উইল করে বাণপ্রস্থে চলে যান তারপর আর কোনো কিছুই থাকে না। সব কিছুই দিয়ে দিয়েছেন। যেমন তোমরা উইল করে থাকো যে, বাবা এই সব কিছু হল তোমার। তখন বাবাও বলেন আত্মা ট্রাস্টি হয়ে দেখাশোনা করো। তোমরা আমাকে ট্রাস্টি বানাও, তারপর আমি তোমাদেরকে ট্রাস্টি বানিয়ে দিই। তাই শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে, কোনো উল্টো পাণ্টা কাজ কারবার করবে না। আমাকে জিজ্ঞাসা করে নিতে থাকবে। কেউ কেউ তো এটাও জানে না যে বাচ্চাদের কীভাবে আহাৰ করা উচিত । ব্রহ্মা ভোজনের মহিমা অনেক। দেবতারাও ব্রহ্মা ভোজনের আশ রাখেন, সেই কারণেই তো তোমরা ব্রহ্মা ভোজন নিয়ে যাও। এই ব্রহ্মা ভোজনে অনেক শক্তি রয়েছে। পরে গিয়ে যোগীরা ভোজন বানাবে। এখন তোমরা হলে পুরুষার্থী। যতখানি সম্ভব শিব বাবার স্মরণে থাকার চেষ্টা করতে হবে। বাচ্চা যে তোমরা।

ব্রহ্মা ভোজন যে বাচ্চারা থাকে তারা পোক্ত যেমন হয়ে উঠবে তেমনই বানানোর মতো পোক্ত বাচ্চারাও উঠে আসবে। ব্রহ্মা ভোজন বলে থাকে। শিব ভোজন বলে না। শিব এর ভান্ডারা বলে থাকে। যা কিছু পাঠিয়ে দেওয়া হয় শিব বাবার ভান্ডারাতে গিয়ে পবিত্র হয়ে যায়। শিব বাবার ভান্ডারা যে। বাবা বলেন - শ্রীনাথ দ্বারে ঘী এর কুঁয়া রয়েছে। ওখানে পরিপাক করা ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয় আর জগন্নাথ দ্বারে বিনা আগুনে পরিপাক করা ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। তফাৎ আছে না? সে হল শ্যাম আর সে হল সুন্দর। শ্রীনাথ মন্দিরের অনেক ধন রয়েছে, ওড়িশার যেটা সেখানে এত ধন হয় না। গরীব আর বিত্তবান এটা তো আছেই। এখন তো অনেক গরীব, এরপর বিত্তবান হবে। এই সময় তোমরা হলে খুব গরীব। সেখানে তো তোমরা ৩৬ প্রকারের ব্যঞ্জন (ভোজন) পাবে। সুতরাং এই রকম প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। যদিও প্রজারাও ৩৬ প্রকারের ভোজন খেতে পারবে, কিন্তু রাজার পদ মর্যাদা তো অনেক উপরে না? সেখানকার খাবার দাবার তো অনেক ফাস্ট ক্লাস হবে। সব জিনিস এ ওয়ান কোয়ালিটির হবে। এখানে সব জিনিস হল জেড কোয়ালিটির। দিন রাতের পার্থক্য। আনাজ ইত্যাদি যা কিছু উৎপাদিত হয় সবই নিকৃষ্ট মানের। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের তো অনেক নেশা থাকা উচিত। অনেক বড় কোনও পরীক্ষা পাশ করলে যেমন অনেক উল্লাস তৈরি হয়! তোমাদের তো বিপুল উল্লাস আসা উচিত যে - আমাদেরকে ভগবান পড়াচ্ছেন, যিনি হলেন সঙ্গতি দাতা। বাবা বলেন আমি হলাম তোমাদের ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। বাবা, বাচ্চাদের ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট হয়ে থাকে। বাচ্চাদেরকে সবকিছু সঁপে দিয়ে নিজে বাণপ্রস্থে চলে যায়। বাবা বলেন আমিও নিজেকে তোমাদেরকে সঁপে দিই। কিন্তু তার আগে তোমরা সঁপে দাও। মানুষ মারা গেলে তার জিনিসপত্র করণীঘোর ব্রাহ্মণকে দিয়ে দেয় না? বড়লোক হলে ফার্নিচার ইত্যাদিও দিয়ে দেয়। তোমরা বাচ্চারা কী দাও? ছাইপাঁশ (আবর্জনা)। তার বিনিময়ে তোমরা কী পাও? গরীবই উত্তরাধিকার নিয়ে থাকে। নিজেকে সঁপে দেয়। বাবা কী নেন আর কী দেন? তো বাচ্চারা, তোমাদের নেশা থাকা উচিত। অসীম জগতের বাবাকে পেয়েছি, তিনি পূতিগন্ধময় কাপড় ধুয়ে দেন। শিখরা বলে থাকে - এই বাণী গুরু নানক এর - যা সংকলিত করে গ্রন্থসাহেব বানানো হয়েছে। ভারতবাসীর এটাও জানা নেই যে আমাদের গীতা কে গেয়েছে? গীতার ভগবান কে ছিলেন? তিনি কোন ধর্ম স্থাপন করেছিলেন? তারা তো হিন্দু ধর্ম বলে দেয়। আর্য ধর্ম বলে দেয়। অর্থ কিছুই বোঝে না। তারা মনে করে যে আর্য ধর্ম ছিল, এখন তো সমগ্র ভারত হল অনার্য। এই নাম দয়ানন্দ (সরস্বতী) রেখেছে। পরের দিকে যে সব শাখা-প্রশাখা নির্গত হয় খুব দ্রুত সেগুলির বৃদ্ধি হয়ে যায়। তোমাদেরকে তো পরিশ্রম করতে হয়। তাদেরকে কনভার্ট করতে বেশি সময় লাগে নাকি! এখানে তো কনভার্ট হওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই। এখানে তো শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হতে হবে। ব্রাহ্মণ হওয়া মাসির বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ কাজ নয়। এই পথে চলতে চলতে হওয়া হয়ে যায়। বাবা বলেন কেউ যদি গলাও কেটে দেয় তাও অপবিত্র হবে না। বাবাকে জিজ্ঞাসা করে যে এই অবস্থায় কী করব? তো বাবা বুঝতে পেরে যান যে সহ্য করতে পারবে না। তো বাবা বলেন যাও গিয়ে পতিত হও। এ তো হল তোমাদের উপরে। সে তো তোমাকে এই এক জন্মের জন্য মেরে ফেলবে, তোমরা তো ২১ জন্মের জন্য নিজেকে নিজে হত্যা করছো। চলতে চলতে মায়া জোরে থাপ্পড় মেরে দেয়। বস্ত্রিং যে। একটি ঘুমিতেই একেবারে ফেলে দেবে। ১৫ - ২০ বছরের, প্রথম থেকে আছে এমনও রয়েছে যারা একেবারে ছেড়েছুড়ে চলে যায়, মৃত হয়ে যায়। এই রকম দুর্বলমতিও রয়েছে। ভুল করলে তো তার জন্য অনুশোচনাও হয়। বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা তোমরা এই ডিসসার্বিস করে থাকো, এটা ঠিক নয়। শিক্ষা তো প্রদান করা হচ্ছেই। ঘুমি তো মারা হয় না। যেমন বলে না যে, বাড়িতে বাচ্চারা খুব বেশী বিরক্ত করলে চড় থাপ্পড় লাগিয়ে দিতে হয়। বাবা বলেন আচ্ছা তবে ওদের কল্যাণের জন্যই একটু না হয় কান টেনে দাও। যতখানি সম্ভব অত্যন্ত ভালোবেসে বোঝাও। কৃষ্ণের বিষয়েও বলা হয় যে তাকে দড়ি দিয়ে বেধে রাখত। কিন্তু এত চঞ্চলতা সেখানে হয় না এই সময়ের বাচ্চারাই মাথা খারাপ করে দেয়।

বাবা তাই বোঝান যে, বাচ্চারা লক্ষ্যস্থল অনেক অনেক উচ্চ। সব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে নাও - বাবা সব যুক্তি বলে দেবেন। প্রত্যেকের অসুখ আলাদা আলাদা। প্রতি পদে সাবধান থাকতে হবে। না হলে ধোঁকা খেতে হবে। অত্যন্ত মিষ্টি (স্বভাবের) হতে হবে। শিব বাবা কতো মিষ্টি কতো প্রিয়। বাচ্চাদেরও এই রকম হওয়া উচিত। বাবা তো চাইবেনই যে - বাচ্চারা আমার থেকেও যেন বড় হয়ে ওঠে। নাম হয়। এই রকম ফাস্ট ক্লাস হও যাতে আমার থেকেও উঁচু পদ প্রাপ্ত হয় তোমাদের। অবশ্যই উচ্চ পদ দিয়ে থাকেন তাই না! কারো মাথাতেও আসবে না যে এরা বিশ্বের মালিক কীভাবে হল? সুতরাং তোমাদের আচার আচরণ বড়ই রয়্যাল হওয়া চাই। চলা ফেরা, কথা বলা, খাওয়া অত্যন্ত রয়্যালটির সাথে হওয়া উচিত। মন খুশীতে ভরিয়ে রাখা দরকার যে - আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র তো প্রত্যক্ষ রয়েছে। তোমরা তো হলে গুপ্ত। তোমাদেরকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরকে ব্রাহ্মণরাই জানে আর কেউই জানেই না। তোমরা জানো যে, আমরা গুপ্ত বেশে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে বিশ্বের মালিক হয়ে যাই। অনেক উচ্চ পদ, এই কারণে মনের মধ্যে অপার খুশি থাকে। মুখাবয়ব ফুলের মতো প্রস্ফুটিত থাকে - এই রকম পুরুষার্থ করতে হবে। আগে গিয়ে তোমাদের অনেক মান হবে। সন্ন্যাসীদের আর রাজাদেরকে পরবর্তীকালে জ্ঞান প্রদান করতে হবে, যখন তোমাদের মধ্যে অনেক

শক্তি চলে আসবে।

জ্ঞান আর যোগ বলের দ্বারা তোমাদেরকে সত্যপ্রধান হতে হবে। মুখ থেকে সর্বদা রক্তই যেন নির্গত হতে থাকে, তবেই তোমরা রূপ-বসন্ত হয়ে যাবে। আত্মা পবিত্র হয়ে উঠতে থাকবে। তোমরা যত যত (সম্পূর্ণতার) নিকটে যেতে থাকবে ততই ভিতরে অত্যন্ত খুশি হবে। নিজেদের রাজধানীর সাক্ষাৎকারও হতে থাকবে। তোমাদেরকে নিজেদের পুরুষার্থ খুবই গুপ্ত ভাবে করা উচিত। রাস্তা বলে দেওয়া উচিত। তোমরা সবাই হলে দ্রোপদী। বাবা বলেন এই সব অত্যাচার সহ্য করতে হবে - বাবার নিমিত্তে। সত্যযুগে কতো পবিত্রতা! ১০০ পার্সেন্ট ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড বলা যায়। এখন হল ১০০ পার্সেন্ট ভিশস ওয়ার্ল্ড। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, এখন আমরা শিব বাবার গলার মালা হওয়ার জন্য রুহানী অর্থাৎ আত্মিক যোগ এর রেস করছি। তারপর আমরা বিষ্ণুর গলার মালা হবে। তোমাদের প্রথম বংশ (clan) হল - ব্রাহ্মণদের। তারপর তোমরা দেবতা, ঋত্রিয় হও। অবতরণ কলাতে তোমাদের পুরো কল্প লাগে আর উত্তরণ (চড়তি) কলাতে সেকেন্ড লাগে। এখন তোমাদের হল চড়তি কলা। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে, এটাই হল অস্তিম জন্ম। নীচে নামতে তোমাদের ৮৪ জন্ম লাগে। এই জন্মে তোমরা উপরে চড়তে থাকো। বাবা সেকেন্ডে জীবনমুক্তি দিয়ে দেন। সেই খুশী থাকা উচিত। কন্ট্রাস্ট স্পষ্ট দেখতে পারো যে - এই নলেজের দ্বারা আমরা কী হয়ে উঠবো। এর দ্বারা আমরা কী হবে! এটাও পড়তে হবে, ওটাও পড়তে হবে। বাবা বলেন, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে ভবিষ্যতের জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। আসুরিক আর দৈবী কুল উভয় দিকেরই তালমেল রাখতে হবে। এক একজনের হিসাব বাবা নেন। তারপর সেটার বিষয়ে সেই হিসেবে যুক্তি বলে দেন যে এইভাবে চলো। কেউ যদি রাগারাগিও করে, তোমাদেরকে কিন্তু অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে। কেউ গালমন্দ করলেই মুখের হাসির রেখা যেন অমলিন থাকে।

আত্মা - তোমরা গালমন্দ করছো, ঠিক আছে আমরা তোমাদের ওপরে পুষ্প বৃষ্টি করছি। তাহলে একেবারে শান্ত হয়ে যাবে। এক মিনিটের মধ্যে ঠান্ডা হয়ে যাবে। বাবা হলেন মনোরঞ্জনকারী (রাশবু- রমজবাজ)। নানান যুক্তি বলে দেন। পতিতদেরকে পবিত্র বানান তিনি, তবে তো অবশ্যই তিনি সুন্দর সুন্দর মনোরঞ্জনক যুক্তি প্রদানকারীই হবেন। শ্রীমৎ নিতে হবে। শ্রীমতের দ্বারা শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্যই তো এসেছো। আত্মা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) এইরূপ ফার্স্ট ক্লাস মিষ্টি মধুর আর রয়্যাল হতে হবে যাতে বাবার নাম খ্যাত হয়। কেউ রাগারাগি করল, গালমন্দ করল তবুও মুখের হাসি যেন অমলিন থাকে।

২) শ্রীমৎ এর আধারে পুরোপুরি ট্রাস্টি হতে হবে। কোনো প্রকারেরই উল্টো কাজকর্ম করবে না। নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* নিজের শুভ বৃত্তি আর মনের (মন্সা) শক্তিতে সম্পন্ন হয়ে পূর্বজ'র স্মৃতির দ্বারা সকলের পালনকারী ভব যে কোনো ধর্মের আত্মাদের সাথে মিলিত হলে কিম্বা তাদেরকে দেখলে এই স্মৃতি যেন থাকে যে, এ সকল আত্মারা হল আমাদের গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের বংশের, আমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা হলাম পূর্বজ। পূর্বজ সকলকে পালন করে। তোমাদের অলৌকিক লালন পালনের স্বরূপ হল - বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া সর্ব শক্তি গুলি অন্য আত্মাদের মধ্যেও ভরে দেওয়া। যে আত্মার যে শক্তি আবশ্যিক, তাকে সেই শক্তির দ্বারা লালন পালন করা। এর জন্য নিজের বৃত্তি অতীব শুদ্ধ আর মন শক্তি সম্পন্ন হওয়া চাই।

\*স্নোগানঃ:-\* যার কাছে জ্ঞানের অবিনাশী ধন রয়েছে - সে-ই জগতের সবচেয়ে বেশী সম্পত্তির অধিকারী।

নোট : রূপ-বসন্ত - আত্মাদেরকে জ্ঞান শুনিয়ে তাদেরকে শিব বাবার প্রতি আকৃষ্ট করিয়ে তাদের জীবন বসন্তের মতো বানিয়ে দেওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের প্রতি বাবার আদেশ (ফরমান) হল এক বাবার কথাই শোনো, অবিনাশী জ্ঞানের রত্ন শুনলে তোমাদের কানও মিষ্টি হয়ে যাবে”

\*প্রশ্নঃ - ডামার জ্ঞানের দ্বারা তোমরা বাচ্চারা এখন কোন্ আলোক প্রাপ্ত করেছো?

\*উত্তরঃ - তোমরা আলোক প্রাপ্ত করেছো যে এই অসীম জগতের ডামায় সকলেরই নিজস্ব পাট আছে। একজনের পাট মেলে না অন্যের সাথে। বুদ্ধিতে আছে সকল দিন এক সমান হয় না... ৫০০০ বছরের ডামার দুটি দিনও এক রকম হয় না। এই ডামা অনাদি রচিত যা হুবহু রিপিট হয়। ডামার স্মৃতি সদা থাকলে উত্তরণ কলা হতে থাকবে।

\*গীতঃ- আসরে জ্বলে উঠলো দীপশিখা, তাতেই পুড়ে মরা বহ্নিশিখার ভাগ্যে রয়েছে লিখা....

ওম্ শান্তি । অসীম জগতের সত্য পিতার অসীম জগতের আসর। বাবা আসেন তখন, যখন বড় আসর বসে। সব আত্মারা এখানে আসে তখন বাবা আসেন। যখন খুব কম আত্মারা থাকবে উপরে, তারাও আসবে। এই কথা তো বোঝানো হয়েছে - বাবা কে ? সর্বপ্রথমে সদা বাবার মহিমা শোনাতে হবে। উনি হলেন অসীম জগতের সত্য পিতা। অসীম জগতের সত্য শিক্ষক, অসীম জগতের সত্য সন্ধুর। এ হল এক এর মহিমা। এই কথাটি দৃঢ় রূপে স্মরণে রাখতে হবে। নামও সদা শিববাবার নিতে হবে। যখন গণনা করা হয় তখন বিন্দুকে শিবও বলা হয়। সুতরাং অসীম জগতের বাবা হলেন শিব, উনি হলেন অসীম জগতের শিক্ষক। বাবা আমাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের তিন কালের কথা বুঝিয়ে দেন। হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি আছে না। সত্যযুগে কে রাজত্ব করতো, কতখানি এলাকায় রাজত্ব ছিল। তোমরা বলবে যে সত্যযুগে দেবী দেবতারা সম্পূর্ণ বিশ্বে রাজত্ব করতেন। দেখানোও হয় - কে কে, কোথায় কোথায় রাজত্ব করেছে। যেমন যারা বরোদার তারা বরোদায় রাজত্ব করবে। এখানে তো টুকরো টুকরো হয়ে আছে। সেখানে তো এমন থাকবে না। সেখানে হবে সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক, অন্য কোনো ধর্ম থাকবে না। বাকি রাজারা কেন থাকে না। প্রত্যেককে নিজের অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। সর্ব প্রথম কথা হল - উচ্চ থেকে উচ্চ হলেন শিববাবা, উনি হলেন অসীম জগতের সত্য পিতা, অসীম জগতের শিক্ষা প্রদান করেন। উনি সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ বুঝিয়ে ত্রিকালদর্শী বানান। দুনিয়ায় ত্রিকালদর্শী কোনো মানুষ নয়, যে রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের কথা জানে। উনি হলেন অসীম জগতের সন্ধুর। সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন উনি গাইড রূপে। তারা হল জাগতিক দুনিয়ার পান্ডা বা গাইড। ইনি হলেন রুহানী আত্মাদের গাইড। গীতেও আমরা শুনলাম চার ধামের চক্র পরিক্রমা করেছি জন্ম জন্মান্তর। তীর্থ স্থান তো চারিদিকেই আছে, তাই না। চারিদিকে চক্র লাগিয়েও ভক্তরা ভগবানের সঙ্গে মিলিত হতে পারে না। ভগবান তো আসেন এই সময়। তাঁকে পতিত-পাবন বলা হয়। কলিযুগকে সত্যযুগ বানাতে আমাদের শিববাবা ভারতে আসেন। ভারতবাসীদের পুনরায় হীরে সম স্বর্গের মালিক বানান। এমন পিতার পরিচয় না জানার দরুন সাধু সন্ত ইত্যাদি পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে দেয়।

তোমরা বাচ্চারা বলো - শিববাবা, ব্রহ্মার মুখের দ্বারা আমাদের আপন করেন। আমরা হলাম ঈশ্বরীয় পরিবারের। তোমরা হলে শিব বংশী পরে তোমরা হও ব্রহ্মাকুমার কুমারী। এদেরকে বলা হয় অবিনাশী সন্তান। আত্মাও অবিনাশী, পিতাও হলেন অবিনাশী। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করে। দেবী-দেবতা যারা সতোপ্রধান ছিল তারাই সতঃ, রজঃ, তমঃ স্থিতিতে নেমে এসেছে। বিকার রূপী খাদ পড়ে তাই পুনরায় তমোপ্রধান হয়ে যায়। খাদ পড়ে আত্মায়। এমন নয় যে আত্মা নির্লিপ্ত। আত্মাই পুণ্য আত্মা ও পাপ আত্মা হয়। তাদের বলো, আমরা যা বলছি তা শোনো। আমাদের আর অন্য কারো কাছে শুনতে হবে না। বাবার আদেশ হল তোমরা অন্য কথা শুনবে না। তোমরা যা বলবে তা তো শাস্ত্রের কথা। সেসব তো জন্ম জন্মান্তর শুনেই এসেছি, ধাক্কা খেয়েছি। অসীম জগতের পিতা তো একজনই। আমরা এই রকম বাবার কথা শুনবো, নাকি তোমাদের কথা ? আমরা তোমাদের জ্ঞান শোনাবো, শুনবো না। বোঝাতে হবে প্রজাপিতা ব্রহ্মার এতজন ব্রহ্মাকুমার কুমারী আছেন অর্থাৎ অবশ্যই ভাই বোন হল। ঠাকুরদাদার (শিববাবা) উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় ব্রহ্মার দ্বারা। দাদুর উত্তরাধিকার পিতা ব্যতীত প্রাপ্ত হবে কীভাবে ? অনেকে বলে আমরা ডাইরেক্ট দাদুর কাছে প্রাপ্ত করবো। কিন্তু প্রাপ্ত হবে কীভাবে ? ব্রহ্মাকুমার কুমারী না হলে ঠাকুরদাদার উত্তরাধিকার মিলবে কীভাবে। নাতি ও নাতনি দুইজনেরই অধিকার প্রাপ্ত হবে। পিতা ব্যতীত দাদু আসবে কীভাবে ? সর্বপ্রথমে নিরাকার পিতার পরিচয়। উনি হলেন গীতার ভগবান অসীম জগতের সত্য পিতা, অসীম জগতের শিক্ষা প্রদান করেন। বাবা এসে

বৃদ্ধা মাতাদের সহজ করে বোঝান। এই হল সঙ্গম, যখন বাবা বসে পতিতদের পবিত্র করেন। এর নাম কুষ্ঠী পাক নরক। এই সম্পূর্ণ দুনিয়া হল বিষয় বৈতরণী নদী। যদিও কোনো জলের নদী নয়, একেই বলা হয় বিষয় সাগর। পরম পিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর এবং রাবণ হল বিষয় সাগর। তার থেকে বিকারের নদী বয়ে যায়। এই সময় যে আসুরিক সম্প্রদায় আছে, তারা বিষয় সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। দুঃখই দুঃখ এখানে। এই কথা গুলি কোটির মধ্যে কেউই বুঝবে। কেউ কেউ তো খুব ভালো ভাবে তৈরী হয়েও তারপর আশ্চর্যবৎ তারপর ভাগন্তী হয়ে যায়। তারা নিজেরা বলতোই যে আমরা স্বর্গের মালিক হতে চলেছি, তা সত্ত্বেও ভাগন্তী (চলে যায়) হয়ে যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের বিজয় তো হয় না। দুই দিকেই কেউ মরবে, কেউ জিতবে। হ্যাঁ, বীর যদি হয় তবে অনেককে মারবে। দুর্বল হলে মারা যাবে। এখানে যারা দুর্বল তারা শীঘ্র মরে যায় (ছেড়ে চলে যাওয়াকে বাবা মরে যাওয়া বলেন)। এখানে তোমাদের যুদ্ধ হল রাবণের সঙ্গে। কাম বিকারের কাছে পরাজিত হলে বিশাল আঘাত লাগে। বক্সিং যেমন হয়। কেউ তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তারপর একটু একটু করে আওয়াজ বেরোয়। কেউ আবার উঠে দাঁড়ায়। এখানেও কাম বিকারের আঘাত লাগলে খুব জোরে ধাক্কা লাগে। মুখ কালো হয়ে যায়, ক্রোধের বিকার এলে এত বলা হবে না যতখানি কাম বিকারের জন্য বলা হয়। এ হল সবচেয়ে বড় শত্রু। অনেক দুঃখ দেয়। কাম কাটারীর দ্বারা অনেকে দুঃখী হয়েছে। কাম বিকারের দ্বারা পতিত হয়েছে। গুরুনানক বলেছেন - পুতিগন্ধময় কাপড় ধুয়ে দেন। বাবা স্বয়ং এসে কাপড় ধুয়ে দেন। এখন তোমাদেরও এ হল পুরানো শরীর। প্রত্যেকের নিজস্ব পার্ট রয়েছে। একের পার্টের সঙ্গে অপরের পার্টের কোনো মিল নেই। এ'হল ড্রামা যে। সব দিন হয় না এক সমান। পাঁচ হাজার বছরের ড্রামা, এতে আর কত দিন হবে! দুই দিনও একরকম হয় না। এই ড্রামা পুনরায় পাঁচ হাজার বছর বাদে হুবহু রিপিট হয়। এই হল অনাদি ড্রামা - সেকেন্ড বাই সেকেন্ড পার্ট প্লে হতেই থাকে। পুনরায় সব রিপিট হয়। কোথায় সত্যযুগ, কোথায় কলিযুগ, দুই যুগের মধ্যে বিশাল তফাৎ। সেখানে কি হয়, এখানে কি হয় - এই বিষয়ে তোমরা বাচ্চারা এখন জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত করেছে। এখন তোমাদের উত্তরণ কলা শুরু হয়। বাবা বলেন দান করো তাহলে গ্রহণ মিটে যাবে, বিকারের। একেবারে সোজা কথা। বাবা তোমাদের বিকার গুলি দানে নেন তার পরিবর্তে তিনি কি প্রদান করেন! তোমরা কড়ি দান করো বাবা তোমাদেরকে জ্ঞান রত্ন প্রদান করেন। বাবাকে বলাও হয় রত্নাকর, সওদাগর। বাবারও পার্ট আছে। আত্মা কত সূক্ষ্ম, তাতে অনেক শক্তি আছে। অনেক জ্ঞান আছে। এই জ্ঞান দান করার পার্ট ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে, অবিনাশী রূপে। পুনরায় পরের কল্পে এই জ্ঞান প্রদান করবেন। এই ড্রামা কখনও বিনাশ হওয়ার নয়। ওয়ান্ডার তাই না - আত্মায় ৮৪ জন্মের পার্ট আছে। এই সূক্ষ্ম বিন্দুতে অনেক পার্ট ভরা আছে। এই কথা গুলি খুবই গুহ্য। অতএব সর্ব প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। উনি রূপ এবং বসন্ত, দুইই। নিরাকার আত্মা অবশ্যই মুখ দিয়ে জ্ঞান শোনাবেন। কান দিয়ে আত্মা শুনবে। নাহলে জ্ঞানের সাগর জ্ঞান শোনাবেন কীভাবে! নিশ্চয়ই ব্রহ্মার মুখের দ্বারা জ্ঞান শোনাতে হবে। বিষ্ণু বা শঙ্কর তো জ্ঞান প্রদান করবেন না। জ্ঞানের সাগর বলা হয় - একমাত্র নিরাকারকে। তাঁর দ্বারা তোমরা জ্ঞান গঙ্গারা রচিত হও। সাগর তো একটাই, তাইনা। একমাত্র বাবা এসে ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ প্রদান করেন। সত্যযুগে সূর্যবংশী রাজারা ছিল, তাঁরা ৮ প্রজন্ম ধরে রাজত্ব করেছেন। সেই তারাই আবারও সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী.... হয়। এই জ্ঞান তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরই আছে। তোমরা হলে মুখবংশী ব্রাহ্মণ। বাবা হলেন সকলের একজনই। জাগতিক দুনিয়ার হল গর্ভজাত ব্রাহ্মণবংশী। তোমরা হলে মুখবংশী ব্রাহ্মণ। তারা দৈহিক যাত্রা করে পরে ঘরে ফিরে আসে। আমাদের একটাই যাত্রা। একবারই এই অমর লোকের যাত্রা করো, পুনরায় এই মৃত্যুলোকে ফিরে আসতে হয় না। অমরলোক স্বর্গকে বলা হয়। সেখানে কোনো তীর্থ যাত্রা ইত্যাদি হয় না। সেখানে ভক্তিই নেই। এ হল ব্রহ্মার রাত, যেখানে ভক্তিমার্গের কষ্ট আছে। চারিদিকে পরিক্রমা করেও সব সময় দূরেই থেকেছে। স্বর্গের মালিক বানান একমাত্র বাবা, তাঁকে তারা পায়নি। তোমরা আহবান করো - হে পতিত-পাবন এসো, এসে পবিত্র করো। তাহলে তোমরা গঙ্গা স্নান করতে কেন যাও? গঙ্গা তোমাদের পবিত্র করবে কীভাবে? যদি গঙ্গা স্নান করে পবিত্র হওয়া যেত তবে পতিত-পাবনকে আহবান করো কেন? অসংখ্য মানুষ যায় গঙ্গা স্নান করতে। পতিত-পাবন সর্বের সদগতি দাতা হলেন একজন। বাকি সবই হল ভক্তিমার্গের বিভ্রান্তি। তাই অত্যন্ত কৌশলে প্রশ্ন করতে হবে, তাহলে তারা বুঝবে যে অত্যন্ত যুক্তগ্রাহ্য এদের প্রশ্ন তো। যখন একমাত্র পতিত-পাবনকে ডাকছে তবে অনেকের কাছে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? বাবা বলেন আমি আসি কেবলমাত্র তোমাদেরকে পবিত্র করে স্বর্গের মালিক বানাতে। তাই অন্তরে খুব খুশীর অনুভূতি থাকা উচিত - বাবা আমাদের পবিত্র করে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করছেন। লক্ষ্মী - নারায়ণ অবশ্যই স্বর্গের মালিক ছিলেন। বাবার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল। তোমরা এই কথাও জিজ্ঞাসা করতে পারো, এই যে লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন তবে তো অবশ্যই তাদের প্রজাও থাকবে। সত্যযুগের আদিকালে তো তাদেরই রাজত্ব ছিল। এখন তো সঙ্গমে বসে আছো। এখানে তো প্রজাদের রাজত্ব প্রজাদের উপরে। বিনাশও সামনে রয়েছে। কল্প-কল্পের সঙ্গমযুগে বাবা আসেন। বাবা এসে সহজ রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করেন। তোমরা জীবনমুক্তি প্রাপ্ত কর, বাকিরা সবাই মুক্তিতে যাবে। ভারত সুখধাম ছিল, তাইনা। এখন তো দুঃখধাম হয়েছে। দেবী-দেবতা ধর্ম তো নেই। পুনরায় স্থাপন হতে চলেছে। তোমরা বাচ্চারা

রাজযোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করছে। কাঁটা থেকে পুষ্পে পরিণত হচ্ছে। এখানে তো সবাই কাঁটা হয়ে আছে। একে অপরকে কাঁটা বিদ্ধ করে অর্থাৎ কাম কাটারী চালাতে থাকে। এখন বাবা ফুলে পরিণত করেন, তাই কাঁটা বিদ্ধ করা পরিত্যাগ করতে হবে। সাহস রাখতে হবে। সাহসী আত্মারা উঠে দাঁড়ায়। বাবা দেখেন এদের সাহস আছে ভালো, কখনো পতিত হবে না। সুতরাং এমন সাহসী আত্মাদের আশ্রয়ও দেন। কিন্তু এমন নয় যে পরে স্বামী সন্তানকে স্মরণ করবে। শুরুতে ভাঙি ছিল। ভাঙিতে সব ইট তো শক্ত পরিপক্ব হয় না। এখানেও এমন ক্রম অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে পরিপক্ব হয়ে তৈরি হয়। বাবা বলেন এই জ্ঞান যজ্ঞে অনেক প্রকারের বিঘ্ন সৃষ্টি হবে, কল্প পূর্বের মতন। আদেশ উলঙ্ঘনকারী বাচ্চারাও আছে, যারা বাবার আদেশ কখনও মানবে না। বিরূপ থাকবে। অর্থাৎ নিজের ভাগ্যের প্রতিই বিরূপ হয়ে যায়। তারপরে উঁচু ভাগ্যের নির্মাণ আর হয় না। দেহ-অভিমানের বশে নিজের মতামত প্রকাশ করতে থাকে। প্রতিটি পদক্ষেপে শ্রীমৎ অনুসরণ করা উচিত। শ্রীমৎ প্রদান করেন ব্রহ্মার দ্বারা। এমন তো নয় যে প্রেরণার দ্বারা কাউকে মতামত দেবেন। যদি এমনটাই হত তবে এনার মধ্যে প্রবেশ করে সন্তান জন্মের প্রয়োজন কেন? ভালো পুরানো বাচ্চাও ভাবে যে আমরা শিববাবার কাছ থেকেই সরাসরি নেবো। দেহ-অভিমান অনেক। অতএব এই কথাটি পাকা ভাবে স্মরণে রাখো - আমাদের সত্য পিতা অসীম জগতের পিতা অসীমের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। অসীমের উত্তরাধিকার অর্থাৎ নর থেকে নারায়ণ করেন। সেখানে হেল্‌থ ওয়েলথ দুই ই থাকে তাই খুশী থাকে। এখানে কারো হেল্‌থ আছে তো ওয়েল্‌থ নেই। কারো ওয়েলথ আছে তো হেল্‌থ নেই। সন্তান জন্ম না হলে অন্যের সন্তান নিতে হয়। সেখানে এমন কোনো কথা নেই। সেখানে একটি সন্তান তো অবশ্যই থাকবে। এ হল দুঃখধাম। রাবণের দুঃখের অভিশাপ প্রাপ্ত হয়। বাবা এসে অসীমের উত্তরাধিকার প্রদান করেন।

এখানে বাচ্চারা, তোমাদের রোজ মুখ মিষ্টি করানো হয়, সেন্টারে প্রতি বৃহস্পতিবারে মুখ মিষ্টি করানো হয়। এখানে তো কানও মিষ্টি করানো হয়, মুখও মিষ্টি করানো হয়। আত্মা কান দিয়েই তো অবিনাশী জ্ঞানের কথা শোনে। চোখ দিয়ে দেখে, মুখ দিয়ে আহার গ্রহণ করে সেসবের স্বাদ গ্রহণ করে। আত্মা অভিমানী হতে হয় তাইনা। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) ফুলের মতো হয়ে উঠে সকলকে সুখ প্রদান করতে হবে। কাউকে কাঁটা বিদ্ধ করবে না। কখনও পিতার আঙ্গা উলঙ্ঘন করবে না, কখনও অভিমানের বশে রাগ করবে না।

২) প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। নিজের মতামত চালাবে না। দেহ-অভিমানে এসে আদেশ অমান্যকারী হবে না।

\*বরদানঃ:-\* আধ্যাত্মিক (রুহানী) সোশ্যাল ওয়ার্কার হয়ে অস্থিরতার সময় পরিস্থিতি গুলিকে পার করবার সাহস প্রদানকারী সত্য সেবাবাদী ভব  
এখন থেকে থেকেই বিশ্বে অস্থিরতা বাড়তে থাকবে। অশান্তি বা হিংসার খবর শুনে তোমরা রুহানী সোশ্যাল সেবাবাদী বাচ্চাদের বিশেষ অ্যালাট থেকে নিজের পাওয়ারফুল ভাইব্রেশনের দ্বারা সকলের মধ্যে শান্তির শক্তি, সহ্য শক্তির সাহস ভরতে হবে, লাইট হাউস হয়ে সকলকে শান্তির লাইট দিতে হবে। এই কর্তব্য এখন তীব্রগতিতে পালন করো যাতে আত্মারা আত্মিক স্বস্তি অনুভব করে। দুঃখের দাহ্য অগ্নিতে শীতল জল ভরার অনুভব করে।

\*স্লোগানঃ:-\* সকলের মান প্রাপ্ত করার জন্যে নির্মানচিত হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শরীরের উপর কোনো ভরসা নেই, তারজন্য যা কিছু শুভ কার্য সম্পন্ন করতে হবে তা আজ-ই করে নাও, আগামীকালের উপর ছেড়ো না"

\*প্রশ্নঃ - নিজের সব কিছু সফল করে তোলার অর্থাৎ সমৃদ্ধশালী হওয়ার যুক্তি কী?

\*উত্তরঃ - শিববাবাকে নিজের উত্তরাধিকারী (বাচ্চা) বানিয়ে দাও তাহলে তিনি তোমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য সমৃদ্ধশালী করে দেবেন। তিনি হলেন এমন একজন যিনি সকলের বাচ্চা হয়ে সকলের সব কিছু ভরিয়ে দেন। কিন্তু কেউ কেউ আবার ভীত হয়, ভাবে যদি সবকিছুই দিয়ে দিতে হয়। বাবা বলেন ভীত হওয়ার কিছু নেই। তোমরা নিজের সন্তানাদিদের দেখাশোনা করো। তাদের লালন পালন করো কিন্তু স্মরণ এই বাচ্চাকে করো কিন্তু স্মরণ এই বাচ্চাকে করো তবে তোমাদেরকে লাল (সমৃদ্ধশালী) করে দেবেন। এই বাচ্চার উপর যদি বলি চড়ে তবে তোমাদের অনেক সেবা করবেন।

ওম্ শান্তি। এই সময় সকল সেন্টারে যে সকল বাচ্চারা বসে আছে তারা অবশ্যই বুঝবে যে আমরা শিববাবার মহাবাক্য শুনছি - এইরকম আর কোনো সংস্থা হয় না। তাদের তো অনেক শাখা প্রশাখা থাকে। ওরাও টেপ ইত্যাদি রাখে, তাদের হেড অফিস থাকে, যেখানে তাদের গুরু থাকে, তাকে তারা স্মরণ করে। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকে তোমরা ছাড়া হয়ত আর কেউই স্মরণ করে না। এই সঙ্গমযুগেই পারলৌকিক পিতা আসেন, বাচ্চাদের বসে পরিচয় দেন আর বাচ্চারা নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে সেই ধুনেই (নেশায়) থাকে। পরমপিতা পরমাত্মা এই সময়ই মুরলী চালান। শাস্ত্রেও আছে যে কৃষ্ণ মধুবনে মুরলী বাজান। মধুবন তো হল একটি মুখ্য স্থান, এখান থেকেই বাকি সকল জায়গাতে মুরলী যায়। মানুষের বুদ্ধিতে আছে যে কৃষ্ণ মুরলী বাজান। শিববাবা মুরলী চালান - এটি কারোর বুদ্ধিতে কখনোই আসতে পারে না। এটা কেউই জানে না। যেখানে যেখানে তোমাদের সেন্টার খুলতে থাকে, সকলে এটাই বোঝে যে শিববাবার মুরলী বাজে ব্রহ্মার দ্বারা। যা আবার সকল জ্ঞান গঙ্গারা শুনে অন্যদেরও শোনায়। বুদ্ধিতে তো শিববাবার স্মরণ আছে তাই না। শিববাবা যাঁকে ভগবান বলা হয়। শিববাবা মুরলী শোনান, এটা কোনো শাস্ত্রেও নেই। তোমরা বাচ্চারা যেখানেই থাকো বোঝো যে এই মুরলী যা ছেপে এসেছে, শিববাবারই এসেছে। শিববাবা ব্যতীত কেউই শেখাতে পারেন না। বাবা-ই বলেন যে আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমি উত্তরাধিকার প্রদান করবো। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাতে থাকেন যে মামেকম স্মরণ করো আর কোনো নাম-রূপকে স্মরণ করো না। সাকার মানুষের ফটো ইত্যাদি তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে জমা করতে থেকেছে, উপাসনা করতে থেকেছে। দেবতা ইত্যাদিদের চিত্র রাখা এ'সবই তোমাদের পরিত্যাগ হয়ে যাবে। ভক্তিমার্গে আত্মারা বাবাকে স্মরণ করে। শরীরকে তো তখন স্মরণ করে যখন দেহ-অভিমানী হয়। বাবা মুহূর্ত্ত বলেন যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। আত্মাই পতিত দুঃখী হয়েছে। আত্মাই বলে যে আমি মহারাজা ছিলাম, এখন গরীব হয়ে গেছি। তোমাদের এখন স্মৃতি ফিরে এসেছে, আমরা হলাম বাবার বাচ্চা। বাবার দ্বারা আমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলাম। এখন বাবা বলেন যে সকলকে বাবার পরিচয় দাও। এইরকম শুভকাজ আর হয় না। এই শুভ কার্যে দেরী করা উচিত নয়। শরীরের উপরে তো ভরসা নেই, না যুবাদের না বৃদ্ধদের। সেইজন্য যা কিছু করতে হবে তা আজই করা উচিত। আজ কাল করতে-করতে কাল থেয়ে নেবে। বাবা কত বড় হসপিটাল তথা ইউনিভার্সিটি খুলেছেন, যার দ্বারা হেল্থ ওয়েল্থ হ্যাপিনেস প্রাপ্ত হয়। হেল্থ ওয়েল্থ আছে তো হ্যাপিনেস তো থাকবেই। নিরোগী কামা আছে, ধন আছে তাই মানুষ সুখী। তাই বাবা বলেন যে যাদের শুভ কার্য সম্পন্ন করতে হবে, করে নাও। কেবল তিন পা পৃথিবী নিয়ে এই হসপিটাল খোলো। সকলকে বাবার পরিচয় দাও। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা তাহলে অবশ্যই বাবার থেকেই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া উচিত। ভারতবাসীদের উত্তরাধিকার ছিল তাই না। এইসব বিষয় ভারতবাসীরা সহজেই বুঝতে পারবে। ভগবানকে খোঁজার জন্য মানুষ মন্দির বানিয়েছে। আর্য সমাজের লোকেরা তো দেবতাদের মানে না সেইজন্য মনে করে যে এই চিত্র ইত্যাদি যা কিছু বানানো হয়েছে এ'সবই হল ভুল। বিঘ্ন তো আসতেই থাকবে। বোঝানো তো হল খুবই সহজ। বাবার আঙা হল - তাড়াতাড়ি আমার সাথে বাগদান করে ফেলো, বাগদানের ফলে উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়ে যাবে।

বাবা হলেন রূহানী সার্জান, তোমাদেরকে বলা হয় ওঁনার সন্তান ; তাহলে তোমরাও হলে সার্জান তাই না। অবশ্যই আত্মাদের জ্ঞান ইঞ্জেকশান লাগাতে হবে। মনমনাভব। এটি হল বড় থেকে বড় ইঞ্জেকশান। বাবার স্মরণের দ্বারাই সকলের দুঃখ দূর হয়ে যায়। যোগের দ্বারা পুণ্য আত্মা হয়ে যাও। যোগই হল একমাত্র ঔষধী। বাচ্চা জন্মায়, বাবার কোলে

যায় এবং উত্তরাধিকারের মালিক হয়ে যায়। তোমরা এখন জানো যে আমরা বেহদের পিতার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি স্মরণের দ্বারা। স্মরণেই অনেক প্রকারের বিঘ্ন আসে, সেইজন্য স্মরণকে দৃঢ় করতে থাকো। কেবল ৩ পা পৃথিবী নিয়ে হসপিটাল খোলো। এটাও তো তিন পা তাই না! না হলে এইরকম উচ্চ কলেজের জন্য তো ৫০-৬০ একর জমির দরকার, যেখানে অনেক মানুষ এসে পঠন-পাঠন করবে। জ্ঞান ইঞ্জেকশান লাগানো হয়। গায়নেও আছে যে তিন পা পৃথিবীও পায়নি, কিন্তু বিশ্বের মালিক হয়ে গেল। তোমরা বিশ্বের মালিক হও তাই না। তিন পা পৃথিবী কোনো বড় বিষয় নয়, আবার ধীরে ধীরে বুদ্ধি পেতে থাকবে। (সংস্কার) ফাউন্ডেশন হওয়ার পর কতো কতো সেন্টার খুলে গেছে। কতো কতোজন কড়ি থেকে হীরে তুল্য হয়ে গেছে। যারা করে তারাই অনেক লাভবান হয়। অনেকের কল্যাণের জন্যই হসপিটাল বা কলেজ খোলা হয়। এটাও হল সেরকমই। বাইরে বোর্ড লাগিয়ে দাও - ক্লিনিক ফর হেল্থ ওয়েল্থ ২১ জন্মের জন্য। হিন্দিতে বলবে ১০০ শতাংশ পবিত্রতা, সুখ-শান্তির চিকিৎসালয়। কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে সার্ভিস করার ইচ্ছা নেই। কুটুম্ব ইত্যাদির জালকে মাকড়সার জাল বলা হয়, জালে নিজেরাই ফেঁসে যায়। বাবা এসে রাবণ রূপী মাকড়সার জাল থেকে বের করেন। সত্যযুগে এ'রকম বলা হয় না। এখানেও নিজেরাই নিজের জালে ফেঁসে মরে। এটি হলই রাবণের রাজ্য। কতো বড়-বড় রাবণের জাল - সমগ্র সৃষ্টিতে। সকলে শোক বাটিকাতে বসে আছে। এই রাবণের জালে সকল সাধু-সন্ত ইত্যাদি সকলেই ফেঁসে আছে। এখন বাবা বলেন এই সকলকে ভুলে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো আর সকলকে এই রাস্তা বলতে থাকো। এই সৃষ্টি চক্রের রহস্য অন্যরা কেউ বলতে পারবে না। বাবা বলেন, এই সব কিছুকে ছেড়ে মামেকম স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারাই তোমাদের সব পাপ দূর হয়ে যাবে। শুভ কার্যে দেবী করা উচিত নয়। উদাহরণও দেওয়া হয়, দেবী করতে-করতে মরেই গেল। তারপর ভোগে যখন সেই আত্মা আসে তখন আবার অনেক কাল্লাকাটি করতে থাকে। তারপর বলা হয় দেখো তুমি কত দেবী করে ফেলেছো। আজ কাল করতে-করতে কাল খেয়ে নিয়েছে। এখন তো আর জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না। এই ধরনের সব অনুযোগ আসতে থাকে। অনেক বাচ্চারা খেয়াল করে যে আত্মা কালকে এটা করবো, তারপর মরে যায়। সেইজন্য বোঝানো হয় যে মমত্ব ত্যাগ করো। লৌকিক সম্বন্ধী তোমাদের কোনো কল্যাণ করবে না। এই শিববাবা এখন তোমাদের বাচ্চা হন। বলেন যে তোমরা আমাকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে নাও তাহলে আমি তোমাদের অনেক সেবা করবো। সেইজন্য বাবা জিজ্ঞাসাও করেন যে - তোমার কতগুলো বাচ্চা? এই শিবকে নিজের বাচ্চা বানিয়ে নাও তাহলে সমৃদ্ধশালী হয়ে যাবে, ২১ জন্মের জন্য। কন্যারা তো তাদের নিজেদের ঘরে চলে যায়। বাচ্চার জন্য কত হয়রান হয়। বাচ্চা না হলে দ্বিতীয়, তৃতীয় বিবাহও করে থাকে। বাবা বলেন, ঐ লৌকিক বাচ্চারা তো তোমাদের কিছুই সেবা করবে না। এই এক সকলের বাচ্চা হন, সকলের খনি ভরপুর করে দেন। কিন্তু কেউ কেউ ভয় পায় যে সবকিছুই বুদ্ধি দিয়ে দিতে হবে! তাহলে কি হবে! বাবা বলেন, নিজের সন্তাদিদের লালন পালন তো করতেই হবে। কিন্তু স্মরণ এই বাচ্চাকে করো। এই ইনিই তোমাদেরকে সমৃদ্ধশালী করে দেবেন। কাশীর মন্দিরে গিয়ে বলি চড়ে। মনে করে যে শিবের উপরে বলি চড়লে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হবে। বাস্তবে এই কথাটি হল এখানকার। কোথাকার কথা কোথায় নিয়ে গেছে। তোমরা যদি এই বাচ্চার উপরে বলি চড়ো তবে ইনি তোমাদের অনেক সেবা করবেন, স্বর্গে মহল দিয়ে দেবেন। ওই বাচ্চারা তো কিছুই করবে না, ব্রাহ্মণ ইত্যাদিদের আহারাди করাবে। মানুষ দান-পূণ্য ইত্যাদি যা কিছু করে তা নিজের জন্যই করে থাকে। তাহলে এই হসপিটাল খোলা কত পূণ্যের কাজ। ধনী ব্যক্তির তো ১০ - ১৫ টা হসপিটাল খুলতে পারে। এই পয়সা ইত্যাদি তো সব শেষ হয়ে যাবে। তোমরা ভাড়া দিয়ে ঘর নিয়ে ৫০ হাজারে ৫০ টি হসপিটাল খুলে দাও। তারপর তারা নিজে থেকেই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। বাবা কত সহজ যুক্তি সার্ভিসের জন্য দিয়ে থাকেন। গঙ্গার ঘাটের কাছে গিয়ে সার্ভিস করো। নিজের পিঠে এই বাবার পরিচয় লাগিয়ে দাও। আপনা থেকেই পড়তে থাকবে। দেহ-অভিমান ত্যাগ করতে হবে। কোনো ধনী ব্যক্তি যদি এইরকম করে তাহলে সবাই বলবে বাঃ! এর তো দেহ-অভিমান একদমই নেই।

বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তাহলে আমরা কেন নরকে পড়ে আছি! এখন বাবা এসেছেন - বলেন যে দেহের সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করে আমাকে স্মরণ করো। ভারত স্বর্গ থেকে নরকে পরিণত হল কিভাবে? লক্ষ্মী-নারায়ণ ৮৪ জন্ম কিভাবে নিয়েছে, আসলে তাহলে আমরা কথা-কাহিনী শোনাবো। তাহলে অনেক জমায়েত হয়ে যাবে। পতিত-পাবনী গঙ্গাকেও বলে আবার যমুনাকেও বলে। আত্মা গঙ্গা পতিত-পাবনী যদি হয় তবে তো একটাকেই ধরো না।

এখন বাচ্চারা তোমরা ড্রামাকে জেনেছো, এবার তাই অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। অন্যদেরকে যদি আলোক প্রাপ্ত না করাও তবে কে বলবে যে এদের বুদ্ধি আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে। সার্জন যদি ইঞ্জেকশন লাগাতে না পারে তবে তাকে সার্জন কে বলবে? বাচ্চারা তোমাদের সমস্ত আলোক প্রাপ্ত হয়েছে। ৮৪ জন্মের রহস্য বুদ্ধিতে রয়েছে। তোমরা এই ড্রামাকে আর

অ্যাক্টরদের অ্যাক্টকে জানো। উচ্চ থেকেও উচ্চ অ্যাক্ট হল বাবার। বাচ্চাদের সাথে তিনি পাট প্লে করেন। তোমরা ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে থাকো। কিন্তু তোমরা হলে গুপ্ত, ইনকগনিটো (গুপ্ত বেশে), ননভায়োলেন্স, শিব শক্তিসেনা। তাদের সব কিছুই হল জাগতিক। কতো কতো মানুষ কুস্ত্র মেলাতে যায়। এখানে জাগতিক কোনো ব্যাপার নেই। তোমরা উঠতে বসতে, চলতে চলতে যাত্রাতেই রয়েছো। স্মরণের দ্বারাই তোমরা পবিত্র হয়ে ওঠো। বাবা বলেন তোমরা কর্ম করবার সময়ও শিব বাবাকে স্মরণ করো। তারা তো বলে দেয় সব কিছুর মধ্যেই ভগবান (পরমাত্মা) আছেন। তফাৎ হয়ে গেল না? বাবা বলেন যেখানেই বসো বাবাকেই স্মরণ করো। তারপর সার্ভিসও করা উচিত। মন্দিরে অনেক ভক্তরা যায়। কেবল এই চিত্র তোমাদের পিঠে লাগিয়ে নাও আর বাবার পরিচয় দিতে থাকো। বাবা তো অনেক রকমের যুক্তি বলে দিতে থাকেন। শ্মশানে গিয়ে বোঝাও। নিরাকার বাবার মহিমা আর শ্রীকৃষ্ণের মহিমা। এখন বলো গীতার ভগবান কে? সাথে চিত্রটিও থাকবে। তোমরা অনেক সার্ভিস করতে পারবে। এই সেবা কোনো ফিমেল করুক কিম্বা কোনো কুমারী তো অহো সৌভাগ্য। কন্যারা হলে তো সবচেয়ে ভালো। কন্যাদের কানাইয়া বাবা হলেন নিরাকার। কানাইয়া কৃষ্ণ নন, কানাইয়া হলেন বাবা। বাবার ভাবনা চলতে থাকে যে বাচ্চাদেরকে কীভাবে শেখাবো! কল্প পূর্বেও ড্রামা অনুসারে এই রকমই বুঝিয়েছিলাম, এখন আবার বোঝাচ্ছি। সুতরাং তোমাদেরকেও অঙ্কের যষ্টি হতে হবে। যে বাচ্চারা পরিচয় পায়, তারা তখন অন্যদেরকেও নিয়ে আসে। তারও পূণ্য হয়। নিজের কাছে হিসাব রাখো। যত করবে ফল তো পাবেই। কাউকে নিয়ে এলে তখন তারও অনেক কল্যাণ হয়ে যায়। এই কাজে বাচ্চাদের অনেক অ্যাটেনশন দিতে হবে। সার্ভিস না করলে তবে পাবে কী? সার্ভিস, সার্ভিস আর সার্ভিস। তোমরা বলেও থাকো - আমরা গড এর সার্ভিসে রয়েছি। ঘরের সার্ভিসও করো।

বাবা শিক্ষা প্রদান করেন যে, বাচ্চাদেরকে কখনো বিকারে যেতে দিও না। যদি তারা তোমার আঙ্গা না মানে তবে তো আঙ্গা অমান্যকারী হয়ে গেল। তাদেরকে ধন দিলে আর তারা সেটা দিয়ে পাপ কর্ম করলো তবে তার দন্ড তোমার মাথাতেই এসে যাবে। বাবা তো রায় দিয়ে থাকেন তাই না! কিন্তু এমন অনেকেই আছে যারা করার পরে বাবাকে জানায়। তো বাচ্চাদেরকে সার্ভিসের জন্য বাবা অনেক প্রকারের যুক্তি বলে দিতে থাকেন। বাচ্চারা তোমাদেরকে এই কর্মই করতে হবে। টেনে তোমরা এই সার্ভিস করতে থাকো তো বাবাও খুশী হবেন আর ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য সদা সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) মায়া যে অনেক বড় জাল বিস্তার করেছে, এখন বাবার স্মরণের দ্বারা সেই জাল থেকে বের হতে হবে। শুভ কার্যে লেগে পড়তে হবে। কোনো দেহধারীর জালে ফাঁসলে চলবে না, সকলের থেকে মমত্ব সরিয়ে নিতে হবে।

২) জ্ঞানের যে আলোক প্রাপ্ত হয়েছে তা সকলকে প্রদান করতে হবে। দেহ-অভিমানকে ত্যাগ করে ভিন্ন-ভিন্ন যুক্তি দ্বারা সার্ভিস করতে হবে। অঙ্কের লার্লি হতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* অনেক প্রকারের ভাবনাকে সমাপ্ত করে আত্মিক ভাবনাকে ধারণকারী সকলের স্নেহী ভব দেহের চেতনায় থাকলে অনেক প্রকারের ভাবনা উৎপন্ন হয়। কখনও কাউকে ভালো লাগবে আবার কখনও কাউকে খারাপ লাগবে। আত্মা রূপে দেখলে আত্মিক (রূহানী) ভালোবাসা উৎপন্ন হয়। আত্মিক ভাবনা, আত্মিক দৃষ্টি, আত্মিক বৃত্তিতে থাকায় সকলের সম্বন্ধে এলেও অতীব স্বতন্ত্র এবং ভালোবাসার পাত্র হিসাবে গণ্য হবে। তাই চলতে-ফিরতে অভ্যাস করো - "আমি হলাম আত্মা" এতে অনেক প্রকারের ভাব-স্বভাব সমাপ্ত হয়ে যাবে আর সকলের স্নেহী স্বতঃতই হয়ে যাবে।

\*স্নোগানঃ:-\* যার কাছে উৎসাহ-উদ্দীপনার ডানা আছে তার সফলতা সহজেই প্রাপ্ত হয়।

নোট : তিন পা পৃথিবী = সেন্টার খোলার মতো একটা ঘর বা জায়গা

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"উড়তি কলার অনুভব করার জন্য দুই বিষয়ের ব্যালেন্স - জ্ঞানযুক্ত ভাবনা আর স্নেহযুক্ত যোগ"

আজ বাপদাদা নিজের স্নেহী ভাবনা-মূর্ত আত্মাদের এবং জ্ঞান-স্বরূপ যোগী আত্মাদের দেখছেন। দুই ধরনের আত্মারাই বাবার প্রিয় আর উভয়ই বাবার থেকে নিজের নিজের যথা স্নেহ আর ভাবনা অনুসারে প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে উত্তরাধিকারের অধিকারী। জ্ঞান স্বরূপ যোগী তোমরা আত্মারা আপন শক্তি অনুসারে বাবার সমীপ সমান হওয়ায় সর্বশক্তির অনুভূতির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছ। উভয়েই প্রাপ্তি স্বরূপ।

কিন্তু উভয়ের প্রাপ্তির মধ্যে তারতম্য রয়েছে। স্নেহ আর ভাবনা-মূর্ত বাচ্চারা সদা মনন-চিন্তনের (ভাবনার) কারণে স্মরণে থাকে। বাবার প্রতি নিজ নিজ যথা স্নেহ আর ভাবনা অনুসারে উভয়েই প্রত্যক্ষ ফলরূপ উত্তরাধিকারের অধিকারী। জ্ঞানস্বরূপ যোগী তোমরা আত্মারা নিজেদের শক্তি অনুসারে বাবার সমীপ সমান হওয়াতে সর্বশক্তির অনুভূতির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছ। উভয়েই প্রাপ্তিস্বরূপ। কিন্তু উভয়ের প্রাপ্তির মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। স্নেহ আর ভাবনা-মূর্ত বাচ্চারা সদা ভাবনার কারণে স্মরণে থাকে। বাবার প্রতি ভালোবাসার অনুভব করে, ভাবনার ফলস্বরূপে শক্তিরও অনুভব করে। কিন্তু সদা আর সর্বশক্তির অনুভব করে না। "জ্ঞানস্বরূপ যোগী তু আত্মারা" সদা সর্বশক্তির অনুভূতি দ্বারা সহজভাবে বিজয়ী হওয়ার বিশেষ অনুভব করে, সমান হওয়ার অনুভব করে। তাইতো দুই ধরনের বাচ্চারাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। সদা অনড়, অটল স্থিতির অনুভব তোমরা যোগী আত্মারাই করে থাকো। স্নেহী এবং ভাবনা-স্বরূপ আত্মারা ভাবনা দ্বারা, স্নেহের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সদা বিজয়ী নয়। স্নেহী আত্মাদের মনে, মুখে সদা বাবা-বাবা, সেই কারণে সময় সময়তে সহযোগ প্রাপ্ত হতে থাকে। ভাবনার ফল সময় অনুসারে বাবা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েই যায়। কিন্তু সমান হওয়ার ক্ষেত্রে "জ্ঞানী যোগী তু আত্মারা" সমীপে আছে, সেইজন্য ভাবনা আর জ্ঞানস্বরূপ হওয়ার লক্ষ্য রাখো। যত মনন-চিন্তন (ভাবনা) হবে ততই জ্ঞানস্বরূপও হবে। শুধু ভাবনা কিম্বা শুধু জ্ঞান - এটাও সম্পূর্ণতা নয়। জ্ঞান-যুক্ত ভাবনা, স্নেহ-সম্পন্ন যোগী আত্মা, এই দুইয়ের ব্যালেন্স সহজভাবে উড়তি কলার অনুভব করায়। বাবা সমান অর্থাৎ দুইয়ের সমতা।

বর্তমান সময় ভাবনা স্বরূপ আত্মারা সেবায় বেশি আসে। এই আত্মারাও স্থাপনের কার্যে, হয় আদি সনাতন দেবতা ধর্মের স্থাপনে, অথবা রাজ্য স্থাপনে, দুইয়ের ক্ষেত্রেই আবশ্যিক। কিন্তু এখন সময় অনুসারে "জ্ঞানী যোগী (তু) আত্মাদের" আবশ্যিকতা আরও বেশি। কারণ আগামী সময়ে বৈরাগ্য বৃত্তির বায়ুমন্ডল হেতু ভাবনা স্বরূপ আত্মাদের আরও সহজে আসারই আছে। সেইজন্য সেবার লক্ষ্যে "জ্ঞানী-যোগী (তু) আত্মাদের" দিকে বেশি অ্যাটেনশন প্রয়োজন।

এমন আত্মাদের সংখ্যা বৃদ্ধি আবশ্যিক। বুঝেছ! এমন ভেবো না যে, সংখ্যা অনেক বাড়ছে। যেমনই হোক, বাবা সমান সর্বশক্তির অনুভূতি আছে এমন আত্মাদের প্রস্তুত করো। রাজধানীর বৃদ্ধি তো ভালোই হচ্ছে। কিন্তু বিশ্ব পরিবর্তনে দুই স্বরূপের ব্যালেন্স থাকা আত্মারাই নিমিত্ত হয়, কেননা বিশ্ব পরিবর্তনের জন্য খুব সূক্ষ্ম শক্তিশালী স্থিতির আত্মাদের প্রয়োজন। যারা আপন বৃত্তি দ্বারা, শ্রেষ্ঠ সঞ্চল দ্বারা অনেক আত্মার পরিবর্তন করতে পারে। স্নেহী এবং ভাবুক আত্মা নিজের মধ্যে খুব ভালো এগিয়ে চলে, কিন্তু সেই স্নেহ বা ভাবনা বিশ্বের প্রতি হয় না। নিজের প্রতি আর কিছু সমীপ আত্মার প্রতি থাকে। অসীম জগতের অথবা বিশ্বের সেবা শুধু ব্যালেন্স বজায় রাখে এমন আত্মারাই করতে পারে। অসীম সেবা হয় নিজের শক্তিশালী মন্বা-শক্তি দ্বারা, শুভ ভাবনা আর শুভ কামনা দ্বারা। শুধু নিজের জন্য ভাবনা নয়, বরং অন্যদেরও শুভ ভাবনা আর শুভ কামনা দ্বারা পরিবর্তন করতে পারে। অতএব, এমন জ্ঞান সহ ভাবনার সাথে স্নেহ আর যোগের শক্তিপূর্ণ আত্মা হয়েছ, নাকি শুধু স্নেহী কুশাগ্রবুদ্ধি (ভাবুক/তীক্ষ্ণবুদ্ধি) আত্মাদের দেখে খুশি হচ্ছে? এটা চেক করো যে, কল্যাণকারী হয়েছ নাকি অসীম বিশ্ব-কল্যাণকারী হয়েছ। রেজাল্ট কী? ইতোমধ্যে বাপদাদা তোমাদের বলেছেন যে, বাবার কাছে উভয়ই প্রিয়। দুই ধরনের আত্মাদের দেখে বাপদাদা খুশি হন। অন্ততঃ স্নেহী আত্মা হয়ে আপন করে নিয়েছ তো না? চিনে নিয়েছ, উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়ে গেছ, কোটির মধ্যে কয়েক-এর লাইনে এসে গেছ, নিজের ঠিকানায় পৌঁছে গেছ, তনের দ্বারা, মনের দ্বারা এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ানো থেকে রক্ষা পেয়েছ, এইজন্য তোমরা খুশি, তাই না। বাচ্চারাও খুশি, বাবাও খুশি। সৌভাগ্যবান হয়ে গেছ, গেছ না? দুনিয়ার আত্মাদের তুলনায় যারা ডিরেক্টলি বাবার হয়েছে, দেখ তারা কত সাধারণ আত্মা! বিশ্ব-শিক্ষকের স্টুডেন্টরা দেখ কেমন ওয়ান্ডারফুল! যিনি পড়াচ্ছেন তিনি সর্বোচ্চ

আর যারা পড়ছে তারা সাধারণ। কিন্তু শুধু সাধারণই সাধারণ স্বরূপে আসা বাবাকে জানতে পারে। বাপদাদাও তো ভি. আই. পি. হয়ে আসেন না, তাই না, সাধারণ রূপে আসেন। কোনো প্রাইম মিনিস্টার বা রাজার তনে আসেন না, সেইজন্য যারা সাধারণ তারাই শুধু তাঁকে চিনতে পারে, ভাগ্য প্রাপ্ত করে। তোমরা সৌভাগ্যবান তো না, কত ভাগ্য তোমরা লাভ করেছে! এমন কী পদ্মাপদম বলাও কিছু না।

এখনও দেখ, সংখ্যা তো অনেক, তাই না। আগে তোমরা ভাবতে, এই এত বড় হল্ কোন কাজে আসবে আর এখন কেমন মনে হয়, এর থেকে বড় হল্ হওয়া দরকার। ব্রাহ্মণদের এই বরদান আছে, তোমরা যত বড় বানাতে ততই ছোট হতে থাকবে। যারাই এসেছে বাপদাদা সব আগতদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। কিন্তু শুধু ভাবুক হয়ো না, জ্ঞানীও হও। প্রকৃতি সম্বন্ধেও জ্ঞানী হও, শুধু আত্মার জ্ঞান নয়। আত্মা, পরম আত্মা আর প্রকৃতি। এর সঙ্গে ড্রামাও এসে যায়। তিনেরই জ্ঞান প্রয়োজন। কোথায় যাচ্ছ আর নিজের জন্য কী অ্যাটেনশন প্রয়োজন, তা' যদি প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকে তাহলে নলেজফুল নয়। স্থানের, ব্যক্তির, স্থিতি তিনের জ্ঞান রাখো। শুধু ভাবুক হয়ো না, যেতেই হবে, আনতেই হবে . . .। জ্ঞান স্বরূপ মানে দূরদর্শী, ত্রিকালদর্শী, যদি তিনের জ্ঞান স্পষ্ট থাকে তবে সফলতা প্রাপ্ত হয়। যদি কেউ নিজের ভুলে বারবার অসুস্থ হয় তাহলে বাপদাদা তাকে জ্ঞান যোগী বলেন না। জ্ঞানের অর্থ হলো বোধ। নিজের স্থিতিকে বোঝো, নিজের শরীরকেও বোঝো। আত্মার স্থিতি, শরীরের স্থিতি, বায়ুমন্ডলের সব জ্ঞান যদি বুদ্ধিতে আছে তবে নলেজফুল, সেইজন্য শুধু ভাবনাতেই খুশি হয়ে যেয়ো না। যারা এখানে আসে এবং যারা অন্যদের এখানে নিয়ে আসে উভয়েরই নলেজফুল হওয়া প্রয়োজন। তাহলে যা কিছু ঘটবে, বলবে "এতো মধুর ড্রামা।" দোলাচলে আসবে না তো না — অনড় থাকো। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য অ্যাটেনশন। বাপদাদাও জানেন যে, এখানে আসতে বাচ্চাদের কত পরিশ্রম সহ্য করতে হয়! এইজন্য তো বাবা আগেই তোমাদের অভিনন্দিত করেন। যে আত্মার যে উত্তরাধিকার তা' তার প্রাপ্ত হতেই হবে। উত্তরাধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত থাকতে পারে না। সাকারে বাবার সামনে থেকে হোক অথবা নিজের জায়গায় মন্মনাভব থেকে, উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। ডবল নলেজফুল হতে হবে, হাফ নলেজফুল হয়ো না। আচ্ছা!

চারিদিকের সকল সৌভাগ্যবান আত্মাদের, সর্বস্নেহ আর যোগ শক্তিতে সমান হওয়ার অনুভাবী আত্মাদের, ভাবনা আর জ্ঞান স্বরূপ আত্মাদের, সদা বাবা সমান হওয়ার লক্ষ্যকে পূরণ করা আত্মাদের, সদা সমীপ অনুভব করে এমন আত্মারা যারা সদা অনড় ও অটল থাকে, সে'রকম বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

নোট : - আজ মধুবনে আগত পার্টিতে একই সময়ের মধ্যে কর্ণাটক জোনের দুই বরিষ্ঠ ভ্রাতা নিজেদের পুরানো শরীর ছেড়ে দিয়েছে, সেইজন্য বাপদাদা সবার বিশেষ মনযোগ (অ্যাটেনশন) আকর্ষণ করেছেন।

দাদিদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাতঃ:-

সংগঠনের শক্তি সংগঠনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক সাহসের সাথে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগ দিয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করছে। তোমরা নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের সাহস অনেক আত্মার সাহস বাড়ায়। তোমরা সব পরিস্থিতির অনুভাবী হয়ে গেছ। নাথিং নিউ মনে হয়, হয় তো না, বাপদাদা পর্দার আড়াল থেকে সকাশ দিচ্ছেন, কিন্তু স্টেজে পার্ট প্লে করো তোমরা আত্মারা। তোমরা ভালো পার্ট প্লে করছ। অমৃতবেলায় বাপদাদা সদা মহাবীর আত্মাদের সংগঠনকে, নম্বর ওয়ান সেই নিমিত্ত আত্মাদেরকে বিশেষ স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং জানিয়ে থাকেন। আর সেটাই সকাশ বলো, ভালোবাসাই বলো, সারাদিনের ভোজন হয়ে যায়। এ'রকমই লাগে তো না? সবকিছু ঠিক আছে। দৃঢ় নিশ্চয়ের (হিস্তত) সাথে সফলতা আছেই।

অব্যক্ত বাপদাদার সাথে ডবল বিদেশি ভাই-বোনের সাক্ষাৎকার -

অস্ট্রেলিয়া পার্টির সাথে— বাপদাদা অস্ট্রেলিয়া নিবাসী বাচ্চাদের বিশেষত্ব দেখছেন। অস্ট্রেলিয়া নিবাসীদের বিশেষত্ব কি, জানো তোমরা? (প্রথমবার এসেছে সেইজন্য জানে না) নতুন জায়গায় এসেছ নাকি নিজেদের চেনাজানা জায়গায় এসেছ? এখানে পৌঁছানোর সাথে সাথে পূর্ব কল্পের স্মৃতি এত স্পষ্ট হয়ে যায় যেন এই জন্মেও এখনই এই মুহূর্তে দেখেছে। এই লক্ষণ সমীপ আত্মার। এই অনুভব দ্বারাই নিজেকে জানতে পারো যে, ব্রাহ্মণ আত্মাদের মধ্যে আমি সমীপে থাকা আত্মা নাকি দূরে থাকা আত্মা! জানতে পারো ফার্স্ট নম্বরে নাকি সেকেন্ড নম্বরে আছ। এটাই এই অলৌকিক সম্বন্ধের বিশেষত্ব যা প্রত্যেকে বুঝতে পারে যে, আমি ফার্স্ট যাবো। লৌকিকে তো নম্বরক্রমে জানবে কেউ বড়, কেউ দ্বিতীয় নম্বরে, কেউ তৃতীয়

নশ্বরে। কিন্তু এখানে যে লাস্টে সেও বোঝে যে আমি "লাস্ট সো ফার্স্ট।" এই লক্ষ্য ভালো, ফার্স্ট হতেই হবে। সুতরাং ফার্স্টের লক্ষণ হলো - সদা বাবার সাথে থাকা। এমন নয় যে চেষ্টা করতে হবে কিন্তু সদা সাথের অনুভব থাকবে। যখন এই অনুভব হয়ে যায় যে, আমার বাবা, তখন যা আমার তা' আপনা থেকেই স্মরণ থাকে, চেষ্টা করে স্মরণ করতে হয় না। আমার মানেই অধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাওয়া। "আমার বাবা আর আমি বাবার" কত অল্প শব্দ এবং সেকেন্ডের ব্যাপার! একেই বলে সহজ যোগী। তোমাদের বোর্ডেও সহজ রাজযোগ কেন্দ্র লেখা আছে, তাই না। তো এ'রকম রাজযোগ শিখেছ? মায়া আসে? বাবার সাথে যারা থাকে তাদের কাছে মায়া আসতে পারে না। যেমন, নিজের শরীরের থাকার জায়গাকে জানো, যা তৈরি হয়ে আছে, সেইজন্য যখনই ফ্রি হও তখন সহজেই ঘরে গিয়ে রেস্ট করো। ঠিক এ'ভাবেই যখন জানছ যে, আমাকে বাবার কাছে থাকতে হবে, এটাই ঠিকানা তখন কাজ করতে করতেও তোমরা এখানে থাকতে পারো। বুদ্ধি দ্বারা তোমাদের এটা অনুভব হওয়া উচিত। প্রত্যেকে নিজের ভাগ্য তৈরি করে, যিনি তোমাদের ভাগ্য তৈরি করেন তাঁর সামনে তোমরা পৌঁছে গেছ। বাপদাদা প্রত্যেকের ভাগ্যের নক্ষত্র ঝিকমিক করতে দেখছেন। এটা ভ্যারাইটি গ্রুপ। বাচ্চারাও আছে, বয়স্করাও আছে, ইয়ুথও আছে। কিন্তু এখন তো সবাই ছোট বাচ্চা হয়ে গেছে। কেউ বলবে এখন ৮ মাসের, কেউ ১২ মাসের। অলৌকিক জন্মেরই বর্ণন করবে তো না! আচ্ছা!

সবাই পূর্ব কল্পের হারানিধি আত্মা। সদা বাবার অটুট একাগ্রতায় মগ্ন থেকে এগিয়ে চলো। এই অটুট স্মরণই সব সমস্যার সমাধান করে উড়ন্ত বিহঙ্গ বানিয়ে তোমাদের উড়তি কলায় নিয়ে যাবে। বাপদাদার হৃদয়-সিংহাসনাসীন থেকে সদা এই নেশায় থাকো যে, আমি কল্প-কল্পের অধিকারী। কল্পে কল্পে নিজের অধিকার নিতে থাকবে। অভিনন্দন! তোমরা আত্মারা সদাই অভিনন্দন নেওয়ার পাত্র। আচ্ছা।

আমেরিকা পার্টির সাথে — তোমরা সবাই বাপদাদার মাথার মুকুট, শ্রেষ্ঠ আত্মা, তাই তো না। শ্রেষ্ঠ আত্মাদের প্রতিটা সঞ্চল, প্রতিটা বোল শ্রেষ্ঠ হবে। কখনো কখনো নয় সদাসর্বদা, কেননা, সদাসর্বদার উত্তরাধিকার লাভ করছ তো, তাই না। সুতরাং, যখন সদাসর্বদার উত্তরাধিকার পাওয়ার অধিকারী তোমরা তখন স্থিতিও সদাকালের। 'সদা' শব্দ সদা স্মরণে রাখো। বাপদাদা সবাইকে এই বরদান দেন। সদা খুশি থাকবে, সদা উড়তি কলায় থাকবে, সদা সকল খাজানায় সম্পন্ন থাকবে। এমন বরদান নেওয়া আত্মারা আপনা থেকেই সহজযোগী হয়ে যায়। আজ খুশির দিন? সবচাইতে অধিক খুশি কা'র থাকে, বাবার নাকি বাচ্চাদের? (বাচ্চাদের থাকে) বাপদাদার এই খুশি থাকে যে, এমন কোনও বাবা সমগ্র বিশ্বে হবে না যার সব বাচ্চা শ্রেষ্ঠ। বাপদাদা একেক বাচ্চার বিশেষত্ব যদি বর্ণন করেন তাহলে কয়েক বছর কেটে যাবে। প্রত্যেক বাচ্চার মহিমার বড়-বড়ো শাস্ত্র তৈরি হয়ে যাবে। তোমরা এমনই বিশেষ আত্মা - এই নিশ্চয় যদি হয় তাহলে সদা আপনা থেকেই মায়াজিত হয়ে যাবে।

মেক্সিকো গ্রুপের সাথে — যতটা দূরে আছ ততটাই হৃদয়ে কাছে থাকো তোমরা? এমন অনুভব করো তো না? বাপদাদার হৃদয়-সিংহাসন সবাই রিজার্ভ করে নিয়েছ? বাপদাদা একেক রঞ্জের ভ্যালু জানেন। প্রত্যেক রত্ন স্থাপনের কার্যকে সফল করার নিমিত্ত। সুতরাং, নিজেদের এতটাই অমূল্য রত্ন মনে করো তোমরা? কত ভাগ্যবান আত্মা তোমরা যে এত দূর থেকেও বাবা তোমাদের খুঁজে আপন করে নিয়েছেন। আজকের দুনিয়ায় যারা বড়-বড়ো বিদ্বান, আচার্য আছে, তাদের তুলনায় তোমরা পদমগ্ন অধিক ভাগ্যবান। ব্যস! শুধু এই খুশিতে থাকো যে, জীবনে যা পাওয়ার ছিল তা' পেয়ে গেছি।

নিউজিল্যান্ড — নিউ ল্যান্ড তৈরি করছ, তাই না? নিজেকেও নতুন বানিয়েছ তো বিশ্বকেও নতুন বানাতে তো না। নিজেদের অক্যুপেশন এটাই শোনাও আর লিখে থাকো তো না যে, আমরা সবাই বিশ্বের নব নির্মাণকারী। সুতরাং, যেখানে থাকো তাকেই তো নতুন বানাতে, তাই না। সব জায়গার নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। নিউজিল্যান্ডের বিশেষত্ব কী? নিউজিল্যান্ডে চলে যাওয়া ভারতবাসী আবারও ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তৈরি করে দেওয়া বাবাকে চিনে নিয়েছে। ভারতে থেকে ভারতবাসী বাচ্চারা তাঁকে জানতে পারেনি, কিন্তু বিদেশে থেকে ভারতের মহিমা আর বাবাকে জেনে নিয়েছে। ভারতের বিচ্ছিন্ন হওয়া ভালো ভালো বাচ্চারা নিউজিল্যান্ড থেকে বের হয়েছে। টিচারদের পরে পাওয়া গেছে। কিন্তু সার্ভিসের স্থাপন প্রথমে করেছে। সেইজন্য সাহস আছে এমন বাচ্চা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকা বাচ্চারা বিশেষ। বুঝেছ।

\*বরদান:-\* আকর্ষণের সূক্ষ্ম সুতোকে সমাপ্ত করে উড়তি কলায় উড়ে সম্পূর্ণ ফরিস্তা ভব  
ফরিস্তা অর্থাৎ যার পুরানো দুনিয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব, সূক্ষ্ম রীতিতে চেক করো যে, অংশমাত্র কোনও সুতো তার নিজের দিকে আকর্ষণ করছে না তো? কেননা, যদি কোনো জিনিস ভালো লাগে তাহলে তা' নিজের দিকে অবশ্যই আকর্ষণ করে। কেউ কেউ বলে ইচ্ছে নেই কিন্তু ভালো লাগে। তো

ইচ্ছা হলো মোটা সুতো আর ভালো লাগা হলো সূক্ষ্ম সুতো, এখন সেটাও সমাপ্ত করে সম্পূর্ণ ফরিস্তা হও।

\*স্লোগান:-\*

মন্সা দ্বারা শক্তির আর কর্ম দ্বারা গুণের দান দেওয়াই মহাদানী হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের সাগর বাবার কাছ থেকে তোমরা বাচ্চারা যে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন পেয়ে থাকো, সেই স্ব জ্ঞান রত্ন দান করার জন্য রেস করতে হবে"

\*প্রশ্নঃ - মালায় আসার জন্য তোমাদের এগিয়ে যাওয়া অথবা পিছনে থাকার মূল কারণ কী ?

\*উত্তরঃ - শ্রীমতকে অনুসরণ করে চলা (পালনা পাওয়া)। শ্রীমতকে যে খুব ভালোভাবে পালন করে চলে তার নম্বর আগে চলে আসে আর যে আজ ভালোভাবে পালন করে, কাল দেহ-অভিমান বশতঃ শ্রীমতে মনমত মিশ্র করে, সে পিছনের নম্বরে চলে যায়। নিয়ম মেনে যে সব বাচ্চারা শ্রীমতে চলে, তারা পরে এলেও সামনের দিকে নম্বর নিয়ে নিতে পারে।

\*গীতঃ- রাতের পথিক ক্লান্ত হযো না....

ওম্ শান্তি । বাপদাদা দুজনেই বলেন ওম্ শান্তি। দুজনের স্বধর্মই শান্ত। আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরও অন্তর থেকে বেরিয়ে আসা উচিত ওম্ অর্থাৎ আমি আত্মার স্বধর্ম হল শান্ত। আমরা আসি শান্তিধাম থেকে। প্রথমে বাবা আমাদের শান্তিধামে নিয়ে যাবেন। সবার প্রথমে কে যাবে ? যে যত বেশি স্মরণে থাকবে, সেই দ্রুত এগিয়ে যাবে। এখন তোমরা আত্ম-অভিমानी হতে চলেছ। এতেই খুব পরিশ্রম করতে হয়। অর্ধেক কল্প ধরে রাবণ তোমাদের দেহ-অভিমानी করে তুলেছে। এখন অসীম জগতের পিতা পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের দেহী-অভিমानी করে তুলছেন আর নিজেদের ঘরে যাওয়ার পথ বলে দিচ্ছেন। যিনি ঘরের মালিক, তিনিই বলে দিচ্ছেন। দ্বিতীয় কোনো মানুষ পথ বলে দিতে পারে না। নিয়ম নেই। একমাত্র বাবা এসেই বলে থাকেন, ওঁনার নাম দুঃখ হর্তা, তিনিই দুঃখ থেকে মুক্ত করে থাকেন। যাঁর মহিমা ভক্তি মার্গেও গাওয়া হয়ে থাকে। এমন নয় যে সত্যযুগে আত্মা বলবে বাবা আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখধামে পাঠিয়েছেন, না । এই জ্ঞান এখনই তোমাদের বুঝিয়ে থাকি। এই জ্ঞান প্রদানের পাট এই সময়েই চলে। তারপর এই পাট সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর প্রালব্ধ শুরু হয়। পতিত থেকে পবিত্র করে তোলার ভূমিকা পালন করেন একমাত্র বাবা, যিনি কল্পে-কল্পে এসে এই ভূমিকা পালন করে থাকেন। তোমরা জানো অর্ধেক কল্প আমরা পবিত্র ছিলাম। তারপর রাবণ রাজ্যে এসে নিচে নামতে (অধঃপতন)শুরু করেছি। ঐ সময় থেকেই কলা হ্রাস পেতে থাকে। ভারতেই দেবতারা ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সর্বগুণ সম্পন্ন ছিল। তারপর পুনর্জন্ম নিতে-নিতে তাদের অবশ্যই নিচে নামতে হয়। কলা হ্রাস পেতেই হবে। কিন্তু ওখানে এসব কিছুই বোঝা যায় না। এই সম্পূর্ণ জ্ঞান এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। পবিত্র দেবী-দেবতারা কিভাবে পতিত হয়ে যায়, এসো, আমরা তোমাদের ৮৪ জন্মের কথা শোনাব। এটা ৮৪ জন্মের চক্রের সত্য ঘটনা। ওরা তো মিথ্যা কথা শুনিয়ে থাকে। চক্রের আয়ুকে লম্বা চওড়া করে বর্ণনা করেছে। এই ৮৪ চক্রের কথা শুনলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা রাণী পদ পেয়ে থাকো। এই গুহ্য বিষয় সম্পর্কে সাধু, সন্ন্যাসীরাও জানে না। ওদের ধর্মই হল আলাদা। প্রথমে মা বাবার কাছে জন্ম নেয় তারপর মন্দির ইত্যাদি স্থানে গিয়ে পূজা করে। তারপর যখন বৈরাগ্য আসে তখন ঘর পরিবার ছেড়ে চলে যায়। বাবা বলেন পূজ্য থেকে পূজারি হয়ে ওঠা তোমাদের জন্যই বলা হয়। গায়নও আছে ব্রাহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হয়েছে নিশ্চয়ই তবে অ্যাডপ্ট করা হয়েছে। এই বাবাও (ব্রাহ্মা) প্রথমে পতিত ছিলেন তারপর পবিত্র হয়েছেন। তোমরা ব্রাহ্মণ হয়ে তারপর দেবতা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যকেই স্বর্গ বলা হয়। ওখানে অবিভক্ত ধর্ম, যেখানে দেবতারা একতার সাথে বাস করে সুতরাং সেখানে কোনো সংঘর্ষ নেই। কারণ ওখানে মায়ার অস্তিত্ব নেই। এই দেবী-দেবতা ধর্মের মহিমা গাওয়া হয়, তারা ছিল সর্বগুণ সম্পন্ন ....যখন তোমরা কোথাও লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যাও সেখানে গিয়ে বল যে এরা সত্য নারায়ণ তাইনা। একে সত্য কেন বলা হয় ? কেননা আজকাল তো ভীষণ মিথ্যাচার। অনেকেরই নাম রাখা হয় লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ ইত্যাদি। কারো তো আবার ডবল নামও আছে। মাদ্রাজের ওদিকে অনেকের ভালো-ভালো নাম আছে। ভগত বৎসলম্ (ভক্তদের রক্ষাকারী) ইত্যাদি....। কিন্তু এই নাম তো শুধুমাত্র ভগবানেরই হতে পারে । মানুষ কিভাবে ঈশ্বর হতে পারে।

এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে - আত্মাদের পিতা পরমপিতা পরমাত্মা সামনে বসে আছেন। তোমরা বাবার দিকে তাকিয়ে থাকলে বুঝতে পারবে যে পতিত-পাবন মোস্ট বিলাভেড বাবা। আত্মা বলে, নিরাকার বাবা আত্মাদের সাথে কথা বলছেন, নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা এসেই আত্মাদের পঠন-পাঠন করান। কোনো শাস্ত্রে এসব লেখা নেই। মনে করো কেউ বলছে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে পরমপিতা পরমাত্মা প্রবেশ করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঐ রূপ তো সত্যযুগে ছিল। ঐ একই

নাম রূপ নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তো আসতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের চিত্র তোমরা যেটা দেখ, সেটাও অ্যাকুরেট নয়। বাচ্চারা দিব্য দৃষ্টি দিয়ে যে ছবি দেখে তার ফটো তোলা যায় না। বাকি এটা তো খুবই প্রসিদ্ধ যে - সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স ছিলেন, যিনি তারপর বিশ্বের মহারাজা হন। লক্ষ্মী-নারায়ণকে দিয়েই রাজ্য শুরু হয়। সিংহাসন পাওয়ার সময় থেকেই সম্বৎ শুরু হয় ! সত্যযুগের প্রথম সম্বৎ হল বিকর্মাজিত সম্বৎ। যদিও প্রথমে কৃষ্ণ যখন জন্ম গ্রহণ করে, সেই সময়েও অল্প সংখ্যক আত্মা থাকে, যাদের ফিরে যেতে হয়। পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য এই সে সঙ্গম যুগ যখন সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র হয়ে যায় তারপর শুরু হয় লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য, তখন নতুন সম্বৎ শুরু হয়, যাকে বিষ্ণুপুরী বলা হয়। বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ দ্বারা পালন হয়। এখন তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। তোমরা বলে থাকো আমরা ৫ হাজার বছর পরে পুরুষার্থ করি বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করার জন্য। ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। একজন টিচার বুঝতে পারেন যে স্টুডেন্ট কতটুকু সফল হবে। তোমরা বাচ্চারাও জানো যে আমাদের একরস অবস্থা কতদূর পর্যন্ত হয়েছে? আমরা কতখানি অবিনাশী জ্ঞান রত্ন বাবার কাছ থেকে নিয়ে তারপর দান করছি? এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান আর কেউ-ই করতে পারবে না। জ্ঞানের সাগর বাবার কাছ থেকে তোমরা এই জ্ঞান রত্ন পেয়ে থাকো। ওটা কোনো স্থূল হীরে মুক্ত নয়। সুতরাং তোমরা বাচ্চাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দান করার জন্য দানী হতে হবে। নিজেকে দেখা উচিত যে আমি কতটুকু দান করতে পারছি? মাঝা-বাবা কত দান করতেন। আমাদের মধ্যে যারা ভালো থেকেও ভালো বোনেরা আছে, কত ভালোভাবে তারা দান করে থাকে! রেস চলছে যে। চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাশ এখনও কেউ করেনি। এটা বলা যেতে পারে প্রেজেন্ট সময় এরা-এরা ভীষ্ম। আগে যে মালা তৈরি করেছিল আর এখন যে মালা তৈরি হচ্ছে সেটা আগের মালা থেকে আলাদা হয়। যারা মালার চতুর্থ ও পঞ্চম নম্বরে ছিল তারা মারা গেছে। যাদের এক নম্বরে এগিয়ে রাখা হয়েছিল তারা এখন পিছনে চলে গেছে আর নতুনরা উপরের নম্বরে এগিয়ে গেছে। বাবা তো সবই জানেন। এইজন্যই বলা হয় গুড় কতখানি মিষ্টি সেকথা গুড় জানে আর গুড়ের বস্তু জানে। বাবা বলেন আগে তোমাদের অবস্থা ভালো ছিল, এখন নিচে নেমে গেছো, কারণ যথার্থ রীতিতে শ্রীমত অনুসারে না চলার জন্য। তোমরা নিজের মতে চলো। যে কেউ-ই জিজ্ঞাসা করতে পারে বাবা এই সময় যদি আমি শরীর ত্যাগ করি তবে আমার কোন্ গতি হবে? এই বিষয়ে গীতায় কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সেটাও আটায় মিশ্রিত এক চিমটি লবণের মতোই। সবাই আহ্বান করে বলে - বাবা আমাদের রাবণের রাজ্য থেকে মুক্ত করো, দুঃখ দূর করো। এটাই প্রকৃত হরিদ্বার যেখানে তোমাদের দুঃখ দূর হয়। দুঃখ হর্তা, পরমপিতা পরমাত্মাকেই হরি বলা হয়, নাকি শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয়। পরমপিতা পরমাত্মাই দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। তোমরা সুখধামের মালিক হও তাইনা। যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। ওদের আছে বাহুবল, শারীরিক বল, যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে বোমা তৈরি করে। এখানে সেনা ইত্যাদির কোনো বিষয় নেই। দুনিয়াতে কেউ জানেই না যে যোগবলের দ্বারা কিভাবে বিশ্বের মালিক হওয়া যায়। বাবাই এসে এই যোগ শেখান। বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো। তিনি বলেন আমি জ্ঞানের সাগর। মহিমা করা হয় না - জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, পবিত্রতার সাগর! এমন কখনও বলা হয় না যে - তিনি যোগের সাগর। না, যোগের সাগর বলা ভুল। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন। জ্ঞানের সাগর যখন নিশ্চয়ই তিনি জ্ঞান বর্ষণ করবেন। প্রথম বিষয় যেটা বাবা বলেন - মামেকম্ স্মরণ করো আর কাউকে স্মরণ করা হলো অজ্ঞানতা। সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান বাবাই শোনান। যোগের জন্যও শিক্ষা প্রদান করেন। বাকি সবাই যোগের জন্য উল্টো শিক্ষা দেবে। যাকে শারীরিক যোগ বলে, শরীর ঠিক রাখার জন্য। এটা হল আত্মিক যোগ। এই রাজযোগের কথা কোথাও নেই। বাবা ছাড়া এই রাজযোগ আর কেউ-ই শেখাতে পারে না। ওরা জানেই না। তোমরা এই রাজযোগ শিখতে-শিখতে চলে যাবে, এবং গিয়ে রাজত্ব করবে। রাজযোগের কোনো চিত্র নেই। তোমরা এটা তৈরি করো বোঝানোর জন্য। সেটাও কেউ দেখলে বুঝবে না। বোঝাতে হবে - এই ব্রহ্মা রাজযোগ শিখে নারায়ণ হন। পাশেই তার ছবি রয়েছে। এইসব বিষয় ধারণ করার জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন। এখানে টিচার কি করবে? টিচার বুদ্ধিকে কিছু করতে পারবে না। কেউ তো বলে থাকে আমার বুদ্ধি খুলে দাও। এখানে বাবা কি করবেন? তুমি স্মরণ করতে থাকো আর সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করো তবেই বুদ্ধি খুলবে। বাচ্চাদের সবই পুরোপুরি শেখানো হয়। বলা বাবা, বলা মাঝা, বাচ্চারা বলবে তবেই তো শিখবে। না বললে কিভাবে শিখবে? সেইজন্যই বাচ্চাদের মুখ খোলানো হয় (বলার জন্য)। তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে। বাবার পরিচয় দিতে হবে। তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান, সবকিছুর রচয়িতা। ওঁনার কাছেই সবাই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। তারপর রাবণ রাজ্য থেকে উত্তরাধিকার হারাতে-হারাতে নরকে পরিণত হয়। দেবতারা পবিত্র ছিল, তারপর পতিত হয়ে গেছে। আবারও পতিত-পাবন বাবা এসেছেন, তিনি বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। যোগ অগ্নির দ্বারাই বিকার রূপী খাদ বেরিয়ে যাবে। স্মরণ করতে-করতে তোমরা পবিত্র হয়ে গলার হার হয়ে যাবে। বারে বারে বলার প্র্যাকটিস করো। শুধু কি বললেই হবে - বাবা আমি তো পারি না। শ্রীমত অনুসারে চলে যত বেশি স্মরণ করবে ততই উচ্চ পদ পাবে। শ্রীমত অনুসারে না চললে বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তীর লক্ষ্যে পৌঁছাবে

না। খুশির মাত্রাও বৃদ্ধি পাবে না। নিজের মতে চললে বাবা বলবেন এ তো রাবণের মতে চলছে। অনেক দেহ-অভিমানী বাচ্চারা আছে যারা মুরলীও পড়ে না। যে মুরলীই পড়ে না সে কীভাবে জ্ঞান প্রদান করবে। অনেক নতুন-নতুন পয়েন্টস আসতেই থাকে। দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। এই পুরানো শরীরকেও ত্যাগ করতে হবে। এটা তো মৃত পোশাক হয়ে গেছে। এমন-এমন সব বার্তালাপ নিজের সাথে করতে হবে। কারো সার্ভিস গোপন থাকতে পারে না। কোনো দুর্বলতাও লুকিয়ে রাখা যায় না। মায়া ভীষণ শয়তান। অনেক ধরনের ভুল কাজ করতে থাকে। কোনো ভুল হলে সাথে সাথে বাবার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। ভিতরে বাইরে খুব পরিষ্কার(স্বচ্ছ) হওয়া উচিত। অনেকের মধ্যেই খুব দেহ-অভিমান থাকে। বাবা বুঝিয়েছেন - কারো কাছ থেকেই কোনো রকম সার্ভিস নেবে না। নিজের হাতে আহাৰ ইত্যাদি তৈরি করো। আত্মিক-শারীরিক দুই ভাবেই সার্ভিস করতে হবে। বাবার স্মরণে থেকে কাউকে দৃষ্টি দিলেও অনেক সাহায্য পাবে।

বাবা স্বয়ং প্রবেশ করে সার্ভিসে অনেক সাহায্য করে থাকেন। সে তখন মনে করে আমি করেছি আর তাতেই অহঙ্কারী হয়ে ওঠে। এটা বুঝতে পারে না যে বাবা করিয়েছেন। বাবা প্রবেশ করে সার্ভিস করতে পারেন, এতে ডবল শক্তি পাওয়া যায়। কেউ লিফ্ট পেলে, ভালো সার্ভিস দিতে শুরু করে, সুতরাং খুশি হওয়া উচিত তাইনা। এতে হিংসা করার কি আছে? কখনও পরের চিন্তায় নিযুক্ত হওয়া উচিত নয়। এখানের কথা ওখানে গিয়ে শোনায়। যদি কেউ কিছু বলল সেই কথা আবার দ্বিতীয় কাউকে শুনিযে কেন ক্ষতি করবে? এমন অনেকেই আছে যারা মিথ্যা কথাও বলে - অমুক তো এইরকম, এ এইরকম। এইরকম মিথ্যা কথা কখনও শুনবে না। কেউ যদি ভুল কথা বলে শুনেও শুনবে না। কখনও কারো অন্তরকে খারাপ করা উচিত নয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) বাবার প্রতি ভিতরে বাইরে পরিষ্কার আর সৎ হতে হবে। কোনো রকম ভুল হলে সাথে-সাথে ক্ষমা চাইতে হবে। শারীরিক, আধ্যাত্মিক দুই ভাবেই সেবা করতে হবে।

২) কখনও ঈর্ষা বশতঃ অন্যের বিষয়ে পরচর্চা করবে না। কেউ কারো বিষয়ে ভুল কথা বললে শুনেও না শোনার ভান করবে। এই ধরনের কথা বর্ণনা করে কারো মন খারাপ করবে না।

\*বরদানঃ:-\* উদারচিত্ত হয়ে দুঃখী অশান্ত আত্মাদের খুশির দান দিয়ে মাস্টার দয়াবান ভব বর্তমান সময়ে মানুষ সবকিছু পেতে পারে কিন্তু প্রকৃত খুশি পেতে পারে না। সেইজন্য এই সময় দুঃখী অশান্ত আত্মাদের খুশির অনুভূতি করাতে পারলে অন্তর থেকে আশীর্বাদ দেবে। তোমরা দাতার সন্তান, সুতরাং উদারচিত্তে খুশির সম্পদ (খাজানা) বিলি করো। ক্ষমশীলতার গুণকে ইমার্জ করো। কখনও এমন ভাববে না যে এ তো শুনবে না। যদি কেউ বিরুদ্ধাচরণও করে তবুও তোমরা দয়ার ভাবনা ছেড়ে দিও না। দয়ার ভাবনা, শুভ ভাবনার ফল অবশ্যই দিয়ে থাকে।

\*স্লোগানঃ:-\* জ্ঞান যোগের পরিপোষণই হল আধ্যাত্মিক পরিপোষণ (পালনা) - এই পরিপোষণের দ্বারা শক্তিশালী হও আর অন্যদেরও করে তোলা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দূরদর্শী, বিশাল বুদ্ধি হয়ে সার্ভিস করতে হবে, সত্য এবং মিথ্যার কনট্রাস্ট সিদ্ধ করে বলতে হবে"

\*প্রশ্নঃ - মহাভারত থেকে কোন্ কোন্ কথা সিদ্ধ হয়, মহাভারতের অর্থ কি ?

\*উত্তরঃ - মহাভারত অর্থাৎ অনেক ধর্মের বিনাশ এবং এক ধর্মের স্থাপনা । ২ ) মহাভারতের অর্থই হলো পাণ্ডবদের বিজয় এবং কৌরবদের পরাজয় । ৩ ) মহাভারতের যুদ্ধের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, অবশ্যই ভগবানই, রথে বসে জ্ঞান শুনিয়েছেন । ভগবান অবশ্যই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, যার দ্বারা রাজত্ব স্থাপন হয়েছিলো । মহাভারত অর্থাৎ যার পরে সত্যযুগী রাজত্ব স্থাপন হবে । বাচ্চারা, তোমরা এই মহাভারতের উপর খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারো ।

\*গীতঃ- এই হলো দুনিয়াকে ভুলে যাওয়ার সেই বসন্ত...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে, এই সময় মহাভারতের দৃশ্য চলছে । বাবা বুঝিয়েছেন যে, আটাতে যেটুকু নুন থাকে, সেইটুকুই শাস্ত্রের কিছু কিছু কথা সত্য । বাকি তো সব মিথ্যাই । এখন হল মহাভারতের সময়, তারা বিনাশ দেখিয়েছে। তারা এটাও দেখিয়েছে যে ইউরোপে মুসল আবিষ্কার হয়েছে । বাচ্চারা, এও তোমরা জানো যে, এ সেই যুগ চলছে, যখন ধর্মের স্থপনা হয় । পাণ্ডবদের বিজয় হয় । এ হলো রাজযোগ । এমন দেখানো হয় যে, অর্জুনের রথে বসে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞান প্রদান করেন । তোমরা এও বুঝতে পারো যে, তিনি রাজযোগের জ্ঞান প্রদান করেছেন । মহাভারতের যুদ্ধের পরে অবশ্যই রাজযোগের দ্বারা রাজত্ব স্থাপন হয়েছিলো । এই সময় তো রাজত্ব আর নেই । আবার স্থাপন হওয়ার প্রয়োজন । মহাভারতের ওপরে নাটকও তৈরী হয় । অ্যাডভার্টাইজমেন্টও করা হয় । তার বায়োস্কোপও বানানো হয়েছে, এসে দেখো । বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, বাবা তোমাদের সব সত্যি কথা বলেন । ওরা তো নাটক ইত্যাদি সব মিথ্যা বানায় । মহাভারতের নাটক সেবার ধারণায় দেখা উচিত যে, ওরা কি বানায় । এরপর এর উপর আমরা কি বোঝাতে পারি । সেবার জন্য বিচার সাগর মন্বন করতে হয়, কিন্তু বাচ্চাদের এতটা বিশাল বুদ্ধি হয়নি । যারা এই নাটক বানিয়েছে, তাদের গিয়ে বোঝাতে হবে । বাস্তবে সত্যি কি আর মিথ্যা কি ? তোমরা যে মহাভারতের যুদ্ধ দেখিয়েছো, তার তিথি, তারিখ চাই, কবে শুরু হয়েছিলো ? যেমন কণায় - কণায় ভগবান আছে - এমন নাটক বানানো হয়েছিলো, তাই গিয়ে দেখা উচিত যে, কি দেখায় । বাচ্চাদের অনেক বেশী দূরদর্শী, বিশালবুদ্ধি হওয়া চাই । বাস্তবে সত্যি কি - তার পর্চা (প্রচারপত্র) ছাপানো উচিত । সত্যি তো সেটাই যেটা প্রত্যক্ষভাবে চলছে । সব নাটক কিভাবে মিথ্যা, তা এসে বোঝো । একথা বুঝতে পারলেও তোমরা সত্যথণ্ডের মালিক হতে পারো । ঈশ্বরের থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারো । এমন - এমন সার্ভিসের খেয়াল আসা উচিত । সর্বোদয়াদের সঙ্গেও কেউ কেউ দেখা করে, কিন্তু তাতেও অনেক বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন । তাদের বোঝানো উচিত যে, সর্ব মানে সমগ্র সৃষ্টির উপর দয়া করা । রিসফুল তো সেই এক বাবা-ই । তিনিই সর্বের উপর দয়া করেন । আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিলো, সেখানে সর্বসুখ ছিলো । এখন এই কলিযুগের অস্তিম্বে এতো দুঃখ এবং ভ্রষ্টাচার । সম্পূর্ণ দুনিয়ার উপর দয়া অসীম জগতের এই বাবাই করেন । অবশ্যই আমি জানি, তাই তো বলি । সর্বদয়া, এতে সম্পূর্ণ দুনিয়ার কথা আছে । এখন ভগবান কিভাবে সকলের উপর দয়া করেন, তা এসে বোঝো । এখন হলো কলিযুগের অন্ত । এটা মহাভারতের যুদ্ধও । কেউ তো একজন অবশ্যই আছেন যিনি এই পতিত দুনিয়াকে পাবন বানান । তাই সর্ব আত্মার প্রতি রিসফুল তিনিই তো হলেন, তাই না, এ কথা বোঝার জন্য খুব ভালো জ্ঞানের বুদ্ধি চাই । বাবার কাছে তো খবর আসে যে, আমি সর্বদয়া লিডারের সঙ্গে মিলিত হয়েছি, কিন্তু যিনি মিলিত হবেন, তার অনেক বিশাল বুদ্ধি চাই । বাবা দেখেছেন যে, কেউ তো বিশাল বুদ্ধির পরিচয় দেওয়ার মতো কথাই বলেনি । প্রথমে তো তাদের বলা উচিত যে, সম্পূর্ণ দুনিয়াতে এখন দুঃখ আর অশান্তি । এ হলো দুঃখধাম, তাহলে প্রথমে অবশ্যই সুখধাম আর শান্তিধাম ছিলো । বাচ্চারা, এও তাদের বলেনি । ভারতের বড় মহিমা করা উচিত । আচ্ছা, ভারতকে এমন কে বানান ? তোমরা তো সর্বের উপর দয়া করতে পারো না । তিনি তো সেই এক, ঈশ্বর । যাকে তোমরা ভুলে আছো । তিনি এখন নিজেই তাঁর কার্য করছেন । হ্যাঁ, এও ভালো যে তোমরা দুঃখীদের কিছু না কিছু দাও । তাদের সাথেও একান্তে দেখা করা উচিত ।

মহাভারতের যে নাটক বানিয়েছে, তার উপর সত্য এবং মিথ্যার কনট্রাস্ট লিখে পর্চা বানানো উচিত । ভারত কিভাবে কড়ি থেকে হীরে তুল্য হয়, তোমরা এসে তা বোঝো । মহাভারতের যুদ্ধ যখন হয়েছিলো তখন বাবাও ছিলেন, যাঁর থেকে

উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় । শ্রীকৃষ্ণকে তো কেউ বাবা বলবে না । মানুষ যখন গড ফাদার বলে ডাকতে থাকে তখন নিরাকারকেই স্মরণ করে । বাচ্চারা, তোমাদের সারাদিন এই খেয়াল রাখা উচিত যে, আমরা কিভাবে সার্ভিস করবো । তোমাদের বিচার সাগর মন্ডন করা উচিত যে, কিভাবে অন্যদেরও জাগবো । কাঁটাকে ফুলে পরিণত করতে হবে । তোমাদের শ্মশানে গিয়েও সার্ভিস করতে হবে । বাচ্চারা যায়, কিন্তু পরিশ্রান্ত হয়ে যায় । তারা দেখে যে, এতো বোঝানো হয় কিন্তু শোনেই না । আরে, বুঝবেই বা কিভাবে ? বাবা উদাহরণ দেন যে -- ভেড়া কি বুঝবে... এ তো বডই সহজ জ্ঞান, উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান, তারপর দেবতা । এই বর্ণের রহস্যও খুবই সহজ । ব্রাহ্মণ হলো শিখা বা টিকি, সবথেকে উঁচু । তোমরা দেবতা হলে এতো মহিমা হয় না । এইসময় তোমাদের অনেক মহিমা । শক্তির কতো মেলা হয় । লক্ষ্মীর মেলা হয় না । দীপাবলীর দিন কেবল তাঁকে আহ্বান করা হয় । মেলা সদা জগদম্বারই হয় । তোমরা জানো যে, জগদম্বা কে ! লক্ষ্মী কে ! লক্ষ্মীর পূজা কেন হয় ? এখন তাঁরা সব কোথায় ! লক্ষ্মী তো সত্যযুগে ছিলো । এখন তাঁর আত্মা কোথায় ? তোমরা জানো যে, লক্ষ্মী ৮৪ জন্ম ভোগ করে এখন এই সঙ্গম যুগে জগদম্বা হয়েছেন । অ্যাডাপ্ট করে তাঁর নাম পরিবর্তন করা হয় । অনেক বাচ্চা বলে থাকে, আমাদেরকে বাবা অ্যাডাপ্ট করেছেন । আমাদের নাম কেন পরিবর্তন করা হয় না ? বাবা বলেন - কি করবো, নাম তো না হয় পাল্টে দেবো কিন্তু সেই নামকে বদনাম করে দেয় । নামও এক নম্বর পাওয়া গিয়েছিলো । তোমাদের তো প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী বলা হয়, তাই না । যদিও শরীর নির্বাহের কারণে কর্ম জগতে ওই নাম ব্যবহার করতে হয় । তোমরা তো বলবে, আমাদের তো এখন এই নাম । তবুও ঠিকানা তো তোমাদের বর্তমান বাসস্থানেরই দিতে হয় । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, আমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, এখানে বসে আছি । আমার সাথে শিব বাবা আর ব্রহ্মা বাবা আছেন । ওখানে বাইরে গিয়ে মিত্র - সম্বন্ধীদের দেখো, তখন ওই নাম স্মরণে এসে যায় । ওই নামও তোমাদের লিখতে হয় । না হলে তো বুঝতেও পারবে না । তাই গৃহস্থ জীবনে গেলে আবার ভুলে যায় । গৃহস্থ জীবনে থাকলেও নিজেকে শিব বংশী নিশ্চয় করে তাঁর স্মরণে থাকতে হবে । এতে পরিশ্রম আছে, তাই বাবা বলেন - চার্ট রাখো । লৌকিক সম্বন্ধী থাকা সত্ত্বেও পারলৌকিককে স্মরণ করতে থাকবে -- এতেই পরিশ্রম । এ তো নতুন কথা, তাই না ।

এখন মহাভারত নাটকে তো রথ দেখাবেই । সংস্কৃত শ্লোকও অবশ্যই বলবে । দেখতে হবে যে, কি কি বলছে, তখন তার উপরই লেখা উচিত । সার্ভিসের খেয়াল রাখা উচিত । তোমাদের পরিচয় দান করতে হবে । এইসব কথা জানলে তোমরা প্রকৃত মহাভারতের যুদ্ধের জ্ঞান প্রাপ্ত করবে । বাবা (ব্রহ্মা) যা কিছুই শোনের, তার ওপরে ভাবনা চিন্তা তো চলতেই থাকে, তাই না । তোমরা তো জানো, এই ছোটো - ছোটো মঠ - পন্থ পরে বের হয় । বৃষ্ণের আয়ু সম্পূর্ণ হলে সম্পূর্ণ বৃষ্ণই শুকিয়ে যায় । তাই এত সব যে ধর্মের আত্মাই হোক না কেন, এরা সত্যযুগে আসবে না । বাকি যারা কনভার্ট হয়ে গেছে, তারা কোথাও না কোথাও থেকে বেরিয়ে আসে । যার যতটা ভাগ্যে আছে সে ততটাই নেবে । নিজে বুঝে তারপর অন্যদেরও বোঝাতে হবে । প্রজা না বানালে, অনেকের কল্যাণ না করলে তাহলে কি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে ? কারোর মুখ দেখেই বোঝা যায় যে, এর জ্ঞান ভালো লাগে । এই কথা যদি হৃদয়ে গেঁথে যায় তাহলে কাঁধ এইভাবেই নাড়াতে থাকবে । না হলে এদিক - ওদিক দেখতে থাকবে । বাবা যাচাই করেও দেখেন যে, এ উপযুক্ত নাকি অনুপযুক্ত । ইনি তো অসীম জগতের পিতা, তাই না । এই দাদাও তো বুঝতে পারেন তাই না - ইনি তো বুদ্ধ নন । বাবা কখনো কাউকে বলেও দেন, আচ্ছা, জানবে এ একবারে বুদ্ধ । তোমাদের শিব বাবাই শোনান, তিনিই মুরলী চালান । তখন কেউ এমন মনে করে নেয় যে, ইনি তো কিছুই জানেন না । ইনি তো আমাদের মতোই । নিজের অহংকার এসে যায় । তারা মনে করে, আমরা তো সেবা করি, আমরা ওনার থেকেও তীক্ষ্ণ । এমন বলে দেয় যে, ইনি দূরদর্শী নন । বাবা তো এই যুক্তি দেন যে, বাচ্চারা শিব বাবাকে স্মরণ করো । স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে, এখানে দেহ বোধের তো কথাই নেই । মনে করো, শিব বাবা সমাচার শুনেছেন, তিনিই তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন । এমন - এমন ভাবে সার্ভিস করো । বিচার সাগর মন্ডন করো । সন্ন্যাসী ইত্যাদিরা ভবিষ্যতে অনেকই আসবে, যারা মনে করবে, এদের পড়ান নিঃসন্দেহে পরমপিতা পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ তো হতেই পারে না । তোমরাই সিদ্ধ করে দেবে । তোমরা বুঝতে পারো - কোনটা সঠিক আর কোনটা বেঠিক । বেঠিকে কে নিয়ে যায় আর সঠিকে কে নিয়ে যায় - এ তোমরা এখন বুঝতে পারো । এ তো কেউ জানেই না যে, রাবণ রাজ্য দ্বাপর যুগ থেকে শুরু হয়, যা এখনো চলতে থাকছে । রাবণের চিত্রের উপরও বোঝাতে হবে । এ কবে থেকে শুরু হয়েছে । ডেট দেওয়া উচিত যে, এই রাবণ সবথেকে পুরানো শত্রু । একে জয় করলে তোমরা জগৎজিৎ হতে পারো । বাবা এই সেবার জন্য অনেক প্রকারের যুক্তি বলে দেন । নির্দেশ মিলতেই থাকে । এমন - এমন ভাবে পরীচাতে লিখে খুব বিলি করো, তীর বিদ্ধ করার জন্য আরো পয়েন্টস পেতে থাকবে । আজকাল তো নাটক দেখতে অনেকেই যায় । পতিত হওয়া, এ তো খারাপ, তাই না । পাবন হয়ে আবার পতিত হতে হয় । বাবা বলেন, তোমরা মুখ কালো করে দিয়েছো । এমন তো অনেকেই আছে । বাবা তো বুঝতেই পারেন - এদের মধ্যে মাঝাকে জয় করার কতখানি শক্তি আছে । বাবাকে জিজ্ঞেস করে - বিয়ে করবো কি ? বাবা তো বুঝতে পেরে যান, এর হৃদয়ে কি আছে । বাবা বলেন - তুমি মালিক, জাহাঙ্গিরামে যাও

বা ক্ষীর সাগরে যাও, সে তোমার মর্জি । এই লক্ষ্য অনেক বড় । কাম বিকার কোনো কম কিছু নাকি ? খুবই কঠিন । সন্ন্যাসীরা তো গৃহত্যাগ করে চলে যায় । তোমাদের গৃহস্থ জীবনে থেকে বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে । অনেক পরিশ্রম করতে হবে । প্রাপ্তিও তো অনেক । সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে তাই বড় - বড় প্রেসিডেন্ট প্রমুখরাও গিয়ে তাদের সামনে মাথা নত করে । পতিত আর পবিত্রের মধ্যে তফাৎ দেখো । পরিশ্রমের দ্বারা মানুষ এম.পি ইত্যাদিও হয়ে যায় । সবই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে । বলা তো হয় - পুরুষার্থ বড় না প্রালঙ্ক বড় ? পুরুষার্থকেই তো বড় বলবে । পুরুষার্থের দ্বারাই তো প্রালঙ্ক তৈরী হয়, তাই না । কেউ আবার এমন বোঝে যে - প্রালঙ্কে থাকলে তবেই তো পুরুষার্থ করবে । ড্রামা করাবে । এমন চিন্তা করেই তারা বসে থাকে । সর্বপ্রথম মুখ্য কথাই হলো, সবাইকে বাবার পরিচয় দান করা । খুব বেশী কথায় সময় নষ্ট করা উচিত নয় । একটি পয়েন্টকে বুঝতে পারলে লেখাতে হবে যে, আমি এই কথাটা বুঝছি। বাবাকে না জানালে আর কিছুই বুঝতে পারবে না । প্রথম কথাই এটা ধরতে হবে । যদি না মানো তাহলে যাও, নিজের পথ দেখো । তোমরা তো বলো - নিরাকার বাবা হলেন সকলের বাবা, তাহলে লেখো ভগবান এক, বাকি সবই তাঁর রচনা । এখন বলো - গীতার ভগবান কে ? বলবে, তিনি তো নিরাকার, তাহলে তিনি গীতা কিভাবে শুনিয়েছেন ? এরপর বলতে হবে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সঙ্গে কি সম্বন্ধ ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা তো মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করা হয় । তিনি শূদ্র থেকে অ্যাডপ্ট করে ব্রাহ্মণ তৈরী করেন । এই কথা লিখিয়ে তারপর ঠিকানা নেওয়া উচিত । এরপর দশ থেকে পনেরো দিন পরে পত্র লেখা উচিত । প্রথমে তো বাবার পরিচয় প্রদান করে তাকে খুশীতে নিয়ে আসতে হবে । লেখো, অবশ্যই অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকার পাই । এই ব্রহ্মাকুমার - কুমারী সুখধাম, শান্তিধামের পথ বলে দেয় । এসব কথা লিখিয়ে নেওয়া উচিত । তারপর এই পত্র ব্যবহার চালিয়ে যাওয়া উচিত । এতোটা পরিশ্রম করলে তখন তাকে সার্ভিস বলা হবে । অন্যের কল্যাণের জন্য ঘুমও উড়ে যাওয়া উচিত । শিব বাবার জন্য তোমরা কাল্লাকাটি, বাবাকে ডেকে ডেকে বাবার ঘুমও নষ্ট করেছিলে তোমরা না? বাচ্চাদেরও পরিশ্রম করা উচিত । প্রদর্শনী আর প্রজেক্টরেও প্রথমে এই পয়েন্টের উপর বোঝানো উচিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১ ) সার্ভিসের জন্যে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । পরিশ্রান্ত হলে চলবে না । অনেকের কল্যাণের জন্যে যুক্তি ভাবতে হবে ।

২ ) লৌকিকের মাঝে থেকেও পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করতে হবে । শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থের দ্বারা নিজের প্রালঙ্কে উচ্চ বানাতে হবে ।

\*বরদান:-\* এক বল এক ভরসা রেখে অস্থিরতার পরিস্থিতিতেও একরস থেকে সর্বশক্তি সম্পন্ন ভব  
এক বল এক ভরসায় থাকা আত্মা সদা একরস স্থিতিতে স্থির থাকবে । একরস স্থিতি অর্থাৎ সদা অচল, কোনো অস্থিরতা নয় । এক বাবার কাছে সর্বশক্তি প্রাপ্ত করে সর্ব শক্তিতে সম্পন্ন থাকা আত্মা যে কোনো অস্থিরতার পরিস্থিতিতেও অচল থাকতে পারে । একরস স্থিতির অর্থই হলো, একের দ্বারা সর্ব সম্বন্ধ, সর্ব প্রাপ্তির রসের অনুভব করা । তাকে অন্য কোনো সম্বন্ধই আর নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে না ।

\*স্লোগান:-\* অসীম জগতের সেবায় শ্রেষ্ঠ বৃত্তি রাখাই হলো বিশ্ব কল্যাণকারী হওয়া ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাম্বারা - বাবার শিক্ষাগুলিকে ধারণ করে তোমাদেরকে গুণবান ফুল হতে হবে, তোমাদের এখন জ্ঞানের আলোক (প্রকাশ) প্রাপ্ত হয়েছে, এই জন্য সর্বদা হাসিখুশিতে থাকতে হবে”

\*প্রশ্ন:- বাম্বারা তোমাদের কি এমন নিগূঢ় রমণীয় কথা আছে যেটা মানুষ শুনে বিমর্ষ হয়ে পড়ে ?

\*উত্তর:- তোমরা বলো যে - এখন আমরা হলাম ব্রাহ্মণ কুলভূষণ স্বদর্শন চক্রধারী। আমরা জ্ঞানের শঙ্খধ্বনি করি। আমরা হলাম ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী। এই দেবতাদেরকে যে অলংকার দেওয়া হয়েছে, সেই সব হলো আমাদের জ্ঞান যুক্ত অলংকার। এইসব কথা শুনে মানুষ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। ২) তোমরা বলো যে - বাবা মুখ দিয়ে যে জ্ঞান প্রদান করেন, সেটাই হলো শঙ্খধ্বনি। এর দ্বারা আমরা মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি। একেই মুরলী বলা হয়। এখানে কার্ঠের মুরলীর কথা বলা হয়নি। এটাও হল অত্যন্ত নিগূঢ় রমণীয় কথা, যেটা বুঝতে মানুষের কঠিন মনে হয়।

\*গীত:- এই হল সেই বসন্তকাল, যেটা পুরানো দুনিয়াকে ভুলিয়ে দেয়...

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি ঈশ্বরীয় সন্তানরা জানে যে আমাদের জন্য সবথেকে শ্রেষ্ঠ সময় হল এই বসন্ত কাল। বসন্তকালে ফুল ইত্যাদি সব প্রস্ফুটিত হয়ে যায়। এটা হল অসীম জগতের বসন্ত কাল। তোমাদের উপর জ্ঞানের বর্ষণ হয়। তখন শুকনো কাঁটা থেকে তোমরা ফুলে পরিণত হও। এটাও তোমরাই জানো, নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে। কেউ তো আবার অনেক খুশীতে থাকে যে, আমি এই জ্ঞান বর্ষণের দ্বারা কাঁটা থেকে ফুল হচ্ছি। ঝাড় যখন একদম শুকিয়ে যায় তখন গাছে একটাও পাতা থাকেনা। প্রত্যেক বছর এই অবস্থা হয়। পুনরায় বর্ষাকালে পাতাও সুন্দর, ফুলও অনেক সুন্দর প্রস্ফুটিত হয়। তো এই জ্ঞান বর্ষণের বসন্ত কাল হল অত্যন্ত সুন্দর। এখন এটা হল কাঁটার দুনিয়া। ঝাড় বলে যে - আমি কাঁটার ঝাড় হয়ে গেছি পুনরায় জ্ঞান বর্ষণের দ্বারা ফুলের ঝাড়ে পরিণত হই। তোমরা হলে এক-একটি চৈতন্য ঝাড় তাই না। এখন তোমাদের জ্ঞানের আলো প্রাপ্ত হয়েছে, যার দ্বারা তোমরা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করো। তোমরা কি থেকে কি হয়ে যাও! তোমরা জানো যে এখন আমরা অপবিত্র থেকে পবিত্র হচ্ছি। বিষ্ণু হল যুগল রূপ তাই না। যুগল রূপের সাক্ষাৎকার হয়। বিষ্ণুর চার হাত দেখানো হয় তাই না। কিন্তু তাদের মধ্যে জ্ঞান তো কিছু নেই। দুইরূপ মিলিত হয়ে ডাম্প করে। বাবা বোঝান যে - দেওয়ালীর সময় মহালক্ষ্মী আসেন। তোমরা দুজনকেই আহ্বান করো। সামনে লক্ষ্মী পিছনে নারায়ণ থাকেন। লক্ষ্মী হলেন দুই বাহু বিশিষ্ট। মহালক্ষ্মীর চারটি হাত হয়। কিন্তু এই কথাটি এখন তোমরাই জানো - আগে জানতে না। একদম কাঁটা ছিলে, এখন ফুলে পরিণত হচ্ছ। গ্রন্থতেও বলা আছে - মানুষ থেকে দেবতা হতে বেশী সময় লাগে না। সত্যযুগে দেবতারা থাকেন। তাঁরা হলেন দিব্যগুণ ধারী আত্মা। এই সময়কার মানুষ হল আসুরীক গুণধারী, তোমরা হলে ঈশ্বরীয় গুণধারী। ঈশ্বর বসে আমাদেরকে গুণবান বানাচ্ছেন। বাবার শিক্ষা ধারণ করে আমরা সর্বগুণ সম্পন্ন, ষোলোকলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, মর্যাদা পুরুষোত্তম, ডবল অহিংসক তৈরী হচ্ছি। ভারতেরই মহিমা আছে অর্থাৎ ভারতবাসীদেরই মহিমা গুণগান করে। কিন্তু তাদের এটা জানা নেই যে, তাদেরকে এইরকম কে তৈরী করেন? বড় বড় মন্দির বানায় কিন্তু সেই দেবতার অকু্যপেশন তাদের জানা নেই। তোমাদের এখন জ্ঞানের আলোর প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েছে। তোমাদের সর্বদা হাসিখুশীতে থাকতে হবে। সেখানেও ২১ জন্মের জন্য হাসিখুশী থাকবে। তোমরা জানো যে আমরা ২১ জন্মের পদ নেওয়ার জন্য এই পড়াশোনা করছি। জ্ঞানের দ্বারাই উপার্জন হয়। এটা হল তোমাদের গড় ফাদারলী স্টুডেন্ট লাইফ (ঈশ্বরীয় ছাত্র জীবন)। তোমরাই সূর্যবংশী পরিবারের মালিক হও অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হও। পবিত্র দুনিয়াতে তো সবাই একই রকম পদ নিতে পারবে না। কেবল এক লক্ষ্মী-নারায়ণ তো রাজ্য করবেন না। এটাও কারো জানা নেই। কেবল রাজত্ব আর রাজপরিবার হবে। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ছিল। শিববাবা নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। দুনিয়ার মনুষ্যাত্মাদের বুদ্ধিতে তো অন্ধকার ছেয়ে আছে। তোমাদের কাছে তো আলো আছে। পতিত দুনিয়া আর পাবন দুনিয়া। পাবন দুনিয়াতেও নশ্বরের ক্রমানুসারে পদ আছে। প্রজাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসারে পদ আছে। সেখানে তো সকলের সুখই সুখ। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা রাজত্ব জমীদারী ইত্যাদি হয়। পতিত দুনিয়াতে সবাই হল পতিত কিন্তু তাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রম আছে। যেরকম সত্যযুগে সর্ব শ্রেষ্ঠ রাজবংশ হল লক্ষ্মী-নারায়ণের। রাধা-কৃষ্ণ প্রিন্স-প্রিন্সেস স্বয়ংবরের পর লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব বলা হয়। রাধা-কৃষ্ণের রাজত্ব বলা হয় না। রাজাদের নাম নেওয়া হয়। এই সাধারণ কথাটাও কেউ জানে না। তোমরা সবকিছু জানো কিন্তু নশ্বরের ক্রমানুসারে, রাজধানীতে তো নশ্বরের ক্রমানুসারে পদ আছে তাই না। কোথায় সূর্যবংশী রাজ পরিবার কোথায় প্রজাতেও চন্দাল ইত্যাদি গিয়ে হয়।

পতিত দুনিয়াতেও নশ্বরের ক্রমানুসারে হয়।

এখন বাবা তোমাদেরকে কর্ম অকর্ম বিকর্মের গতি বোঝাচ্ছেন। বাবা বলছেন বাচ্চারা শ্রীমতে চলো। অনেক বাচ্চা আছে যাদেরকে বাবা কখনও দেখেনইনি। নিজেদের মধ্যে খুব ভালো সেবা করছে। সবাইকে বাবার পরিচয় দিচ্ছে। নিযুক্ত করা ব্রাহ্মণী ছাড়াই সেন্টার পরিচালনা করছে। সম্মুখে এসে মিলনও করেনি - তথাপি সেবা করে নিজের সমান বানাচ্ছে। যারা সামনে থাকে তারাও এত সেবা করতে পারেনা। আধ্যাত্মিক যাত্রা শেখাতে হবে তাই না। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক পান্ডা। তোমরাও রাস্তা বলে দিচ্ছে। হে আত্মা বাবাকে স্মরণ করো। বলেও থাকে যে - আত্মা পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল... সেটারও হিসাব আছে তাই না। বহুকাল বলতে কতো সময় সেটাও তোমরা প্রমাণ করে দেখাচ্ছে, তাই না। তোমরাই সবথেকে বেশী বহুকাল থেকে আলাদা ছিলে। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজপরিবারের ছিলে, তারপর পুনর্জন্মের চক্রে এসে ৮৪ জন্ম নিয়েছো। সকলের ৮৪ জন্ম হতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা এই জ্ঞানের ঝর্ণার নিচে আছো। এটা হল তোমাদের ঐশ্বরীয় জীবন। কেউ কেউ গৃহস্থ পরিবার দেখাশোনা করেও এই কোর্স করে। এখানে তো কেবল পবিত্রতার কথা আছে। বাবা আর বাবার উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে আর পড়তেও হবে। পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। বলা হয় যে বাঘের দুধ সোনার পাত্রেই রাখা যায়। বাবাও বলেন যে পবিত্রতা ছাড়া ধারণা হতে পারে না এইজন্য বাবা বলেন যে এই কাম মহাশক্তিকে জয় করো। তোমরা পবিত্র হও। আমাকে জানো, তবে তো বুদ্ধির তালা খুলবো। যতক্ষণ পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলভূষণ না হবে, ততক্ষণ ধারণাও হবে না।

তোমরা হলে ব্রাহ্মণ কুলভূষণ স্বদর্শন চক্রধারী, এটা অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। সাধারণ মানুষ মনে করে যে স্বদর্শন চক্রধারী তো হলেন দেবতারা, এরা আবার কারা বেরিয়েছে, যারা বলছে যে আমরা হলাম ব্রাহ্মণ কুলভূষণ স্বদর্শন চক্রধারী। এই কথাগুলি বাচ্চারা তোমরাই বুঝতে পারো। এসব হল অত্যন্ত গুপ্ত রমণীয় কথা। নলেজের শঙ্খধ্বনি তোমরাই করে থাকো। দেবতারা তো করেন না। তারা তো শিববাবার শঙ্খধ্বনি শুনে দেবতা হয়। শিববাবা তো হলেন নলেজফুল, শঙ্খ কিভাবে বাজাবেন? নলেজ তো অবশ্যই কারো মুখ দিয়ে শোনাবেন তাইনা। তাকেই মুরলী বলা হয়। এছাড়া কোনও কাঠের মুরলী নেই। অবশ্যই জ্ঞানের মুরলী বাজছে। সাধারণ মানুষ তো মনে করে যে এই পূজা, ভক্তি ইত্যাদি পরম্পরাগত ভাবে চলে আসছে। কিন্তু পরম্পরাগত কোনও জিনিস চলতে পারে না। বলে যে এই রাথীবন্ধন উৎসব ইত্যাদিও পরম্পরাগত ভাবে চলে আসছে। আচ্ছা পরম্পরা বলতে কবে থেকে এটা তো বলো? পরমাত্মা কি পতিত দুনিয়া রচনা করেছেন? তাহলে তাঁকে পতিত-পাবন কেন বলো? পড়ার বিষয় প্রতিদিন বুদ্ধিতে রাখতে হবে। বাণীর দ্বারা সেবা করার জন্য মুখ খোলার অভ্যাস করতে হবে। তোমরা তো অনেককে বোঝাতে পারো। নিজের উল্লিতির জন্য যুক্তি বের করতে হবে। যেরকম বাবা সকলকে রাস্তা বলে দেন। আমাদেরকেও অন্যদের রাস্তা বলে দিতে হবে, তবে তো বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। শুধু চিংকার করে ভাষণ করলে উত্তরাধিকার পাবে না। বাচ্চাদের দেখে বাবার অনেক করুণা হয়, কতো বোঝান তবুও ভাগ্যে নেই। কতো রত্ন প্রাপ্ত হয়। রত্নেরও বিস্তার অনেক হয়। রত্নের মধ্যেও অনেক পার্থক্য থাকে। কোনো রত্নের মূল্য লক্ষ টাকা আবার কোনোটার মূল্য এক টাকা। এটাও হল অবিনাশী জ্ঞান রত্ন। এই জ্ঞান যে নিজে ধারণ করে অন্যদেরও করায় সে কতোইনা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে। বাচ্চাদের মুখ থেকে সর্বদা রত্নই বের করতে হবে। বুদ্ধিতে ধারণ হয় কিন্তু মুখ দিয়ে না বললে তার মূল্য কি থাকবে! যে পরিশ্রম করবে, নিজের সমান বানাবে তো ফলও অনেক প্রাপ্ত হবে। এই সার্ভিস করা আর শেখানোও কম সেবা কি? তোমাদের বুদ্ধিতে এখন জ্ঞানের প্রকাশ এসেছে। সবথেকে বড় ধনী ব্যক্তি কে? তো ১০-১২ জনের নাম নিয়ে নেয়। তোমরাও জানো যে এই ড্রামাতে মুখ্য কে কে আছে। পরমপিতা পরমাত্মা শিব হলেন ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর, প্রিন্সিপাল অ্যাক্টর। উচ্চ থেকেও উচ্চতম হলেন শিববাবা তারপর হল সূক্ষ্ম বতনবাসী, স্থূল বতনবাসী। এইসব কথা তোমরা এখন জেনেছো। কল্পের আয়ু লক্ষ বছর নয়। কল্পের আয়ু হল পাঁচ হাজার বছর। সাধারণ মানুষ কতোই না ঘোর অন্ধকারে আছে। তোমরা এখন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোর প্রকাশে এসেছো। কেউ কেউ প্রকাশের দুনিয়ায় এসেছে, কেউ তো অন্ধকারেই পড়ে আছে। এখানে সবই হল বুদ্ধির কথা। কারো তো বিশাল বুদ্ধি, শীঘ্রই সব বুঝে যায়। আত্মা তো হল স্টারের মতো। ঝুঁকুটির মাঝে বড় কোনও জিনিস তো থাকতে পারে না। অবশ্যই এমন কোনও জিনিস আছে - যেটা এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না। বড় জিনিস হলে দেখা যায়। আত্মা তো হল অতি সূক্ষ্ম, বিন্দুর মতো। এটা হল অতি গোপনীয় গুপ্ত কথা। শুরুতে অখন্ড জ্যোতি তত্ত্ব বলতেন। শুরুতেই যদি স্টারের মতো বলতেন তাহলে তোমরা বুঝতে পারতে না। সমস্ত জ্ঞান একদিনে খোড়াই শুনিয়ে দেবেন। দিন দিন গুপ্ত রহস্যময় কথা বাবা শোনাতে থাকবেন। জ্ঞান সাগরের থেকে অনেক ধন প্রাপ্ত হয়। যতদিন বাঁচবে, জ্ঞান অমৃত পান করতে থাকবে। জলের কথা নয়। জ্ঞান সাগর থেকে তোমরা জ্ঞান গঙ্গা বেরিয়ে এসেছো। সেখানে তো হল জলের সাগর, বলে যে গঙ্গা হল অনাদি। এই গঙ্গা স্নান ইত্যাদি পরম্পরাগত ভাবে চলে আসছে। তোমরা দেখে ছিলে যে -

কন্যারা ধ্যানে মগ্ন হয়ে গঙ্গা, যমুনা নদীতে গিয়ে রাস বিলাস করতো। এখানে তো ভয় লাগে যেন ডুবে না যায়। সেখানে তো ডুবে যাওয়ার কথাই নেই। কখনও অ্যাক্সিডেন্ট হবে না। তো এটাই হল সেই বসন্ত কাল যখন তোমরা কড়ি থেকে হিরে অথবা পতিত থেকে পাবন হও। পাবন দুনিয়া হবে তো অবশ্যই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হবে। মহাভারতে তো সম্পূর্ণ দেখায় নি। দেখিয়েছে যে পান্ডব পাহাড়ে গিয়ে দেহত্যাগ করেছে, সাথে করে কুকুর নিয়ে গেছে। পান্ডবরা কি কুকুর পুষতো? তোমরা তো কুকুর পুষতে পারো না। কুকুরের কতোই না মান রেখেছে। অনেক লোক কুকুর পোষে।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে তোমাদেরকে সবসময় হাসিমুখিতে থাকতে হবে। তোমাদের উপর নিত্যদিন জ্ঞান বর্ষণ হচ্ছে। তোমরা জেনে গেছো যে বাবা কিভাবে আসেন। জ্ঞান বর্ষণ করেন আর ভারতেই আসেন এইজন্য ভারতের এতো মহিমা। ভারতই হল অবিনাশী খন্ড। ভারতই হল অবিনাশী বাবার বার্থ-প্লেস (জন্ম ভূমি), যে শিববাবা সবাইকে পাবন তৈরী করেন তাঁকে আর কেউই জানে না। তারা তো বলে দেয় যে পরমাত্মা হলেন নাম রূপ থেকে পৃথক, সর্বব্যাপী। কতো কথাই না বলে দিয়েছে। বাবা বলছেন যে আমি আসি, আমাকে অবশ্যই ব্রাহ্মণ রচনা করতে হয়। তারা বলেও থাকে যে আমরা হলাম ব্রাহ্মার সন্তান তবেই তো নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু এই কথাটা ভুলে গেছে যে শিববাবা এসে কি করেছেন! কিভাবে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী বানিয়েছেন! এখন তোমরা জেনে গেছো - শিববাবা এসে গেছেন। তিনি হলেন রচয়িতা তো অবশ্যই নতুন দুনিয়া রচনা করবেন। এ বিষয়ে কারো জানা নেই। না জানার কারণে গালি দিতে থাকে এইজন্য বাবা বলেন যে - যদা যদা হি ধর্মস্য, গ্লানিঃ ভবতি ভারতঃ, অভ্যুত্থানং অধর্মস্য, তদাত্মানং সৃজ্যামহম্... এই কথাটি কে বলেছেন? শ্রীকৃষ্ণ তো বলেনি। শ্রীকৃষ্ণের আত্মাও এখন জানতে পেরেছে যে, আমি ৮৪ জন্ম নিয়েছি। তোমরা যারা প্রথমে পাস হয়ে ট্রান্সফার হও, সত্যযুগে তারাই প্রথমে জন্ম নেবে। তোমাদের বুদ্ধিতে কতোই না প্রকাশ এসেছে। যখন অপারেশন করে তখন এক চোখ বের করে অন্য চোখ লাগিয়ে দেয়, যার দ্বারা সেই অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পায়। কারো আবার ডিফেক্ট থেকে যায়। আত্মারা, তোমাদের জ্ঞান চক্ষু নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, বাবা সেটাই দিতে এসেছেন। তোমাদের জ্ঞান চক্ষু পুনরায় সক্ষম হচ্ছে। জ্ঞানের হল তৃতীয় নেত্র। যে তৃতীয় নেত্র এখন দেবতাদের দিয়ে দিয়েছে। অলংকার চক্র ইত্যাদি বিষ্ণুকে দিয়ে দিয়েছে। বাস্তুবে ব্রাহ্মণরা তোমাদেরই হল এই তৃতীয় নেত্র। তোমরাই হলে সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ। দৈবীকুল আর আসুরীয় কুল। বর্ণ বলো বা কুল বলো - কথা একটাই, জ্ঞান একটাই। কতো সুন্দর কথা, যেটা কোনও শাস্ত্রে নেই। তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী, ত্রিনেত্রী, স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছো। কমল পুষ্পের সমান পবিত্র থাকার পুরুষার্থ করছো। তোমরা জানো যে - কার জ্ঞান চক্ষু ভালোভাবে খুলেছে, কার এখন খুলছে। অবশেষে ১০০%-ই খুলে যাবে। মুখ থেকে জ্ঞান রত্ন বের হতে থাকবে তবেই তো রূপ বসন্ত বলবে। এখন তোমরা পরিশ্রম করো। পুরুষার্থ করতে হবে, যতটা সম্ভব - জ্ঞানে বড়ই হাসিমুখ, গম্ভীর, বিশালবুদ্ধি হয়ে সুখ অনুভব করতে হবে। স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে আর কি চাই? কতোই না খুশীতে থাকতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) সর্বদা জ্ঞানের ঝর্ণার নিচে থাকতে হবে। আধ্যাত্মিক পান্ডা হয়ে সবাইকে রাস্তা বলে দিতে হবে। মুখ থেকে জ্ঞানের রত্নই বের করতে হবে।

২ ) জ্ঞান মনন-চিন্তন করে সর্বদা হাসিমুখ, গম্ভীর আর বিশাল বুদ্ধি হয়ে সুখের অনুভব করতেও হবে আর অন্যদেরকেও করাতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* ধন উপার্জন করে অথবা সম্বন্ধীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে দুঃখ থেকে মুক্ত থাকা মোহমুক্ত ট্রাস্টি ভব লৌকিক সম্বন্ধগুলির মাঝে থেকেও সুসম্পর্ক বজায় রাখা আলাদা বিষয় আর তাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আলাদা বিষয়। ট্রাস্টি হয়ে ধন উপার্জন করা আলাদা বিষয়, ধনের প্রতি আসক্ত হয়ে উপায় করা, মোহে বশীভূত হয়ে উপায় করা আলাদা বিষয়। মোহমুক্ত বা ট্রাস্টির লক্ষণ হল - তার মধ্যে দুঃখ আর অশান্তির কোনও চিহ্ন থাকবেনা। ধন উপার্জনে কখনও কখনও ধন উপর-নীচ হয়ে যায় বা সম্বন্ধ বজায় রাখতে গিয়ে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে যায়, তখনও দুঃখের ঢেউ যেন না আসে। সর্বদা নিশ্চিন্ত বাদশাহ হয়ে থাকতে হবে।

\*স্লোগান:-\* করুণাময় তাকেই বলা যায় যে নির্বলকে সাহস আর বল (শক্তি) প্রদান করে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের পুরানো শত্রু হল রাবণ, তোমাদের লড়াই হল ভয়াবহ, যত তোমরা সেই এক এর সাথে যোগ যুক্ত হবে, ততই শত্রুর উপরে বিজয় লাভ করবার বল প্রাপ্ত করবে"

\*প্রশ্নঃ - তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের ডিপার্টমেন্ট দুনিয়ার সকল মানুষের থেকে একেবারেই ভিন্ন কীভাবে এবং সেটা কোন ডিপার্টমেন্ট?

\*উত্তরঃ - তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের ডিপার্টমেন্ট হল শ্রীমৎ অনুসারে পবিত্র হওয়া এবং পবিত্র বানানো - তোমরা যোগবলের দ্বারা নিজের পাপকে ভস্ম করে থাকো। তোমাদের সব মনোকামনা বাবা পূর্ণ করেন। মানুষ তো যা কিছু করে তার দ্বারা তো নীচেই নেমে আসতে থাকে। রিদ্ধি-সিদ্ধি ইত্যাদি শিখে নেয়, কিন্তু পতিত তো হয়ে যেতেই থাকে।

\*গীতঃ- আমাদের তীর্থ একেবারেই পৃথক....

ওম্ শান্তি । এই পুরানো দুনিয়াতে থেকেও বাচ্চারা এই পুরানো দুনিয়ার সাথে তোমাদের আর কোনো সম্পর্ক নেই। তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো - অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেওয়া জন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত স্থাপনা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত যদিও পুরানো দুনিয়াতে বসে আছো, কিন্তু তোমাদের সমস্ত ধ্যান স্বর্গের সত্যিকারের উপার্জনের দিকেই। বিনাশ তো হতেই হবে, তার কিছু কিছু লক্ষণও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তোমরা এটাও জানো যে এই রুদ্র গুণান যন্ত্রের দ্বারা বিনাশ জ্বালা নির্গত হবে। নিশ্চয়ই আমাদের অথবা ভারতের কল্যাণের জন্য এই মহাভারতের যুদ্ধ লাগতেই হবে। এখন বাস্তবে তোমরা কারো সাথেই যুদ্ধ করো না। তোমরা তো হলে ডবল অহিংসক। তোমাদের কাছে না আছে কাম এর, না ক্রোধ এর হিংসা। মুখ্য হিংসা কামকেই বলা হয়। এটা তো হলই পতিত দুনিয়া। কি কারণে পতিত হয়েছে ? বিকারের কারণে। এই কাম বিকার আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দিয়ে থাকে। ক্রোধের জন্য বলা হয় না। অপবিত্রতা আর পবিত্রতার কথা। কামই সবাইকে ধোঁকা দেয়। এই কাম এর কারণেই অবলাদের উপরে অত্যাচার হয়ে থাকে। একজন পবিত্র হল অন্যজন যদি না হয় তবে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। বাবা বলেন উভয়কেই প্রতিজ্ঞা করতে হবে, গুণান চিতাতে বসার জন্য। তারা কাম চিতাতে বসায়। বাবা সেই সওদা ক্যাম্পেল করায়। এখন পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হয়, তো সেই সওদা ক্যাম্পেল করতে হয়। গুণান চিতাতে বসার ফলে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। তোমাদেরও হল যুদ্ধ। সেই বাহুবলের যুদ্ধের থেকে বাস্তবে তোমাদের যুদ্ধ অনেক বেশি ভয়াবহ। কারণ রাবণ হল তোমাদের অনেক পুরানো শত্রু, তার উপরে বিজয়ী হতে হবে। যত বেশি এক এর সাথে বুদ্ধিযোগ যুক্ত করবে ততই বল প্রাপ্ত করবে। সব কিছুই নির্ভর করছে শ্রীমৎ এ চলার উপরে। শ্রীমৎ বলে যে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে হবে। আত্মাকেই হতে হবে। আত্মা ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিল, এখন আত্মা ৮৪ জন্ম নিতে নিতে নীচে নেমে গেছে। নিশ্চয়ই বাচ্চারা জানে যে, দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। রামরাজ্য স্থাপন হয়েছিল। নাম রেখে দিয়েছে রাম। বাস্তবে নাম হল শিব। শিবায় নমঃ বলা হয়। রামায় নমঃ তো বলা হয় না। শিব বাবা শব্দ একেবারে রাইট। রামকে বাবা কেউ বলে না। শিবকে বাবা বলা হয়। রাম অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম নয়। মানুষ যা শোনে সেটাই বলতে থাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউই পরমপিতা পরমাত্মার সাথে যথার্থ যোগ লাগায় না। তারা তো মনে করে যে, পরমাত্মা তো হলেন ব্রহ্ম জ্যোতি স্বরূপ, নাম রূপের উর্ধ্বে। যদি ব্রহ্ম বলা হয় তাহলেও তো নামই হয়ে গেল। কিছুই বোঝে না তারা। বাবা বলেন আমি হলম গুণানের সাগর। আমি হলম অতি সূক্ষ্ম, এর থেকে সূক্ষ্ম কোনো জিনিস হয় না, অতি সূক্ষ্ম। বৃক্ষের বীজ যেমন সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। দেখতে তো সেটা কতো ছোট। মানব সৃষ্টির বীজ তো হল সবথেকে সূক্ষ্ম। সব থেকে ছোট হল পোস্তদানা। খুব পাতলা হয়ে থাকে। পোস্ত গাছ তো বড় হয়। পরমপিতা পরমাত্মা তো হলেন তার থেকেও অতি সূক্ষ্ম বিন্দু।

বাবা বলেন, আমি যা, আমি যেমন, ঠিক সেই ভাবে তোমাদের মধ্যেও নম্বর ক্রমানুসারে জানে। কোটির মধ্যে কেউই এই রহস্যকে বুঝতে পারে। শিব বাবার মতো মহিমা আর কোনো মানুষ আত্মার হতে পারে না যে কীভাবে তিনি এসে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান। সম্মুখে এসে বাচ্চাদেরকে পড়ান, কিছুই জানে না মানুষ। না আমাকে জানে, না চক্রকে জানে। এখন নম্বর ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে তোমরা জানো। তোমাদের এই পুরানো দুনিয়ার কোনো কিছুর সাথেই আর কোনো সম্বন্ধ নেই। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। তাদের কাজকর্ম হল তাদের মতো, তোমাদের কাজকর্ম হল তোমাদের

মতো। তোমরা হয়ে গেছো গুপ্ত যোগবলের সেনা। তারা হল বাহুবলের সেনা। তাদেরকে তোমরা জানো, তোমাদেরকে কেউই জানে না। সায়েন্টিস্টরা স্টারে যাওয়ার চেষ্টা করে। তারা অন্যদেরকে যেতে দেখেছে, মনে করে আমরা কেন যাব না। আমরা সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত কেন যাব না! সেইজন্য প্রচেষ্টা (পুরুষার্থ) করে যায়। বাকি যে সব এই (চর্ম) চক্ষু দিয়ে দেখা যায় না, সেগুলোর পুরুষার্থ করতে পারে না। তাদের বুদ্ধিতে তো স্থূল জিনিস গুলোই আসে, সেই সব গুলির জন্যই পুরুষার্থ করে থাকে। সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম পরমাত্মাকে তো তারা জানে না। তিনি নিজেই এসে বাচ্চাদেরকে নিজের পরিচয় দেন। তোমরা অনেক বড় জ্যোতির্লিপ্সম এর চিত্র বানিয়েছ, তোমাদের বুদ্ধিতে এটা এসেছে বলেই। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাতে থাকেন যে, বাবার মত এবং পথ হল সব কিছুর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, সেই রকমই তোমাদের সঙ্গতির মতও (জ্ঞান) সমগ্র দুনিয়ার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অন্য কোনো বিষয়ের সাথেই তোমাদের আর কোনো সম্বন্ধ নেই। তোমরা সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হয়েছো। ব্রাহ্মণদের তো কোনো বিস্তার নেই। জাগতিক ব্রাহ্মণরা বলে - আমরা ব্রহ্মার বংশধর। ব্রহ্মা তো হলেন প্রজাপিতা। ওনার বাবা কে? সে'কথা তো কেউ জানে না। তারা তো ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে দেয়। ব্রহ্মার তিনটি রূপ কীকরে হতে পারে? এরা তো হল তিন দেবতা। তিন জনের অ্যাক্টিভিটিই হল আলাদা। রচয়িতা তো একজনই, তিনি হলেন শিব। আমরা সবাই হলাম ওঁনার রচনা, আমরাও ওখানকার অধিবাসী। উচ্চ থেকেও উচ্চ বাবাই হলেন সুপ্রীম সোল। সুপ্রীম সোল একমাত্র নিরাকার বাবাকেই বলা যায়। বাবা হলেন আলাদা, বাচ্চারা হল আলাদা। তোমাদেরকে বাবা নলেজ দিয়েছেন। শাস্ত্রে তো এই সব কথা নেই যে, ব্রহ্মা-বংশী ব্রাহ্মণদেরকে পরমপিতা পরমাত্মা বসে পড়ান। পরমাত্মা এসে এই ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী রচনা করেছেন। চক্র যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন সঙ্গম হয়। তখন বাবা এসে পতিত দুনিয়ার অন্ত আর পবিত্র দুনিয়ার আদি করে থাকেন। তবে তো নিশ্চয়ই তাঁকে সঙ্গমযুগে আসতেই হবে। পবিত্র হতে টাইম লাগে। অর্ধ কল্প ধরে মাথার উপরে পাপের বোঝা রয়েছে। যোগ অগ্নির দ্বারা আত্মাতে যে খাদ পড়েছে তাকে নিষ্কাশিত করতে হবে। তোমাদেরকে সতোপ্রধান হতে হবে। আমরা যে পতিত হয়েছি, স্মরণের দ্বারাই পবিত্র হতে থাকব। কত সহজ ব্যাপার। আমাদেরকে পুনরায় ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করতে হবে। বাচ্চাদের এই নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে। বাবাও বলেন, আমি তোমাদেরকে আবারও রাজযোগ শেখাতে এসেছি। বাবা উত্তরাধিকার দেন, রাবণ অভিশম্পাত দেয়। এই বাবাই বসে বোঝান। এই সময় বাবা এসে সব মনোকামনা পূরণ করেন। অশুভ কামনা তো মায়া পূরণ করে। আজকাল রিঙ্কি-সিঙ্কি করে যারা তারা অনেক টাকা পয়সা রোজগার করে। সেইসব কামনা মায়া পূরণ করে। সেই সবেও বইপত্র রয়েছে। তোমাদের তো কোনো বইপত্র নেই, শাস্ত্র ইত্যাদি পড়তে হয় না। তোমাদের জন্য বাবার শ্রীমং হল - বাচ্চারা পবিত্র হও আর পবিত্র বানাও। তোমরা কখনো পতিত হয়ো না। তোমাদের এই ডিপার্টমেন্টই হল আলাদা। কল্প পূর্বে যারা এসে ব্রাহ্মণ হয়ে থাকবে তারাই পুরুষার্থ করবে। দেবতাদেরকে দেখো কেমন স্যাপলিং লাগছে। ব্রাহ্মণ হয়ে চলেছে। যারা একটু হলেও শুনে যায় তারা প্রজাতে চলে যাবে। রাজধানীতে চলে আসবে তাই না? মৃত্যু সামনে উপস্থিত। গন্ডগোল একটু একটু করে বাড়তেও পারে, বন্ধও হয়ে যেতে পারে। বুদ্ধি বলে যে, মোটে আর অল্প সময়ই বাকি। রাজধানী এখন কোথায় স্থাপন হয়েছে! রাজাদের, সন্ন্যাসীদেরকে এখনও পর্যন্ত জ্ঞান কোথায় দেওয়া হয়েছে। বিবেক বলে - বিনাশের আর অল্পই দেবী। বাকি রিহাসাল হতে থাকবে। আশ্চর্যের বিষয়! তাই না। মানুষ যন্ত রচনা করে - যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আর ভগবান যন্ত রচনা করেছেন সমগ্র দুনিয়ার পরিবর্তন করবার জন্য (বিনাশের জন্য)। একটু শান্তি ফিরলে বলবে আমরা যন্ত করেছিলাম তাই শান্তি ফিরল। একবার যন্ত সফল হলে চলতেই থাকবে। বৃষ্টির জন্য যন্ত করল, বৃষ্টি হলে খুশী হয়ে গেল। বৃষ্টি না হলে বলবে ঈশ্বরের ইচ্ছা। যেমন কেউ যখন শরীর ত্যাগ করে তখন মানুষ বলে স্বর্গবাসী হলেন। তাহলে তো শোক করবার দরকারই নেই। স্বর্গ লাভ হয়েছে তো অহো সৌভাগ্য। মায়া রাবণ সকলের বুদ্ধিকে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। তোমরা জানো যে - আমরা কল্প পূর্বের মতো আবারও পুরুষার্থ করছি।

ভারত অবিনাশী খন্ড, এখানে আর কোনো দ্বিতীয় ধর্ম ছিল না। এখন যে সব দেখছি তা তো পরবর্তী সময়ে এরাই তৈরি করেছে। একেও ড্রামারই ভবিতব্য বলা যায়। এখানেই রক্তের নদী বইবে, একে অপরের সাথে লড়াই করতে থাকবে। বহু দিন ধরে ভাই ভাই সম্পর্কে থাকলেও হিন্দু মুসলমান ধর্ম তো আলাদা আলাদাই। ওরা তো এসেছেই পরে, তাই লড়াই এদের নিজেদের মধ্যেই হবে। এর সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তোমাদের নিজেদের সার্ভিসে তৎপর থাকতে হবে। শুধুমাত্র তিনপদ ভূমি (পৃথিবী) নিয়ে এই আত্মিক হাসপিটাল খুলতে হবে। অতঃপর ধীরে ধীরে তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। বিন্দু বিন্দু দিয়ে সিঙ্কু হয়ে যাবে। বাড়িতেও এই চিত্র রাখা। অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার কিভাবে পেতে পারো - এলে জানাবো। মৃত্যু সম্মুখে দণ্ডায়মান। এখন শুধুমাত্র সেই অসীমের পিতা আর তার উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো - এই স্থান হলো মৃত্যুলোক। বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করো তো আমি তোমাকে সাথে নিয়ে যাব। তাইতো তোমরা বলো - আমি কালেরও কাল মহাকাল। অকাল সিংহাসন আছে না? তুমি অকাল আত্মা। বাচ্চারা জানে যে আমি এই জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে যিনি শিক্ষক তিনি বিচিত্র, আত্মাদের সাথে কথা বলেন,

আল্লাহাই শোনে, আল্লাহই এই মুখ দ্বারা কথা বলে, আল্লাহই এই কানের মাধ্যমে শোনে। আমি আল্লাহই এই শরীরের মাধ্যমে কাজ করি। আল্লাহই শরীরের মাধ্যমে রসনা লাভ করে। আল্লাহই বলে এটা মিষ্টি, ওটা টক। আল্লাহর মধ্যেই সংস্কার থাকে। আল্লাদেরকে বাবা বলেন - এখন আবার ঘরে ফিরে যেতে হবে। তুমি ৮৪ জন্ম নিয়েছো, এখন এই শরীর ছাড়তে হবে, এর থেকে মমত্ব দূর করতে হবে। সাপ পুরানো খোলস ত্যাগ করে নতুন খোলস গ্রহণ করে - সেও পুরনো খোলসের প্রতি মমত্ব রাখেনা। এও তোমার পুরানো খোলস একে এইভাবেই ছেড়ে যেতে হবে। ভ্রমরীর উদাহরণ তোমাদের জন্য উপযুক্ত। বাস্তুবে সল্ল্যাসীরা এই উদাহরণ দিতে পারে না। এই পতিত দুনিয়ায় সকলেই বিকারগ্রস্ত কীট। তোমরা ব্রাহ্মণীরা ওদেরকে ফু ফু করে পতিত থেকে পবিত্র বানাও। তোমরা বলো যে শিব বাবাকে স্মরণ করো। মানুষকে দেবতা বানানোর এই হল জাদু। জাদুকর সওদাগর রত্নাকর সব তাঁরই নাম।

আচ্ছা, বাচ্চাদেরকে তো অনেক বোঝানো হয়। তবুও বলতে হয় যে বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। বাবা বলেন, যদি তুমি একবার আমার প্রতি সমর্পিত হয়ে যাও তাহলে আমি ২১ বার তোমার প্রতি সমর্পিত হয়ে যাবো। এটা তো বেশ লাভজনক সওদা, তাই না? শিব বাবা তো, দাতা। তোমাকে যুক্তি বলে দেবো, যে উপায়ে তুমি মমত্ব দূর করতে পারবে। ঘর-গৃহস্থ থেকেও শ্রীমতে চলো, এতে সর্বপ্রথম হলো পবিত্রতা। এ হলো আত্মিক যাত্রা। সমস্ত খেলাটাই যাত্রার উপর নির্ভর করেছে। মানুষ তো কত না কত লৌকিক দৈহিক ভাবে যাত্রা করতেই থাকে। তোমাদের হল এক আত্মিক যাত্রা, যা এক আল্লাহ বসে বাকি আল্লাদেরকে শেখায়। এরমধ্যে সমস্তটাই বুদ্ধির কথা রয়েছে। বাচ্চারা, তোমাদের কাছে এখন দুঃখ আসতেই পারে না। তোমরা জানো যে এত বড় বিনাশ আমাদের জন্যই হচ্ছে। সুতরাং তোমার অন্তরে কোনো দুঃখ আসতেই পারে না। যদি আসেও তাহলে বুঝতে হবে যে, এখনো কাঁচা আছো, জ্ঞানের পুরোপুরি পরিপক্ব অবস্থা এখনো হয়নি। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতার বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আল্লাদের পিতা ঔঁনার আল্লারুপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-\*

১) শরীররুপী পুরাতন খোলস থেকে মমত্ব দূর করতে হবে। বুদ্ধির মাধ্যমে এই আত্মিক যাত্রায় তৎপর হয়ে থাকতে হবে।

২) পুরানো দুনিয়ার কোনো ব্যাপারেই সম্বন্ধ না রেখে, জ্ঞান চিতায় বসে, পবিত্র হয়ে বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* পবিত্রতার শ্রেষ্ঠত্বকে ধারণ করে সদা শুভ কার্য করতে থাকা পুরুষোত্তম তথা বিশেষ আল্লাহ ভব সাধারণ আল্লাহ যখন পবিত্রতাকে ধারণ করে, তখন তাদেরকে মহান আল্লাহ বলা হয়। পবিত্রতাই হল শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতাই পূজনীয় হয়। ব্রাহ্মণদের পবিত্রতারই গীত কীর্তিত হয়। যদি কোনো শুভ কার্য হয় তাহলে তা শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের দ্বারাই সকলে করিয়ে থাকে। এমনিতে তো নামধারী ব্রাহ্মণ অনেক আছে, কিন্তু তোমরা হলে - যেমন নাম তেমন কাজ এইরকম বিশেষ আল্লাহ। সাধারণ কর্মও যদি বাবার স্মরণে থেকে করো তাহলে তা বিশেষ হয়ে যায়, তাই তোমরা সবাই এইরকম বিশেষ কর্ম সম্পাদনকারী পুরুষোত্তম তথা বিশেষ আল্লাহ।

\*স্লোগানঃ:-\* নিজের মাধ্যমে সকল আল্লাদেরকে সুখের অনুভূতি করানোই মাস্টার সুখদাতা হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - যত দিন বেঁচে থাকবে তত দিন পড়তে হবে, শিখতে হবে, তোমাদের পড়াশোনা হল পবিত্র দুনিয়ার জন্য, পবিত্র হওয়ার জন্য”

\*প্রশ্ন:- বাবা কোন্ গুণ গুলিতে নিজ সম করার শিক্ষা প্রদান করেন ?

\*উত্তর:- বাবা বলেন বাচ্চারা, যেমন আমি নিরহঙ্কারী, তেমনই তোমরা বাচ্চারাও আমার সমান নিরহঙ্কারী হও। বাবা স্বয়ং তোমাদেরকে পবিত্র হওয়ার শিক্ষা দেন। পবিত্র হলেই বাবার সমান হবে।

\*প্রশ্ন:- যখন বুদ্ধি সুবুদ্ধিতে পরিণত হয় তখন কোন্ রহস্য বুদ্ধিতে স্বতঃতই বসে যায় ?

\*উত্তর:- আমি আত্মা কীরূপ, আমার পিতা পরমাত্মা কীরূপ, তাঁর পার্ট কি। আত্মার মধ্যে কীভাবে অনাদি পার্ট ভরা আছে যা প্লে করে। এইসব কথা গুলি সুবুদ্ধিধারী আত্মারাই বুঝতে পারে।

\*গীত:- ধৈর্য ধর রে মন...

ওম্ শান্তি । অসীম জগতের মাতা-পিতাকে পেয়ে ধৈর্য শক্তি প্রাপ্ত হয়েছে । কে পেয়েছে? আত্মারা বা জীব আত্মারূপী সন্তানরা ? আত্মা একটি সূক্ষ্ম বিন্দু। দুনিয়ায় একজনও মানুষ নেই যার বুদ্ধিতে আছে যে আত্মা একটি বিন্দু সম স্টার (নক্ষত্র)। তোমরা জানো যে আমাদের এই সূক্ষ্ম আত্মায় ৮৪ জন্মের পার্ট, ৫ হাজার বছরের পার্ট ভরা আছে। অন্য আত্মাদের মধ্যে এতখানি পার্ট ভরা নেই। মানুষের বুদ্ধি অনেক দুর্বল হয়ে গেছে তাই কিছুই বুঝতে পারে না। পরমাত্মার উদ্দেশ্যে তো বলবে না যে ৮৪ জন্ম বা ৮৪ লক্ষ জন্ম নেন। না। তোমরা বাচ্চারা জানো এই সূক্ষ্ম আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের অবিনাশী পার্ট নিহিত আছে। একেই প্রকৃতি বলা হয়। খুব সূক্ষ্ম বিন্দু স্বরূপ এই আত্মা, যার মধ্যে সব জন্মের অবিনাশী পার্ট নিহিত আছে, সে পার্ট কখনো শেষ হয় না, শেষ হবেও না। কতখানি আশ্চর্যের বিষয়। তোমাদের মধ্যেও অনেকে আছে যারা এই কথা গুলি বুঝতে পারে - পরে ভুলে যায়। এইসব ধারণ করতে হবে অন্যদের বোঝানোর জন্য। পিতা পরমপিতা পরমাত্মাকে করনকরাবনহার বলা হয়, উনিও করেন শেখানোর জন্য। তাঁকে নিরাকার - নিরহঙ্কারী বলা হয়। তাঁর অর্থ কেউ বুঝতে পারে না। এই গুণ উনি বাচ্চাদের শেখান। বাচ্চাদের এমন নিরহঙ্কারী হতে হবে। জ্ঞান সাগরকে জ্ঞান তো প্রদান করতে হবে, তাইনা। পতিত-পাবনকে অবশ্যই স্বয়ং এসে পতিতদের শিক্ষা প্রদান করতে হবে, পবিত্র হওয়ার। যেমন সন্ন্যাসীরা শিক্ষা দেয় সন্ন্যাস ধারণ করানোর জন্য। এখানেও ৫ বিকারের সন্ন্যাস করতে হবে। পতিত-পাবন স্বয়ং এসে শিক্ষা প্রদান করবেন। তা নাহলে আমরা পবিত্র হবো কীভাবে। গায়নও আছে - যত দিন বেঁচে থাকবো পড়াশোনা করতে থাকবো। স্কুলে তো এমন বলা হয় না। সেখানে তো এই জন্মেই পড়াশোনার প্রালঙ্ক ভোগ করতে হয়। এখানে তো বলা হয় যত দিন বাঁচবো তত দিন পড়াশোনা করবো। অন্ত সময় পর্যন্ত কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হবে। আত্মাকে যোগের দ্বারাই পবিত্র করতে হবে। যত যোগ যুক্ত হয়ে থাকবে ততই তোমার আত্মা গোল্ডেন এজে যাবে । তারপর আয়রন এজে না আত্মাকে না শরীরকে থাকতে হবে। আমরা পড়াশোনা করি পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য। এই কথা গুলি এমন গুহ্য যে কেউ কখনও বোঝাতে পারবে না। মানুষ তো কত কিছুই করতে থাকে। বিজ্ঞানের অহংকারে নানান আবিষ্কার করতে থাকে। স্টার, মুন ইত্যাদি স্থানে যাওয়ার পুরুষার্থ করে। তোমরা জানো এইসব দিয়ে কোনো জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হবে না। অল্পকালের ক্ষণিকের সুখ প্রাপ্ত হবে। এরোপ্লেনের দ্বারা যেমন সুখ প্রাপ্ত হয় তেমন দুঃখও প্রাপ্ত হয়। কাল দুর্ঘটনা ঘটলেই দুঃখ প্রাপ্ত হবে। স্টিমার ডুবে যায়, ট্রেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। বসে বসে মানুষের হার্টফেল হয়। সুখ ধাম তো হল একেবারে আলাদা। সেখানে সর্বদা সুখই সুখ থাকে। এই দুনিয়ায় যেটুকু সুখ আছে সেসব হল অল্পকালের কাক বিষ্ঠা সম সুখ।

বাচ্চারা, তোমরা এখন সুবুদ্ধি প্রাপ্ত করেছো। আমি আত্মা কীরূপ, আমার পিতা পরমাত্মা কীরূপ । ওঁনার পার্ট কী, আমাদের পার্ট কী - বুদ্ধিতে সমস্ত রহস্য রয়েছে। বাচ্চারা, তোমাদের সকলেরই যে ৮৪ জন্ম তা বলা যাবে না। সবাই তো সত্যযুগে একত্রিত হবে না, সকলের পুরো ৮৪ জন্ম হবে বলা যাবে না। চন্দ্রবংশী আত্মারাও শেষের দিকে আসতে থাকবে। বুদ্ধি হতে থাকবে। জন্ম কম হতে থাকবে। এসব হল বিস্তারিত কথা। বৃদ্ধা মাতাদের সর্ব প্রথমে অল্ফ, বে পাক্সা করাতে হবে। অল্ফ অর্থাৎ বাবা, বে অর্থাৎ বাদশাহী। এই কথাটি যথাযথ, তাইনা। স্বর্গের বাদশাহী ছিল, ভারত সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিল, অন্য কোনও রাজ্য ছিল না। রুদ্রের মালা তৈরি হয় সেই মালা বিষ্ণুর মালায় পরিণত হয়। এই জ্ঞান তোমরা বাচ্চারা প্রাপ্ত করো। আত্মা কি, পরমাত্মা কি, তাঁর রূপ কি, আকার কি - এই সব কথা এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে।

কতখানি সূক্ষ্ম এই আত্মা, পরমাত্মাকেও ভক্তিমাগে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। দ্বাপর থেকে কলিযুগের অন্ত সময় পর্যন্ত অথবা সঙ্গমের শেষ সময় পর্যন্ত বলা হবে, তাঁর পাট চলে। এইসব কথা তোমরা জানো। তোমরা বলবে এই সব কল্প পূর্বেও হয়েছিল। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বেও হয়েছিল। একটি খবরের কাগজে রোজ ছাপা হয় - ১০০ বছর পূর্বে কি হয়েছিল, ১০০ বছরের কথা তো খুব সহজ। খবরের কাগজ থেকে খুঁজে বের করে বলে দেবে। সেই খবরের কাগজটির নাম হল টাইমস অফ ইন্ডিয়া নিউজ পেপার। তোমাদের খবরের কাগজ হল টাইমস অফ ওয়ার্ল্ড। এই শব্দটি খুব ভালো। রোজ লিখতে পারো। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে কি হয়েছিল। ৫ হাজার বছর পূর্বে যা হয়েছিল তা বর্তমানে হচ্ছে। এমন করে লিখলে ডামার বিষয়ে মানুষের জ্ঞান লাভ হবে। ম্যাগাজিনেও লিখতে পারবে। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে তো সম্পূর্ণ রহস্য আছে। আত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান তো কোনো মানুষের বুদ্ধিতে নেই। তাহলে সেই মানুষ টি কোনো কাজের নয়। তোমরা জানো মানুষই ৮৪ জন্ম নেয়। সর্ব প্রথমে ব্রাহ্মণ বর্ণ তারপরে দেবতা.... বর্ণ গুলিতে আসে। বর্ণ তো এখানেই আছে। সূক্ষ্মবতনে তো বর্ণের কোনো কথা নেই। ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলে। বিষ্ণুকে প্রজাপিতা বলবে না। ব্রহ্মার দ্বারা তো অ্যাডপ্ট করা হয়। বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণের তো সন্তান জন্ম নেয়, যারা সিংহাসনাসীন হয়। শঙ্করকে প্রজাপিতা বলবে না। এই কথাও জানো যে যেমন ভাবনা তেমন সাক্ষাৎকারও হয়। যদিও সেখানে কোনো সর্প ইত্যাদির কথা নেই। বলদ ইত্যাদিও থাকে না। সূক্ষ্ম লোকে তো দেবতাই থাকে। সূক্ষ্ম লোকে গিয়ে - বাগান, ফল ইত্যাদি দেখতে পাও। সেখানে কি বাগান আছে ? বাবা সাক্ষাৎকার করান। যদিও কিছুই নেই। বুদ্ধি বলে সেখানে সূক্ষ্ম লোকে বৃক্ষ ইত্যাদি থাকতে পারে না। এইসব অবশ্যই সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারও এখানকার করানো হবে। এইসব হল সাক্ষাৎকার একেই জাদুর খেলা বলা হয়। এইসব কিন্তু জ্ঞান নয়। মানুষ, মানুষকে ব্যারিস্টার বানায়, সেসব কিন্তু জাদু নয়। তারা বিদ্যা দান করে। ইনি তোমাদের মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন, তাই জাদুকরের জাদু বলা হয়। দিব্য দৃষ্টির চাবি বাবার কাছে থাকার দরুন বাবাকে জাদুকর বলা হয়। তারা বলে গুরুর কৃপা, মূর্তির সাক্ষাৎকার হয়েছে। তাতে কোনো লাভ নেই। এখানে তো পরিশ্রম করে নিজেরাই সেই লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রাম হয়ে যাও। তোমরা এখানে এসেছো সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজার কূলে জন্ম নেওয়ার জন্য।

সর্ব প্রথমে মুখ্য কথা হল নতুন কেউ এলে তাকে বাবার পরিচয় দাও। ব্রহ্মতত্ত্ব হল মহাতত্ত্ব। শিববাবা নিরাকার, ওঁনাকে কেউ ব্রহ্ম তত্ত্ব বলবে না। এক একটি শব্দের অর্থ রয়েছে। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। এমন নয় সব ঈশ্বরের রূপ। এই কথা বাবা বসে বোঝান। যদিও সাক্ষাৎকার ইত্যাদির যে কথোপকথন হয়, সেসবের আশা রাখা উচিত নয়। ভাবে যে এখন তো বাবা নিজে এসেছেন, তাহলে নিশ্চয়ই সাক্ষাৎকার করাবেন। কিন্তু এ'সব হল অনর্থক ভাবনা। তারপরে সাক্ষাৎকার না হলে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়াশোনা ত্যাগ করে। সাক্ষাৎকারে রাজকুমার বা প্রিন্সকে দেখে ভাবে আমাকে এমন হতে হবে। খুশীর অনুভব হয়। অনেকেরই প্রিন্সেরই সাক্ষাৎকার হয়। যদি চিন্তা করে দেখা হয় দেখবে মুকুটধারী তো সবাই হবে। মেল ফিমেল তফাৎ বিশেষ থাকে না। ফিমেলের শুধু লম্বা চুল থাকে, মুখশ্রীও একটু কোমল হয়। আত্মারা তো অনেক, সকলের নাম রূপ আলাদা। আত্মার মধ্যে অবিনাশী পাট ভরা আছে যা কখনো পরিবর্তন হয় না। কেমন ওয়ান্ডারফুল খেলা, তাইনা। আত্মার অনাদি পাট প্রাপ্ত আছে। বাবা কতখানি সহজ করে বোঝান। কেবলমাত্র ত্রিমূর্তির চিত্রের সম্মুখে গিয়ে বসো তাহলে সম্পূর্ণ চক্রটি বুদ্ধিতে এসে যাবে। এ' হলেন শিববাবা, এ' হলেন ব্রহ্মাবাবা, যার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেন। এখন হল কলিযুগ, পরে সত্যযুগে যেতে হবে। চিত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে সম্পূর্ণ বিশ্বের খেলা বুদ্ধিতে এসে যায়। কীভাবে চক্র আবর্তিত হয়, খেলায় কে কে আছে, সব নলেজ প্রাপ্ত হয়। রোজ চিত্র গুলি দেখতে থাকো। বিচার সাগর মন্বন করতে থাকো। এই হল নরক, এই হল স্বর্গ, এ' হল সঙ্গম। খুবই সহজ। রোজ প্র্যাক্টিস করলে বুদ্ধি আলোকিত হয়ে উঠবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণের বিষয়েও লেখো। ব্রহ্মার দ্বারা সত্যযুগের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের এই প্রালব্ধ কীভাবে প্রাপ্ত হয়েছিল ? নিশ্চয়ই সঙ্গম যুগেই হবে, যখন এমন কর্ম করেছিলেন তারা। অন্তিম জন্মের পুরুষার্থ দ্বারা তারা এই প্রালব্ধ প্রাপ্ত করেছেন। এমন এমন পয়েন্ট বুদ্ধিতে আসা উচিত। তখন আর চিত্রের প্রয়োজনও থাকবে না। বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ রহস্য ওপেন হয়ে যাবে। এই চিত্র গুলি থেকে হৃদয় রূপী কাগজে জ্ঞানের পয়েন্ট ধারণ করতে হবে। বাবা সেন্টারের বাচ্চাদের দিয়ে বাণীর দ্বারা সেবা করাবার যুক্তি বলে দিচ্ছেন। চিত্র গুলি দেখতে থাকো। মনে মনে নিজের সাথে কথা বলতে থাকো। রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য জানতে হবে। বৃক্ষে সব ক্রিয়ার আছে। তপস্যা করছি এখানে রাজযোগের। মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হই। পরে ভক্তিমাগ কীভাবে শুরু হয়। যারা যে যে ধর্মের, সেই ধর্মেই পুনরায় আসবে। অনেক সহজ কথা। সেই বিষয়েও বোঝাতে হবে। আত্মা কি, পরমাত্মা কি, তার মধ্যে অনাদি পাট নিহিত আছে। সত্য যুগে আমরা সুখের পাট প্লে করবো, এত গুলি জন্ম গ্রহণ করবো। শ্মশানে গিয়েও কাউকে বোঝাতে পারো। যতক্ষণ না দাহ সম্পন্ন হয় ততক্ষণ বসে সংসঙ্গ করতে থাকে। তোমাদেরকে কেউ বাধা দেবে না। তাদের বলা এসো তোমাদের বোঝাই। তারা শুনে খুব খুশী হবে। জ্ঞান শোনাতে যারা, তাদের খুব বুদ্ধিমান ও

পরিপক্ব বুদ্ধিধারী হতে হবে যাতে যে কোনও স্থানে গিয়ে বোঝাতে পারে। বাবা তো খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন। তোমাদের কাছে সত্য রূপী খাজানা আছে। মানুষের কাছে অসত্য গীতা আছে। তোমাদের কাছে সম্পূর্ণ বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি আছে। শ্রীকৃষ্ণের চিত্রেও তোমরা ভালোভাবে বোঝাতে পারো। কৃষ্ণকে শ্যাম সুন্দর কেন বলে, আসুন, আমরা আপনাদের কাহিনী শোনাই। তারা শুনে খুব খুশী হবে। ভারত গোল্ডেন এজড (স্বর্ণ যুগ) ছিল। এখন পাথর যুগে পরিণত হয়েছে। শ্যাম বর্ণে পরিণত হয়েছে। কাম চিতায় বসে মুখ কালো হয়ে যায়। এমনভাবে বোঝালে তোমরা অনেক কামাল করে দেখাতে পারবে। তিনটি চিত্র সাথে রাখতে পারো। একটি চিত্রের বিষয়টি বুঝিয়ে দ্বিতীয় চিত্রের বিষয়ে বোঝানো উচিত। খুব সহজ। এ'হল শুধু পুরুষার্থের কথা। টাইম তো অনেক আছে। সকালে মন্দিরে যাও। আসুন, লক্ষ্মী নারায়ণের জীবন কাহিনী শোনাই। ভক্তিমাৰ্গে যজ্ঞ, তপ, তীর্থ ইত্যাদি করতে করতে তোমরা একেবারে কড়ি সম হয়েছো, তাহলে শাস্ত্র গুলি কীভাবে সাহায্য করল ? আমরা সত্য বলে দিচ্ছি, সত্যই সহায়তা করে থাকে।

আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) পড়াশোনার প্রতি পুরোপুরি মনোযোগ দিতে হবে। বাকি সাক্ষাৎকার ইত্যাদির আশা রাখবে না। হতাশ হয়ে পড়াশোনা ছাড়বে না।

২ ) চিত্র গুলি দেখে বিচার সাগর মন্ডন করে প্রতিটি কথা স্মরণে রাখতে হবে। রাজযোগের তপস্যা করতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* নিজের ললাটে সদা বাবার আশীর্বাদের (দুয়া) হাত অনুভবকারী বিদ্ব-বিনাশক ভব বিদ্ব-বিনাশক তারাই হতে পারে যাদের সর্বশক্তি আছে। তাই সদা এই নেশা রাখো যে আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান । সর্ব শক্তিগুলিকে সময় অনুযায়ী কাজে লাগাও। মায়া যে কোনো রূপেই আসুক কিন্তু তোমরা নলেজফুল হও। বাবার হাত এবং সাথের অনুভব করে কম্বাইন্ড রূপে থাকো। রোজ অমৃতবেলায় বিজয়ের তিলক স্মৃতিতে রাখো। অনুভব করো যে বাপদাদার আশীর্বাদের হাত আমার মাথায় আছে তখন বিদ্ব-বিনাশক হয়ে সদা নিশ্চিত থাকবে।

\*স্লোগানঃ:-\* সেবার দ্বারা যে অবিনাশী খুশীর অনুভূতি করতে এবং করাতে পারে সে-ই হল সত্যিকারের সেবাধারী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সকলে মিলে এই কলিযুগী দুনিয়া থেকে দুঃখের ছাদকে অপসারণ করতে হবে, বাবাকে স্মরণ করার পুণ্য করতে হবে"

\*প্রশ্নঃ - জ্ঞানের অবিনাশী প্রালব্ধ থেকেও কোনো কোনো বাচ্চার পুণ্যের খাতা জমা হওয়ার পরিবর্তে সমাপ্ত কেন হয়ে যায়?

\*উত্তরঃ - কারণ পুণ্য করতে-করতে মাঝখান থেকে পাপ করে ফেলে। জ্ঞানী (তু) আত্মা হিসাবে গণ্য হয়েও সঙ্গদোষে এসে কোনো পাপ করলে সেই পাপের কারণে যা কিছু পুণ্য ছিল তা সমাপ্ত হয়ে যায়। ২) বাবার হয়ে কাম বিকারের আঘাত খেয়ে, যদি বাবার হাত ছাড়ে তাহলে তা পূর্বের থেকেও অধিক পাপাত্মা হয়ে যায়। তাকে কুল-কলঙ্কিত বলা হয়। তারা অনেক কঠোর শাস্তির ভাগী হয়ে যায়। সদ্ধরুর নিন্দা করার কারণে তাদের কোথাও স্থান হয় না।

ওম্ শান্তি । রুহানী পিতা রুহানী বাচ্চাদের আন্তরিক বার্তালাপ (সাথে রুহ-রিহান) করছেন। এটা তো আত্মা জানে যে আমাদের একজনই অসীমের পিতা, তা তো বাচ্চারা বুঝে গেছে। গন্তব্য হল - মুক্তি জীবনমুক্তির। মুক্তির জন্য স্মরণের যাত্রার প্রয়োজনীয়তা আছে আর জীবনমুক্তির জন্য রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানার প্রয়োজনীয়তা আছে। এখন হল তো দুটোই সহজ। সৃষ্টির, ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তিত হতে থাকে। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এটা থাকা দরকার। এখন আমাদের ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হচ্ছে। এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। এখন ফিরে তো কেউই যেতে পারবে না কারণ সকলে হল পাপাত্মা। পাপাত্মারা মুক্তি-জীবনমুক্তিতে যেতে পারবে না। এইভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। যা করবে তাই প্রাপ্ত করবে আর খুশিতে থাকবে তথা অন্যদেরকেও খুশিতে রাখবে। বাচ্চারা তোমাদেরকে কৃপা অথবা দয়া করতে হবে - সকলকে রাস্তা বলে দেওয়ার জন্য। বোঝাতে হবে - তোমাদের আত্মা সত্বোপধান থেকে এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে - এই কারণে ফিরে যেতে পারবে না। মানুষ আহ্বান করে থাকে হে পতিত-পাবন। বাচ্চারা জানে যে এখন হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এটাও কারোর কারোরই ভালোভাবে স্মরণে থাকে, অনেকেরই স্মরণে থাকে না। মুহূর্ত ভুলে যায়। কিন্তু তোমাদের যদি সঙ্গমযুগ স্মরণে থাকে তাহলেও খুশীর পারদ উর্ধ্বমুখী থাকবে। বাবা টিচার স্মরণে থাকলেও খুশীর পারদ উর্ধ্বমুখী থাকবে। কারোর বড় বিঘ্ন মাঝ পথেই পড়ে যায়, কারোর অল্প-বিস্তর বিঘ্ন পড়ে। পড়ে অবশ্যই। কেউ উপরে গিয়ে আবার নীচে নেমে যায়। কারোর অবস্থা ভালো হলে হৃদয় সিংহাসনে বিরাজ করে, আবার নীচে নেমে যায়, তাই উপার্জন একদম শেষ হয়ে যায়। যেমন দুনিয়াতে অনেকেই দান-পুণ্য করে থাকে যাতে তারা পুণ্য আত্মা হতে পারে। আবার যদি পুণ্য করতে-করতে পাপ কর্মে যুক্ত হয়ে যায় তাহলে পাপাত্মা হয়ে যায়। তোমাদের পুণ্য হলই বাবাকে স্মরণ করা। স্মরণের দ্বারাই তোমাদের আত্মা পুণ্য আত্মা হয়। যদি বাবাকেই ভুলে গিয়ে, অন্যের সঙ্গ লেগে যায় তখন অনেক পাপ হওয়ায় যা কিছু পুণ্য করেছিল সে সবই শেষ হয়ে যায়। মনে করো আজ দান-পুণ্য করে, সেন্টার খোলে কাল আবার বিমুখ হয়ে যায় তাহলে পূর্বের থেকে আরও নীচে নেমে যায়, কারণ পাপ করে তাই না। তাহলে সেই খাতা জমা হওয়ার পরিবর্তে সমাপ্ত হয়ে যায়। পূর্বে অনেক ভালো সার্ভিস করতো, তারপরে আর জিজ্ঞাসা করো না, একদম নীচে নেমে যায়। বিবাহ করে নেয়। পূর্বের থেকেও আরো খারাপ হয়ে যায়। পাপ করার ফলে সেই পাপের বোঝা উর্ধ্বমুখী হতে থাকে। জমার খাতা হয় না লাভ আর ক্ষতির? কিন্তু এই বিষয়গুলিকেও যারা বোঝে তারা বুঝবে। পাপও হাল্কা, আবার অনেক বড়ও হয়। কামের হল সব থেকে কঠোর, ক্রোধ হল সেকেন্ড, লোভ হল তার থেকে কম, মোহ হল তার থেকেও কম। ক্রমিকানুসারে হয়। কামের চোট পাওয়ায় লাভবান হওয়ার পরিবর্তে লোকসান হয়ে যায় কারণ সদ্ধরুর নিন্দা করলে তাদের কোথাও স্থান হয় না। তারা হৃদয় সিংহাসন থেকে নীচে নেমে যায়। বাবার হয়ে আবার বাবাকে ছেড়ে দেয় তারজন্য কর্মের উপরও প্রভাব পড়ে। কারণ কি? চলতে পারে না। যদিও কামের চোট বেশীই লাগে। এটিই হল মুখ্য শত্রু। কখন শোনা গেছে যে - ক্রোধের কুশপুতলিকা জ্বালানো হয়েছে? না। কামীদের বানানো হয়। হলই তো রাবণ তাই না। বাবা বলেন কামের উপর বিজয় প্রাপ্ত করলেই জগতজীত হতে পারবে। তোমরা একেবারে হেরে বসে আছো, তাই জিৎ এর পরিবর্তে হার হয়ে যায়। বাবাকে আহ্বান করে হে পতিত-পাবন এসো, কামের কারণে অনেক পীড়িত হতে হয়। তারপর বলে বাবা মুখ কালিমা লেপন করে দিয়েছি। বাবা বলেন তোমরা তো হলে কুল কলঙ্কিত। ক্রোধ বা মোহের জন্য এ'রকম বলা হয় না। সব কিছুই নির্ভর করে কামের উপরেই। আহ্বানও করে থাকে হে পতিত-পাবন এসো। বাবা এসেছেন তাও যদি পতিত হতে থাকে তাহলে বাবা কি বলবেন। সাধু সন্ত ইত্যাদি সকলেই আহ্বান করে হে পতিত-পাবন এসো। অর্থ

কেউই বোঝে না। কেউ কেউ মানে যে হ্যাঁ আসবেন যিনি নতুন দুনিয়া স্থাপন করবেন। কিন্তু টাইম অনেক লম্বা দিয়ে দেওয়ায় ঘন অন্ধকারে পড়ে গেছে। জ্ঞান আর অজ্ঞান তাই না।

বাবা বোঝান যে ভক্তিতে তোমরা যার পূজা করো তাকেই জানো না তাহলে ভক্তি কোন্ কাজের। না জানার কারণে যা-কিছু করো তা নিষ্ফল হয়ে যায়। মানুষ মনে করে যে দান-পুণ্য করায় ফল প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তা হল অল্পকালের জন্য, কাক বিষ্টার সমান সুখ। সন্ন্যাসীরাও বলে এই দুনিয়াতে যে সুখ প্রাপ্ত হয় তা হল কাক বিষ্টার সমান, বাকি সব কিছুই হল দুঃখ আর দুঃখ। বাবা বলেন - মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে তোমাদের সকল দুঃখ দূরীভূত হয়ে যাবে। বিচার-বিশ্লেষণ করো যে আমরা কতটা স্মরণ করি। যাতে পুরাতন হিসাব সমাপ্তও হয় আর নতুন জমাও হয়। যে যত জমা করতে পারে, এতে ধন ইত্যাদির কোনো বিষয় নেই। আসলে হল পাপ কিভাবে সমাপ্ত হবে? মুখ্য কথাই হল পবিত্র হওয়ার। এ'রকম মনে করো না যে বাবাকে লিখে দিলেই জন্ম-জন্মান্তরের জন্য সমাপ্ত হয়ে যাবে। পাপের বোঝা জন্ম-জন্মান্তরের অনেক আছে। সে সব কিছুই সমাপ্ত হয়ে যায় না। এই জন্মে যা করেছো কিছুটা হাল্কা হয়ে যায়। বাদ বাকি তো পরিশ্রম অনেক করতে হয়। যত স্মরণে থাকবে তত পাপের বোঝা কম হতে থাকবে। কোনো কোনো বাচ্চা অনেক পরিশ্রম করে লক্ষ লক্ষদের পথ বলে দেয়। ৮৪ জন্মের চক্র বুঝিয়ে থাকে। জন্মের হিসাব তো তোমরা জানো। বিচার-বিশ্লেষণ করো যোগবল কতটা আছে, আমাদের জন্ম কখন হবে? সত্যযুগে হবে কি? যারা অনেক পুরুষার্থ করবে তারাই সত্যযুগে জন্ম নিতে পারবে। তারা কখনো লুকিয়ে থাকতে পারে নাকি। এইরকম মনে করো না যে সকলেই সত্যযুগে আসবে। কেউ কেউ তো আবার পরবর্তী সময়ে এসে অল্পবিস্তর কিছু প্রাপ্ত করে। যারা সবথেকে বেশী উপার্জন করবে তারাই দ্রুত আসে। কম উপার্জন করলে তাহলে তারা দেরিতে আসবে তারজন্য বাবাকে অনেক স্মরণ করতে হবে আর এটা হলও সহজ। যারা ভালোভাবে স্মরণ করবে তারাই খুশীতে থাকবে। আমরা দ্রুত নতুন দুনিয়ায় আসবো। রাজা হতে হলে প্রজা তো বানাতে হবে তাই না। প্রজাই যদি না বানাও তাহলে রাজা হবে কিভাবে। অনেকে সেন্টার খোলে। তাদের উপার্জনও অনেক ভালো হয়। লাভ হলে ২-৩টি সেন্টারও খুলে থাকে। সেন্টার তো বাবাও খুলতে থাকেন। যারা করে থাকে তাদের হিসাব তার সাথে যুক্ত (অ্যাড) হয়ে যায়। তোমরা সকলে মিলে দুঃখের ছাদ অপসারণ করো তাই না! সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে করছো তো? তাহলে সকলের হিসাব সমান ভাবে যাবে। যারা যত পরিশ্রম করবে, তারা ততটাই উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। তাদের খুশীও সর্বদা থাকবে। দেখা হয় - কতজনকে উদ্ধার করেছো। সার্ভিস অনেক ভালোভাবে করতে থাকে। যেমন উদাহরণ দেওয়া হয় মাম্মার। মাম্মা অনেক ভালো সার্ভিস করেছিলেন তাই ওঁনার কত কল্যাণ হয়ে গেল! মুখ্য কথা হল সার্ভিস করার। যোগেরও সার্ভিস আছে তাই না। ডায়রেকশন প্রাপ্ত হতে থাকে। কিভাবে স্মরণ করতে হবে। এই বিন্দুর রহস্যও বাবা এখন বুঝিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে আরও শোনাবেন। দিন দিন উন্নতি হতে থাকবে। পয়েন্ট বের হতে থাকবে, অনেক ডিফিকাল্টিও নয়। সহজও নয়। যারা সার্ভিসে তৎপর থাকে, তারাই দ্রুত পয়েন্ট ধরতে পারে। যারা সার্ভিসে থাকে না তাদের বুদ্ধিতে কিছুই বসে না। বিন্দু-বিন্দু বলতে থাকে কিন্তু কীভাবে বিন্দুকে স্মরণ করবো, কিভাবে বিন্দুকে দেখবো, হলই অনেক সহজ বিষয়। বিন্দুকে সামনে রেখে স্মরণ করতে হবে নাকি! এ হল বোঝার বিষয়। আত্মা হল কত ছোট বিন্দু। আত্মার নাম, রূপ, দেশ, কাল কেউ বলতে পারবে না। পরমাত্মার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে থাকে - ওঁনার নাম রূপ দেশ কাল কি? অবুঝ মানুষ না আত্মাকে জানে, না পরমাত্মাকে জানে। এখানেও অনেকে আছে যারা সম্পূর্ণভাবে জানে না তারা কেবল বাবা-বাবা করতে থাকে। নলেজ কোথা থেকে শেখে। কিছুই সার্ভিস করে না। কেবল খেতে থাকে। যে'রকম সন্ন্যাসীদের কাছেও এমন কিছু শিষ্য থাকে, যারা কিছুই করে না। কেবল খেতেই থাকে। যেমন সন্ন্যাসীদের সাথে অবধূত (সন্ন্যাসের একটা ধাপ) থাকে, যারা কিছুই কাজকর্ম করে না, কেবল খেতেই থাকে। সন্ন্যাস ধারণ করল, বিকার থেকে মুক্ত হয়ে গেল, এটাও কি কম কথা নাকি।

বাবা বোঝান যে তোমরা পবিত্র ছিলে, এখন অপবিত্র হয়ে গেছো। তোমরাই ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করেছো। এই সব কথা মানুষ বুঝতে পারে না। ভক্তি হল সম্পূর্ণ আলাদা, জ্ঞান হল সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। রাত-দিনের পার্থক্য। তোমরা জানো যে আমাদের পুরুষার্থের দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণ তুল্য হতে হলে শ্রীমতের আধার সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে হবে। পরিশ্রম তো আছে। বাদ বাকি এই রোগ ইত্যাদি তো চলতেই থাকবে। এই লক্ষণগুলি অস্তিম পর্যন্ত দেখা দেবে। তারপর হারিয়ে যাবে, তারপর আর কোনো দুঃখ থাকবে না। বাবাকে বলাই হয় দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা, হে লিবরেটর দয়া করো তাহলে সকলে দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। দুঃখেই মানুষ অনেক স্মরণ (সুমিরণ) করতে থাকে - হে প্রভু, হে রাম। দুঃখের সময়ই সকলে বলবে - ভগবানকে স্মরণ করো। কিন্তু ভগবান কে - এটা কেউই জানে না। কেবল বলে গডফাদারকে স্মরণ করো। খুদাকে স্মরণ করো। তোমরা তো ভালোভাবে জানো যে উঁনি হলেন আমাদের পিতা। বাবাই শেখান যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে স্মরণ করো। ভক্তি মার্গে এ'রকম বলবে কি যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে পিতাকে স্মরণ

করো? না। কত রকমের ভক্তি রয়েছে। জ্ঞান হল একটাই। মনে করে ভক্তির দ্বারাই ভগবান প্রাপ্ত হবে। ভক্তি কখন থেকে শুরু হয়, কে সবথেকে বেশি ভক্তি করে? এটা কেউই জানে না। এখনও কি ৪০ হাজার বছর ধরে ভক্তি করতে থাকবে? কতদিন পর্যন্ত ভক্তি করতে থাকবে? এখন তোমরা জানো যে এত সময় পর্যন্ত ভক্তি চলতে থাকে, এত সময় পর্যন্ত জ্ঞান চলতে থাকে। ভক্তরা জানে না, তাদেরকে বোঝানোর জন্য এত প্রদর্শনী ইত্যাদি করা হয়। প্রদর্শনী থেকেও কোটির মধ্যে কেউ কেউই জ্ঞানে আসে। পরবর্তী সময়ে অনেকেই আসবে। এখানে তো অনেকে আসতে থাকে। তোমরা কত অল্প সংখ্যকই আছো যারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ পবিত্র থাকো, যারা রেগুলার তারাই আসবে। কিন্তু এই হিসাবও বের করতে পারবে না যে প্রকৃত ব্রাহ্মণের সংখ্যা কত? অনেক মেকী আছে। ব্রাহ্মণদের কাজই হল কথা-কাহিনী শোনানো। বাবাও কথা কাহিনী শুনিয়ে থাকেন তাই না। তোমাদেরও কথা কাহিনী শোনাতে হবে। যেমন বাবা ঔনার বাচ্চারাই সেইরকম। বাচ্চাদের কাজই হল গীতা শোনানো। কিন্তু সকলে আর কোথায় শোনায়। তোমরা জানো যে জ্ঞানের পুস্তক হল একটাই সেটি হল গীতা। এটি হল সর্বশাস্ত্র শিরোমণি, এর মধ্যেই সবকিছু আছে। সব কিছুই হল গীতা। বাবা-ই এসে সকলের সদগতি করান। এটাও লিখতে পারো যে শিববাবার জয়ন্তীই হল হীরে তুল্য। বাদ বাকি সকলের জয়ন্তী হল কড়ি তুল্য। বাবাকে তো সকলেই স্মরণ করে। কলিযুগী মানুষ সত্যযুগী দেবতাদের পূজা করে। তাদেরকে এইরূপ বানালেন কে? এক বাবা। কিন্তু এটাও তারাই বোঝাতে পারবে যারা ভালোভাবে বোঝে। সঠিক পদ্ধতি অনুযায়ী কেউই বোঝায় না।

বাবা বলেন আমার অনেক বাচ্চা আছে যারা কম্পট্রাকশনের সাথে সাথে ডিস্ট্রাকশনও কারীও আছে। মহারথী, অশ্বারোহী, পদাতিক সকলেই আছে তাই না। তাহলে পদাতিকেরা কি করবে? যারা পড়াশোনা করবে তাদের কাছে নত হবে। আর যারা তাদের সামনে নত হবে, তারা না পড়বে আর না পড়াবে। তাদেরকে কি বলা হবে? উটপাখি। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) বাবা হলেন বিন্দু, এই কথাটি যথার্থ ভাবে বুঝে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বিন্দু-বিন্দু বলে হতাশ হলে চলবে না। সার্ভিসে তৎপর থাকতে হবে।

২) প্রকৃত গীতা শুনতে হবে আর শোনাতে হবে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য পবিত্র থাকতে হবে। প্রত্যহ পঠন-পাঠন অবশ্যই করতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* সর্বদা খুশির পুষ্টিকর আহার গ্রহণকারী আর খুশী বন্টনকারী সৌভাগ্যবান চিন্তামুক্ত (বেফিকর) ভব ব্রাহ্মণ জীবনের পুষ্টিকর আহারই হল খুশী। যারা সর্বদা খুশীর পুষ্টিকর আহার গ্রহণ করে আর খুশী বন্টন করে তারাই হল সৌভাগ্যবান। তাদের হৃদয় থেকে সর্বদা এটাই নির্গত হয় যে আমার মতো ভাগ্যবান আর কেউই নেই। যদি সাগরের ঢেউ ডুবিয়ে দিতে আসে তাহলেও কোনো চিন্তা নেই, কারণ যারা যোগযুক্ত থাকে তারা সর্বদাই সুরক্ষিত থাকে। সেইজন্য সমগ্র কল্পে এই সময়েই তোমরা চিন্তামুক্ত জীবনের অনুভব করো। সত্যযুগেও চিন্তামুক্ত থাকবে। যদিও এই জ্ঞান থাকবে না।

\*স্নোগানঃ:-\* সহজ পুরুষার্থী হতে হলে সকলের আশীর্বাদে নিজেকে ভরপুর করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"ব্রহ্মা বাবার প্রতি ভালোবাসার লক্ষণ - অব্যক্ত ফরিস্তা হওয়া"

আজ অসীম জগতের বাবা নিজের ডায়রেক্ট আদি শ্রেষ্ঠ রচনাকে দেখছেন। তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা ডায়রেক্ট শিববংশী ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী। তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা আদি দেবের আদি রচনা, সেইজন্য কল্প বৃক্ষে ব্রাহ্মণ ফাউন্ডেশন অর্থাৎ মূলে দেখানো হয়েছে। নিজেদের অবস্থান দেখেছ তো না? তো বৃক্ষে তোমাদেরকে আদি রচনা বীজের সমীপ দেখানো হয়েছে, তাইতো তোমরা ডায়রেক্ট রচনা। অন্য আত্মারা ডায়রেক্ট মাতা পিতা অর্থাৎ শিববাবা এবং ব্রহ্মা মাতা অর্থাৎ ডায়রেক্ট পরমাত্ম-রচনা নয়। তোমরা মাতাপিতার ডায়রেক্ট রচনা, পার্থক্য আছে তো না! তোমরা আদি রচনা আর অন্য ধর্মের আত্মাদের রচনা - দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। তোমরা পরমাত্ম-রচনা নিজেদের রচয়িতা মাতা পিতা উভয়কেই ভালো ভাবে জানো। অন্য ধর্মের আত্মারা তোমরা-কান্ড থেকে বেরিয়েছে। মূলও তোমরা আর কান্ডও তোমরা। ব্রাহ্মণ রূপে বৃক্ষের মূলে আছ আর দেবতা রূপে বৃক্ষের কান্ড, অন্যান্য সব ধর্ম তোমরা-কান্ড থেকে বের হয়ে থাকে। তাহলে, তোমরা ডায়রেক্ট রচনার কত মহাত্ম্য! বীজের সঙ্গে ডায়রেক্ট সম্বন্ধ, তাদের ইনডায়রেক্ট সম্বন্ধ আর তোমাদের ডায়রেক্ট। তোমরা সবাই অধ্যাত্ম নেশার সাথে বলবে যে, আমরা পরমাত্ম-সন্তান। যে ধর্মের আত্মারাই আসুক, তারা সবাই নিজেদেরকে ক্রিস্চান, বৌদ্ধ, ইসলাম বলবে। ডায়রেক্ট শিববংশী কিংবা আদি দেব ব্রহ্মার রচনা বলবে না। ক্রাইস্টবংশী ক্রিস্চান বলবে তাদের ধর্ম পিতা ক্রাইস্ট, তারা ক্রিস্চান - তারা এটাই জানে। তারা সবাই ধর্ম পিতার বংশ। আর তোমরা বলবে পরমাত্মার। সুতরাং ধর্ম পিতা আর পরমপিতা - কত প্রভেদ! ডবল বিদেশি কী জানো, তোমরা ধর্ম পিতার নাকি পরমপিতার? পরমপিতার হওয়া অর্থাৎ ডায়রেক্ট রচনা হওয়া। সুতরাং ডায়রেক্ট আর ইন্ডায়রেক্টের মধ্যে কত ভিন্নতা! নেশাতেও যখন ফারাক আছে তখন প্রাপ্তিতেও ফারাক আছে, সেইজন্য ভক্তিমার্গেও তারা আপন ইষ্ট দ্বারা ইনডায়রেক্টলি বাবাকে স্মরণ করে। যদি কোনো শিব ভক্তও থাকে তাহলে সেও শিব শঙ্করকে এক মেনে স্মরণ করে। সুতরাং ইনডায়রেক্ট হয়ে গেল তো না! জানেও যে রামেরও রামেশ্বর আছেন কিন্তু তবুও রামকেই স্মরণ করবে। আর তাইতো ভক্তি ইনডায়রেক্ট হয়ে গেছে, তাই না, কেননা, ভক্ত আত্মাদের রচনাও তো পরে আসা আত্মারা। তোমরা ডায়রেক্ট পরমাত্ম-বংশী আত্মা। দ্বাপরে ভক্তিও করো, তাইতো না চিনেও প্রথমে শিববাবার ভক্তি করো। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর এই সূক্ষ্ম দেবতাদের পূজা পরে শুরু হয়, আদিতো নয়। সুতরাং অন্য আত্মাদের রচনাও হয় ইনডায়রেক্ট আত্মাদের দ্বারা, এমনকি তাদের ভক্তিও ইনডায়রেক্ট, সেখানে তোমরা ডায়রেক্ট ভক্ত, ইনডায়রেক্ট নয় অর্থাৎ তোমরা শিবের পূজাই আরম্ভ করো।

প্রাপ্তিতেও দেখ, তোমরা সব ডায়রেক্ট আত্মার অর্থাৎ ডায়রেক্ট রচনার অনেক জন্মের জন্য জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। অন্য আত্মাদের জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার এত সময়ের জন্য প্রাপ্ত হয় না।

তোমাদের জীবনমুক্তি অর্ধেক কল্প চলে আর অন্য আত্মাদের জীবন-মুক্তি আর জীবন-বন্ধ দুইই অর্ধেক কল্পের মধ্যেই প্রাপ্ত হয়। তাও দ্বাপরের আদি থেকে আসা আত্মাদের। পরে আসা আত্মাদের তো অল্প জন্মের মধ্যেই দুই প্রাপ্তি হয়। আর বিশেষত্ব এটাই যে, তোমাদের জীবন-মুক্তি অর্থাৎ তোমাদের গোল্ডেন এবং সিলভার এজ চক্রেরও গোল্ডেন, সিলভার সময় হিসেবে প্রাপ্ত হয়। যখন তোমাদের গোল্ডেন এজ তখন যুগও গোল্ডেন এজ, প্রকৃতিও গোল্ডেন এজ। চক্রকে ভালো ভাবে জানো তো না, আর অন্য আত্মাদের যখন গোল্ডেন এজ তো যুগ কপার এজ অথবা আয়রন এজের হয়, কপার এজে তাদের গোল্ডেন এজ হয় আর তোমাদের গোল্ডেন এজে গোল্ডেন এজ হয়। কত পার্থক্য হলো! তোমরা সতাপ্রধান তো প্রকৃতিও সতাপ্রধান। তারা রজোপ্রধান প্রকৃতিতে সতাপ্রধান স্টেজের অনুভব করে। সুতরাং ডায়রেক্ট আর ইনডায়রেক্ট রচনার কত প্রভেদ! এত নেশা থাকে যে, আমরা ডায়রেক্ট পরমাত্ম-রচনা! সদা নেশা থাকে নাকি কখনো কখনো নেশা চড়ে? পার্সেন্টেজে ফারাক হয়ে যায়, কখনো ১০০ পার্সেন্ট থাকে, তো কখনো ৫০ পার্সেন্ট, কিন্তু কী থাকা উচিত? সদা একরস থাকা উচিত তো না! তো উচিত উচিত কত সময় পর্যন্ত বলবে? সদা নেশা থাকে, এটা গর্বের সাথে বলো না, বলে থাকো থাকা উচিত। সুতরাং সম্পূর্ণ হওয়া অর্থাৎ যার মধ্যে এই উচিত শব্দ সমাপ্ত হয়ে যাবে, সবার মুখ থেকে যেন এটা বের হয় 'সদা', তার জন্য কত বছর প্রয়োজন? বাবাও প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করেন, কত বছর প্রয়োজন, ১০ বছর প্রয়োজন নাকি তার থেকেও বেশি বা কম প্রয়োজন? কেননা, তপস্যার বছর আরম্ভ করেছ, এখন তো সমাপ্তির সময় এসে গেছে। কিন্তু যখন আরম্ভ করেছিলে তখন সবাই কী সঙ্কল্প করেছিলে? সম্পন্ন হয়ে যাবো - এটাই ভেবেছিলে তো না। বছর সমাপ্ত হয়েছে

কিন্তু তোমরা সম্পন্ন হয়েছ? নাকি এখনো হতে হবে? আরও বছরের দরকার? অন্যদের চ্যালেঞ্জ করো যে, সেকেন্ডে মুক্তি জীবন-মুক্তির উত্তরাধিকার নাও। নাকি বেলো ২৫ বছরের মধ্যে উত্তরাধিকার নাও? তো ১২ মাসে কত সেকেন্ড কত দিন থাকে? তাহলে, তোমাদের সবাইকে সম্পন্ন হয়ে যাওয়া উচিত নাকি এখন আরও সময় চাই, রেজাল্ট কী? কত বছর চাই সেটা বলে দাও, নয়তো দ্বিতীয় বছর সমাপ্ত হয়ে যাবে তারপরও এই গীতই গাইবে এখন আরও সময় প্রয়োজন।

আরও চাই আরও চাই এর এই গীত কত সময় চলবে? গীতেরও ৩ বা ৫ মিনিট টাইম থাকে, তাই না! তপস্যা বছরে দুট সঙ্কল্প করেছিলে নাকি শুধু সঙ্কল্প করেছিলে? দুটতার লক্ষণ হলো সফলতা। তাহলে তো এই বছরে তপস্যা আরও ফোর্সের সাথে করতে হবে, হবে তো না! নাকি সেবা করতে চাও? দুটো করতে তোমরা অপারগ? তার মানে কর্মযোগী টাইটেল তোমাদের নেই, শুধুই যোগী? বাস্তবিকপক্ষে, সেবা তাকেই বলা হয়ে থাকে যার মধ্যে স্ব আর সকলের সেবা সমাহিত হয়ে থাকে। অন্যের সেবা করবে আর নিজের সেবায় অমনোযোগী হবে তবে বাস্তবে তাকে যথার্থ সেবা বলা হবে না। সেবার পরিভাষাই হলো - সেবার মেওয়া লাভ হওয়া। সেবা অর্থাৎ মেওয়া - ফুট (ফল), প্রত্যক্ষ ফল। সেবা করো, মেওয়া খাও। যদি স্ব-এর ক্ষেত্রে অমনোযোগী হয়ে যাও তাহলে সেই সেবায় পরিশ্রম হয়, খরচ হয়, ক্লান্তি হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষফল রূপ সফলতা হয় না। প্রথমে নিজের সফলতা হতে হবে, সেইসঙ্গে অন্যদেরও সফলতা অনুভূত হবে। একসাথে হতে হবে। নিজের হবে আর অন্যদের হবে না তবে সেই সেবাও যথার্থ নয়। আবার অন্যদের হবে, নিজের হবে না সেটাও যথার্থ সেবা নয়। সেবাতে, সেবা আর যোগ দুইই সাথে সাথে কেন থাকে না, তার কারণ কী? কারণ এটা যে, সেবার প্ল্যান (যোজনা) তো খুব ভালো বানাও, কিন্তু প্লেন (স্বচ্ছ) বুদ্ধির সাথে প্ল্যান বানাও না। প্লেন বুদ্ধি অর্থাৎ সেবা করার সময়, নিমিত্ত ভাব আর নির্মাণ ভাব ছাড়া আর কোনও বিষয় যেন বুদ্ধিকে টাচ না করে। নির্মাণ করার সময় নির্মাণ (নিরহঙ্কার) স্থিতির অভাব হয়ে যায়, সেইজন্য নির্মাণের কাজ যতটা সফল করতে চাও ততটা সফল হয় না। শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার বীজই হলো নিমিত্ত-ভাব এবং নির্মাণ-ভাব, সীমাবদ্ধ দুনিয়ার মান নয় বরং নির্মাণ; সেইজন্য সেবার প্ল্যান বানানোর আগে প্লেন বুদ্ধি বানানো অতি আবশ্যিক। নয়তো প্লেন বুদ্ধির পরিবর্তে যদি বুদ্ধিতে অন্য অযথার্থ ভাবের আবর্জনা মিশ্র হয়ে যায় তাহলে সেবার জন্য যে প্ল্যান বানাও তা' রত্ন জড়িত হওয়ার সাথে সাথে পাথর জড়িত হয়ে যায়। রত্ন আর পাথর মিশ্র হয়ে যায়। ৯ রত্ন জড়িত হবে তো একটা পাথর মিশ্র করবে। কোনও জিনিসে ৯টা যদি রিয়েল হয় আর একটা আর্টিফিশিয়াল হয় তাহলে ভ্যালু কী হবে? যারা নেবে তাদের মনে আরও সঙ্কল্প চলবে যে, এই ৯ রত্নও রিয়েল নাকি মিশ্র? সেই কারণে সেবার প্লানের সাথে সাথে প্রথমে প্লেন বুদ্ধির অ্যাটেনশন রাখো। যদি প্লেন বুদ্ধি হয় আর সেবার প্ল্যান তেমন বড় নাও হয়, তবুও প্লেন বুদ্ধির লোকসান হবে না, বোঝা হবে না। সেবার লাভ কম হবে কিন্তু লোকসান তো বলবে না, তাই না। মিশ্রচার বুদ্ধিতে তো লোকসান অবশ্যই আছে, তাহলে এই বছরও তপস্যার জন্য নির্ধারিত হবে? সেবা করার সময় তো বেলো যে, নিচে এসে যাও, সুতরাং কী করবে? শুধু তপস্যা করবে।

যখন নিজে সম্পন্ন হবে তখন বিশ্ব পরিবর্তনের কার্যও সম্পন্ন হবে। তোমাদের সকলের সম্পন্নতার ঘাটতির কারণে বিশ্ব পরিবর্তনের কার্য সম্পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে আটকে আছে। প্রকৃতি দাসী হয়ে তোমাদের সেবার জন্য অপেক্ষা করছে যে, ব্রাহ্মণ আত্মারা ব্রাহ্মণ তথা ফরিস্তা এবং ফরিস্তা তথা দেবতা হলে আমরা হৃদয়ের গভীর ভালোবাসায় সেবা করতে পারি, কেননা ফরিস্তা হওয়া ব্যতীত তোমরা দেবতা হতে পারো না। ব্রাহ্মণ থেকে তোমাদেরকে ফরিস্তা হতেই হবে আর ফরিস্তার অর্থই হলো পুরানো দুনিয়া, পুরানো সংস্কার, পুরানো দেহের প্রতি কোনো রকম আকর্ষণের সম্বন্ধ থাকে না। এই তিনটেতেই পাস করতে হবে। তিনটে থেকেই মুক্ত হও। এমনিতেও ড্রামাতে প্রথমে মুক্তির উত্তরাধিকার তারপরে জীবন-মুক্তির। ভায়া মুক্তিধাম যাওয়া ব্যতীত তোমরা জীবন-মুক্তিতে যেতে পারো না। সুতরাং ফরিস্তা অর্থাৎ মুক্ত আর যে মুক্ত ফরিস্তা সেই জীবন-মুক্ত দেবতা হবে। তো তোমরা কত পার্সেন্ট ফরিস্তা হয়েছ? নাকি ব্রাহ্মণ হওয়াতেই খুশি থাকবে? ফরিস্তা হওয়া অর্থাৎ অব্যক্ত ফরিস্তা স্বরূপ ব্রহ্মা বাবার সাথে ভালোবাসা থাকা। কারও ফরিস্তা স্থিতির প্রতি ভালোবাসা না থাকলে, ব্রহ্মা বাবা মানেন না যে তাঁর প্রতি সেই আত্মার ভালোবাসা আছে। ভালোবাসার অর্থই হলো সমান হওয়া। ব্রহ্মা বাবা তো ফরিস্তা, তাই না! ফরিস্তা হয়ে তোমাদের সবাইকে ফরিস্তা বানানোর জন্য ফরিস্তাদের দুনিয়ায় অপেক্ষা করছেন। মুখেই শুধু বোলো না যে বাবার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা আছে, এত ভালোবাসা আছে যে ভাষায় বর্ণন করতে পারবে না! কিন্তু ব্রহ্মা বাবা শুধু মুখের বলাতে খুশি হন না, বরং সমান হওয়াতে খুশি হন। মুখে বলা ভক্তও তো অনেক আছে। কত ভালোবাসার গীত গায় তারা। এত ভালোবাসার গীত গায় যে, অনেককে হাসাবেও তো কাঁদাবেও। তারা সবাই শুধু বলে,

আর তোমরা এক সমান তৈরি হও। যদি তোমরা এখনও এ' বিষয়ে শুধু বেলো তো বুঝবে যে, ভক্তির অংশ এখনো

রয়েছে। "জ্ঞানী তু আত্মা", "যোগী তু আত্মা" বলা যাবে না, কিন্তু ভক্ত যোগী আত্মা বলা হবে। তাহলে, এখন কী করবে? কোনো নবীনত্ব দেখাবে নাকি যেমন এই বছরে করেছে সে'রকমই করবে? এমনও সময় আসবে যে, বাপদাদা তাদের সাথেই মিলিত হবেন যারা করবে, যারা এক সমান হবে, শুধুই কথার কথা বলবে না। এখন তো সবাইকে অ্যালাউ করে দেওয়া হচ্ছে আসার জন্য, ভাবনার সাথে যারা আছে আসতে পারে, "জ্ঞানী যোগী তু আত্মাও" আসতে পারে, কিন্তু সময় পরিবর্তন হওয়ারই আছে। সেইজন্য নিজের প্রতি আরও দশগুণ আন্ডারলাইন করে পরিবর্তিত হয়ে দেখাও। পরে আবার বাপদাদাকে অভিযোগ ক'র না যে, এ'রকম কীভাবে হবে, এভাবে কেন করলেন? তোমরা পুরুষার্থে স্ট্রিক্ট না হলে তো বাবাকে স্ট্রিক্ট হতেই হবে। এখন তো বাবার ভালোবাসা-স্বরূপের সাথে চলেছ, পালিত হচ্ছে। কিন্তু সঙ্গুরূপ, ধর্মরাজের নয়। সঙ্গুরূপ আঙ্গা শিরোধার্য গাওয়া হয়েছে। এখন তো বাপদাদা মিষ্টি বাচ্চা, প্রিয় বাচ্চা বলে তোমাদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। যদি ভালোবাসা থাকে, মিলনের তৃষ্ণা থাকে, তাহলে সমান হয়ে মিলিত হও। বড় রকমের পার্থক্য নিয়ে মিলিত হয়ো না। সমান হয়ে মিলনে অনেক আনন্দ। এই আনন্দ অন্য রকম। আচ্ছা তোমরা বাবার সঙ্গে মিলন করেছে, তাঁর থেকে দৃষ্টি নিয়ে নিয়েছ, আবার যখন গৃহে ফিরে গেছ তো দুর্বলতা এসে গেছে, প্রাপ্ত শক্তি কাজে লাগিয়েছ, এক দু'বার বিজয়ী হয়েছে, তারপরে আবার দুর্বল হয়ে গেছ। সুতরাং এটা তোমাদের নিজস্ব ধরনের মিলন। কিন্তু যথার্থ ভালোবাসা, যথার্থ মিলন এর থেকে অনেক উঁচু। খুব খুব মনোরম — সেটা অনুভব করো। বুঝেছ!

সঙ্গুরূপ আঙ্গা কেউ যদি না মানে তখন বাবাই সঙ্গুরূপ হয়ে যান। কারণ বাবার সামনে তো বাচ্চাদের অনেক মনভুলানো, চাতুর্যপূর্ণ হাবভাব চলে। যদি বাবার প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা থাকে তাহলে এই বছরে ফরিস্তা সমান হয়ে দেখাও। এখন এত সবাই মিলনের জন্য এসেছে, খুব ভালো কিন্তু ভালো থেকে আরও ভালো করতে হবে। ভালোবাসা আর ভালোবাসার দায়িত্ব পালনের মধ্যে অন্তর রয়েছে। তোমরা সবাই ভালোবাসো, যদি ভালোবাসা না থাকত তাহলে এত সবাই আসত কেন! কিন্তু ভালোবাসা থাকা এবং তার দায়িত্ব পালন করার মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। যারা ভালোবাসে তারা অনেক হয়, আর পালনকারী কত হয়! তোমরা তো পালনকারী? পালনকারী কিন্তু উচিত উচিত বলবে না। তারা প্র্যাকটিক্যালি করে, শুধু মুখের কথায় নয়। তোমাদের বলা হয়েছিল তো না যে, তপস্যার চার্টেও নিজেকে মার্কস, সার্টিফিকেট দেয় এমন অনেক আছে, কিন্তু সকলের সন্তুষ্টির সার্টিফিকেট কারও কারও প্রাপ্ত হয়। যারা চার্ট রাখে তারা অনেক বের হয়েছে। নিজেকে সবচেয়ে ভালো সার্টিফিকেট দেয় তারাও অনেক বের হয়েছে। অনেক নয়, কিন্তু কিছু। সেকেন্ড নম্বরে অনেক আছে। কিন্তু সবার মুখ থেকে যেন এটা বের হয় যে, হ্যাঁ, এই হলো নম্বর ওয়ান। সকলের হৃদয় থেকে আশীর্বচনের এই সার্টিফিকেট যার প্রাপ্ত হবে তাকে বলা হবে নম্বর ওয়ান। অনেক বাচ্চারা বলে যে, আমরা তো ঠিক আছি, কিন্তু কোনো কোনো আত্মার অনেক কড়া হিসেব আছে আমাদের সাথে, যে যতই তাকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করুক, সে সন্তুষ্ট হয় না। বাপদাদা আগেও বলেছিলেন যে, যদি এমন কোনো কড়া হিসেব-নিকেশ থাকেও, তবুও অন্ততপক্ষে শতকরা ৯৫ ভাগ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হওয়া উচিত। শতকরা ৫ ভাগ কড়া হিসেব-নিকেশ আছে, সেটাও মকুব করা হয়। কিন্তু শতকরা ৯৫ ভাগকে তাদের হৃদয় থেকে তোমাদেরকে আশীর্বাদ দিতে হবে। কেউ কেউ এমনও বলে যে সবথেকে সন্তুষ্ট কে? এ'রকম কোনও আত্মা দেখা যায় না। এটাও ভাবে যে, লোকে বড়দের প্রতিই অখুশি তো আমাদের প্রতি অখুশি হওয়া এমন কী বড় ব্যাপার! যতই হোক, ব্যাপারটা সে'রকম নয়; তাদের প্রতি ৯৫% হৃদয় থেকে সন্তুষ্ট। বড়দের ব্যাপার আলাদা। বড়দের জজ হতে হয়। সুতরাং দুইয়ের মধ্যে থেকে একের ব্যাপারে হ্যাঁ বলবে তো সে তখন বলবে খুব ভালো; আর যাকে না বলবে সে বড়ের জন্য কী বলবে? ইনিও ভালো নন। তাহলে, জজ একের ক্ষেত্রে হ্যাঁ বলবে নাকি উভয়কেই? সুতরাং এটা একটা আলাদা বিষয়। কিন্তু হৃদয়ের তপস্যা, হৃদয়ের ভালোবাসা, নিমিত্ত ভাব, শুভ ভাবের সার্টিফিকেট সামনে দেখ। এটা কপি ক'রো না যে, বড়দের প্রতিও সন্তুষ্ট নয় যখন আমরা তো পাস হয়েই যাবো। এ'রকম ভেবো না। ৯৫% যদি সন্তুষ্ট হয় তো নম্বর পেয়ে যাবে। বুঝেছ! আচ্ছা।

আদি পিতার চারিদিকের আদি রচনা, ডায়রেক্ট রচনা, শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, অনেক জন্ম জীবন-মুক্ত হওয়ার সকল উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা আত্মাদের, সকল ব্রাহ্মণ তথা ফরিস্তা, ফরিস্তা তথা দেবাত্মা হওয়া অধিকারী আত্মাদের, সদা প্লেন বুদ্ধি হয়ে সেবার প্ল্যানে সফলতা প্রাপ্ত করা সেই আত্মাদের, বাবার সাথে সত্যিকারের স্নেহ, প্রকৃত ভালোবাসার দায়িত্ব পূরণ করে এমন সকল সমীপ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

\*বরদান:-\*

কন্ট্রোলিং পাওয়ার দ্বারা তুফানকেও উপহার বানিয়ে যথার্থ যোগী ভব

যথার্থ এবং প্রকৃত যোগী সেই যে নিজের বুদ্ধিকে এক সেকেন্ডে যেখানে যখন প্রয়োগ করতে চায় সেখানে প্রয়োগ করতে পারে। অস্থিরতার পরিস্থিতি হতে পারে, বায়ুমন্ডল তমোগুণী হতে পারে, মায়া তোমাদেরকে নিজের বানানোর চেষ্টা করছে, তবুও সেকেন্ডে একাগ্র হয়ে যাওয়া - এটা হলো স্মরণের শক্তি। যতই ব্যর্থ

সকলৰ তুফান হোক কিন্তু তুফান যেন সেকেণ্ডে এগিয়ে যাওয়ার উপহার হয়ে যায় - এই বকম কন্ট্রোলিং পাওয়ার হতে দাও। এমন শক্তিশালী আত্মা কখনো এই সঙ্কল্প নিয়ে আসবে না যে, চাই না হোক কিন্তু হয়ে যায়।

\*স্লোগান:-\* যোগযুক্ত আর যুক্তিযুক্ত কর্ম করেই বিঘ্ন প্রফ হওয়া যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের নাস্তার ওয়ান শত্রু হলো রাবণ, যার উপর জ্ঞান এবং যোগবলের দ্বারা বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে, তোমোপ্রধান থেকে অবশ্যই সতোপ্রধান হতে হবে"

\*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম এবং গূহ্য (গোপন) কথা কি, যা তোমরা এখন বুঝেছো ?

\*উত্তরঃ - সবচেয়ে সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম কথা হলো যে এই অসীম জগতের ড্রামার সেকেন্ড বাই সেকেন্ড (প্রতি মুহূর্তে-মুহূর্তে) শুট হতে থাকে। তারপর ৫ হাজার পর সেটাই রিপিট হবে। যাকিছু হয়, তা কল্পপূর্বেও হয়েছিল। ড্রামানুসারেই হয়ে থাকে, এতে মুষড়ে পড়ার মতন কথাই নেই। যাকিছু হয়ে থাকে -- নতুন কিছুর নয়(নাথিং নিউ)। সেকেন্ড বাই সেকেন্ড ড্রামার রীল ঘুরতে(পুনরাবৃত্ত) থাকে। পুরানো মুছে যেতে থাকে, নতুন ভরতে থাকে। আমরা ভূমিকা পালন করতে থাকি আর সেটাই আবার শুট হয়ে যেতে থাকে। এমন গূহ্য কথা আর কেউ বুঝতে পারে না।

\*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে যে একজনই সহায়তাকারী আছেন দুঃখ থেকে মুক্ত করার। গায়ন রয়েছে, তাই না! সকলের দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী হলেন অদ্বিতীয় ভগবান। তাহলে একজনই এসে সকলের দুঃখ হরণ করেছেন আর বাচ্চাদের সুখ-শান্তির উত্তরাধিকার দিয়েছেন, সেইজন্য গায়ন রয়েছে। কিন্তু কল্পের আয়ু অতি দীর্ঘ করে দেওয়ার কারণে মানুষ কিছুর বুঝতে পারে না। তোমরা জানো যে বাবা সুখধামের উত্তরাধিকার দেন আর রাবণ দুঃখ ধামের উত্তরাধিকার দেয়। সত্যযুগে সুখ থাকে, কলিযুগে থাকে দুঃখ। এটা কারোর বুদ্ধিতে নেই যে দুঃখ-হরণকারী, সুখ দানকারী কে? মনেও করে যে অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মাই হবে। ভারতে সত্যযুগ ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। এ'কথাও বলে যে শাস্ত্রে শুনেছি যে এই কংস, জরাসন্ধ, রাবণ প্রভৃতির ছিল সেইজন্য কোনো কথাই দাঁড়ায় না। তোমরা জানো যে, এ'সব হলো খেলা। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে সর্বপ্রথমে আমাদের শত্রু হয় রাবণ। প্রথমে তোমরা রাজত্ব করতে তারপর বামমার্গে গিয়ে রাজত্ব হারিয়েছো। এই কথাগুলি কেবল তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চাই জানো। তোমাদের আর কোনো শত্রুর প্রতি অ্যাটেনশন নেই। তোমরা যাকে শত্রু মনে করো - তা কারোর বুদ্ধিতে থাকবে না, তোমাদের এই শত্রু রাবণের উপর বিজয়প্রাপ্ত করতে হবে। এই হলো ভারতের নাস্তার ওয়ান শত্রু। শিববাবা জন্মও ভারতেই নেন। অবশ্যই এও হলো পরমপিতা পরমাত্মার জন্মভূমি। শিব-জয়ন্তীও পালন করা হয়। কিন্তু শিব এসে কি করেছেন, সেও কারোর জানা নেই। তোমরা জানো যে ভারত উচ্চ থেকেও উচ্চ ভূখন্ড ছিল। ধনশালীর থেকেও ধনশালী, ১০০ শতাংশ হেল্দি, ওয়েল্দি এবং হ্যাপী (সুস্বাস্থ্যের অধিকারী-ঐশ্বর্য্যশালী-সুখী) ছিল। আর কোনো ধর্ম এ'রকম হেল্দি হতে পারে না। দেখো, বাবা বসে কাদের শোনায় ? অবলাদের, কুন্ডাদের, সাধারণদের। ওই ধনবানেরা তো নিজেদের ধন-সম্পদের খুশীতেই থাকে। তোমরা সকলে হলে গরীবের থেকেও গরীব। নাহলে এত উচ্চ থেকেও উচ্চ পড়াশোনা উচ্চ মানুষদেরই পড়া উচিত। কিন্তু না। পড়ে গরীব সাধারণ। তোমরা কোনোও শাস্ত্রাদি যদি না পড়ে থাকো তো খুব ভালো। বাবা বলেন - যাকিছু শুনেছো অথবা পড়েছো, সে'সবকিছু ভুলে যাও। আমি নতুন কথা শোনাচ্ছি। সবথেকে নাস্তার ওয়ান শত্রুও হলো রাবণ। বাচ্চারা, যার উপর তোমরা জ্ঞান আর যোগবলের দ্বারা বিজয়প্রাপ্ত করো। অবশ্যই ৫ হাজার বছর পূর্বেও বাবা রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, যার দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্ত করেছিলেন। এখন পুনরায় মায়ার উপর বিজয়প্রাপ্ত করার জন্য বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন, একে জ্ঞান আর যোগবল বলা হয়ে থাকে। আত্মাদের বলেন যে আমায় স্মরণ করো। ভগবান তো হলেনই নিরাকার। অবশ্যই ওঁনাকে রাজযোগ শেখাতে আসতে হয়। ব্রহ্মাও তো বৃদ্ধ। অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে রয়েছেন। ভারতে গীতা ইত্যাদি শোনানোর জন্য তো অনেকেই রয়েছে। কিন্তু এরা তোমাদের কখনো বলবে না যে বিকাররূপী রাবণের উপর বিজয় লাভ করতে হবে, মামেকম্(একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো। এ'কথাও কেউ বলতে পারে না। এ তো বাবাই এসে আত্মাদের বলেন - আত্ম-অভিমানী হও। যত হবে ততই বাবাকে স্মরণ করতে পারবে। ততই তোমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে আমরা সতোপ্রধান দেবী-দেবতা ছিলাম। এখন আমরা আসুরীয় হয়ে গেছি। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন এ হলো অন্তিম জন্ম। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর। এইসময় তোমাদেরকেও নিজের সমান করে গড়ে তোলেন। সত্যযুগে এই জ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এও মনে করবে না যে এই রাজ্য আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা দিয়েছেন। অজ্ঞানকালেও মানুষ বলে থাকে যে সবকিছু ঈশ্বর দিয়েছেন। ওখানে (সত্যযুগে) এরকমও মনে করে না। ফল ভোগ

করতে শুরু করে দেয়। ঈশ্বরের নাম মনে থাকলে তবে এ'কথা স্মরণ করবে যে বাবা তুমি তো অত্যন্ত ভালো বাদশাহী (রাজত্ব) দিয়েছো। কিন্তু কবে দিয়েছে, কি হয়েছে কিছুই বলতে পারে না। ওখানে ধনৈশ্বর্যও প্রচুর থাকে। এরোপ্লেন ইত্যাদিও হয় -- ফুলফ্রুফ। বাচ্চারা, এখন তোমরা কোন্ ভাবাবেশে রয়েছে? দুনিয়া কোন্ ভাবাবেশে রয়েছে। এও তোমরা জানো - ওদের হলো বাহুবল, তোমাদের হলো যোগবল। যার দ্বারা তোমরা শত্রুর উপর বিজয়প্রাপ্ত করো। একমাত্র বাবা ব্যতীত আর কেউ এই রাজযোগ শেখাতে পারে না। বাবা বলেন - আমি অনেক জন্মের অন্তে এসে এঁনার মধ্যেই প্রবেশ করে থাকি, কল্পপূর্বেও এঁনার মধ্যেই প্রবেশ করেছিলাম, এঁনার নাম রেখেছিলাম ব্রহ্মা। বাচ্চারা, তোমাদের সকলের নামও এসেছিল (রাখা হয়েছিল), তাই না! কত ফার্স্টক্লাস নাম রেখেছিলাম। বাবা তো এত নামও স্মরণ করতে পারেন না। তাহলে দেখো, দুনিয়ায় কত হাস্যামা করতে থাকে। এখানে তোমাদের শান্তিতে বসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ইনি হলেন সর্বাধিক প্রিয় মাতা-পিতা। যিনি বলেন - বাচ্চারা, সর্বপ্রথমে তোমরা এই কাম-বিকারের উপর বিজয়প্রাপ্ত করো, সেইজন্যই রাখীবন্ধনের উৎসব আসে। এই পবিত্রতার রাখীও তোমরা বেঁধে থাকো। সত্যযুগ-ত্রেতায় এই উৎসব ইত্যাদি পালন করবে না। পুনরায় ভক্তিমার্গে শুরু হবে। বাবা এইসময় প্রতিজ্ঞা করান -- পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হলে, অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। আমায় স্মরণ করো তবেই এই যোগ অগ্নিতে পাপ দহ্ন হয়ে যাবে। তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। কেউ তো অকৃতকার্যও হয়ে যায়, যার নিদর্শন হিসেবে রামকে দেখানো হয়েছে। এছাড়া হিংসা ইত্যাদির কোনো কথা নেই। তোমরাও হলে ক্ষত্রিয়, মায়ার উপর বিজয়প্রাপ্তকারী, বিজয়লাভ যারা করে না তারা অকৃতকার্য হয়ে যায়। ১৬ কলার বদলে ১৪ কলা হয়ে যায়। কেউ সতোপ্রধান, কেউ আবার রজোও হয়ে যায়। তারপর আবার রাজধানীতে তো নশ্বরের ক্রমানুসারেই পদ হবে। যাদের ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলা হয় তারাই পৈতৃক ধন-সম্পদ পাওয়ার অধিকারী হয়। তারপর এখানে তারা পুরুষার্থ করবে আর করাবে। অনেককে নিজের সমান বানানোর সার্ভিসও করেছে। তোমাদের এই অন্তিম জন্মেই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। এ হলো রুহানী ভাট্টি। সেই যে করাচীতে তোমাদের যে ভাট্টি তৈরী হয়েছিল তার কথা ছিল অন্য। আর এই যোগের ভাট্টি হলো অন্য। এ হলো যোগবলের ভাট্টি, যেখানে সমস্ত আবর্জনা নিষ্কাশিত হয়ে যায়। ওখানে তো তোমরা নিজের নিজের ভাট্টিতে ছিলে, কারোর সাথে মেলামেশা করা হোত না। এ হলো যোগের ভাট্টি, নিজের জন্য পরিশ্রম করতে হয়। আত্মাই বোঝে, আত্মাই জ্ঞান শোনে এই অরগ্যান্স দ্বারা। আত্মাই সংস্কার নিয়ে যায়। যেমন বাবা যারা যুদ্ধ করে তাদের উদাহরণ দেন। সংস্কার নিয়ে যায়, তাই না! পরের জন্মে আবার যুদ্ধেই চলে যায়। বাচ্চারা, তেমনই তোমরাও সংস্কার নিয়ে যাও। ওরা স্থূল জগতের মিলিটারিতে চলে যায়। তোমাদের মধ্যেও কেউ শরীর ত্যাগ করলে তখন এই রুহানী মিলিটারিতে (সেনায়) চলে আসে। মাঝখানে কর্মের হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফলতে যায়। এরকম অনেকই হবে। এক-একজনের জন্য বাবার থেকে জিঙোস করবে নাকি! বাবা বলবেন - এতে তোমাদের কি লাভ? তোমরা নিজেদের কাজকর্মের মধ্যে থাকো। পাপ ভস্ম করার দিকে ধ্যান দাও। এই ভোগ ইত্যাদি যে অর্পণ করা হয় এও ড্রামায় রয়েছে। যা সেকেন্ড বাই সেকেন্ড হতে থাকে, ড্রামা শ্যুট হয়ে যেতে থাকে। পুনরায় ৫ হাজার বছর পর সেটাই রিপিট হবে। যাকিছু হয়, তা কল্পপূর্বেও হয়েছিল। ড্রামা অনুসারে হয়ে থাকে, এতে মুখড়ে পড়ার কথা নয়। যাকিছু হয় - নাথিং নিউ। সেকেন্ড বাই সেকেন্ড ড্রামার রীল আবর্তিত হতে থাকে। পুরানো মুছে যায়, নতুন ভরে যেতে থাকে। আমরা ভূমিকা পালন করতে থাকি, সেটাই শ্যুট হয়ে যেতে থাকে। এই সূক্ষ্ম কথাগুলি শাস্ত্রে নেই। বাচ্চারা, তোমাদের সর্বপ্রথমে এই নিশ্চয় করতে হবে যে বাবা স্বর্গের স্থাপনা করবেন। ভারতের অবশ্যই বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল, তারপর কিভাবে হারিয়ে গেলো, তা বোঝাতে হবে। এ হলো হার-জিতের খেলা। মায়ার কাছে হেরে গেলেও তো হারই হয়। মানুষ ধনকেই মায়া মনে করে। বাস্তবে মায়া ৫ বিকারকে বলা হয়ে থাকে। কারোর কাছে ধন থাকলে, তখন বলবে, এর কাছে অনেক মায়া রয়েছে। এও কারোর জানা নেই। এখন কোথায় প্রকৃতি, কোথায় মায়া, অর্থ তো আলাদা আলাদা রকমের হয়। ম্যাগাজিনেও লিখতে পারো যে ভারতবাসীদের নান্দার ওয়ান শত্রু হলো রাবণ, যে দুর্গতিতে পৌঁছে দিয়েছে। রাবণ রাজ্য শুরু হলেই ভক্তি শুরু হয়ে যায়। ব্রহ্মার রাতে, ভক্তিমার্গে ধাক্কাই খেতে হয়। ব্রহ্মার দিন উত্তরণ কলা, ব্রহ্মার রাত অবতরণ কলা। এখন বাবা বলেন -- এই মায়া রাবণের উপর বিজয়প্রাপ্ত করতে হবে। বাবা শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য শ্রীমৎ দেন - আদরের সন্তানেরা, আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। বিকর্মজীত হওয়ার আর কোনো উপায় নেই। বাচ্চারা, তোমাদের ভক্তিমার্গের ধাক্কা খাওয়া থেকে মুক্ত করে দেন। এখন রাত সমাপ্ত হয়ে প্রভাত হচ্ছে। দিন অর্থাৎ সুখ, রাত অর্থাৎ দুঃখ। এ হলো সুখ-দুঃখের খেলা। বাবা এই সমস্ত রহস্য বলে তোমাদের ত্রিকালদর্শী করে দেন। এখন যে যেরকম পুরুষার্থ করবে। বীজ এবং বৃক্ষকে জানতে হবে। বাবা বলেন - বৎস, এখন সময় কম। গাওয়াও হয় যে... এক মুহূর্ত-আধা মুহূর্ত..... তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে লেগে পড়ো আর তারপর চার্ট বৃদ্ধি করতে থাকো। দেখতে হবে যে, আমরা শ্রীমতানুযায়ী বাবাকে কতখানি স্মরণ করে থাকি। বাবা তো হলে শিক্ষা প্রদানকারী। পুরুষার্থ আমাদের করতে হবে। বাবা হলেন পুরুষার্থ করাবনহার। বাবার ভালোবাসা তো আছেই। বাচ্চা-বাচ্চা বলতে থাকেন। সমস্ত আত্মারাই তো ওঁনার বাচ্চাই হয়। তারপর ব্রহ্মকুমার-কুমারীরা ভাই-বোন হয়ে যায়।

উত্তরাধিকার তো দাদার(পিতামহ) থেকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরীয় সন্তান তারপর প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণ হয়ে যাও। তারপর দেবতা বর্ণে যাবে। পরিস্কার তো, তাই না! আত্মা মনে করে শিববাবা আমাদের বাবা। আমরা স্টার তাই আমাদের বাবাও স্টারই হবে। আত্মা কখনো ছোট-বড় হয় না। বাবাও স্টার কিন্তু উনি হলেন সুপ্রীম, আমরা বাচ্চারা ওঁনাকে ফাদার বলি। এত ছোট আত্মায় সমস্ত জ্ঞান ভরা রয়েছে। এছাড়া এমন নয় যে ঈশ্বরের মধ্যে এরকম শক্তি আছে যে দেওয়াল ভেঙে দেবে। বাবা বলেন - আমি আসিই পুনরায় তোমাদের রাজযোগ শেখানোর জন্য। বাবা বাচ্চাদের আশ্রয়স্থল হয়। লৌকিকেও বাবা বাচ্চাদের কাছে বলিপ্রদত্ত হয়ে যায়, তাহলে বড় কে? বাবা না বাচ্চা? বাবা সবকিছু বাচ্চাদের দিয়ে দেন তবুও বাচ্চারা ছোট হয় সেইজন্য রিগার্ড রাখতে হয়। বাবার আগে প্রথমে বাচ্চাদের বলিপ্রদত্ত হতে হয় তবেই বাবা ২১ বার বলিপ্রদত্ত হবেন। ভক্তিমার্গেও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কিছু না কিছু দান করে। তার ফল পরে বাবা দিয়ে দেন। আবার এখানে হলো অসীম জগতের কথা। বলে যে তুমি যখন আসবে তখন তোমার কাছে বলিপ্রদত্ত হয়ে যাবে। এখন সেই সময় এসে গেছে সেইজন্য বাবা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন - তোমাদের কতগুলি সন্তান? তখন খেয়ালে আসে যে শিববাবাও তো হলেন এক বালক(বাচ্চা) এখন বলো যে তোমাদের কল্যাণ কোন্ বালক করবে? (শিব বাবা) তাহলে তো ওঁনাকে ওয়ারিশ করা উচিত, তাই না! এই যে সময় আসছে, যখন কেউ কারোর ক্রিয়াকর্ম করার মতনই থাকবে না, সেইজন্য বাবা বলেন, দেহ-সহ সবকিছু পরিত্যাগ করে, ট্রাস্টি হয়ে শ্রীমতানুসারে চলতে থাকো। ডায়রেকশন দিতে থাকবেন। তোমাদের সেবা করেন, তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে থাকেন। আমি তো নিষ্কামী। সকলের সঙ্গতিদাতা অদ্বিতীয় বাবাই হলেন নিষ্কামী, তাই না! তিনি হলেন চির-পবিত্র। বাবা বলেন - বাচ্চারা, সহযোগী হও। আমার সহযোগী অর্থাৎ নিজের সহযোগী হয়ে যাও। আত্মা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১) সদা নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকতে হবে। নিজের পাপকে ভস্মীভূত করার দিকে খেয়াল করতে হবে। অন্য কথাবার্তার প্রশ্নের মধ্যে যাওয়া উচিত নয়। নিজের সংস্কারগুলিকে পরিবর্তন করার জন্য যোগের ভাঙীতে থাকতে হবে।

২) দেহ-সহ সবকিছু পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ ট্রাস্টি হয়ে শ্রীমতানুসারে চলতে হবে। বাবার প্রতি সম্পূর্ণরূপে রিগার্ড রাখতে হবে, সহযোগী হতে হবে।

\*বরদান:-\* আমিষের অধিকারকে সমাপ্ত করে ক্রোধ এবং অভিমানের উপর বিজয়ী হওয়া কর্মবন্ধন মুক্ত ভব যেখানে আমিষের অধিকার রাখা যে এটা কেন হয়েছে, এটা আমার বা এটা আমার তখন ক্রোধ, অভিমান বা মোহ আসে। কিন্তু এ হলো সেবার সাথী, না কি আমার অধিকার। যখন আমার নয় তখন ক্রোধ, মোহের কর্মবন্ধনও নেই। সেইজন্য কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অদ্বিতীয় বাবাকেই নিজের সংসার বানিয়ে নাও। "একমাত্র বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়" - যখন এক বাবাই সংসার হয়ে গেছে তখন কোনো আকর্ষণ নেই, কোনো দুর্বল সংস্কারেরও বন্ধন নেই। সমস্ত 'আমার আমার' এক আমার বাবার মধ্যেই সমাহিত হয়ে যায়।

\*স্লোগান:-\* মাস্টার সর্বশক্তিমান সেই, যে সময়ানুসারে প্রতিটি গুণ, প্রতিটি শক্তি কার্যে ব্যবহার করে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা নিজেদের মধ্যে সম্বন্ধে ভাই - ভাই, তোমাদের রুহানী নেশাতে থাকতে হবে, সুখদায়ী হয়ে সকলকে সুখ দান করতে হবে, গুণগ্রাহী হতে হবে"

\*প্রশ্নঃ - নিজেদের মধ্যে আত্মিক (রুহানী প্রেম) ভালোবাসা না থাকার কারণ কি ? আত্মিক ভালোবাসা কীভাবে হবে ?

\*উত্তরঃ - দেহ বোধের কারণে যখন একে অপরের কমতি দেখতে থাকে, তখনই আত্মিক ভালোবাসা (রুহানী প্রেম) থাকে না । যখন আত্মা অভিমানী হয়, নিজের কমতি দূর করার ঐকান্তিক চেষ্টা থাকে, সতোগ্রহণ হওয়ার লক্ষ্য থাকে, মিষ্টি - সুখদায়ী হয়ে ওঠে, তখনই নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত আত্মিক ভালোবাসা থাকে । বাবার শ্রীমং হলো - বাচ্চারা, কারোর অপগুণই দেখো না । গুণবান হওয়ার আর গুণবান তৈরী করার লক্ষ্য রাখো । সবথেকে বেশী গুণ এক বাবার মধ্যেই আছে, বাবার থেকে সেই গুণ গ্রহণ করতে থাকো, আর সব বিষয়কে ত্যাগ করো তাহলে পারস্পরিক ভালোবাসার সাথে থাকতে পারবে ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, অসীম জগতের বাবা আমাদের সতোগ্রহণ বানাচ্ছেন আর মূল যুক্তি বলে দিচ্ছেন । বাবা বসে বাচ্চাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তোমরা হলে ভাই - ভাই, তোমাদের নিজেদের মধ্যে রুহানী প্রেম থাকা প্রয়োজন । বরাবর তোমাদের ভাই ছিলো, এখন আর নেই । মূল বতনে তো প্রেমের কোনো কথাই থাকে না । অসীম জগতের বাবা ভাই বসে এই শিক্ষা দেন । বাচ্চারা, আজ-কাল, আজ-কাল করতে করতে সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে । দিন, মাস, বছর অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে । বাবা বুঝিয়েছেন যে - তোমরাই এই লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলে । তোমাদের এমন কে বানিয়েছিলেন ? বাবা । তারপর তোমরা কিভাবে নীচে নেমে যাও । উপর থেকে নীচে নামতে নামতে সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে । দিন চলে গেছে, মাস চলে গেছে, বছর চলে গেছে, সময় চলে গেছে । তোমরা জানো যে, আমরা পূর্বে সতোগ্রহণ ছিলাম । নিজেদের মধ্যে খুবই আন্তরিক ভালোবাসা ছিলো । বাবা ভাইদের শিক্ষা দিয়েছেন । তোমাদের ভাই - ভাইদের মধ্যে খুবই প্রেম থাকার প্রয়োজন । আমি তোমাদের সকলের বাবা । তোমাদের লক্ষ্যই হলো - সতোগ্রহণ হওয়ার । ভাই - ভাই নিজেদের মধ্যে খুবই প্রেমের সঙ্গে থাকে । এখন আমরা বাবার কাছে জানতে পেরেছি যে, আমরা দেবতার নিজেদের মধ্যে খুব প্রেমের সঙ্গে থাকতাম । স্বর্গের দেবতাদের খুবই মহিমা আছে । আমরা সেখানকার নিবাসী ছিলাম । তারপর নীচে নেমে এসেছি । প্রথম তারিখ থেকে শুরু করে আজ পাঁচ হাজার বছরের অল্প কিছু বছর বাকি আছে । শুরু থেকে তোমরা কীভাবে অভিনয় করে এসেছো - এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, দেহ বোধের কারণে একে অপরের সঙ্গে সেই প্রেম আর নেই । একে অপরের কমতিই দেখতে থাকে । তোমরা যখন আত্মা অভিমানী ছিলে তখন এভাবে কারোর কমতি দেখতে না যে, অমুকে এমন, ওর মধ্যে এই অপগুণ আছে । তোমাদের নিজেদের মধ্যে খুবই প্রেম ছিলো । এখন আবার সেই অবস্থা ধারণ করতে হবে । এখানে একে অপরকে ওই দৃষ্টিতে দেখে, লড়াই - ঝগড়া করতে থাকে । এখন সেইসব কিভাবে বন্ধ হবে । একথা বাবা বসে বোঝান । বাচ্চারা, তোমরা সতোগ্রহণ পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলে, তারপর ধীরে ধীরে নীচে নামতে নামতে তোমরা তমোগ্রহণ হয়ে গেছো । তোমরা কেমন মিষ্টি ছিলে, এখন আবার সেইরকম মিষ্টি হও । তোমরা সুখদায়ী ছিলে তারপর দুঃখদায়ী হয়ে গেছো । রাবণ রাজ্যে তোমরা একে অপরকে দুঃখ দিতে আর কাম কাটারি চালাতে শুরু করেছো । তোমরা যখন সতোগ্রহণ ছিলে তখন কাম কাটারি চালাতে না । এই পাঁচ বিকার তোমাদের কতো বড় শত্রু । এ হলোই বিকারী দুনিয়া, কেননা রাবণ রাজ্য, ভাই না । তোমরা এও জানো যে, রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য কাকে বলা হয় । আজ-কাল করে করে সত্যযুগ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে । ত্রেতা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, দ্বাপর সম্পূর্ণ হয়ে গেছে আর এই কলিযুগও সম্পূর্ণ হয়ে যাবে । তোমরা এখন নীচে নেমে গিয়ে সতোগ্রহণ থেকে তমোগ্রহণ হয়ে গেছো । তোমাদের এই রুহানী খুশি হারিয়ে গিয়েছে । তোমাদের এখন সতোগ্রহণ হতে হবে । আমি এসেছি, ভাই আমি তোমাদের অবশ্যই সতোগ্রহণ তৈরী করবো ।

বাবা এও বোঝান - বাচ্চারা, যখন পাঁচ হাজার বছর পর সঙ্গম যুগ হয়, আমি তখনই আসি । তোমাদের বোঝাই - তোমরা আবার সতোগ্রহণ হও । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । তোমরা যত স্মরণ করবে ততই তোমাদের দুর্বলতা দূর হতে থাকবে । তোমরা যখন সতোগ্রহণ দেবী - দেবতা ছিলে তখন তোমাদের মধ্যে কোনো দুর্বলতা বা কমতি ছিলো না । এখন এই দুর্বলতা কীভাবে দূর হবে ? আত্মারই অশান্তি হয় । এখন অন্দরে তোমাদের

বিচার করে দেখতে হবে যে, আমরা কেন অশান্ত হয়ে গেছি। আমরা যখন ভাই - ভাই ছিলাম, তখন আমাদের মধ্যে খুবই প্রেম ছিলো। এখন আবার সেই বাবাই এসেছেন। তিনি বলেন, নিজেদেরকে আত্মা ভাই - ভাই মনে করো। একে অপরের প্রতি আন্তরিক প্রেম রাখো। তোমরা দেহ বোধে এসে যাওয়ার কারণেই একে অপরের দুর্বলতা খুঁজে বের করো। বাবা এখন বলেন, তোমরা উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার প্রদান করেছিলেন, ২১ জন্মের জন্য তিনি আমাদের ভরপুর করে দিয়েছিলেন। বাবা এখন আবার এসেছেন, তাই আমরা কেন তাঁর শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো না?

তোমরা মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা কতো অটল ছিলে। তোমাদের মধ্যে কোনো মতভেদ ছিলো না। তোমরা কারোর নিন্দা ইত্যাদি করতে না। এখনো কিছু না কিছু আছে। সেইসব ভুলে যাওয়া উচিত। আমরা সবাই হলাম ভাই - ভাই। আমাদের এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। ব্যস্, এই নেশা যদি লেগে থাকে তাহলে আমরা শীঘ্রই সতোপ্রধান হয়ে যাবো। অমুকে এমন, এ এই কথা বলেছে -- এইসব কথা ভুলে যাও। এইসব এখন ত্যাগ করো। বাবা বলেন - নিজেকে আত্মা মনে করো। সতোপ্রধান হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। তোমরা অন্যের অপগুণ দেখো না। দেহ বোধে এলেই অপগুণ দেখে থাকে। তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। ভাই - ভাই রূপে দেখো তাহলে গুণই দেখবে। অপগুণ দেখা উচিত নয়। তোমরা সবাইকে গুণবান বানানোর প্রয়াস করো, তাহলে কখনোই দুঃখ হবে না। কেউ যদিও উল্টাপাল্টা কিছু করলো, বোঝা যায় যে এরা রজঃ বা তমোপ্রধান, তাহলে অবশ্যই তাদের আচরণ এমনই হবে। নিজেকে দেখা উচিত যে, আমরা কতো পর্যন্ত সতোপ্রধান হয়েছি? সবথেকে বেশী গুণ আছে বাবার মধ্যে। তাই বাবার থেকেই সব গুণ গ্রহণ করো, আর অন্য সব বিষয়কে ত্যাগ করো। অপগুণ ত্যাগ করে গুণ ধারণ করো। বাবা তোমাদের কতো গুণবান বানান। তিনি বলেন - বাচ্চারা, তোমাদেরও আমার সমান হতে হবে। বাবা তো সদা সুখদায়ী, তাই না। তাই সদা দান করার আর সতোপ্রধান হওয়ার নেশা রাখো, আর অন্য কোনো কথা শুনো না। কাউকে গ্লানি বা অপমান করো না। সবার মধ্যেই কিছু না কিছু কমতি অবশ্যই আছে। এই কমতি বা দুর্বলতাও এমন, যা নিজেই বুঝতে পারে না। অন্য বুঝতে পারে যে, এর মধ্যে এই-এই দুর্বলতা আছে। নিজেকে তো খুবই ভালো মনে করে কিন্তু কোথাও না কোথাও উল্টাপাল্টা বাণী বের হয়ে যায়। সতোপ্রধান অবস্থায় এমন ঘটনা ঘটে না। এখানে তো অনেকের মধ্যেই দুর্বলতা আছে কিন্তু না বোঝার কারণে নিজেকে অতি চালাক মনে করে। বাবা বলেন - অতি চালাক তো আমি একজনই। তোমাদের সবাইকে মিষ্টি বানাতে এসেছি তাই তোমাদের মধ্যে যা যা অপগুণ আছে, সব ত্যাগ করো। নিজেদের নাড়ি দেখো, আমরা মিষ্টি - মিষ্টি রুহানী বাবাকে কতটা ভালোবাসি? কতটা নিজে বুঝতে পারি আর অন্যদেরও বোঝাতে পারি? দেহ বোধে এসে গেলে কোনো লাভই হবে না। বাবা বলেন, তোমরা অনেকবারই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়েছে। এখন আবার তেমন হও। শ্রীমতে চলে তোমরা আমাকে স্মরণ করো। তোমাদের মাথার উপর পাপের বোঝা অনেক আছে, সেই পাপ দূর করার চিন্তা করা উচিত। মানুষ দেবতাদের সামনে গিয়েও বলে, আমি পাপী, কেননা দেবতাদের মধ্যে পবিত্রতার আকর্ষণ আছে, তাই তাঁদের মহিমার গায়ন হয়। তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন ১৬ কলা সম্পূর্ণ....। তারপর ঘরে ফিরে সব ভুলে যায়। দেবতাদের কাছে যখন যায় তখন যেন নিজের প্রতি ঘৃণা আসে। তারপর ঘরে ফিরে এলে আর কোনো ঘৃণা নেই। সামান্য খেয়ালও থাকে না যে, তাঁদের এমন কে বানালেন!

বাবা এখন বলেন - বাচ্চারা, তোমরা এই পড়া পড়ো। দেবতা হতে হলে তোমাদের এই পড়া পড়তে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। বাবা প্রথম - প্রথম বলেন, নিজেকে সতোপ্রধান বানাতে হবে তাই আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করো। দৈবী গুণও তোমাদের ধারণ করতে হবে। নিজেদের ভাই - ভাই মনে করে এক বাবাকে স্মরণ করো। বাবার থেকেই এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। এও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। মানুষ কারোর প্রশংসা বা স্তুতি করে, আবার অন্যদিকে তাদের গ্লানি বা নিন্দাও করে কেননা তারা জানেই না। তারা বলে, পরমাত্মা কুকুর - বিড়ালের মধ্যেও আছে, সকলেই পরমাত্মার রূপ। যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ করার প্রয়াস করা উচিত। যদিও আগেও তোমরা স্মরণ করেছো, কিন্তু সেও ব্যভিচারী স্মরণ, তোমরা অনেককে স্মরণ করতে। বাবা এখন বলেন, তোমরা অব্যভিচারী স্মরণে থাকো, কেবল আমাকে স্মরণ করো। ভক্তিমার্গে তোমরা যাকে স্মরণ করে এসেছো - সকলেই এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। আত্মা তমোপ্রধান হলে স্বয়ং তমোপ্রধান, তমোপ্রধানকে স্মরণ করে। এখন আবার সতোপ্রধান হতে হবে। ওখানে তো ভক্তিই থাকে না, যে স্মরণ করতে হবে। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, এই নেশা রাখো যে, আমরা কিভাবে সতোপ্রধান হবো?

জ্ঞান তো খুবই সহজ। ব্যাজ (badge) এর উপরও তোমরা বোঝাতে পারো - ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা, এনার থেকে এই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন। সে তো অবশ্যই এখানেই হবে, তাই না। শিব জয়ন্তী

অর্থাৎ স্বর্গ জয়ন্তী । দেবতারা কিভাবে হয়েছেন? এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে এই পড়ার দ্বারাই হয়েছেন । সবকিছুই এই পড়া আর স্মরণের উপর নির্ভর করে । স্মরণের যাত্রায় থাকলে তখন অন্য সব কথা ভুলে যায় । বাবা বোঝাতে থাকেন - বাচ্চারা, দেহ বোধ ত্যাগ করো । কারোর দুর্বলতা দেখো না । অমুকে এমন, এমন করে, এইসব কথায় কোনো লাভ নেই, সময় নষ্ট হয়ে যায় । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়াতে অনেক পরিশ্রম । অনেক বিঘ্নও আসে । পড়ার জন্য তুফান আসে না, যতটা স্মরণে আসে । নিজেকে দেখতে হবে যে, আমি কতো পর্যন্ত বাবার স্মরণে থাকি । বাবার প্রতি আমাদের কতটা প্রেম আছে । প্রেম এতটাই থাকা উচিত যে, ব্যস, বাবার সাথেই যেন আটকে থাকি । বাঃ বাবা, তুমি আমাদের কতটা বুদ্ধিমান বানিয়ে তোলো! উঁচুর থেকে উঁচু হলে তুমি, তুমিই আবার আমাদের এই মনুষ্য সৃষ্টিতে কতো উঁচু বানাও । এমনভাবেই অন্দরে বাবার মহিমা করতে হবে । বাবা, তুমি তো কামাল করে দাও । তোমাদের খুশীতে গদগদ হওয়া উচিত । এমন তো বলা হয় - খুশীর মতো পুষ্টিকর আহার নেই, তাই বাবার সাথে মিলনেরও খুশীর অনুভব হয় । এই পড়ার দ্বারা আমরা এই হতে পারবো । তোমাদের খুবই খুশী হওয়া প্রয়োজন । অসীম জগতের পিতা, সুপ্রীম বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । বাবা কতো দয়ালু । যদিও পূর্বেও তোমরা ভগবান উবাচঃ অক্ষর শুনতে কিন্তু মিথ্যা হওয়ার কারণে তা তোমাদের হৃদয়ে ধারণ হতো না । নুড়ি -পাথরের মধ্যে যদি ভগবান থাকে তাহলে কিভাবে তিনি কথা বলবেন। তোমাদের বুদ্ধিতে অনেক নতুন নতুন কথা আছে যা অন্য কারোর বুদ্ধিতে নেই । ভবিষ্যতে তোমাদের দৈবী ঝাড় (বৃক্ষ) বৃদ্ধি পেতে থাকবে । বাবা বলেন, তোমরা সবাইকে সংবাদ দাও যে, তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে, আর কোনো ধর্মস্থাপক এমন বলতে পারেন না তাই তাদের পয়গম্বর বা ম্যাসেঞ্জার বলা যাবে না । বার্তা তো এক বাবাই দেন যে, মামেকম (একমাত্র আমাকে) স্মরণ করো তাহলে সতোপ্রধান হয়ে যাবে আর সতোপ্রধান দুনিয়াতে চলে যাবে । এ হলো বাবার বার্তা । সব জায়গায় এই বার্তা লিখে দাও । সবকিছুই এর উপর নির্ভর করে । ইউরোপিয়ান লোকেদেরও বোঝাও যে, এই চক্র আর ঝাড়ের মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ আছে । তাদের এই কথা বলতে হবে যে, এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি কিভাবে রিপোর্ট হয়, তখন তারা আশ্চর্য হয়ে যাবে । অমরনাথ বাবা এই সত্য অমর কথা শোনাচ্ছেন অমরপুরীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য । সে হলো অমরলোক । এ হলো নীচে মৃত্যুলোক । সিঁড়ি তো আছে, তাই না । এখন আমরা উপরে যাবো, তারপর নম্বরের ক্রমানুসারে আবার আসবো । সর্বদা এই মনে করো যে, শিব বাবা শোনান, তাঁকেই স্মরণ করতে থাকো তাহলে খুশীতে থাকবে । শিব বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের মতো বাচ্চাদের পড়ান, ইনি হলেন আশ্চর্যজনক যুগল । বাবা এনাকে বলেন, "ইউ আর মাই ওয়াইফ" (তুমি আমার স্ত্রী)" । তোমার দ্বারাই আমি দত্তক নিই । এরপর মাতাদেরকে দেখাশোনা করার জন্য দত্তক নেওয়া বাচ্চাদের মধ্যে একজনকে নিযুক্ত করি । এই ব্রহ্মপুত্র নদী হলো সবথেকে বড় । স্বমেব মাতাশ্চ পিতা... এঁনাকে (বাবা) বলা হয় । ব্রহ্মা বাবা নিজেই বলেন... আমি চলতে ফিরতে খুব খুশীর সাথে বাবাকে স্মরণ করি । স্মরণ করতে করতে যতই পদচারণা করো না কেন, কখনোই ক্লান্ত হবে না । বাবাকে যত স্মরণ করবে, ততই ঔজ্জ্বল্য আসতে থাকবে । মানুষ তীর্থে গেলে কতো আনন্দের সাথে দৌড়ে দৌড়ে উপরে উঠতে থাকে । এ তো সব হলো ভক্তিমার্গের ধাক্কা । এও এক খেলা -- ভক্তির রাত । এখন তোমাদের জন্য দিন হয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) বাবার প্রতি এমন লভ রাখতে হবে যে - এক বাবার সাথেই সদা আটকে থাকবে । দিনরাত বাবার মহিমাই করতে হবে । খুশীতে গদগদ হতে হবে ।

২ ) এক বাবার অব্যভিচারী স্মরণে থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । কখনোই নিজের প্রশস্তি নিজেই ক'রো না(আমি সব জানি) না । বাবার সমান মিষ্টি হতে হবে ।

\*বরদানঃ:-\* পবিত্রতার ফাউন্ডেশনকে মজবুত করে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভবকারী সম্পূর্ণ আর সম্পন্ন ভব ব্রাহ্মণ জীবনের ফাউন্ডেশন হলো পবিত্রতা । এই ফাউন্ডেশন মজবুত থাকলে সম্পূর্ণ সুখ - শান্তির অনুভব হয় । যদি অতীন্দ্রিয় সুখ বা সুইট সাইলেন্সের অনুভব কম হয়, তাহলে অবশ্যই পবিত্রতার ফাউন্ডেশন দুর্বল । এই ব্রত ধারণ করা কম কথা নয় । বাপদাদা পবিত্রতার ব্রত পালনকারী আত্মাদের হৃদয় থেকে শুভেচ্ছা সহ ধন্যবাদ জানান । এই ব্রতে সম্পূর্ণ এবং সম্পন্ন হওয়ার বরদান প্রাপ্ত করার জন্য ব্যর্থ চিন্তা

করা, দেখা, বলা আর ব্যর্থ কর্ন করাতে ফুলস্টপ লাগিয়ে পরিবর্তন করো ।

\*স্লোগান:-\* সদা এক এর অন্তে হারিয়ে যাওয়া - এমন একান্তবাসী হতে হবে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এটা হল রাবণের শোকবাটিকা, যেখানে সবাই দুঃখী, এখন তোমরা রাবণকে বিতাড়িত করছ, এরপর জয়জয়কার হবে, সবাই তখন অশোক বাটিকায় চলে যাবে"

\*প্রশ্নঃ - প্রজার মধ্যেও উচ্চ পদ কীসের আধারে প্রাপ্ত হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত কোনটি?

\*উত্তরঃ - প্রজার মধ্যে উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য যেটুকু মুঠো ভরা চাল তোমাদের কাছে আছে সেসব সুদামার মতো বাবার কাছে অর্পণ করে দাও। দেখানো হয়েছে না যে - সুদামা মুঠো ভরা চাল দিয়ে মহল পেয়েছিল। সিংহাসন প্রাপ্ত করার জন্য ভালোভাবে ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করতে হবে, সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র হতে হবে। নিজের সবকিছু ইনশিওর করে দিতে হবে।

\*গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এল আজ...

ওম্ শান্তি । পরমপিতা পরমাত্মাকে মাঝিও বলা হয়। মাঝি বোটম্যানকে বলা হয়। যে নৌকায় বসিয়ে অন্য পাড়ে নিয়ে যায়। সুতরাং বাবাও মাঝি, যিনি ঐ পাড়ে (পরমধাম) নিয়ে যান। এই মিথ্যা খন্ডে মিথ্যা উপার্জন হয়। সত্যখন্ডের জন্য এটাই হল প্রকৃত উপার্জন, ওটা হল মিথ্যা উপার্জন (বিনাশী)। ভারত এখন পতিত হয়ে গেছে। কত বড় এই ভারত। দুনিয়াও কত বড়। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে যে - পুরানো দুনিয়াতে পুরানো ভারত আছে। আগামীকালের ভারত অথবা আগামীকালের দুনিয়া কেমন হবে! তোমরা জানো এখন অসংখ্য মানুষ আছে। কত খন্ড আছে , আগামীতেও নিশ্চয়ই ভারতই হবে। দৈবী রাজ্য হবে। সোনার দ্বারকা হবে। অর্থাৎ ভারতে কৃষ্ণপুরী হবে। লক্ষা থাকবে না। সমগ্র লক্ষা সোনার হয় না। ভারত সোনার হয়ে যায় । লক্ষা অর্থাৎ রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে যায়। ভারত দ্বারকা হয়ে যায় যাকে কৃষ্ণপুরী বলা হয়। দ্বারকা হয় ভারতে। ভারত সোনার হয়ে যায়।

দ্বারকাও একটা রাজধানী হয়ে যায় । বলা হয় - যমুনার উপকণ্ঠে দিল্লী পরিস্থান ছিল, যেখানে শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ থাকতেন। দ্বারকাতেও তারপর দ্বিতীয় রাজধানী হয়। দ্বারকাতে যখন অন্য রাজ্য হয় তখন সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ থাকে না। সেখানে তখন অন্য কারো রাজত্ব চলে। যমুনার উপকণ্ঠে যখন রাজধানী স্থাপন হয়, সেখানে তখন অন্য কারো রাজত্ব চলে না।

এখন তোমরা জানো যে এই সম্পূর্ণ দুনিয়া ভারত সমেত যত দেশ আছে, সব স্বাধা হয়ে যাবে - এই জ্ঞান রুদ্র যজ্ঞে। এই যজ্ঞ অনেক বড় অসীমিত, যেখানে সম্পূর্ণ দুনিয়াকে স্বাধা হতে হবে। বাচ্চাদের অন্তরে এটা থাকা উচিত। রাবণের কত বড় রাজ্য এটা। রামের তো এতো বড় রাজ্য হবেই না। সেখানে ভারতই হবে স্বর্গ, দ্বিতীয় কোনো খন্ডের চিহ্ন মাত্র থাকবে না। এটা বোঝার বিষয়, যা বুদ্ধি দিয়ে ধারণ করতে হবে। আজ দুনিয়া পুরানো হয়ে গেছে- কাল নতুন দুনিয়া হবে। তোমরা ব্রাহ্মণ কুল থেকে দৈবী কূলে পরিণত হবে। ব্রাহ্মণরাই ঈশ্বরীয় অধ্যয়ন করে নম্বরানুসারে দৈবী বংশজাত হবে। এখন সবাই হল শূদ্র বংশীয়। শেষ পর্যন্ত বাবাকে আসতেই হয় - এই দুনিয়ার কেউ-ই সেটা জানে না।

বাবা প্রশ্নপত্রের খুব ভালো পোস্টার তৈরি করেছিলেন, যার মাধ্যমে মানুষ বাবার পরিচয় পেতে পারে। কিন্তু মানুষকে না বুঝিয়ে দিলে তারা কিছুই বুঝতে পারে না। বাবা তোমাদের বলেন, হিয়ার নো ইভিল, সো নো ইভিল.. (না মন্দ কিছু শুনবে, না মন্দ কিছু দেখবে)। এমন খেলনা বাঁদরের ওপরে বানানো হয়েছে। তোমরাও বাঁদরের মতো ছিলে। এখন তোমাদের চেহারা বদলে গেছে। যার মধ্যে ৫ বিকার আছে তাকেই বলা হয় বাঁদর। যেমন নারদের চেহারা দেখানো হয়েছে, নারদ বলেছিল আমি লক্ষ্মীকে বরণ করব - তখন বলা হয়েছিল নিজের চেহারা আয়নায় তো আগে দেখো। এটা তো একটা গল্প কথা তৈরি করা হয়েছে। সম্পূর্ণ বিষয় হল এই সময়ের জন্য। কেউ জিজ্ঞাসা করে আমি লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারি ? বাবা বলেন কেন করতে পারবে না প্রথমে বাঁদরের মতো আচরণ করা তো ছাড়তে হবে।

বাবা তোমাদের বিচক্ষণ করে তুলেছেন তারপর তোমাদের দ্বারা সব আত্মাদের রাবণের শিকল থেকে মুক্ত করে শিবালয়ে অথবা অশোক বাটিকায় নিয়ে যান। এই সময় সবাই শোক বাটিকায় বন্দি হয়ে আছে। এখন তোমরা রাবণকে তাড়িয়ে দিচ্ছো এরপর জয়জয়কার হবে। সকল ভক্তরা হল সীতা। একমাত্র রাম হলেন ভগবান। আহ্বান করে বলে হে রাম।

বাস্তবে রাম শিববাবাকেই বলা হয়। বাবা এসে বুঝিয়েছেন, রাম এসেই সবার সঙ্গতি করেন। স্বর্গে নিয়ে যান, যাকে রামরাজ্য বলা হয়। বাবা খুব সুন্দর পোস্টার তৈরি করেছিলেন। বাচ্চারা তোমাদের গীতা পাঠশালায় গিয়ে বোঝাতে হবে। আমরা লিখে থাকি - পরমপিতা। এবারে তাদের জিজ্ঞাসা করো যে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ? তখন তারা এটাই বলবে যে, তিনি সবার পিতা। আচ্ছা আমরা যখন ঠাঁর সন্তান, উনি তো অসীম জগতের পিতা নিশ্চয়ই উনি নতুন দুনিয়া রচনা করেন তবে তো আমাদের অবশ্যই স্বর্গে যাওয়া উচিত।

তবে কেন এই নরকে পতিত দুনিয়াতে পড়ে আছি? লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য কেন নেই? ভারতে তো স্বর্গের স্বরাজ্য ছিল তাইনা। এখন কলিযুগে রাবণের রাজ্য। তোমরা যখন স্বর্গের মালিক ছিলে অন্য কোনো ধর্ম তখন ছিল না- আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। রাজারাও ডবল মুকুটধারী (শিরতাজ) ছিল। পবিত্রতা এবং রত্ন জড়িত মুকুট ছিল। রামরাজ্য তো পরে আসে, সুতরাং বুদ্ধিতে আসা উচিত যে ভারতে প্রকৃতপক্ষে এদেরই রাজত্ব ছিল। এই লক্ষ্মী-নারায়ণই নম্বরানুসারে প্রথম হয়। সত্যযুগে দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ ছিল যাদের পরে ৮৪ জন্ম নিতে হয়। এখন এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কোথায় আছে? সবাই পতিত দুনিয়াতেই আছে না! বাবা এসেই তাদের রাজযোগ শেখান, যারা নিজেদের রাজ্য হারিয়েছে, তারাই আবার রাজধানী পাওয়ার জন্য রাজযোগ শিখছে। তোমাদের স্মরণে আছে যে আমরা প্রতি ৫ হাজার বছর পরে রাজত্ব নেওয়ার জন্য বাবার কাছে রাজযোগ শিখি। অর্ধেক কল্প ধরে সুখের রাজত্ব করি তারপর অর্ধেক কল্প রাবণ রাজ্যে দুঃখের রাজ্য ভোগ করি। এখন তোমরা আবারও ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করছ। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে ভগবান বাবা এসে ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করান। ভগবানুবাচ - কে ভগবান? ওরা তো ভগবান কৃষ্ণকে বলে। তোমরা বলো একমাত্র নিরাকার শিবই হলেন ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ তো দেবতা, সুতরাং তোমরা ওদের জিজ্ঞাসা কর প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথে কি সম্বন্ধ আছে? তিনি হলেন পিতা। একজন দাদা অন্যজন পিতা। এই সময় তোমাদের দুইজন পিতা। তৃতীয় হলেন লৌকিক জন্মদাতা পিতা, যিনি শরীরের জন্ম দেন। এই দুজন হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর শিববাবা। লৌকিক পিতার কাছ থেকে তোমরা সীমিত উত্তরাধিকার পেয়ে থাকো, পারলৌকিক পিতা বলেন আমার কাছ থেকে অসীমিত উত্তরাধিকার গ্রহণ কর। পরমপিতা পরমাত্মা এসে পতিতদের পবিত্র করে তোলেন এবং রাজত্ব করার জন্য যোগ্য করে তোলেন। তৃতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো, গীতার ভগবান কে? মানুষ তো বলে থাকে শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা বলো কৃষ্ণ গীতার ভগবান নয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেও ভগবান বলা হয় না। শিবকেই ভগবান বলা হয় কেননা তিনি হলেন নিরাকার আর এই প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন সাকার। সুতরাং ভগবান একমাত্র শিব। বাবা এটাও বুঝিয়েছেন তোমরা হচ্ছে শিবশক্তি, এবং শিব সেনা। তোমরা বিকারকে ছেড়ে, নির্বিকারী পবিত্র হয়ে নিজেদের রাজত্ব গ্রহণ করে থাকো। তারপর এই রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে যাবে। তোমরা এখন নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছ, আগামীতে এর মালিক হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে রাজ্য কে দিয়েছেন? আমরা বলব পরমপিতা পরমাত্মা শিব এদের রাজ্য প্রদানকারী। যা এখন দিতে চলেছেন। শিববাবা বলেন পূর্বেও তোমাদের রাজ্য দিয়েছিলাম, এখন আবারও রাজযোগ শেখাচ্ছি। সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে। পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হবে আর তোমরা সেখানে গিয়ে সোনা, হীরের মহল তৈরি করবে। রাজত্ব করবে। তোমাদের এইম অবজেক্ট সেটাই। সুতরাং আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে চলেছি। এটা হচ্ছে উচ্চ থেকে উচ্চতর পদ। এদের কে পড়িয়েছিল? নিশ্চয়ই উচ্চ থেকে উচ্চতর বাবাই এসে পড়িয়েছেন। এখন আবারও রাজযোগ শিখে ভবিষ্যতে ঐ পদ প্রাপ্ত করবে। ততত্বম্ (তোমরাও তাই)। সব ধর্ম শেষ হয়ে যাবে। ব্রহ্মা দ্বারা দৈবী ধর্মের স্থাপনা হবে, শঙ্কর দ্বারা পুরানো দুনিয়ার বিনাশ, এবং বিষ্ণু দ্বারা পালনা হবে। তারপর লক্ষ্মী-নারায়ণ পালন করবেন। এসবই বোঝার বিষয়।

তোমাদের জীবনকে অমূল্য বলা হয়। শিববাবা দ্বারা তোমরা লটারি পেয়ে থাকো। রেসে যে প্রথম নম্বরে আসে সে বড় উপহার পেয়ে থাকে। সুতরাং এই লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রথম নম্বরে আসে। এদের দৌড় তোমাদের থেকে অনেক বেশি। প্রথম নম্বরে ব্রহ্মা এবং সরস্বতীও আছে। একে যোগবলের দৌড় (রেস) বলা হয়। বাবা বুঝিয়েছেন সত্যযুগে প্রথমে লক্ষ্মী তারপর নারায়ণ বলা হয়। এখানে সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা সেইজন্যই তোমরা সরস্বতী ব্রহ্মা বলতে পারো না। প্রথমে ব্রহ্মা তারপর ওনার কন্যা সরস্বতী বলা হয়। ওরা জগৎ পিতা আর জগৎ মাতা বলে। তারা স্বামী স্ত্রী হতে পারে না। যখন তারা সত্যযুগে যায় তাদের নাম পরিবর্তন হয়। প্রথমে লক্ষ্মী এবং তারপর নারায়ণ, কিন্তু এখানে প্রথম ব্রহ্মা এবং তারপর সরস্বতী কারণ সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা তাইনা। এখন তোমরা জানো আমরা মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছে, যত বেশি পুরুষার্থ করব ততই উচ্চ পদ পাব। তোমরা ঠিক যেন বেগর টু প্রিন্স (ভিখারি থেকে রাজকুমার) হতে চলেছ। ভালোভাবে ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করলে রাজা হতে পারবে। ভালোভাবে পড়াশোনা না করলে, পবিত্র না হলে সিংহাসন পাবে না। শিববাবা তো সিংহাসনের জন্য উত্তরাধিকার দেন। যদি কেউ সিংহাসন না পায়, পবিত্র না হয় তবে প্রজার মধ্যে চলে যাবে। প্রজার মধ্যেও নম্বরানুসারে আছে। কেউ জিজ্ঞাসা করে প্রজার মধ্যে উচ্চ পদ কিভাবে পাব? তখন

সুদামার দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো হয়। এক মুঠো চাল দিয়ে সে মহল পেয়েছিল। এখানে যে এক মুঠো দেয় সে ২১ জনের জন্য মহল পেয়ে থাকে। এটা হচ্ছে বীমা( ইনসিওরেন্স)। প্রত্যেকেই নিজেকে ইনসিওর (সমর্পণ) করে - ভগবানের কাছে। ঈশ্বরের নামে কেউ গরিবদের দান করে। কেউ অল্প দেয়, কেউ ধন সম্পদ দেয়, কেউ-কেউ আবার ভবন তৈরি করে দেয়। ধার্মিক অবশ্যই কিছু রাখবে কেননা অনেক পাপ করেছে সেইজন্যই দান পুণ্য করে অর্থাৎ নিজেকে ইনসিওর করেছে তাইনা। দান পুণ্য অনুসারে পরবর্তী জন্মে ভালো পরিবারে জন্মগ্রহণ করে থাকে। মনে কর কেউ হাসপাতাল তৈরি করেছে অর্থাৎ পরবর্তী জন্মে তার রোগ কম হবে। কেউ ইউনিভার্সিটি তৈরি করলে পরবর্তী জন্মে তারও ফল পাবে। খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করবে। ওগুলো হচ্ছে ইনডাইরেক্ট দান-পুণ্য করা। এখন বাবা ডাইরেক্ট বলছেন যত ইনসিওর করবে - ২১ জনের জন্য তোমরা ভবিষ্যতে পাবে। যত ইনসিওর করতে পারো। বাবা তো হলেন দাতা। শিববাবা তোমাদের ইনসিওর নিয়ে কি করবেন। তিনি তো বলেন সবকিছুই বাচ্চাদের জন্য। মানুষ গরিবদের দান করে সুতরাং তার ফল ঈশ্বরই দিয়ে থাকেন। এখানেও শিববাবা বলেন - তোমরা এক মুঠো দিলে নতুন দুনিয়াতে ২১ জনের জন্য ফল পাবে। সূর্য বংশীয় রাজস্ব হোক বা, চন্দ্র বংশীয় রাজস্ব নাও। বিত্তবান প্রজা হও বা গরিব প্রজা হও। তোমরা শ্রীমত পেয়ে থাকো, যার দ্বারা তোমরা শ্রেষ্ঠ রাজা রানী হবে বা প্রজা হবে। সেটাও সাক্ষী হয়ে দেখছ। বাবা বলেন - তোমাদের যা চাই নিয়ে নাও। একে ইনসিওর ম্যাগনেট বলে। যা কিনা গুপ্ত।

এখন তোমরা জানো বাবা সামনে এসেছেন - আমাদের ২১ জনের জন্য উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। যত বেশি ইনসিওর করবে, বাবা বলেন আমার হয়ে যাবে সুতরাং তোমাদের অধিকার আছে সিংহাসন অধিগ্রহণ করার। কিভাবে বাবার হও? বলে থাকে আমার কাছে এই-এই আছে। বাবা বলেন তোমরা তো বল না - ঈশ্বর এসব দিয়েছেন। কখনও এমন ভেবো না যে এসব আমার। কোনো কিছুর প্রতি মমত্ব রাখবে না। মমত্ববোধ থাকলে সিংহাসন পাবে না। গৃহস্থ পরিবারে থেকেও শ্রীমত অনুসারে চললে মমত্ব থাকবে না। তোমরা তো অঙ্গীকার (গ্যারান্টি) করেছিলে না - বাবা তুমি আসবে আমি তোমার হয়ে যাব। আমার তো একমাত্র তুমিই আছ। এখন তোমরা বাবার কাছে যাচ্ছ আর বাবা তোমাদের এরপর স্বর্গে পাঠিয়ে দেবেন। বাবা প্রতিদিন তোমাদের শোনাতেই থাকেন। শোনাতে-শোনাতে কত বছর হয়ে গেছে। এখন অল্প সময় বাকী আছে। এটা বাবার লং বুট (ব্রহ্মা শরীর)। এই পুরানো জুতোর মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনি বলেন বাচ্চারা আমি তোমাদের সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের খবর শুনিয়ে থাকি। আমি নলেজফুল, ব্লিসফুল, এবং লিবরেটর। আমি সুখ কর্তা, দুঃখ হর্তা। তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই পাপ কেটে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) রাজত্বের পদ পাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ রূপে শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। কোনো জিনিসের প্রতি মমত্ব রাখবে না। আমার তো এক বাবা...এই পাঠকে দৃঢ় করতে হবে।

২ ) হিয়ার নো ইভিল, সি নো ইভিল... টক নো ইভিল... (থারাপ কিছু শুনবে না, থারাপ কিছু দেখবে না, থারাপ কথা বলব না)।

\*বরদানঃ:-\* কন্ট্রোলিং পাওয়ার দ্বারা নিজেকে কন্ট্রোল করে ফুলস্টপ লাগাতে পারা সদা সমর্থ আত্মা ভব বিন্দু স্বরূপ বাবা আর বিন্দু স্বরূপ আত্মা - এই দুইয়ের স্মৃতি ফুলস্টপ অর্থাৎ বিন্দু ব্যবহারে সমর্থ করে তোলে। সমর্থ আত্মার কাছে স্ব-কে কন্ট্রোল করার জন্য কন্ট্রোলিং পাওয়ার থাকে। সে অন্যদের কন্ট্রোল করে না কিন্তু নিজেকে কন্ট্রোলে রেখে পরিবর্তন শক্তিকে কার্যে ব্যবহার করে। তার মধ্যে ভুলকে সংশোধন করার শক্তি থাকে, সে কখনোই এমন বলে না যে আমাকেই মরতে হবে, আমাকেই সহ্য করতে হবে। সমর্থ আত্মা এটাই মনে করে যে এটা মরে যাওয়া নয় স্বর্গে স্বরাজ্য নিতে পারা।

\*স্লোগানঃ:-\* বাবাকে প্রত্যক্ষ করার নিমিত্ত সে-ই হতে পারে যার প্রতিটি সঙ্কল্পের মধ্যে দৃঢ়তার বিশেষত্ব আছে।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই দুঃখের ঘাটে বসে শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো, এই দুঃখের ধামকে ভুলে যাও। বুদ্ধি যেন এখানে ঘুরপাক না খায়"

\*প্রশ্নঃ - তোমাদের পুরুষার্থের আধার কী?

\*উত্তরঃ - নিশ্চয়। তোমাদের নিশ্চয় আছে যে - বাবা নতুন দুনিয়ার সওগাত নিয়ে এসেছেন, এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবেই। এই নিশ্চয়ের আধারে তোমরা পুরুষার্থ করতে থাকো। নিশ্চয় যদি না থাকে তবে সংশোধন হবে না। যত দিন যাবে পরে সংবাদপত্রাদির দ্বারা তোমাদের ম্যাসেজ সবাই পাবে, আওয়াজ ছড়িয়ে যেতে থাকবে। তোমাদের নিশ্চয়ও দৃঢ় হতে থাকবে।

ওম্ শান্তি। টাওয়ার অফ সাইলেন্স আর টাওয়ার অফ সুখ। তোমরা বাচ্চারা এখানে বসে আছো তো তোমাদের বুদ্ধি (পরমধাম) ঘরের দিকে যাওয়া উচিত। সেটা হল শান্তিধামের টাওয়ার। সব কিছুর থেকে উঁচু যেটা, সেটাকে টাওয়ার বলা হয়। তোমরা হলে শান্তির টাওয়ার। ঘরে যাওয়ার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো। সেখানে কীভাবে যাও? যিনি টাওয়ারে থাকেন, সেই বাবা, তিনি শিক্ষা প্রদান করেন, আমাকে স্মরণ করো তবে শান্তির টাওয়ারে এসে যাবে। সেটাকে গৃহও বলা যায়, শান্তিধামও বলা যায়। এই সব কথা বোঝানো হয়। নিজের শান্তিধাম, সুখধামের স্মরণে থাকো। যদি না থাকতে পারো তার মানে হল জঙ্গলের কাঁটা তুমি, সেইজন্য দুঃখের অনুভব হচ্ছে। নিজেকে শান্তিধামের অধিবাসী মনে করো। নিজের গৃহকে স্মরণ করতে হবে তাই না! ভুলে যাবে না। গৃহ তো হলই বাবার। এটা হলই দুঃখের ঘাট। এখানে বসেও যার বাইরের কথাবার্তা মনে আসে, তবে তো এটা বলা যাবে না যে এনার নিজের গৃহের কথা মনে আছে। সেইজন্য প্রতিদিন বাবা শিক্ষা প্রদান করেন - বারে বারে শান্তিধাম, সুখধামকে স্মরণ করো। গীতাতে বাবার মহাবাক্য রয়েছে যে, আমাকে স্মরণ করো। ভগবান কী বানিয়ে তুলবেন? স্বর্গের মালিক বানাবেন আর কি করবেন! যখন স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য বসে আছো, তবে তো গৃহের জন্য, স্বর্গের জন্য বাবা যে শ্রীমৎ দেন - তাকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করে চলতে হবে। দুনিয়াতে কত কত অসংখ্য গুরু রয়েছে। বাবা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কোনো ধর্ম স্থাপককেই গুরু বলা যায় না। তারা তো কেবল ধর্ম স্থাপন করতে আসেন। ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসেন নাকি। গুরু অর্থাৎ যিনি নির্বাণধাম, বাণপ্রস্থে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। কিন্তু একজন গুরুও নেই যিনি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। একজনও নির্বাণধামে যায় না। বাণীর উর্ধ্বে অর্থাৎ পরমধাম ঘর। বাণপ্রস্থের অর্থ না গুরুরা জানে, না ফলোয়াররা জানে। সেইজন্যই বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়। এই চিত্র হল সত্যযুগের আর ওই চিত্র হল ত্রেতার। তাদেরকে ভগবান বলা যাবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণকেও ভগবান ভগবতী বলা হয় না। আদি সনাতন হল দেবী-দেবতা ধর্ম। দেবী-দেবতার ছাড়া কেউই স্থায়ী পবিত্র হয় না। ২১ জন্ম পবিত্র কেবল একটিই ধর্ম থাকে। তারপর ধীরে ধীরে অবস্থা কমে যেতে থাকে। ত্রেতাতে দুই কলা কম তো সুখও কম হয়ে যায়। সেটাকে বলা হয় ত্রেতায়ুগ ১৪ কলা। এখন তোমাদের বাবার পরিচয় রয়েছে আর সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান রয়েছে। সেটাকেই তোমরা স্মরণ করে থাকো, কিন্তু অনেকেরই বুদ্ধি কোথায় না কোথায় ঘুরপাক খেতে থাকে, স্মরণই করে না। আচ্ছা আর যদি কিছু নাও বুঝতে পারো, তবে আস্তিক হয়ে বাবাকে তো বুদ্ধিতে স্মরণে রাখো। বাবা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে তো জানো! সেই বৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্ত বলা হয় না। এই বৃক্ষের (কল্প বৃক্ষ) আদি-মধ্য-অন্ত আছে। কেননা মধ্যতে রাবণ রাজ্য শুরু হয়ে যায়। কাঁটা হয়ে ওঠা শুরু হয়ে যায়। সুন্দর উদ্যান জঙ্গলে পরিণত হওয়া শুরু হয়ে যায়। এই সময় সমগ্র বৃক্ষের জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে গেছে। সমগ্র বৃক্ষ শুকিয়ে গিয়ে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। পুরোটাই হল এখন শুকিয়ে যাওয়া বৃক্ষ, এরপর কলম লাগাতে হয়। এর কলম লাগানো হয়। কলম না লাগলে তখন প্রলয় হয়ে যাবে। প্রলয় অর্থাৎ সব স্থান জলমগ্ন হয় না। ভারত থেকে যায় - কিন্তু জলমগ্ন হয়ে যাবে এই কথাটা সবাই জানে, তাই না!

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে চারিদিকই জলমগ্ন হয়ে যায়। ভারতই কেবল রয়ে যায়। যেমন যখন বন্যা হয়, তারপর বন্যার জল তো নেমেও যায়, তাই না! লোকেরা বলে যে, বি. কে. রা সারাদিন মৃত্যু আর মৃত্যুর কথাই বলতে থাকে। ব্যস্ মৃত্যু এল বলে। তারা ভাবে যে এরা তো অশুভ বলে। বলো, না আমরা তো বিনাশ হবে বলি না। আমরা তো বলি পবিত্রতা, সুখ, শান্তির ধর্ম স্থাপন হচ্ছে। বিনাশ যদি না হয় তবে শান্তি কীভাবে হবে - গুপ্ত বেশে শান্তিধাম, সুখধামের স্থাপনা হচ্ছে। এই তো আমরা শুভ কথা বলছি। তোমরাও তো বলে থাকো - হে পতিত-পাবন এসো, আমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে নিয়ে চলো। তোমরা নিজেরাই তো বলো যে আমাদেরকে নিয়ে চলো। আমরাও শুভ কথাই বলি, তোমরাও শুভ

বলে থাকো। তোমরা বলে থাকো যে, আমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে এই দুঃখধামের দুনিয়ার থেকে নিয়ে চলো শান্তিধামে। এই শুভ কথা তো বলে থাকো তোমরা। তোমরা বলো - এসো। অর্থাৎ পতিতদেরকে বিনাশ করো, পবিত্রতা স্থাপন করো। এটাই তো তোমরা প্রার্থনা করতে থাকো যে, এসে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করো, শান্তি তো সত্যযুগেই হয়ে থাকে। সেই কারণেই গুপ্ত বেশে বিশ্বে শান্তি স্থাপন হচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না বোঝানো হয় ততক্ষণ তারা বুঝতে পারে না। বাবাকে ছাড়া মৃত্যু তো কেউই দিতে পারে না। বাবাকে বলা হয় কালেরও কাল। সকলের মৃত্যু বিধান করেন। কতো কতো সংখ্যায় মৃত্যু বিধান করেন। সত্যযুগে কত অল্প সংখ্যক মানুষ থাকে। বাকি সকলের মৃত্যু হয়ে যায়। তোমরা তো ডাকোই যে পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে চলো। তবে তো পবিত্র দুনিয়া নিশ্চিতই নতুন হবে, এই দুনিয়া হবে নাকি! পুরানো দুনিয়ার অর্থও বুঝতে পারে না। পবিত্র দুনিয়াতে খুবই অল্প সংখ্যক মানুষ থাকে। শান্তি থাকে। এই সব কথা বুঝতে আর বোঝানো কত সহজ। কিন্তু বুদ্ধিতে বসেই না, কেননা সময়ই নেই বুদ্ধিতে বসার জন্য। বলাও হয় যে, কুস্কর্ণের নিদ্রায় সবাই ঘুমিয়ে রয়েছে। এরা জাগবে না। এই ড্রামাও বড়ই বিচিত্র। তো এই সমগ্র চক্র বুদ্ধিতে ঘুরতে থাকা উচিত। বাবা এসে সমস্ত জ্ঞান প্রদান করেন। ওনাকে বলাই হয় - নলেজফুল, জ্ঞানের সাগর। জ্ঞানের সাগর হলেন একমাত্র বাবাই। তোমরা জানো কতগুলি জলের সাগর রয়েছে। যতগুলো নাম তত গুলো সাগর রয়েছে বা সাগর একটিই আলাদা আলাদা পার্টিশন করে আলাদা আলাদা নাম রেখে দিয়েছে। সাগর তো একটাই। ভাস্কো দা গামা'ও অনেক পরিক্রমা করে তারপর এখানে এসে উপস্থিত হয়। তো সাগর হল একটাই। মাঝখানে টুকরো টুকরো করে আলাদা আলাদা বানিয়ে দিয়েছে। ধরিত্রীও একটিই। কিন্তু টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। যখন থেকে তোমাদের রাজত্ব শুরু হয় তখন ধরিত্রীও এক হয়ে যায়। রাজ্যও একটিই হয়, টুকরো টুকরো হয় না। বাবা এসে রাজ্য প্রদান করেন। সমস্ত সাগরের উপরে, সমগ্র ধরিত্রীর উপরে, পুরো আকাশের উপরেই তোমাদের রাজত্ব হয়ে থাকে। মুক্তিতে তো সবাই যাবে, বাকি জীবনমুক্তিতে যাওয়া মাসির বাড়িতে যাওয়ার মতো সহজ কাজ নাকি? মুক্তিতে যাওয়া তো কমন ব্যাপার, সবাই ফিরে যাবে। যেখান থেকে এসেছে সেখানে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। তাছাড়া নতুন দুনিয়াতে সবাই আসবে নাকি! তোমাদেরই রাজত্ব হবে। কেউ কেউ তো এত দেবীতে আসে, পুরানো দুনিয়া শুরু হতে আর সামান্য একটু আগে অর্থাৎ ২ - ৪ বছর আগে আসে। তারা তাহলে কি হবে? যারা ভালো করে পড়াশোনা না করবে তারা তো ত্রেতাতেও পরের দিকে অল্প সময় থাকবে। ১৬ কলা তো কখনো হতে পারল না। ১৪ কলারও পিছনে আসবে। তাদের সামনে তখন দুঃখের দুনিয়া থাকবে। কাঁটার দুনিয়ার কাছে এসে যাবে, সেখানে যদিও সেটা বুঝতে পারবে না। সমস্ত নলেজ এখনই রয়েছে, যাকে এখন ধারণ করতে হয়। এই সময় মানুষের কাছে কত টাকা পয়সা দেখো। কতো বড় বড় অট্টলিকা তৈরী হতে থাকে। কত উঁচু উঁচু তলার বাড়ি তৈরী হতে থাকে, মনে করে সত্যযুগের থেকেও ভারত এখন আরও উচ্চ স্থানে। এখনই ১৮ - ২০ তলা বানাতে থাকে, তাহলে শেষের দিকে কত তলার বানাবে! সত্য ত্রেতাতে দুই তলা তিন তলা হয় না। দ্বাপরেও হয় না। এ তো কলিযুগে এসে মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়, তখন ২ তলা, ১০ তলা বাড়িয়ে যেতে থাকে। কেননা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন তারা যাবে কোথায়। নানান রকমের কাজ কারবার রয়েছে। তাই বড় বড় বাড়ি ঘরও বানিয়ে যেতে থাকে - শোভা বাড়ানোর জন্য। জঙ্গলে মঙ্গল হয়ে যায়। কতো সুন্দর সুন্দর ইমারত তৈরী হতে থাকে, জমিজমা নিয়ে নিতে থাকে তো। সমুদ্রকেও শুকিয়ে ফেলেছে। এখনই দেখো সমুদ্রকে কতো শুকিয়ে ফেলেছে। জলও যেন কমতির দিকে যাচ্ছে। মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, জল আসবে কোথা থেকে। জল কমে যাচ্ছে, সমুদ্র সরে যাচ্ছে। সেই ফাঁকা স্থানে বাড়ি তৈরী হয়ে যাচ্ছে, এরপর যখন জল উঠে যাবে তখন করাচী বা বম্বের অনেক অনেক স্থান জলের নীচে চলে যাবে।

তোমরা জানো যে আর সব খন্ড শেষ হয়ে যাবে। বিপত্তি আসতে থাকবে। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে যাও। যেমন শ্মশানে যখন অগ্নি সংস্কার সমাপ্ত হয়ে যায়, তার পরে সবাই ফেরে। বাবাও বিনাশের জন্য এসেছেন, তো অসমাপ্ত রেখেই কি চলে যাবেন নাকি? আগুন লাগানোর পর যখন সম্পন্ন হয়ে যায়, তখন আর বসে কি করবে? আগুন তো নিভবে না, সবাই চলে যাবে। সবাইকে সাথে নিয়ে যাবেন। হবে তো অবশ্যই। বুঝতে তো সবাই পারে কিন্তু সময়ের ভুল হিসাবের কারণে অনেক লম্বা সময়কাল দেখিয়ে দিয়েছে। বাচ্চারা তোমাদেরকে গীতার ওপরেই বোঝাতে হবে। এটা হল গীতা এপিসোড, যাতে দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপিত হচ্ছে। সেখানে একটিই ধর্ম হবে, বাকি সব ধর্মের বিনাশ হয়ে যায়। কেবল এই গীতাই রয়েছে, যা হল ভগবানের গাওয়া গান। মানুষ তো ভক্তিমার্গের জন্য বসে বসে শাস্ত্র বানিয়েছে। এই রকম এই রকম পয়েন্টস ধারণ করে তারপর শোনানো উচিত। বলে, বাবা ভুলে যাই, ধারণ হয় না। বাবা বলেন তাহলে আর কি করব! রাজধানী স্থাপন হয়ে থাকে। এতে তো নম্বর অনুসারে সব রকমের মানুষ চাই। সকলের উপরে কৃপা করবার মতো শক্তি হলে বাবা স্বর্গের মালিক সবাইকেই বানিয়ে দেবেন। কিন্তু না। তারা তো তৈরীই হয় নম্বর ক্রমিক। এটা যে কেউই বুঝতে পারবে যে, ভগবান এসেছেন। ভগবান অবশ্যই স্বর্গের সওগাত নিয়ে যাবেন। নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে এসেছেন তিনি, তবে তো সঙ্গমযুগেই আসবেন, নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে। তোমরা শোনো আর নিশ্চয়ের আধারে পুরুষার্থ করতে থাকো।

যার নিশ্চয়ই নেই, তার কখনো সংশোধন হবে না, তা সে যত চেষ্টাই করো না কেন। তো বাবার অবতরণের পয়গাম বা বার্তা সকলকে দিতে হবে। ম্যাসেজ দিতে হবে। যত দিন যাবে সংবাদপত্রে এই খবর এসেই যাবে। যেমন তোমাদের নাম বদনাম সংবাদপত্রের দ্বারাই হয়েছিল, সুনামও এই সংবাদপত্রের দ্বারাই হবে। দুনিয়াও হল অনেক বড় - সব জায়গায় তো বাচ্চারা তোমরা পৌঁছাতেও পারবে না। কতো কতো শহর, কতো কতো ভাষা রয়েছে ! সংবাদপত্রের দ্বারা সব জায়গায় খবর পৌঁছে যায়। যে কেউ এসে বলবে পরে যে - হ্যাঁ, সংবাদপত্র পড়েই এই খবর জেনেছি। তো তোমাদের নাম সংবাদপত্রের দ্বারাই হবে। এই রকম ভেবো না যে সব দিকেই তোমাদেরকে যেতে হবে। তাহলে তো না জানি কত সময় লেগে যাবে। সংবাদপত্রের দ্বারাই অ্যাকিউরেট শুনবে। তোমরা তো বলেও থাকো যে, বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে পাপ মোচন হয়ে যাবে। সংবাদপত্রে তো আসতেই হবে। এখন তোমাদের নাম প্রখ্যাত হবে, তারপর বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। যেমন কল্প পূর্বেও জানতে পেরেছিল, সেই রকমই সময় এলেই জানতে পারবে। সবাই ম্যাসেজ পেয়ে যাবে। বিভিন্ন উপায়েই তা হবে। অনেক সাংবাদিক সংবাদপত্রে ছাপবে। কারো বুদ্ধিতে বসবে আর পেপারে দিয়ে দেবে। সব ধর্মের মানুষই জানতে পারবে। তবেই তো বলবে - অহো প্রভু তোমার লীলা। পরের দিকে বাবার স্মরণ সকলেরই আসবে, কিন্তু কিছুই করতে পারবে না। এটা হল খেলা। এই খেলাকে সবাই জেনে যাবে। ৮৪ চক্রের খেলা সব খবরের কাগজে চলে আসবে। যেখানেই যাও - খবরের কাগজ তো সব জায়গাতেই রয়েছে। সংবাদপত্রের দ্বারা আওয়াজ তো পৌঁছাতে হবে, তাই না? তোমাদের এই সব কথা তো হল সর্বোচ্চ। বিনাশের সময়ও তো ড্রামার প্ল্যান অনুসারে অবশ্যই আসতেই হবে। যেমন কল্প পূর্বে জানতে পেরেছিল, এখনও জানতে পারবে। ধীরে-ধীরে স্থাপনা হতে থাকবে তাই না! সঙ্গমযুগ মনে পড়লে স্বর্গও স্মরণে আসবে। স্বর্গকে স্মরণ করো আর মন্মনাভব, বাবাকেও স্মরণ করো তবে তরী পার হয়ে যাবে। পতিত দুনিয়াতে অনেক দুঃখ, পবিত্র দুনিয়াতে অনেক সুখ। দেখো বাবা কীরকম সওগাত নিয়ে আসেন। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) ঈশ্বরীয় পাঠকে ভালো ভাবে পড়ে উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে হবে। বিপত্তি আসার পূর্বে নতুন দুনিয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

২) নিজেকে সংশোধন করবার জন্য নিশ্চয়বুদ্ধি হতে হবে। বাণীর উর্ধ্ব বাণপ্রস্থে যেতে হবে, সেইজন্য এই দুঃখধামকে ভুলে শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* যে কোনো পরিস্থিতিতে ফুলস্টপ লাগিয়ে আশীর্বাদের অধিকার প্রাপ্তকারী মহান আত্মা ভব মহান আত্মা সে যার মধ্যে নিজেকে বদলবার শক্তি রয়েছে আর যে, যে কোনো পরিস্থিতিতে ফুলস্টপ লাগানোর ব্যাপারে নিজেকেই আগে অফার করে - "আমাকে করতে হবে, আমাকে বদলাতে হবে", এইরূপ যারা অফার করে, তারা তিন প্রকারের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে - ১) নিজেকেই নিজে আশীর্বাদ করা অর্থাৎ খুশীর অনুভব করা। ২) বাবার থেকে ৩) ব্রাহ্মণ পরিবারের থেকে। সেইজন্য অমনোযোগিতাকে আসতে দিও না যে, এসব তো হয়ই, কোনো ব্যাপার না...। ফুলস্টপ লাগিয়ে অমনোযোগিতাকে পরিবর্তন করে অ্যালার্ট হয়ে যাও।

\*স্লোগানঃ:-\* সংকল্প গুলির একাগ্রতার দ্বারাই শ্রেষ্ঠ পরিবর্তনে ফাস্ট (দ্রুত) গতি আসতে পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এ হল পূজ্য আর পূজারী, জ্ঞান আর ভক্তির ওয়ান্ডারফুল খেলা, তোমাদেরকে এখন পুনরায় সতোপ্রধান পূজ্য হতে হবে, পতিত-ভাবের লক্ষণগুলিও সমাপ্ত করতে হবে”

\*প্রশ্নঃ - বাবা যখন আসেন তখন কেমন দাঁড়িপাল্লা বাচ্চাদেরকে দেখান?

\*উত্তরঃ - জ্ঞান আর ভক্তির দাঁড়িপাল্লা। যার একটা পাল্লা হল জ্ঞানের আর অন্যটি হল ভক্তির। এখন জ্ঞানের পাল্লা হাল্কা আর ভক্তির পাল্লা ভারী। ধীরে-ধীরে জ্ঞানের পাল্লা ভারী হতে থাকবে তারপর সত্যযুগে কেবল একটাই পাল্লা থাকবে। সেখানে এই দাঁড়িপাল্লার দরকারই নেই।

ওম্ শান্তি । আত্মিক পিতা নিজের মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বাচ্চাদেরকে জ্ঞান আর ভক্তির রহস্য বোঝাচ্ছেন। এটা তো এখন বাচ্চারা জানে যে অবশ্যই বাবা এসেছেন আর আমাদেরকে পুনরায় পূজ্য দেবী-দেবতা বানাচ্ছেন। যারা আসুরিক সম্প্রদায় হয়ে গেছে, তারা এখন পুনরায় দৈবী সম্প্রদায় হচ্ছে অর্থাৎ এখন ভক্তির চক্র সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাও এখন বোধগম্য হয়েছে যে ভক্তি কবে থেকে শুরু হয়েছে? রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছে! কবে অবসান হয়! পুনরায় রাম রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়! বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী আছে। অবশ্যই চারটি যুগ বিদ্যমান। এখন সপ্তম যুগের চক্র বা ড্রামা চলছে। এই সব কথা আমাদের বুদ্ধিতে আছে। কাদের বুদ্ধিতে আছে? আমাদের, প্রজাপিতা ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণদের বুদ্ধিতে আছে। কারোর নাম তো বলবে তাই না। ব্রাহ্মণ ছাড়া মুখ থেকে আর অন্য কোনও নাম বেরিয়ে আসে না। এই খেলা এইরকমই তৈরী হয়ে আছে - ব্রাহ্মণ তারপর দেবতা, ঋগ্বেদ... এইভাবে এই চক্র পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। বাচ্চারা তোমরা এখন স্মরণের যাত্রা শিখছো বা পতিত থেকে পাবন হয়ে উঠছো। বোঝাতেও হবে এমন ভাবে - এখন আমরা রাম রাজ্যের স্থাপনা করছি তো অবশ্যই পূর্বে রাবণ রাজ্য ছিল। এটাও প্রমাণিত হয় যে এখন হল রাবণ রাজ্য, তো বৃক্ষ অনেক বড়। এখন আমরা পূজ্য দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপনা করছি তাই পুরানো ঝাড় শেষ হয়ে নতুন ঝাড়ের স্থাপনা হচ্ছে। এই হিসেব-নিকেশও বাচ্চারা জানে। আমরা স্বয়ং পূজ্য সতোপ্রধান ছিলাম পুনরায় ৮৪ জন্ম পর তমোপ্রধান হয়েছি। পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছিলাম পুনরায় রিপোর্ট করতে হবে। এটা তো খুবই সহজ বোঝার বিষয় যে এই চক্র কিভাবে আবর্তিত হয়ে আসছে। যেরকম অ্যাক্টর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভূমিকা পালন করে তাই না। তো এটা হল অসীম জগতের রহস্য উন্মোচন, জ্ঞান আর ভক্তির রহস্য উন্মোচন বুদ্ধিতে ভালো ভাবে ধারণ হয়ে গেছে। আমরাই পূজ্য সত্যযুগী দেবতা ছিলাম পুনরায় আমরাই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে পূজারী হচ্ছি। রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছে। সঠিক তিথি তারিখ তোমরাই জানো। আমি পুনর্জন্ম নিয়ে এইরকম এইরকম হয়ে ছিলাম। প্রথমে আমরা সূর্যবংশী দেবতা ছিলাম, তারপর চন্দ্র বংশী হয়েছিলাম... এখন পুনরায় ব্রাহ্মণ বংশী হয়ে পুনরায় আমরা দেবতা তৈরী হই। এখন আমরা হলাম ব্রাহ্মণ বংশী বা ঈশ্বরীয় বংশী। তোমরা সবাই জানো যে আমরা সবাই হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান এইজন্য ব্রাদার্স বলে থাকে। বাস্তবে তো ব্রাদার্স হয় মূলবতনে, পুনরায় ভূমিকা পালনের জন্য নিচে আসতে হয়। এটা তো বাচ্চারা জানে যে - আমরাই শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে পড়াশোনা করে সেই সংস্কার নিয়ে যাই। আমরাই সেই দেবী-দেবতা হই। গতকাল আমরা শূদ্র ছিলাম - আজ আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি আবার আগামীকাল আমরা দেবতা হবো। বাচ্চাদেরকে এই রহস্য বোঝাতেও হয়। সবাইকে জাগ্রত করতে হবে। এই জ্ঞান তোমরা যে কাউকে বোঝাতে পারো যে নতুন দুনিয়া সত্যযুগ, এই পুরানো দুনিয়া হল কলিযুগ। এখানে কোথাও সুখ নেই। বাচ্চারা বোঝে যে যখন এই ঝাড় নতুন ছিল তখন আমরা সবাই দেবী-দেবতা ছিলাম, অনেক সুখ ছিল পুনরায় চক্র আবর্তিত করতে করতে দুনিয়া পুরানো হয়ে গেছে। মানুষও সংখ্যায় অনেক বেড়ে গেছে তো দুঃখও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে সত্যযুগে তোমরা কতো সুখী ছিলে! সদা সুখী তো কেউ থাকতে পারে না। পুনর্জন্ম অবশ্যই নিতে হবে। পুনর্জন্ম নিতে নিতে নিচে নামতে নামতে ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। পুনরায় নতুন করে চক্রের পুনরাবৃত্তি হবে। জ্ঞান আর ভক্তি। অর্ধেক কল্প হল দিন নতুন দুনিয়া আবার অর্ধেক কল্প হল রাত পুরানো দুনিয়া। এই পড়া স্মরণ করতে হবে। শিব বাবাকেও স্মরণ করতে হবে। টিচারেরও সব স্মরণে থাকে তাই না। তোমরা বলে থাকো যে বাবার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান আছে। তোমরাও বুঝতে পারো যে আমরা যারা পাবন পূজ্য দেবতা ছিলাম, আমরাই এখন পূজারী পতিত হয়ে গেছি। সতোপ্রধান, সতঃ, রজঃ, তমঃ - তোমরা ড্রামার এই হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বুঝতে পারো। এই পূজ্য আর পূজারীর খেলা তৈরী হয়ে আছে। নিজের সাথে এমন-এমন কথা বলো। সতোপ্রধান হওয়ার জন্য মুখ্য হল জ্ঞান আর যোগ। জ্ঞান হল সৃষ্টি চক্রের আর যোগের দ্বারা আমরা পবিত্র হই। কত সহজ বিষয়। যে কাউকে বোঝাতে পারো। যেরকম বাবা বোঝাচ্ছেন তাই না। বাবা কেবল

বাইরে বোঝাতে যান না, কেননা বাবা এনার সাথে আছেন তাই না। সঙ্গতির বিষয়ে তো কেউ কিছুই জানে না। সঙ্গতির বিষয়ে তো তখন বুঝবে যখন সঙ্গতি দাতাকে চিনবে। তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসারে জানে। তোমরা বুঝতে পারো আর অন্যদেরকে বুঝিয়েও থাকো। মূল কথা হল পতিত থেকে পাবন হওয়ার। স্মরণের দ্বারাই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে থাকবে। এখানকার বাচ্চা বা বাইরের বাচ্চারা বলে যে যোগ কি করে লাগাবো? পতিত থেকে পাবন হওয়ার যুক্তি কি? কেননা এতেই সবাই বিমর্ষ হয়ে আছে। তো বোঝাতে হবে যে এই খেলা হল জয়-পরাজয়ের যা পূর্ব নির্ধারিত। ভারতই পতিত থেকে পাবন আর পাবন থেকে পতিত হয়। অর্ধেক কল্প হল জ্ঞান অর্থাৎ পাবন, অর্ধেক কল্প হল ভক্তি অর্থাৎ পতিত। এখন পুনরায় পতিত থেকে পাবন হতে হবে। এই স্মরণের যাত্রা হল প্রাচীন এবং সর্বজনবিদিত। তারা তো শারীরিক যাত্রা জন্ম-জন্মান্তর ধরে করে নিচের দিকে নামতে হতে থাকেছে। এমন নয় যে সেই যাত্রা করে পবিত্র হয়েছে। পবিত্র করেন এক বাবা। তিনি এক বারের জন্যই আসেন। শিববাবার পুনর্জন্ম বলা হয় না। মানুষকেই ৮৪ জন্মের চক্রে আসতে হয়।

বাবা বলেন যে এই কাহিনী হল অত্যন্ত সহজ। কেবল চরিত্র অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। যখন তোমরা দেবতা ছিলে তখন তোমাদের ফার্স্ট ক্লাস ক্যারেক্টার ছিল, তারপর ধীরে ধীরে তোমাদের ক্যারেক্টার বিগড়ে যেতে লাগলো। রাবণ রাজ্যে তো এখন একেবারেই বিগড়ে গেছে। অর্ধেক কল্প ভক্তিমার্গে পতিত হওয়ার জন্য হাহাকার শুরু হয়ে যায়। পাবন শিবালয় থেকে পুনরায় পতিত বেশ্যালয় হয়ে যায়। রাবণের জয় হয়। কেউ চেষ্টাই করে না যে রামরাজ্য কিভাবে হবে। বাবাকেই আসতে হয়। এটাও ড্রামা, পূর্বেই তৈরী হয়ে আছে। রাবণ রাজ্যে আমরা নিচে নামতে থাকেছি, এখন পুনরায় উত্তরণ করতে হবে। বাবা এসে জাগ্রত করেন, কেননা সবাই ভক্তিতে ঘুমিয়ে আছে। বাবা এসে গেছেন তবুও ঘুমিয়ে আছে। বাবা আসেনই অন্তিম সময়ে যখন সবাই অজ্ঞান নিদ্রায় শুয়ে থাকে। যেরকম বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জানেন, তোমরাও জানো। এত সব বাচ্চা বাবার থেকে শেখে তাই না। এক বাবার থেকে শিখে তারপর অন্যদের শেখায়, বৃদ্ধি করে। কল্প পূর্বেও তোমাদেরকে মনুষ্য থেকে দেবতা বানিয়েছিলাম। এখনও তোমাদেরকে দেবতা অবশ্যই হতে হবে। তথাপি কেউ হাঙ্কা পুরুষার্থ করে কেউ আবার তীর পুরুষার্থ করে। নশ্বরের ক্রম তো আছে তাই না। কারো আবার ডাল (বোকা) বৃদ্ধি। লৌকিক স্কুলেও নশ্বরের ক্রমানুসারে থাকে তাই না। সেখানকার পড়াতেও তো বি.এ, এম.এ ইত্যাদি অনেক রকম ক্লাস থাকে। কত মানুষ পড়াশোনা করে। সমগ্র দুনিয়াতে কতো মানুষ এম.এ পড়ছে। ভারতবাসীরা কতো সময় ধরে পড়াশোনা করছে। কেউ টিচার হয়, কেউ অন্য কিছু হয়। জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। আচ্ছা যদি মারা যায়, তাহলে পুনরায় নতুন জন্ম নিয়ে পড়াশোনা করতে হয়। সেখানে সত্যযুগে এম.এ ইত্যাদির কোনো পড়াশোনা নেই। এই সব এই সময়ের জন্যই ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। যারা এখন পড়ছে, তারা পুনরায় পরের কল্পেও পড়বে। সেখানে এই পুস্ত্যাকাদি কিছু হয় না। যেটা ভক্তি মার্গে হয় সেটা জ্ঞান মার্গে হয় না। ভক্তি মার্গে সেটাই পড়ানো হয়, যেটা অতীতে ঘটেছে। বাবা বলেছেন যে - কবে থেকে রামরাজ্য, কবে থেকে রাবণ রাজ্য হয়, পুনরায় আমরা কিভাবে নিচে নেমেছি, তোমাদের বুদ্ধিতে এইসব রহস্যযুক্ত কথা ভালোভাবে ধারণ হয়ে গেছে।

তোমাদেরকে এখন উচ্চ থেকে উচ্চতর হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। কিন্তু রাজধানীতে সবাই একই রকম হয় না। কেউ তো খুব ভালো ভাবে পুরুষার্থ করতে থাকে, পবিত্র হওয়ার জন্য দিব্যগুণ ধারণ করতে থাকে। তোমাদের ঈশ্বরীয় রেজিস্টারও আছে। নিজেকে চেক করতে হবে যে, আমার মধ্যে কোনও অপগুণ নেই তো? গাইতে থাকে আমরা নির্গুণ, আমাদের কোনও গুণ নেই। সবাই মনে করে যে তাদের নিজেদের মধ্যে অপগুণ আছে, যখন আমাদের মধ্যে সর্বগুণ ছিল তখন আমরা সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পন্ন ছিলাম, আমাদেরই রাজ্য ছিল। চিত্রও আছে। সেখানে এই মন্দির ইত্যাদি থাকবে না। সেখানে ভক্তি মার্গের চিহ্নও থাকবে না। ভক্তি মার্গে আবার জ্ঞানের ছিঁটেফোঁটাও নেই। এটাও তোমরা নশ্বরের ক্রমানুসারে জানো। যে ভালোভাবে পড়ে ধারণ করে তার কোয়ালিফিকেশনও আসতে থাকবে। বুদ্ধিতে আসে যে - বাবা, যাঁর থেকে আমরা বিশ্বের বাদশাহী গ্রহণ করি, আমাদেরকে কতোইনা তাঁর সহায়ক হতে হবে। আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। বাবা এসেইছেন সবাইকে সুখদায়ী বানানোর জন্য। তিনি কখনও কাউকে দুঃখ দেননা। বাচ্চাদেরকেও এতটা উচ্চ (শ্রেষ্ঠ) হতে হবে। বাবা বারংবার বোঝাচ্ছেন, নিজের কাছে নোট রাখো, কাউকে দুঃখ দিইনি তো? বাবা সবাইকে সুখ দেন। আমরাও সুখ দেবো। এই জীবনটাই বাবার সেবায় লাগিয়ে দিয়েছো তাই না। অত্যন্ত মিষ্টি হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কেউ উল্টো পালা বললেও তুমি শান্ত করে দাও। সবাইকে সুখ দাও। সবাইকে সুখের রাস্তা বলে দিতে হবে, তো শান্তিধাম, সুখধামের মালিক হতে পারবে। সুখদায়ী হতে হবে কেননা বাবা হলেন সুখদাতা তাই না। সকলের দুঃখ দূর করে দেন। বুদ্ধিতে আসে যে আমরা অত্যন্ত সুখদায়ী ছিলাম। আমরা যখন সুখে ছিলাম তখন বিকারের নাম লক্ষণ ছিলো না, কেউ কাম কাটারী চালাতো না। সত্যযুগে কেউ কাউকে দুঃখী করে না। বাবা তথাপি বাচ্চাদেরকে বলেন

যে, নিজেকে আত্মা মনে করো। আত্মাকেই পাবন হতে হবে। আত্মাতে কোনও পতিতভাবের লক্ষণ যেন না থাকে। দিন-দিন তোমরা উন্নতি করতে থাকবে। নম্বর ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে তোমরা রাজত্ব পেয়েছিলে। সেটাই পুনরায় প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করছো। তোমরা দেখছো যে, কে কে কত পুরুষার্থ করছে? কতজনকে আমি সুখ দিয়েছি? বাচ্চারা জানে যে সত্যযুগে আমরা কাউকে দুঃখ দেবো না। কম পুরুষার্থ করলে তো শাস্তি ভোগ করে কম পদ পাবে। অসম্মানিত হতে হবে তাই না। কোনও কোনও বাচ্চা তো অনেক পুরুষার্থ করে। মিউজিয়াম প্রদর্শনীতে কতো পরিশ্রম করে। এই প্রদর্শনী, মিউজিয়াম ইত্যাদিও অনেক বৃদ্ধি হবে। দাঁড়িপাল্লাতে জ্ঞানের দিকে ভারী হতে থাকবে। এক দিকে হল জ্ঞান, অন্যদিকে হল ভক্তি। এই সময় ভক্তির পাল্লা হল অনেক ভারী। একদম নীচে ঠেকে যাচ্ছে। ওজন অনেক ভারী হয়ে একদম মাটিতে ঠেকে যাবে। ভক্তির পাল্লাতে যেন ১০টা বাঘ আর জ্ঞানের পাল্লায় যেন এক পা পড়েছে। তারপর জ্ঞানের দিকটি ভারী হতে থাকবে। সত্যযুগে একটাই পাল্লা থাকে আবার কলিযুগেও একটাই পাল্লা হয়। সঙ্গম যুগে দুইটি পাল্লা হয়। জ্ঞানের পাল্লায় খুব কম। কত হাঙ্কা, তারপর ভক্তি থেকে ট্রান্সফার হয়ে এই জ্ঞানের পাল্লা ভর্তি হতে থাকবে, তখন ভক্তি শেষ হবে। তারপর থেকে একটাই জ্ঞানের পাল্লা থেকে যাবে। দুটি পাল্লা হবেই না। বাবা এসে দাঁড়িপাল্লাতে দেখান। কম বেশীও হতে থাকে। কখনও ওইদিকে, কখনও এইদিকে ভরতি হতে থাকে। যে পাকাপোক্ত হবে সে জানবে যে স্বপনা অবশ্যই হবে। যখন আমাদের রাজ্য হবে তখন সেই রাজ্যে আমরাই থাকবো তখন মূলবতনের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। সেখানে অনেক আত্মা থাকবে তো সেই পাল্লা অনেক ভারী হয়ে যাবে। পুনরায় অর্ধেক কল্প পর দ্বাপরে আসতে থাকবে। এই রীতিতে সৃষ্টি চক্র পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। যখন পতিত হয়ে যায় তখন দাঁড়িপাল্লার দরকারই নেই। দাঁড়িপাল্লার দরকার তখন হয় যখন বাবা আসেন। বাবা দাঁড়িপাল্লা নিয়ে আসেন। ঝাড়ের জ্ঞানও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। প্রথমে কতো ছোটো ঝাড়, তারপর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সব পাতা শুকিয়ে শেষ হয়ে যায় পুনরায় রিপটি হয়। জ্ঞান-জল সিঞ্চনের সাথে সাথেই ছোটো ছোটো পাতা বৃদ্ধি হতে থাকে। ফল প্রদান করে। প্রত্যেক বছর বৃক্ষ খালি হয়ে যায়। সবকিছু নতুন হবে। এখন দেবী-দেবতা ধর্মের একজনও নেই। ছিল অবশ্যই। তাঁদেরই রাজ্য ছিল - কিন্তু কবে? এটা ভুলে গেছে। তোমাদের ব্রাহ্মণদের কুলও দিন-প্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তো এইরকম-এইরকম এই জ্ঞানকে মন্থন করে ধারণ করতে থাকো আর বোঝাতে থাকো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১) এই জীবন বাবার সেবায় লাগতে হবে। অত্যন্ত সুখদায়ী হতে হবে। কেউ উল্টো-পাল্টা কিছু বললে তখন শান্ত থাকতে হবে। বাবার সমান হয়ে সকলের দুঃখ দূর করতে হবে।

২) নিজের রেজিস্টার চেক করতে হবে। দিব্যগুণ ধারণ করে চরিত্রবান হতে হবে। অপগুণ বের করে দিতে হবে।

\*বরদান:-\* স্বদর্শন চক্রের টাইটেলের স্মৃতির দ্বারা পরদর্শন মুক্ত হয়ে মায়াজিত ভব  
সঙ্গম যুগে বাবা স্বয়ং নিজের বাচ্চাদেরকে ভিন্ন-ভিন্ন উপাধি দেন, সেই উপাধিগুলিকে স্মৃতিতে রাখো তাহলে শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে সহজেই স্থিত হয়ে যাবে। কেবল বুদ্ধির দ্বারা বর্ণনা করো না, পরিবর্তে নিজের সিটে সেট হয়ে যাও, যেসকল টাইটেল সেইরকমই স্থিতি হবে। যদি স্বদর্শন চক্রধারীর টাইটেল স্মৃতিতে থাকে তো পরদর্শন হবেই না। স্বদর্শন চক্রধারী অর্থাৎ মায়াজিৎ। মায়া তার সামনে আসার সাহসই রাখবে না। স্বদর্শন চক্রের সামনে কেউই দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

\*স্লোগান:-\* বাণপ্রস্থ স্থিতির অনুভব করো আর করাও তাহলে শৈশবের খেলা সমাপ্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই লাইফ হল মোস্ট ভ্যালুয়েবল (অমূল্য), তোমাদের এই জন্মে কড়ি থেকে হীরে সম হতে হবে, তাই যতখানি সম্ভব বাবাকে স্মরণ করো”

\*প্রশ্ন:- কোন একটি বিষয়ে সাবধান না থাকলে সম্পূর্ণ রেজিস্টার খারাপ হয়ে যায় ?

\*উত্তর:- যদি কাউকে দুঃখ দিয়েছো তো দুঃখ দিলেই রেজিস্টার খারাপ হয়ে যায়। এই বিষয়ে খুব সতর্ক বা সাবধান থাকতে হবে। অন্যকে দুঃখ দেওয়ার অর্থ হল নিজেকে দুঃখী করা। যখন বাবা কাউকে দুঃখ দেন না তো বাচ্চারা তোমাদেরও বাবার সমান হতে হবে। ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করার জন্য এক তো পবিত্র হও, দ্বিতীয় - মনে (মন্সা) -বাণীতে-কর্মে কাউকে দুঃখ দেবে না। গৃহস্থে থেকে খুব মিষ্টি ব্যবহার করো।

\*গীত:- ভাগ্যকে জাগিয়ে এসেছি....

ওম্ শান্তি । তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা নিজের কেমন ভাগ্য নির্মাণ করে এসেছি। এখন পুনরায় নতুন দুনিয়ার জন্য আমরা ভাগ্য নির্মাণ করছি। এই কথাও জানো ওটা হল জাগতিক জগতের যুদ্ধ, তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে রুহানী যুদ্ধ ক্ষেত্রে । নতুন দুনিয়ার মালিক হওয়ার জন্য, রাবণকে পরাজিত করার জন্য তোমরা এই যুদ্ধ স্থলে আছো, বাবা এই সময় সম্মুখে বসে বোঝাচ্ছেন তাই ভালো লাগছে, বাইরে গিয়ে অনেক ভালো ভালো পয়েন্টস ভুলে যাও। তোমরা নিস্বেজ হয়ে যাও। বাবা হলেন শ্রীমৎ প্রদানকারী। নতুন দুনিয়ার স্বরাজ্য প্রদান করী। স্ব অর্থাৎ আত্মা বলে প্রথমে আমার ছিল গাধাগিরি, এখন রাজত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে। সেটাকে গাধাগিরি বলা হয় কেন ? গাধার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, কারণ গাধাকে শৃঙ্গার করে ধোপা কাপড়ের বোঝা রাখে আর গাধা ধুলো মাটি দেখলে তো সেই মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। তো এখানেও বাবা এসেছেন, বাচ্চাদেরকে স্বরাজ্য প্রদান করতে। শৃঙ্গার করেন। (জ্ঞানের পথে) চলতে চলতে আবার মায়ার ধূলায় পড়ে গিয়ে সম্পূর্ণ শৃঙ্গার নষ্ট করে দেয়। বাচ্চারা নিজেরাও বোঝে যে বাবা আমাদেরকে খুব সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত করেন। তারপর মায়ী এমন প্রবল যে আমরা ধূলায় গড়াগড়ি খেয়ে সব সাজ নষ্ট করে দিই। সবচেয়ে বড় ধূলা হল বিকারের। তোমাদের যুদ্ধ বিশেষ ভাবে এই বিকারের সাথে । বাবা বলেন কাম বিকার হল মহাশত্রু। কীভাবে শত্রু হল, সে কথা কেউ জানেনা। বাবা আমাদের স্বরাজ্য দিয়েছিলেন, এখন সব হারিয়েছি। বাবা পুনরায় এসে বিকার গুলি পরাজিত করার যুক্তি বলে দেন। বাস্তবে তোমাদের লড়াই হল কাম বিকার রূপী মহাশত্রুর সঙ্গে। এখন বাবা বলেন যে কামী থেকে নিষ্কাম হও। নিষ্কাম অর্থাৎ যার কোনো কামনা নেই, যার মধ্যে কোনও বিকার নেই তাকে নিষ্কাম বলা হবে। বাবা কাম বিকারের উপরে জয় লাভ করান। কেউ জানেনা যে এই রাবণের রাজ্য কবে শুরু হয়েছে। জগন্নাথের মন্দিরে দেবতাদের খুবই খারাপ চিত্র অঙ্কিত আছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দেবতাদের, বামমার্গে গমন হওয়াতেই মানুষ কামী হয়ে যায়। এখন তোমরা কামী মানুষ থেকে নিষ্কাম দেবতা স্বরূপে পরিণত হও। তোমাদের যুদ্ধ একেবারে পৃথক। বাবা এই নোংরা ছিঃ ছিঃ দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য অনুভব করান।

তোমাদের এই জীবন হল মোস্ট ভ্যালুয়েবল (অমূল্য), এতেই কড়ি থেকে হীরে সম হতে হবে। সবটাই হল বুদ্ধির কথা। তোমাদের, বাবার স্মরণে থাকতে হবে। আজকাল তো মানুষের মৃত্যুর জন্য অনেক বোমা তৈরি হয়েছে। মানুষ তো কোনও অপরাধ করেনি। আগেকার দিনে যুদ্ধ সর্বদা খোলা ময়দানে শহরের থেকে দূরে হত তারপর বিজয় লাভ করে শহরের ভিতরে প্রবেশ করত। আজকাল তো দেখো যেখানে ইচ্ছে সেখানে বোমা নিক্ষেপ করে দেয়। বাচ্চাদের যেখানেই যেতে আসতে হবে বাবার স্মরণে থেকে অন্যদের স্মরণ করাতে হবে। তোমাদের তো ব্রাহ্ম খুলতেই থাকবে। দান কি করতে হবে, সে বিষয়টিও তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো। উত্তম থেকেও উত্তম দান হল অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান। ঘরে ঘরে তোমরা এই হসপিটাল খুলে দাও। তোমাদের হসপিটালে ওষুধ ইত্যাদি কিছুই নেই, শুধুমাত্র বাবার পরিচয় দিতে হবে যে, উঠতে বসতে বাবাকে স্মরণ করো। এমন নয় যে এক জায়গায় বসে থাকতে হবে। সে তো যখন কেউ স্মরণ করে না তখন তাকে সংগঠনে বসানো হয়, যাতে সংগঠনে শক্তি প্রাপ্ত করে। সুসঙ্গে উন্নতি কুসঙ্গে অবনতি হয়। বাইরে গিয়ে যদিও ভুলে যায়। বাবা বুঝিয়েছেন, সকালে উঠে বাবাকে স্মরণ করো, স্মরণের চার্ট রাখো। ভারতের প্রাচীন যোগ খুব বিখ্যাত। অনেক জায়গায় যোগ আশ্রম আছে। সেসব স্থানে হঠযোগ শেখানো হয়, তাতে কোনো লাভ নেই। তাকে হঠযোগ বলা হয়। রাজযোগ মানুষ মানুষকে শেখাতে পারে না। বিদেশে যায় ভারতের প্রাচীন যোগের শিক্ষা প্রদান করতে। কিন্তু সেসব হল মিথ্যা, ঠগ। সর্বোৎকৃষ্ট সন্ন্যাস হল তোমাদের। তোমরা পুরানো দুনিয়ার সন্ন্যাস কর। এই সন্ন্যাস বাবা স্বয়ং এসে

শেখান। বাবা বলেন বুদ্ধি দ্বারা পুরানো দুনিয়ার সন্ধ্যাস করো। তোমাদের গৃহস্থে থেকে পবিত্র থাকতে হবে। ৫ বিকারের সন্ধ্যাস করতে হবে, তার জন্য তোমরা যুক্তি প্রাপ্ত করে থাকো। অনেক জন্মের পাপের বোঝা যা মাথার উপরে আছে বা এই জন্মে যা পাপ কর্ম হয়েছে সেসব থেকে মুক্ত হবে কীভাবে? তার প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে করবে? বাবা বলেন কল্প কল্প বাচ্চারা, তোমাদের আমি বুদ্ধিযেছি - বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং চক্রকে বুদ্ধিতে ঘোরাতে হবে। তোমাদের স্বদর্শন চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। এই চক্রের দ্বারা তোমাদের সর্ব পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়। স্বদর্শন চক্রের মহিমা অনেক। তারা যদিও দেখিয়েছে শ্রীকৃষ্ণ স্বদর্শন চক্র চালিয়েছেন, অনেকের মৃত্যু হয়েছে। সেসব হল গল্প কথা (দন্ত কথা)। বাচ্চারা তোমাদের সেসবের অর্থ বোঝানো হয়েছে।

বাবা বাচ্চাদের বোঝান - এক তো কাউকে দুঃখ দেবে না। বাবা কখনও কাউকে দুঃখ দেন না অতএব বাচ্চারা, তোমাদেরও এমন হতে হবে। অন্যকে দুঃখ দেওয়া অর্থাৎ নিজেকে দুঃখ দেওয়া। কাউকে দুঃখ দেওয়া অর্থাৎ নিজের কর্মের খাতা খারাপ করা, এতেই খুব সতর্ক থাকতে হবে। এমন কোনো পাপ কর্ম করবে না, যাতে রেজিস্টার খারাপ হয়। বাচ্চারা লেখে যে বাবা আজ আমার দ্বারা এই ভুল কর্ম হয়েছে। অমুকের উপরে ক্রোধ করেছি। আজ আমি পতিত হয়েছি। বাবা আমার তাদের প্রতি মোহ আছে। এমন অনেক রিপোর্ট আসে। তখন তাদেরকে বোঝানো হয়। তোমাদের প্রতিজ্ঞা হল এই যে, বাবা আপনি যখন আসবেন তখন আমরা আপনার সাথে বুদ্ধিযোগ রাখবো। নষ্টমোহ হবে। সন্ধ্যাসী তো ত্যাগ করে চলে যায়। প্রাপ্তি যদিও কিছুই হয় না। তোমাদের তো অনেক প্রাপ্তি হয় তাই নষ্টমোহ পুরোপুরি হতে হবে। ভালোবাসা একমাত্র বাবার প্রতি রাখো। তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। এমন অনেকেই আছে যারা বাবার স্মরণে চোখের জল ফেলে এমন বাবার নৈকট্য থেকে আমরা বঞ্চিত কেন? আমরা তো এক শিববাবার স্মরণেই যেন থাকতে পারি। এখানে বিশাল প্রাপ্তি। বাইরের সংসঙ্গ গুলিতে অনেকে যায়। প্রাপ্তি তো কিছুই নেই। তারা তো এমন করে বোঝায় না কাউকে যে কাম বিকার হল মহাশত্রু। মানুষ, মানুষকে রাজযোগ শেখাতে পারে না। হ্যাঁ, যদি কেউ রাজা হয়, তা অল্পকালের সুখের জন্য। অনেক দান পুণ্য করে গরিব মানুষকে, তাতে রাজার কাছে জন্ম লাভ হয়। এখানে তো তোমাদের ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন এক তো পবিত্র হও, দ্বিতীয় মন-বাণী-কর্মে কাউকে দুঃখ দেবে না। তা নাহলে দণ্ড ভোগের নিমিত্ত হবে কারণ এখানে ধর্মরাজ বসে আছেন, উনি হলেন বাবার রাইট হ্যান্ড। তোমাদের রেজিস্টার খারাপ হয়ে যাবে। দণ্ড ভোগের নিমিত্ত হয়ে পড়বে। মুখে বললে, ইন্ড্রিয়ের দ্বারা কোনও বিকর্ম করলে সে তো কর্মে পরিণত হয়ে যাবে। বাবা বলেন কর্মে পরিণত হতে দেবে না। ঝড় তুফান যতই আসুক তবুও খুব মিষ্টি হয়ে থাকতে হবে। ক্রোধ যুক্ত মানুষের সঙ্গে ক্রোধের বশীভূত হওয়া উচিত নয়। সদা হাসি যেন মুখে থাকে। ক্রোধের বশে মানুষ কটু কথা বলে। বুঝতে পারে ক্রোধ রূপী ভূত এসেছে। জ্ঞানের দ্বারা বোঝাতে হবে। গৃহস্থে তোমাদের ব্যবহার খুব মধুর হওয়া উচিত। অনেকের জন্য বলা হয়ে থাকে আগে তো অনেক ক্রোধের বিকার ছিল, এখন অনেক মিষ্টি হয়ে গেছে। মহিমা বর্ণনা করে। কেউ আবার পবিত্রতার বিষয়ে ক্রোধ যুক্ত হয় যে বিকার ছাড়া সৃষ্টি কীভাবে চলবে। সন্ধ্যাসীরা তো বিকার গ্রস্ত হয় না তাদের ব্যাপারে কি বলবে? পবিত্র হওয়া তো ভালো তাইনা। এখানে তো ঘর পরিবার পরিত্যাগ করানো হয় না। সবার সঙ্গে খুব মিষ্টি হয়ে থাকতে হবে। একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তিনি হলেন রচয়িতা, আমরা হলাম রচনা। অসীম জগতের উত্তরাধিকার পিতার কাছে প্রাপ্ত হয়। ভাই- ভাইয়ের কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে না। গায়নও করে আমরা সব ভাই ভাই। তো অবশ্যই পিতাও থাকবেন, তাইনা। ব্রাদার্স কি থাকতে পারে পিতা না থাকলে? এখন দেখো তোমরা কেমন করে ভাই বোন হয়ে থাকো। উত্তরাধিকার ঠাকুরদার কাছে প্রাপ্ত হয়। তোমরা হলে মুখ বংশী। গায়নও করা হয় প্রজাপিতা। এত সংখ্যায় প্রজা আছে তো নিশ্চয়ই অ্যাডপ্টেড হবে। গর্ভজাত বংশধর হতে পারে না। তোমরা ব্রাহ্মণ পরে দেবতায় পরিণত হও। এই ডিগবাজির খেলা তোমরা খেলো, এই চক্র আবর্তিত হয়, একেই নতুন রচনা বলা হয়। বাচ্চারা তোমাদের ভাগ্য এখন উদয় হচ্ছে। নর থেকে নারায়ণ হতে এসেছে। এটাই হল মুখ্য লক্ষ্য। লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বরূপে পরিণত হচ্ছে। চিত্র সামনে আছে। তাহলে এমন কথা কেন বলো যে, সাক্ষাৎকার হলেই বিশ্বাস করবো। তোমাদের পিতার মৃত্যু হলে তারপর তো তাকে চিত্রেই দেখবে তাইনা, এমন তো বলবে না যে বাবা যেন বেঁচে ওঠেন, বাবার দর্শন হলেই বিশ্বাস করবো। পিতার দর্শন করতে হলে নবধা ভক্তি (ভক্তির পরাকাষ্ঠা, নয় প্রকারের ভক্তি) করো তবেই বাবা সাক্ষাৎকার করিয়ে দেবেন। কিন্তু সাক্ষাৎকার করে কি লাভ হবে? এখানে তো তোমাদের সাক্ষাৎকার হয়, তোমরাই সেই দেবী দেবতা প্রিন্স প্রিন্সেস হবে। সুতরাং এই কথা বুঝতে হবে। তোমাদের এই নেশাতেই থাকতে হবে। তোমরা তো জানো যে এখন রাজধানী স্থাপনা হয়নি। এখন যুদ্ধ হতে পারে না। কর্মাতীত অবস্থা এখনও যে হয়নি। এখন তোমরা দেখবে যে প্রতিটি গুলিতে এই রহনী হসপিটাল কলেজ খুলতে থাকবে। বাবা বুদ্ধির তালা খুলতে থাকবেন। ব্রাহ্মণদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ব্রাহ্মণদেরকে পরে দেবতা হতে হবে। তোমাদের মধ্যেও শক্তি সঞ্চয় হতে থাকবে। এখন ভাষণ শুনে এক দুইজন জ্ঞানে আসে পরে ৫০-১০০ জন জ্ঞানে আসবে। পুরুষার্থ করতে শুরু করে দেবে। হতে তো হবেই, তাইনা। গৃহস্থেও থাকতে হবে।

পরিত্যাগ করা যাবে না। কেউ আবার পরিবার থেকে বেরও করে দেয়। কিন্তু এতে নষ্টমোহও খুব ভালো ভাবে হওয়া উচিত। তাই বাবাও আশ্রয় দেন খুব সাবধানতা অবলম্বন করে। তা নাহলে এখানে এসে বিরক্ত করবে। বাচ্চাদের তো খুব মিষ্টি হতে হবে। তোমাদের জ্ঞান হল গুপ্ত। কানে মন্ত্র দেওয়া হয় তাইনা। তোমরাও অন্যদেরকে বলো শিববাবাকে স্মরণ করো। ভবিষ্যতে শুধুমাত্র বলে দিলেই বুদ্ধিতে বসে যাবে জ্ঞান এবং পুরুষার্থ করা শুরু করে দেবে। ধীরে ধীরে বৃষ্টি আকারে বৃদ্ধি পাবে। বাচ্চাদের তো অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। অন্ধের লাঠি হতে হবে। নম্বর অনুযায়ী তো আছে তাইনা। সবাই তো এক সমান হয় না। হ্যাঁ, সত্যযুগে সব পবিত্র হয়ে যাবে। সেখানে দুঃখের নামটুকুও থাকে না। দীপমালা হয় সত্যযুগে। দশহরা (বিজয়া দশমী) হয় সঙ্গম যুগে। সেখানে তো সর্বদাই হয় দীপাবলী। দীপাবলীর অর্থ হল সব আল্মাদের জ্যোতি জাগ্রত থাকা। এমন নয় সত্যযুগে কোনও দীপাবলী উদযাপন করে, দীপ প্রস্থলন করে। না, সেখানে তো আনন্দোৎসব পালন করে যখন করোনেসন (রাজ্যাভিষেক) হয়। এ'সব হহ জ্ঞানের কথা। প্রত্যেকের আত্মা হয় পরিষ্কার, শুদ্ধ। সেখানে সবাই থাকে পবিত্র। তোমরা আলোক প্রাপ্ত করেছ। বাবার যেমন নলেজ আছে তেমন তোমরা বাচ্চাদেরও নলেজ আছে। বাকি তো সেখানে সবাই পবিত্র থাকে। সুতরাং সেখানে তো সর্বত্রই খুশী থাকে। অতএব বাবা বোঝান বাচ্চার কখনো ভয় পাবে না। তোমাদের এই যুদ্ধ একেবারেই আলাদা। তোমাদের যুদ্ধ হল পুরানো শত্রু রাবণের সঙ্গে। তোমরা মাঝাকে পরাজিত করে জগৎজিত হও। বাবা তোমাদের বিশ্বের মালিক করেন। বাহুবলের দ্বারা কেউ বিশ্বের মালিক হতে পারে না। এখন সময় খুব কম রয়েছে। বিনাশ সামনে রয়েছে। কল্প পূর্বের মতো আমরা রাজযোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করছি গুপ্ত রূপে। কতখানি গুপ্ত এই পড়াশোনা, সে কথা কেউ জানেনা। যারা কল্প পূর্বে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করেছে, তারাই প্রাপ্ত করবে। তাদেরই পুরুষার্থ চলবে। যত বার রাবণকে পরাজিত করতে পারবে ততই স্মরণের শক্তি প্রাপ্ত হবে। বাচ্চাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বাবা বলেন বাচ্চারা, সার্ভিস করতে করতে ক্লান্ত হবে না। কোটিতে কেউ এগিয়ে আসে। তবুও মায়ার চড় খেয়ে ফেল হয়ে যায়। মায়াও সর্বশক্তিমান তো বাবাও হলেন সর্বশক্তিমান। অর্ধেক কল্পের জন্য মায়াও তো জয় করে নেয় তাইনা। অতএব বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং শ্রীমং প্রাপ্ত করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আল্মাদের পিতা ঊঁনার আল্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) সত্য ভালোবাসা যেন এক পিতার প্রতি থাকে। বাকি সকলের প্রতি নষ্ট ষমোহ হতে হবে। মুখের দ্বারা কিস্বা কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও পাপ কর্ম করবে না। রেজিস্টার সদা ঠিক রাখতে হবে।

২) সার্ভিসে কখনও ক্লান্ত হবে না। নিজের সময় নষ্ট করবে না। ঘরে ঘরে রুহানী হসপিটাল খুলে সবাইকে স্মরণের ওষুধ প্রদান করতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* প্রবৃত্তিতে (গৃহস্থে) বাস করে লৌকিকতা থেকে ডিট্যাচ বা নির্লিপ্ত থেকে প্রভু প্রেম প্রাপ্তকারী আসক্তিহীন ভব প্রবৃত্তিতে থেকে এই লক্ষ্য রাখো যে সেবা-স্থানে সেবার অর্থে আছি, যেখানেই থাকো না সেখানকার পরিবেশ যেন সেবা স্থানের মতন হয়, প্রবৃত্তির অর্থ হল পর-বৃত্তিতে বাস করা অর্থাৎ 'আমার' ভাব নেই, বাবার। তাই পর-বৃত্তি। যেই আসুক সে যেন অনুভব করে এরা তো নির্লিপ্ত এবং প্রভুর প্রিয়। কারো প্রতি আসক্তি নেই। বাতাবরণ লৌকিক নয়, অলৌকিক হবে, বলা ও করা সমান হলেই নম্বর ওয়ান হবে।

\*স্লোগানঃ:-\* সদা সম্পদে (খাজানায়) সম্পন্ন এবং সন্তুষ্ট থাকো তাহলে পরিস্থিতি আসবে আর বদলে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

### "ব্রাহ্মণের দুই লক্ষণ - নিশ্চয় আর বিজয়"

আজ বাপদাদা চারিদিকের ব্রাহ্মণ বাম্বাদের বিশেষ দু'টো লক্ষণ দেখছেন। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ নিশ্চয়বুদ্ধি আর নিশ্চয়বুদ্ধি অর্থাৎ বিজয়ী। তাহলে, তোমরা প্রত্যেক ব্রাহ্মণ নিশ্চয়বুদ্ধি কতখানি হয়েছে আর বিজয়ী কতখানি হয়েছে! কেননা, ব্রাহ্মণ জীবনের ফাউন্ডেশন হলো নিশ্চয় আর নিশ্চয়ের প্রমাণ হলো বিজয়। সুতরাং নিশ্চয় আর বিজয় দুইয়ের পার্সেন্টেজ এক নাকি পার্থক্য আছে? বাবা কী রেজাল্ট দেখে থাকবেন? নিশ্চয়ের পার্সেন্টেজ সবাই বেশি অনুভব করে আর বিজয়ের পার্সেন্টেজ নিশ্চয়ের থেকে কম অনুভব করে। যখন কাউকে তোমরা জিজ্ঞাসা করো নিশ্চয় কতটা আছে তখন সবাই বলে ১০০%, আর নিশ্চয়ের লক্ষণ বিজয় কত পার্সেন্ট? এতেও ১০০% বলবে? তোমাদের স্লোগান হলো নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্তী। তাহলে নিশ্চয় আর বিজয়ের মধ্যে ফারাক কেন? নিশ্চয় আর বিজয়, দুই লক্ষণই তো সমান হওয়া উচিত, তাই না? কিন্তু প্রভেদ কেন থাকছে? এর কারণ কী? কোনও ফাউন্ডেশন মজবুত করার সময় সেই জায়গার চারিদিকে অ্যাটেনশন দিয়ে মজবুত করা হয়ে থাকে। যদি চারিদিকের একটা কোণাও দুর্বল থেকে যায় তাহলে সেটা মজবুত থাকবে নাকি নড়তে থাকবে? এই রকমই নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন চারিদিকে অর্থাৎ বিশেষ চার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চয় প্রয়োজন। সেই চার বিষয়ে আগেও তোমাদের বলা হয়েছিল -

এক, বাবার প্রতি সম্পূর্ণ নিশ্চয়। তিনি যেমন, যেমন, যে শ্রীমৎ যেভাবে বাবা দিয়েছেন, সেই বিধিতে যথার্থ জানা, মানা আর চলা।

দুই - নিজের সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ স্বর্গদ্বারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মা স্বরূপকে জানা, মানা আর চলা।

তিন - নিজের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারকে যথার্থ বিধিতে যে যেমন তাকে সেভাবে জানা, মানা আর সাথে চলা।

চার - সম্পূর্ণ কল্পের মধ্যে এই শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম যুগ বা সময়কে এর মহত্ব অনুযায়ী জানা, মানা আর এর সাথে এগিয়ে চলা।

এই চার বিষয়ে যে অটল নিশ্চয়বুদ্ধি আর চারটেতেই পূর্ণ পার্সেন্টেজ আছে তো তাকে বলা হয়ে থাকে সম্পূর্ণ যথার্থ নিশ্চয়বুদ্ধি।

এই চারটেই নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশনের স্তম্ভ। শুধু এক বাবার প্রতি নিশ্চয় থাকে, আর তিন বিষয়ের কোনও স্তম্ভ যদি দুর্বল থাকে, সদা মজবুত না হয়, কখনো নড়ে কখনো অনড় থাকে তাহলে সেই অস্থিরতা তোমাদের পরাজিত বানায়, বিজয়ী হতে দেয় না। যে কোনও অস্থিরতা দুর্বল বানিয়ে দেয় এবং দুর্বল সদা বিজয়ী হতে পারে না। সেইজন্য নিশ্চয় আর বিজয়ের মধ্যে প্রভেদ হয়ে যায়। বাপদাদার সামনে অনেক বাম্বা সিদেসাধা হয়ে আত্মিক বার্তালাপ করে, আমার তো সম্পূর্ণ নিশ্চয় আছে, বাবা আমি আপনার আর আপনি আমার, এটা নিশ্চিত (পাকা), শুধু ১০০ পার্সেন্ট নয়, বরং ৫০০ পার্সেন্ট নিশ্চয় আছে...। কিন্তু অস্থিরতাও আছে। আবার বাবাকে তুষ্ট করার জন্য বলে - আপনি তো আমার তাই না, জোর দেয় (পাকা করিয়ে নিতে চায়)। খুব সরল ভাবে বলে - আমি যেমন, যেমন, আমি আপনার। তাইতো বাবাও বলেন, তোমরা যেমন আছ, যেভাবে আছ তোমরা আমার। কিন্তু বাবা যেমন যেমন তোমাদেরই তো? সাদাসিধে হওয়া ভালো, হৃদয় থেকে সাদাসিধে হও, কিন্তু কথায় আর কর্মে সাদাসিধে হয়ো না। হৃদয়ে ভোলাভালা ভোলানাথের প্রিয়। কথায় ভোলাভালা নিজেকেও ধোঁকা দেয়, অন্যকেও ধোঁকা দিয়ে দেয় আর কর্মে সাদাসিধে নিজেরও ক্ষতি করে তো সেবারও ক্ষতি করে, সেইজন্য হৃদয় থেকে সাদাসিধে হও, পুরোপুরি সেন্ট, এমন ভোলাভালা। সেন্ট অর্থাৎ মহান আত্মা। যাই হোক, কথা বলা বা শোনার ক্ষেত্রে তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়ে শোনো বা বলো। কর্মের ক্ষেত্রে প্রতিটা কর্মের পরিণাম নলেজফুল হয়ে জানো তারপরে করো। এমন নয় যে, হওয়া তো উচিত ছিল না কিন্তু হয়ে গেছে, বলা উচিত ছিল না কিন্তু বলে ফেলেছি। এর থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, কর্মের পরিণাম না জেনেই সরল ভাবে কর্ম করে নাও। এমন ভেবো না যে, আমি সহজ-সরল সেইজন্য এ'রকম হয়ে যায়। এভাবে নিজেকে সরিয়ে দিও না। হৃদয়ে ভোলাভালা সবার প্রিয় হবে।

সুতরাং বুঝেছি কিসে সাদাসিধে হতে হবে? তাহলে নিশ্চয় আর বিজয়কে সমান বানানোর বিধি কী? চারিদিকে, চার বিষয়ে নিশ্চয়ের পার্সেন্টেজ সমান হোক। কিছু কিছু বাচ্চা আরও কী বলে, বলে যে, বাবা আপনার প্রতি আমার নিশ্চয় আছে, কিন্তু আমার নিজের প্রতি এত নিশ্চয় নেই। কখনো নিজের প্রতি নিশ্চয় হয়, কখনো কম হয়ে যায়। সেই সময় তাদের ভাষা কেমন হয়? একই গীত গায় - জানি না, জানি না, জানি না...। জানি না কেন এমন হয়, জানি না আমার ভাগ্য, জানি না বাবার সহায়তা আমি লাভ করতে পারব কি না, জানি না সফলতা হবে কি না! তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান এই নিশ্চয়ে যখন ঘাটতি আছে, তখন জানি না, জানি না-র গীত গাও। আর তৃতীয় ধরণ তখন কী বলে? বলে যে, বাবা আমি তো আপনাকে দেখে সওদা করেছি। আপনি আমার, আমি আপনার। এই ব্রাহ্মণ পরিবারের সাথে আমি সওদা করিনি। ব্রাহ্মণ পরিবার অসঙ্গতিপূর্ণ, আপনি ঠিক। ব্রাহ্মণদের সংগঠনে মিলিয়ে চলা কঠিন, এক আপনার সাথে চলাই সহজ। তো বাপদাদা কী বলবেন? বাপদাদা স্মিতহাসি হাসেন, এমন বাচ্চাদের কাছে বাপদাদার একটা প্রশ্ন আছে, কেননা এমন আত্মারা প্রসন্নচিত্ত থাকে না, অনেক প্রশ্ন করে, সে এ'রকম কেন, এ'রকম হয় কী, সুতরাং তারা প্রসন্নচিত্ত আত্মা নয়, প্রশ্ন চিত্ত আত্মা। বাপদাদাও তাদেরকে প্রশ্ন করেন যে, তুমি-আত্মা মুক্তিধামে থাকবে, নাকি জীবনমুক্তিতে যেতে চাইবে? মুক্তিতে থেকে তারপরে জীবনমুক্তিতে যেতে হবে তো না। তো জীবনমুক্তিতে শুধু বাবা ব্রাহ্মা থাকবেন, নাকি রাজধানী হবে? শুধু ব্রাহ্মা আর সরস্বতী রাজা রানী হবে? জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার পেতে হবে তো না। তোমরা চ্যালেঞ্জ করো যে, আদি সনাতন ধর্ম আর অন্য ধর্মে সবচাইতে বড় প্রভেদ, তারা শুধু ধর্ম স্থাপন করে এবং তোমরা ধর্ম আর রাজ্য দুইয়েরই স্থাপন করছ। এটা পাকা তো না। ধর্মের স্থাপন আর রাজ্যেরও স্থাপন করছ, তাই না। তাহলে রাজ্যে কী থাকবে? এক রাজা, এক রানী থাকবে? এক রাজা রানী আর তুমি এক বাচ্চা অথবা বচ্চি, ব্যস! রাজ্য এ'রকম হয়? সুতরাং আমাকে রাজধানীতে যেতে হবে তা স্মরণে রাখো। রাজধানীতে যাওয়া অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পরিবারের সাথে সন্তুষ্ট থাকা আর অন্য সকলকে সন্তুষ্ট করা, শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধে থাকা। এখন বাপদাদা তোমাদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা মালায় আসতে চাও? নাকি বলবে মালার বাইরে যদি থেকে যাও তবুও ঠিক আছে, কোনো ক্ষতি নেই। মালাতে যেতে চাও? হয় ১০৮-এ যাও, নতুবা ১৬০০০-এ যাও। মালাতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে নাকি নেই? (হাঁ জী) তাহলে এখন ব্রাহ্মণ পরিবার সম্বন্ধে কেন ঘাবড়ে যাও? যখন কিছু ঘটে তখন কেন বলো আমার তো বাবা আছেন। বোনেরা কী করবে? ভাইরা কী করবে? আমি ভাই-বোনের কাছে প্রতিজ্ঞা করিনি, কিন্তু এই ব্রাহ্মণ জীবন শুদ্ধ সম্বন্ধের জীবন, মালার জীবন। মালার অর্থই হলো সংগঠন। ব্রাহ্মণ পরিবার সম্বন্ধে নিশ্চয়ে যদি কোনো সংশয় উৎপন্ন হয়, ব্যর্থ সঙ্কল্প এসে যায় তাহলে তোমাদের সেই নিশ্চয় টেলোমলো করে দেয়। অস্থিরতাই নিয়ে আসে। বাবা ভালো, জ্ঞান ভালো, কিন্তু এই দাদীরা ভালো নয়, টিচার্স ভালো নয়, পরিবার ভালো নয়...। এই বোল কী নিশ্চয়বুদ্ধির বোল? সেই সময় তোমাদের কী বলবে? নিশ্চয়বুদ্ধি বলবে নাকি সঙ্কল্পবুদ্ধি বলবে? ব্যর্থ সঙ্কল্প প্রসন্নচিত্ত বুদ্ধি থাকতে দেয় না, সুতরাং বুঝেছি নিশ্চয়ের বিশেষত্ব কী?

চতুর্থরা কী রকম আত্মিক বার্তালাপ করে? তারা আবার বলে যে, আমরা বুঝি যে এটা শ্রেষ্ঠ সময়, পুরুষোত্তম যুগ, আত্মা পরমাত্মার মিলনের যুগ। এই সব আমরা জানি। তারপরেও আবার কী বলে? এখনো অল্প সময় তো আছেই, এর মধ্যে বিনাশ তো হচ্ছে না, স্থাপনের সময় থেকে এটা বলা হচ্ছে যে বিনাশ হবে, আরেক দীপাবলী আর আসার নয়। বিনাশের কথা তো স্থাপনের সময় থেকে চলছে। বিনাশ বলতে-বলতে কত বছর হয়ে গেছে। এখনো জানা নেই বিনাশ কবে হবে! অল্প একটু অসাবধানতার, আলস্যের, শিথিল পুরুষার্থের ডানলপ বালিশে আরাম করে নিই। সময় মতো ঠিক হয়ে যাবো। বাবাকেও জোর দিয়ে বলে যে আপনি দেখবেন আমরা সময়মতো আমরা অনেক সামনে নশ্বর নিয়ে নেবো। কিন্তু বাপদাদা এমন বাচ্চাদের সদা সাবধান করেন যে, সময়ে জাগা আর সময় অনুসারে পরিবর্তন করা, সেটা কোনো বড় বিষয় নয়। কিন্তু সময়ের আগে যদি পরিবর্তন করো তবে তোমাদের পুরুষার্থে এই পুরুষার্থের মার্কস জমা হবে, যদি সময় হলে করো তখন সময়ের মার্কস প্রাপ্ত হবে, তোমাদের নয়। তো টোটাল রেজাল্টে অসাবধানতা বা আলস্যের নিদ্রার কারণে তোমরা প্রবঞ্চিত হয়ে যাবে। এও কুস্কর্ণের নিদ্রার অংশ। বড় কুস্কর্ণ নেই, ছোট আছে। তারপরে তার কী হয়েছে? নিজেকে বাঁচাতে পেরেছে। বাঁচতে পারেনি তো না! সুতরাং অন্তিম সময়ে নিজেকে ফুল পাসের যোগ্য বানাতে পারবে না। বুঝেছি! কখনো এক ধরনের আত্মিক বার্তালাপ করো, কখনো খুব সাহসেরও করো, কখনো মনভুলানো হাবভাব বা চাতুরীর করো আর কখনো অসঙ্গত ব্যবহারের করো।

আজ এই বর্ষের সীজন সম্পূর্ণ হয়েছে। এটা সমাপ্তি বলা হবে না, সম্পূর্ণ হচ্ছে, সেইজন্য তোমাদের রেজাল্ট শোনানো হচ্ছে। তাহলে এখন তোমাদের কী করতে হবে? চেক করো, ফাউন্ডেশনের চারদিক মজবুত আছে নাকি পরিস্থিতির কারণে চার বিষয়ের মধ্যে থেকে যে কোনটাতে মজবুত হওয়ার পরিবর্তে শক্তিহীন হয়ে যায়? এটা চেক করো। এখন আবার তপস্যা

করতে হবে তো না। আগেও বলেছিলাম যে, ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হবে এবং ভালোবাসার প্রমাণ হলো সমান হওয়া। আরেকটা জিনিস কী করতে হবে! এই বছরের জন্য বাবা তোমাদের হোম ওয়ার্ক দিচ্ছেন। এক ধরনের ওয়ার্ক সম্বন্ধে তো শুনেছ। দ্বিতীয় বিষয় - নিজের চারিদিকের ফাউন্ডেশনকে পোক্ত করো। যখন কোনও বিষয়ে দুর্বলতা হবে না, তখনই মালার দানা হয়ে পূজ্য আত্মা বা রাজ্য অধিকারী আত্মা হবে কারণ যে ব্রাহ্মণ সেই দেবতা হবে। ব্রাহ্মণ হওয়া ব্যতীত দেবতা হতে পারবে না। ব্রাহ্মণদের সাথে চলায় সক্ষম হওয়া অর্থাৎ দৈবী রাজ্যের অধিকারী হওয়া। সুতরাং পরিবারের প্রতি তোমাদের দায়িত্ব পূরণ করতে হবে। অস্থিরতা সমাপ্ত করতে হবে, তখন নিশ্চয় আর বিজয় দুইয়ের সমতা হয়ে যাবে। এ' হলো প্রভেদ মিটিয়ে ফেলার মহামন্ত্র। চারদিকে মজবুত হতে হবে। চার বিষয়েই নিশ্চয়ের পার্সেন্টেজ সমান বানাতে হবে। বুঝেছ! হোমওয়ার্ক স্পষ্ট হয়েছে তো না। তোমরা তো ভালো স্টুডেন্ট, তাই না! নাকি বলবে যে, সেন্টারের হোমে গেছ, প্রবৃত্তির হোমে গেছ আর হোমেই হোম ওয়ার্ক রেখে এসেছ! এ'রকম তো বলবে না তাই না! ইঁশিয়ার স্টুডেন্টের লক্ষণ কীরকম হয়? হোমওয়ার্কেও নম্বর ওয়ান, তো প্র্যাকটিক্যাল পড়াতেও নম্বর ওয়ান কেননা, মার্কস জমা হয়। আচ্ছা বাবা অন্য আর কী রেজাল্ট দেখেছেন? বর্তমান সময়ে বাচ্চাদের দূরকন্মের চতুরতা দেখেছেন। নিজের চাতুরী তো জানবে, তাই না? প্রথম চতুরতা কী দেখেছেন? স্ব-কে দেখা আর পরকে দেখা। স্বদর্শন চক্রধারী হবে কিংবা পরদর্শন চক্রধারী হবে। দুটো বিষয় হলো তো না। মেজরিটি কোন ধরনে ইঁশিয়ার? বাপদাদা আগেও বলেছিলেন যে, কিছু বাচ্চার কাছের নজর খুব তীক্ষ্ণ হচ্ছে আর কিছু বাচ্চার আবার দূরের নজর খুব তীক্ষ্ণ হচ্ছে। কিন্তু মেজরিটির দূরের নজর তীক্ষ্ণ, কাছের নজর খানিক আলগা। তারা দেখতে চায় কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পায় না, তারপরে আবার চাতুরী করে। কী চাতুরী করে? কোনো বিষয় উপস্থিত হলে তারা নিজেকে সেফ রাখার জন্য অন্যদের ব্যাপারে বড় করে স্পষ্টভাবে বলবে। নিজের বড় বিষয়কে ছোট করবে আর অন্যদের ছোট বিষয়কে বড় করবে, এই চাতুরী বাবা মেজরিটির মধ্যে দেখেছেন। অন্য চাতুরী কী দেখেছেন? আজকাল এক বিশেষ ভাষা খুব ইউজ করে যে, আমরা অসত্য দেখতে পারি না, অসত্য শুনতে পারি না, সেইজন্য অসত্য দেখে মিথ্যা শুনে ভিতরে প্রবল চাঞ্চল্য হয়। তো এই ভাষা কী রাইট? যদি তা' অসত্য হয় আর এসব দেখে তোমাদের যদি উত্তেজনা হয় তাহলে উত্তেজনা সত্য নাকি অসত্য? উত্তেজনাও তো অসত্য তো না! আমি করে দেখাবো, এই চ্যালেঞ্জ করা রাইট? এটা সদাসর্বদা স্মরণে রাখো যে, সত্যতার লক্ষণ কী! যদি নিজে সত্য অনুসরণ করে এবং অসত্যকে শেষ করতে চায় তো লক্ষ্য খুব ভালো, কিন্তু অসত্যতা শেষ করার জন্য নিজের মধ্যেও সত্যতার শক্তি চাই। আক্রোশ কিংবা উত্তেজিত হওয়া সেটা কী সত্যতার লক্ষণ? সত্যতার মধ্যে উত্তেজনা আসবে? অতএব, যদি মিথ্যা দেখে আমার রাগ হয়, তবে রাইট তো? কেউ যদি আগুন লাগিয়ে দেয় তাহলে তাপ বোধ হবে নাকি তাপ-ফ্রু হতে পারো? যদি আমাদের নলেজ থাকে যে, এটা অসত্যতার আগুন আর আগুনের তাপ হয় তাহলে প্রথমে নিজেকে সেফ করবে নাকি তাপে যদি অল্প একটু জ্বলেও যায় তো কোনো ব্যাপার নয়, লোকসান নেই। সুতরাং সদাসর্বদা এটা স্মরণে রাখো যে সত্যতার লক্ষণই হলো সত্যতা। যদি তোমরা সত্য হও, সত্যতার শক্তি তোমাদের মধ্যে থাকে তবে সত্যতাকে কখনো ছাড়বে না, সত্যতা প্রমাণ করো কিন্তু সত্যতাপূর্ণ। যদি সত্যতা ছেড়ে অসত্যতাপূর্বক সত্যকে প্রমাণ করতে চাও তবে সেই সত্য প্রমাণ হবে না। তোমরা সত্য প্রমাণ করতে চাও, কিন্তু সত্যতা ছেড়ে যদি সত্যতা প্রমাণ করবে তবে তা' জিদ হয়ে যাবে, প্রমাণ নয়। অসত্যতার লক্ষণ হলো জিদ আর সত্যতার লক্ষণ হলো নির্মান। যে সত্যতাকে প্রমাণ করবে সে সদাসর্বদা নিজে নিরহঙ্কার হয়ে সত্যতাপূর্বক ব্যবহার করবে। বুঝেছ, দ্বিতীয় রকমের চতুরতা! এই রকম চতুর হযো না। সুতরাং এটাও হোম ওয়ার্ক - চাতুরী ছেড়ে নির্মান (নিরহঙ্কারী) হও। পুরোপুরি নির্মান (নিরহঙ্কারী)। আমি রাইট, সে রং, এটা নিরহঙ্কারিতা নয়। দুনিয়ার লোকেও বলে যে, সত্যকে যদি কেউ প্রমাণ করছে তো কিছু না কিছু সমাহিত হয়ে আছে। কিছু বাচ্চার ভাষাই হয়ে গেছে আমি সম্পূর্ণ সত্য বলি, শতকরা ১০০ ভাগ সত্য বলি। কিন্তু সত্যকে প্রমাণ করার আবশ্যিকতা নেই। সত্য এমন সূর্য যে লুকিয়ে থাকতে পারে না। যত প্রাচীরই তার সামনে আসুক, কিন্তু সত্যতার প্রকাশ কখনো আড়ালে থাকতে পারে না। সত্য ব্যক্তি কখনো নিজেকে এটা বলবে না যে, আমি সত্য। বরং অন্যেরা বলবে যে তুমি সত্য। আচ্ছা।

এখন কী করবে? স্ব-পরিবর্তন করো। অন্যের পরিবর্তনের চিন্তা ক'রো না, একে শুভ চিন্তক বলা যায় না। তোমরা আবার বলো, আমি চিন্তা করি না, আমি শুভ চিন্তক তো না! কিন্তু নিজেকে ভুলে অন্যের শুভ চিন্তক হওয়া তাকে শুভ চিন্তক বলা যায় না। সবার সাথে প্রথমে স্ব-এর জন্য হওয়া দরকার। স্ব-এর জন্য নয় অথচ যদি সবার শুভ চিন্তক হতে চেষ্টা করে তবে তির লাগবে না, সফলতা প্রাপ্ত হবে না। প্রথমে স্ব আর স্ব-এর সাথে সবাই, এটাই বাচ্চাদের জন্য বাপদাদার হৃদয়ের ভালোবাসা। ভালোবাসার লক্ষণ হলো কেউ কাউকে ভালোবাসলে তার মধ্যে কখনো কোনও খামতি দেখতে পারে না, কেউ কখনো শুনতে পারে না, তাকেও সম্পন্ন বানাবে। এ' হলো হৃদয়ের প্রকৃত ভালোবাসা। বাপদাদা হৃদয়নিধি, সেইজন্য

হৃদয়ের ভালোবাসা থাকে, প্রত্যেক বাচ্চাকে সমান আর শ্রেষ্ঠ দেখতে চান। পরিশ্রম মূর্ত নয়, বরং সফলতামূর্ত। আচ্ছা।

চারিদিকের সদা নিশ্চয়বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা নিশ্চয় আর বিজয়ের মধ্যে সমতা নিয়ে আসা তীর পুরুষার্থী আত্মাদের, সদা স্বমানে থেকে স্ব-পরিবর্তন আর সকলের পরিবর্তনের যথার্থ কল্যাণের ভাবনা রাখা আত্মাদের, সদা বাবার সমান হয়ে ভালোবাসার প্রমাণ দেওয়া আত্মাদের, সদা যথার্থ আত্মিক বার্তালাপ করে ব্যর্থ বিষয়কে সমাপ্তকারী আত্মাদেরকে হৃদয়নিধি বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

**\*বরদান:-\*** নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তন করে স্ব-পরিবর্তক তথা বিশ্ব পরিবর্তক ভব  
কোনও সঙ্কল্প বা সংস্কার সেকেন্ডে যাতে নেগেটিভ থেকে পজিটিভে পরিবর্তন হয়ে যায় তার জন্য সারাদিনে ট্রাফিক ব্রেকের অভ্যাস চাই, কেননা, ব্যর্থ বা নেগেটিভ সঙ্কল্পের গতি খুব ফাস্ট হয়। ফাস্ট গতির সময়ে পাওয়ারফুল ব্রেক লাগিয়ে পরিবর্তন করার অভ্যাস করো। তখন নিজের ব্যর্থকে পরিবর্তন করে স্ব-পরিবর্তক হতে পারবে তথা নিজের ফুরিস্তা স্বরূপ দ্বারা অনেক আত্মার সুখ-শান্তির বরদান দিতে পারবে।

**\*স্নোগান:-\*** ডামার জ্ঞানকে যারা স্মৃতিতে বজায় রাখে তারাই নাথিং নিউ-র বিধিতে বিজয়ী হতে পারে।

সূচনা:— আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সব রাজযোগী তপস্বী ভাই বোনেরা সন্ধ্যা ৬: ৩০ থেকে ৭: ৩০ পর্যন্ত, বিশেষ যোগ অভ্যাসের সময় নিজের লাইট মাইট স্বরূপে স্থিত হয়ে, ক্রুটিটির মধ্যে বাপদাদার আহ্বান করে, কস্মাইন্ড স্বরূপের অনুভব করুন আর চারিদিকে লাইট মাইটের কিরণ ছড়িয়ে দেওয়ার সেবা করুন। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা আবার রাজযোগ শিখছো, তোমাদের ভগবান আবারও পড়াচ্ছেন, তোমরা রাজত্ব প্রাপ্তির জন্য এই পড়া পড়ছো, তাই নিজের এইম-অবজেক্ট সদা স্মরণে রেখো"

\*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমরা এখন কিসের প্রস্তুতি খুব খুশীর সাথে নিছো ?

\*উত্তর:- তোমরা এখন এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে বাবার কাছে যাওয়ার প্রস্তুতি খুবই খুশীর সাথে নিছো । এক বাবার স্মরণেই যেন এই দেহ ত্যাগ হয়, শ্বাসরোধ (ঘুটকা) হয়ে যেন না আসে - এমন অভ্যাস এখানেই করতে হবে । এখন তোমাদের এই স্টুডেন্ট লাইফ হলো চিন্তামুক্ত জীবন, তাই তোমাদের ঘুটকা ফ্রুফ হতে হবে ।

\*গীত:- রাতের পথিক ক্লান্ত হযো না....

ওম্ শান্তি । আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চারা এখন পড়ছে । স্টুডেন্টরা যখন পড়ে তখন তারা জানে যে, আমরা কি পড়ছি । যিনি পড়ান তাঁকেও জানে আর এইম অবজেক্ট অর্থাৎ উদ্দেশ্য আর প্রাপ্তি কি, তাও খুব ভালোভাবে জানে । তোমরা এখন সবই জানো যে, আমরা মানুষ থেকে দেবতা তৈরী হচ্ছি । এই সময় আমরা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ তৈরী হচ্ছি । তোমরা কি পড়ছো ? রাজযোগ । তোমরা এও জানো যে, আমরা আবারও রাজযোগ শিখছি । অন্য পড়া যারা পড়ে তারা কখনো এমন বলবে না যে, আমরা আবারও পড়ছি । বাচ্চারা, এখানে তোমাদের নিশ্চয় আছে যে, আমরা আবারও রাজযোগ শিখছি । যা পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও শিখেছিলাম । এই জ্ঞান কেবলমাত্র তোমাদের কাছেই আছে । ভগবান আবারও এসে তোমাদের পড়ান । এ তো কোনো কম কথা নয় । বাচ্চারা এও জানে যে, ভগবান এক আর ভক্ত অনেক । এতে সিদ্ধ হয় যে - বাবা একজন আর বাচ্চারা অনেক হয় । বাবাকে তো সবাই সৃষ্টিকর্তা বলে মানবে । রচনা রচয়িতার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে । রাতে তো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম - বাবাকে কিভাবে চেনা যাবে ? বাবা নিজেই বলেন, আমি তোমাদের বাচ্চা বানিয়েছি, তাই তো তোমরা সামনে বসে আছো । আমি তোমাদের আবারও মানুষ থেকে দেবতা তৈরী করছি, রাজযোগ শেখাচ্ছি - যাতে তোমরা সেই লক্ষ্মী - নারায়ণ হতে পারবে । এইম অবজেক্ট তো বুদ্ধিতে থাকা চাই, তাই না । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, যখন লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো তখন একটাই রাজ্য ছিলো । সম্পূর্ণ বিশ্বে তাঁদের রাজত্ব ছিলো । বাচ্চারা, তাই তোমাদের এই চিত্রের উপর বসে বোঝাতে হবে । আমরা কি পড়ছি । আমরা কি পড়ছি, এ হলো এইম অবজেক্ট । স্কুলে বাচ্চারা যা পড়ে, তাদের মাতাপিতারাও জানে যে তারা কি পড়ছে । তোমরা এখানে আবারও রাজত্ব প্রাপ্তি করার জন্য পড়ছো । তাই তোমাদের আত্মীয় পরিজনদেরকেও বলতে হবে - আমরা এই গীতা পাঠশালাতে রাজযোগ শিখি, যাতে আমরা রাজার রাজা হবো । এই পাঠশালাতে বৃদ্ধ, জোয়ান আর বাচ্চারা সবাই পড়ে । এ তো আশ্চর্যের! তাই না। পাঠশালাতে তো এমন হয় না, তাই একে সংসঙ্গও বলা হয় । সংসঙ্গে তো সবাই যায়, কিন্তু তারা এমন বলবে না যে, আমরা রাজযোগ শিখতে যাই । ওদের তো কোনো ভগবান পড়ান না । তোমাদের তো ভগবান নিজে পড়াচ্ছেন । এই চিত্র তো ঘরে-ঘরে থাকা উচিত । মাতা-পিতা, আত্মীয় পরিজন যেই আসুক না কেন, তাদের বোঝাতে হবে যে, আমরা এই পড়া পড়ছি । এই পড়া তো খুবই সহজ । এর নামই হলো সহজ জ্ঞান, সহজ রাজযোগ । রাজা জনকও সেকেন্ডে এই জ্ঞান পেয়ে জীবনমুক্ত হয়েছিলেন । মানুষও বলে থাকে, আমরা জনকের মতো জ্ঞানী হতে চাই, যা আমরা গৃহস্থ জীবনে থেকে অর্জন করতে পারি । এ তো খুবই উচ্চ পাঠ । তোমাদের মনুষ্য থেকে দেবতা হতে হবে । দেবতাদের মহিমা কতো উচ্চ - সর্বগুণ সম্পন্ন । এ হলো মৃত্যুলোক, আর সেটা হলো অমরলোক । পতিত দুনিয়া হলো আসুরী আর পাবন দুনিয়া হলো দৈবী দুনিয়া । পাবন দুনিয়াতে যেতে হলে পবিত্র হতে হবে । লক্ষ্মী - নারায়ণ তো পাবন ছিলেন, তাই না । এখন তো তাঁরা আর নেই । এ তো হলো পতিত রাজ্য, আবার একে পাবন হতে হবে । লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র খুবই সুন্দর । লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রতি সকলের ভালোবাসা থাকে, তাই তো তাঁদের জন্য বড়-বড় দৃষ্টি নন্দনকারী মন্দির তৈরী করে । শ্রীকৃষ্ণের তো ছোটো ছোটো মন্দির বানানো হয়, যেমন বাচ্চাদের হয় । ওরা তো জানেই না যে, রাধাকৃষ্ণই লক্ষ্মী-নারায়ণ হয় । তোমরা বোঝাতে পারো যে, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিলো, রাজা রূপে আর কারোরই চিত্র নেই । সূর্যবংশী রাজত্বকাল বিখ্যাত ।

লক্ষ্মী-নারায়ণ আর রাম-সীতার সাম্রাজ্য ছিলো তারপর দ্বাপর এবং কলিযুগ শুরু হয় । এখন হলো কলিযুগের অন্তিম সময় । আমরা আবারও সেই রাজযোগ শিখছি । পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আমরা রাজযোগ শিখে রাজত্ব প্রাপ্ত করেছিলাম ।

বরাবর তা সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলো। এখন হলো পতিত দুনিয়া তাই পরমপিতা পরমাত্মাকে আসতে হয়। মানুষ গেয়েও থাকে - পতিত পাবন এসো, তিনি তো নিরাকার, তাই না। শ্রীকৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রিন্স। তিনি কিভাবে এসে পাবন করবেন। তাই তোমাদের বোঝাতে হবে যে, সাকারকে ভগবান বলা যাবে না। অন্য ধর্মের যারা, তারা পরমাত্মাকে নিরাকার মানে। তিনিই উদ্ধারকর্তা, গাইড, রিসফুল, গড ফাদার, সর্বের দুঃখহর্তা-সুখকর্তা। বাবা যখন দুঃখ হরণ করেন তাহলে সুখও তো দান করবেন, তাই না। তোমরা মিত্র-সম্বন্ধীদের এই কথা বোঝাতে পারো। ওখানে তো বেদ শাস্ত্র অনেক মানুষই শোনায়। এখানে তো সবাই একজনের কাছ থেকেই শোনে। বাবা বলেন, তোমরা আমার থেকেই শোনো। ভগবান উবাচঃ - অবশ্যই তিনি কোনো তনে আসবেন, তাই না। এমন গায়ন আছে যে, ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচিত হয়েছিলো। আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার-কুমারী - পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও সঙ্গম যুগে ব্রহ্মা মুখ কমল থেকে ব্রাহ্মণ রচনা করা হয়েছিলো, যেই ব্রাহ্মণরা আবার দেবতা হয়েছিলো। আমরা এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে তারপর দেবতা হবো। আমরা আবারও রাজযোগ শিখছি। পূর্ব কল্পেও আমরা রাজযোগ শিখেছিলাম। তারা বুঝতে পারবে, এরা তো খুবই নিশ্চয়ের সাথে বলে। ভগবান উবাচঃ - আমি তোমাদের আবারও রাজার রাজা বানাই। রাজযোগ শব্দটি তো গীতাতেই আছে। রাজযোগের দ্বারা আমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করেছিলাম, তারপর দ্বাপর যুগ থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছিলো। এখন রাবণ রাজ্য সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, আমরা আবারও রাজযোগ শিখছি, অন্য পাঠশালাতে এমন কখনোই বলবে না যে, আমরা আবারও পড়ছি। একথা তো বাম্বাদের বুদ্ধিতেই আছে। তিনি বলেন, আমি আবারও তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি। সেই সময়ও মহাভারতের লড়াই শুরু হয়েছিলো। পাণ্ডবরা গীতা শুনতো।

তোমরাই হলে রুহানী পাণ্ডা। হে রুহানী বাম্বারা অথবা রুহানী পাণ্ডারা, তোমরা ক্লান্ত হয়ে যেও না। বাবা তো বলেন - গীতা অবশ্যই ভগবানই তো শোনবেন, তাই না। এ হলোই ভগবান উবাচঃ। তোমরা জানো যে, আমরা স্বর্গের সুখ প্রাপ্ত করার জন্য রাজযোগ শিখছি। ভগবান হলেনই নিরাকার। মানুষ শিব জয়ন্তী পালন করে, তাহলে অবশ্যই তিনি জন্মগ্রহণ করে কিছু করেছিলেন, তাই না। উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন। বরাবর সত্যযুগে সূর্যবংশী দেবতারার ছিলেন। সাম্রাজ্যে তো অনেকেই থাকে, তাই না। যেমন এডওয়ার্ড দ্য ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড - তাদেরই সাম্রাজ্য চলতে থাকে। এখানেও তেমনই। বাম্বারা, তোমরা চিত্রের উপর খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারো। এই ব্রহ্মা বলেন - আমি তো ভগবানই নই। আমাকে তো অন্য কেউ তৈরী করেছেন, তাই না। আমি কোথা থেকে শিখেছি? যদি মানুষই আমার গুরু হতেন, তাহলে সেই গুরুর তো লাখ-কোটি শিষ্য বা শিক্ষার্থী থাকা উচিত। কেবল ইনিই কি শিখেছেন? আর সবাই কোথায় চলে গেলো? এখানে তো ভগবান উবাচঃই। তিনিই এই রহস্য বুঝিয়েছেন। এইসব চিত্র কিভাবে বসে বের করা হয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ ছোটবেলায় রাধা-কৃষ্ণ ছিলেন। গীতার ভগবান বলেন - আমি কল্পে কল্পে, কল্পের সঙ্গম যুগে আসি। প্রলয়ের তো কোনো কথাই নেই। তোমরাও বলো, আমরা আবারও দেবতা তৈরী হচ্ছে। শিব জয়ন্তীরও মহিমা আছে। লাখ বছর তো হয়নি। বাবা বসে বোঝান, এই শাস্ত্র ইত্যাদিতে কোনো সার নেই, এই শাস্ত্র পড়তে পড়তে তোমাদের কলার অবতরণ হয়ে গেছে। এখন তো আর কোনো কলা অবশিষ্ট নেই। বাবা বলেন, ভক্তির দ্বারা কেউই আমার সঙ্গে মিলিত হতে পারে না। আমাকে আসতেই হয়। তোমরা বলো যে, ভগবান কোনো না কোনো রূপে আসবেন। শ্রীকৃষ্ণ তো হলেন সত্যযুগের প্রিন্স। শিব বাবা তো হলেন নিরাকার। তিনি অবশ্যই কারোর মধ্যে এসেছিলেন। তিনি যেহেতু পতিত পাবন, তাই অবশ্যই কলিযুগের অন্তিমেরই এসেছিলেন। মানুষ শ্রীকৃষ্ণকে দ্বাপর যুগে নিয়ে গেছে, এ তো শোভা দেয় না। বাবা বলেন - আমি আসিই সঙ্গম যুগে। এই বুটে (boot, ব্রহ্মা) আমি ফিট হই। ড্রামাতে কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। কতো বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে, তাই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় - গীতার ভগবান কে? এ খুবই জরুরী কথা। এতেই সমস্ত বিভ্রান্তি। নরককে পরিবর্তন করে স্বর্গ কে বানান? বাবাই করতে পারেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ কতো অ্যাক্টিভ ছিলেন। বাবা বলেন, তোমরা কেবল আমাকে স্মরণ করো, তাহলে এই যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। সবাই তো আর বুঝবে না। কারোর-কারোর তো এই জ্ঞান ভালো লাগে কিন্তু পবিত্র থাকার সাহস পায় না। এখন দেবী-দেবতা ধর্মের চারা লাগানো হচ্ছে। যারা পূর্ব কল্পে ব্রাহ্মণ হয়েছিলো, তারাই আবার হবে। এই কলম বাবা ছাড়া আর কেউই লাগাতে পারে না। দেবতা ধর্মের যারা তাদের অবশ্যই শূদ্র থেকে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ হতে হবে। না হলে দেবতা কীভাবে হবে। বিরাট রূপের উপর বোঝাতে হয়। কেশ শিখার উপর শিবকেও দেখানো হয়। ওরা শিব এবং ব্রাহ্মণ বর্ণকে উড়িয়ে দিয়েছে। বাকি দেবতা, ঋত্রিয় দেখিয়ে দিয়েছে। বিরাট রূপও বিষ্ণুর রূপে দেখায়। এই নলেজ হলো বোঝার মতো। মানুষ কীভাবে ৮৪ জন্মের চক্র অতিক্রম করে, আর কেউই এই নলেজ জানে না। বাবা বলেন, এই নলেজও প্রায় লোপ হয়ে যায়, পরম্পরা ধরে চলে না। স্বদর্শন চক্র দেবতাদের নয়। এ হলো তোমাদের, কিন্তু তোমরা তো এখনো সম্পূর্ণ হওনি। তাই এই নিদর্শন দেবতাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে-ঘোরাতে, কমল পুষ্প সমান হতে হতে, শঙ্খধ্বনি করতে করতে তোমরা দেবতা হয়ে যাবে। শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুত্রী স্থাপন

করছেন। এই কথা কারোর বুদ্ধিতেই নেই। ভগবান আমাদের পড়ান, আমরা এই বিশ্বের মালিক হই, তাহলে আমাদের কতই না প্রফুল্লিত হওয়া উচিত। স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট। এই ছাত্রজীবন নিশ্চিত এবং খুব সুন্দর থাকে। এর পরে তো সবাই চিন্তার জালে জড়িয়ে যায়। কতো দুঃখের জাল। সত্যযুগে এইসব কিছুই থাকে না। সবাই খুশীর সঙ্গে শরীর ত্যাগ করে। কষ্টকর মৃত্যু এই রাবণ রাজ্যে হয়। তোমরা খুশীর সাথে তৈরী হচ্ছেো যে, আমরা কবে বাবার কাছে যাবো, এইজন্যই তো এখানে বসেছো। পুরানো শরীর ত্যাগ হয়ে যাবে। তারপর ২১ জন্ম শ্বাসরুদ্ধ (ঘুটকা) হওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই। এই জন্মে তোমাদের যেন শ্বাসরুদ্ধ না হয়, তোমরা পতিত থেকে পাবন হচ্ছেো। তোমাদের খুবই খুশীতে থাকতে হবে।

আচ্ছা, এখান থেকে সূক্ষ্ম লোক যায়, সেও ভালো। ফরিস্তা তো হতে হবে। অর্ধ কল্প ধরে তো শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এসেছে। এখন বাবার কাছে যাবে। তোমরা খুশীর সঙ্গে তৈরী হচ্ছেো। তোমাদের ঘুটকা ফ্রফ (মুক্ত) এখানেই হতে হবে। এমন অনেক সন্ন্যাসী আছেন যারা বসে বসে দেহত্যাগ করেন। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে যায়। তারা মনে করে, আমরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবো। যতক্ষণ না বাবা আসবেন - কেউই যেতে পারে না। শিব বাবার ভান্ডারা ভরপুর। এমন তো বলা হয় -- যে ভান্ডার থেকে খেয়েছি, সেই ভান্ডারা ভরপুর, কাল কন্টক দূর....। এখানে তো অকালে মৃত্যু হতেই থাকে। পতিত পাবন শিব বাবার ভান্ডারে যা আসে সেটাই পাবন হয়ে যায়। তাই একে ব্রহ্মা ভোজন বলা হয়। এর অনেক মহিমা। যোগও খুব সুন্দর হওয়ার প্রয়োজন। যোগে থেকে ভোজন প্রস্তুত করো আর সেই অন্ন গ্রহণ করো। এতে তোমাদের উন্নতি খুব সুন্দর হবে। ওই ভোজনে খুব শক্তি এসে যায়। যোগে থেকে তোমরা যদি ভোজন করো তাহলে তোমরা খুব শক্তিশালী হবে আর সুস্থও থাকবে। ব্রহ্মা বাবা নিজেই বলেন, আমি বাবার স্মরণে ভোজন করি, যেন আমি আর বাবা ভোজন করছি, তবুও মাঝে মাঝে ভুলে যাই। এক বাবার স্মরণেই যেন দেহত্যাগ হয়, শ্বাসরুদ্ধ (দমবন্ধ অবস্থা) যাতে না হয়, এমন অভ্যাস করা উচিত। বাবার স্মরণে থাকলে এক তো শান্তি থাকবে আর হেল্দিও হবে। ভোজন পবিত্র হয়ে যাবে। অন্তের এই গায়ন আছে যে, অতীন্দ্রিয় সুখ গোপ-গোপীদের জিজ্ঞাসা করো। ঝাড় (কল্প বৃক্ষের) সম্বন্ধে বোঝানো খুবই ভালো। ত্রিমূর্তি আর গোলার উপরে বোঝানো প্রয়োজন। দিনেদিনে তোমাদের নাম খুব মহিমাম্বিত হতে থাকবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) সদা সুস্থ থাকার জন্য স্মরণে থেকে আহার প্রস্তুত করতে হবে এবং তা গ্রহণ করতে হবে। আহার করার সময় এই স্মৃতি যেন থাকে যে - আমি বাবার সাথে আহার করছি, তাহলে সেই আহার্য শক্তিতে ভরপুর হয়ে যাবে।

২) দেবতা হওয়ার জন্য শৃঙ্খলানি করতে হবে। স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। কমল ফুল সম পবিত্র জীবন তৈরী করতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্বকে ন্যাচারাল নেচার (স্বাভাবিক স্বভাব) বানিয়ে নেওয়া সহজ পুরুষাথী ভব কারোর জন্ম যদি রাজ পরিবারে হয়, তখন বারে বারে স্মৃতিতে এটাই থাকে যে, আমি রাজকুমার বা রাজকুমারী। সাধারণ কর্ম করার সময়ও নিজের জন্মের বিশেষত্বকে ভুলে যায় না। তেমনই ব্রাহ্মণ জন্ম হলো বিশেষ জন্ম, তাই জন্মও শ্রেষ্ঠ, ধর্মও শ্রেষ্ঠ আর কর্মও শ্রেষ্ঠ। এমন শ্রেষ্ঠত্ব অর্থাৎ বিশেষত্বের জীবন যদি স্মৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে থাকে তাহলেই সহজ পুরুষাথী হয়ে যাবে। বিশেষ জীবন সম্পন্ন আত্মারা কখনোই সাধারণ কর্ম করতে পারে না।

\*স্লোগানঃ:-\* ডবল লাইট থাকতে হলে বিঘ্ন-বিনাশক হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার মতো পতিতদের পবিত্র করে তোলার পুরুষার্থ করো, এই সময় হল অত্যন্ত মূল্যবান, সেইজন্যই ব্যর্থ আলোচনায় নিজের সময় নষ্ট করো না"

\*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের কোন বিষয় দেখে বাবার খুব করুণা হয় ?

\*উত্তরঃ - কিছু বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে ব্যর্থ কথা বলে অনেক সময় নষ্ট করে। ঘুরতে বেড়াতে গেলে বাবাকে স্মরণ করার বদলে ব্যর্থ চিন্তা করে। সেই সব বাচ্চাদের প্রতি বাবার খুব করুণা হয়। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা - এখন নিজেদের জীবনকে শুধরে নাও। ব্যর্থ সময় নষ্ট করো না। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার জন্য সততার সাথে অন্তর থেকে বাবাকে স্মরণ করো, নিরুপায় হয়ে স্মরণ করো না।

ভগবানুবাচ । বাচ্চারাও বুঝেছে নিশ্চিত রূপেই ভগবান এসে আমাদের পড়াচ্ছেন। আমরা অনেক পুরানো স্টুডেন্ট। একই টিচারের কাছে কেউ-ই পড়েনা। ১২ মাস পড়ার পরে টিচার বদলাবে। এখানে এই মুখ্য টিচার বদলান না। অসংখ্য কন্যারা তো রয়েছেই - রাজযোগ শেখানোর জন্য। একজনের দ্বারা তো কাজ চলতে পারে না। পবিত্র হওয়ার জন্য কতো আহ্বান করে থাকে। একজনকেই ডাকে। পবিত্র করে তুলতে পারেন একমাত্র টিচার। আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে যারা পতিত-পাবনকে ডাকে তারা কিন্তু কিছুই জানে না। দ্রোপদীও আহ্বান করে বলেছে আমাকে নগ্ন করা হচ্ছে, রক্ষা করো। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা আহ্বান করে আসছো। বলা, তোমরা সবাই তাঁকে ডেকেছো না ! দ্রোপদীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু পতিত তো সম্পূর্ণ দুনিয়াই। পতিত আর পবিত্রতার মধ্যে দিন রাতের পার্থক্য আছে। পতিত হল পাথর বুদ্ধির। বাবা এসেই সমস্ত বিকারের প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তোলেন। আত্মা বুম্বতে পারে আমি আত্মার এই শরীর পতিত হয়ে গেছে। তোমরাও বুম্বতে পেরেছ এই শরীর পতিত, এতে মরচে ধরে গেছে। যাদের এই শরীর পবিত্র ফার্স্ট ক্লাস ছিল তারাই সম্পূর্ণ বিশ্বে রাজত্ব করত, তাদের বলা হয় পারশ বুদ্ধি। পাথর বুদ্ধি আর পারশ বুদ্ধির গায়ন ভারতের জন্যই করা হয়। সুতরাং বাচ্চাদের ভাবনা থাকা উচিত যে এই পতিত ভারতকে কীভাবে পবিত্র করে তুলবো। কিন্তু নম্বরানুসারে সার্ভিসেবল যারা তাদেরই এই ভাবনা আসবে আর তারাই পতিতদের পবিত্র করে তোলার জন্য পুরুষার্থ করবে। বাবার প্রথম দায়িত্বই হলো এটা। বাবা আসেনই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান করে তোলার জন্য। সুতরাং যতটা বাবার আগ্রহ ততটাই বাচ্চাদেরও থাকা উচিত। বাবা বলেন আমি তোমাদের আমার থেকেও উচ্চ করে তুলি। তোমাদের ভাবনাও বেশি থাকা উচিত। আমার থেকেও বেশি সার্ভিস তোমরা বাচ্চারা করো তাইনা। বাবা তো ৩-৪ ঘন্টা প্রদর্শনীতে বসে বোঝান না। বাবা বাচ্চাদের কত মহিমা করেন। কিন্তু সেই খুশি, সেই যোগ কম দেখা যায় সেইজন্যই অসীম জগতের পিতা এনার দ্বারা (ব্রহ্মা) পড়াশোনা করান, কারণ ইনি সবচেয়ে কাছে আছেন। তোমরা কি কখনো বাবা আর ঠাকুরদাদাকে এত কাছাকাছি থাকতে দেখেছ? মুখ্য হলো আত্মা। আত্মা বেড়িয়ে গেলে এই শরীর কোনো কাজে লাগে না। মানুষের শরীরের কোনো মূল্য থাকে না। সেই শরীর কোনো কাজে লাগে না, ছাই হয়ে যায়। জানোয়ার ইত্যাদির হাড় কাজে লেগে যায় (মৃত্যুর পর)। চামড়াও কাজে লাগে। কিন্তু মানুষের শরীরের কোনো কিছু দিয়েই কোনো জিনিস তৈরি হয় না। হাড়ও জলে ভাসিয়ে শেষ করে দেয়। কোনো চিহ্ন থাকে না। জন্তু জানোয়ারের চিহ্ন তবুও জঙ্গলে পড়ে থাকে। সত্যযুগ থেকে ত্রেতার শেষ পর্যন্ত মানুষের মূল্য থাকে। সেই সময় তারা দেবতা, তবেই তো পূজা পাওয়ার যোগ্য হয়। পরে কানা কড়িও মূল্য থাকে না, সেইজন্যই বলা হয় পাথর বুদ্ধি। অন্যদের সামনে গিয়ে মাথা নত করে, কেননা টাকা পয়সা ইত্যাদির চিন্তা থাকে। ওখানে তো সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকে। সুতরাং বাবা বলেন তোমাদের এই শরীর এখন অতি মূল্যবান। এই সময়ও মূল্যবান, একে বৃথা নষ্ট করো না। ব্যর্থ কথা বলে সময় নষ্ট করো না। নিজের আত্মাকে স্মরণের শক্তির দ্বারাই সতোপ্রধান করে তুলতে হবে। এছাড়া পবিত্র হওয়ার অন্য কোনো উপায় নেই। একটা মাত্র শাস্ত্রেই ভগবানুবাচ রয়েছে - যাকে শ্রীমত ভগবত গীতা বলা হয়। সুতরাং বাবা বলেন এসো - কাঙাল বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে মাথার মুকুট বানিয়ে তুলি। তোমরাও বুম্বতে পারো যে সত্যিই আমরা কাঙাল। যতই ধনী বা কোটিপতি ধনকুবের থাকুন না কেন, তাদের ছবি ইত্যাদিও বেয়োয়। তোমরা বাচ্চারাও হলে নম্বরানুসারে ধনবান। তোমরা বলবে আমরা স্থায়ীভাবে এবং প্রকৃত অর্থেই ধনবান। এই ধনও সাথে দিয়ে থাকে। তোমাদের কাছে ওরা সবাই কাঙাল। যতই কোটিপতি হোক না কেন। সদ্ধরু বাবা তোমাদের নাম অবিনাশী পদ্মপদমপতি রেখেছেন। তোমরা হলে স্বর্গের পদমপতি। ওরা হচ্ছে নরকের পদমপতি। নরক আর স্বর্গকে তোমরা জেনেছ। ওরা হল পাথরবুদ্ধির, কিছুই জানে না। পরে তোমাদের কাছে আসবে, যখন বিনাশ দেখবে তখনই বুম্বতে পারবে যে এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। তারপর বলবে এই ব্রহ্মাকুমার

কুমারীরা তো সত্যি কথাই বলেছিল। আচ্ছা, তাহলে এখন কি করতে হবে? কিছুই করতে পারবে না। টাকাপয়সা ইত্যাদি সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে। বস্ত্র ইত্যাদি নিষ্ক্ষেপ করলে বাড়ি, জমিজমা ইত্যাদি সব শেষ হয়ে যায়। শরীরও শেষ হয়ে যায়। এ'সবই তোমরা দেখতে পাবে - বড়ই ভয়াবহ দৃশ্য আসতে চলেছে। ঐ সময় জ্ঞানে আসতে পারবে না। এখন ভগবান বসে এ'সব বোঝাচ্ছেন।

বাচ্চারা জানে - আমরা ভগবানের কাছে ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করতে এসেছি। তোমরা কত ভাগ্যবান। সবার মধ্যেও এই দৃঢ় বিশ্বাস নেই, দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে কেন ভগবানের কাছে ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করে না। রাত দিন জেগে বাতি জ্বালিয়ে বাবার প্রতি নিবেদিত প্রাণ হয়ে, খাওয়া দাওয়া ভুলে একমনে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতো। এটা তো ২১ জন্মের জন্য উপার্জন। খুব ভালো ভাবে পড়াশোনা করতে হবে। পড়াশোনা কি করতে হবে, মুখ্য এটাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে বাবার খুব করুণা হয়। বাবা জানেন বাচ্চারা ঘুরতে বেড়াতে যায়, কিন্তু একজনও স্মরণ করে না। নিজেদের মধ্যে ব্যর্থ কথা বলে সময় নষ্ট করে। বাচ্চাদের উৎসাহ থাকা উচিত। সময় খুব অল্প। কত বড় এই ভারতবর্ষ। অনেক সার্ভিস করার আছে। প্রথমে নিজের জীবনকে তো শুধরে নাও। বাবা অনেক বার বলেছেন - বাচ্চারা পরনিন্দা পরচর্চা ক'রো না। এইসব বিষয় ছেড়ে, নিজেদের জীবন শুধরে নাও। সবাইকে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরতে হবে। ড্রামার ভবিষ্যৎ এমন ভাবেই নির্ধারিত। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার জন্য সময় প্রয়োজন তাইনা। নিজের অন্তর্মনকে জিজ্ঞাসা করা উচিত কতটা সময় স্মরণে থাকি? সত্যতার সাথে অন্তর থেকে যুক্তিযুক্ত স্মরণ কেউ-কেউ ৫ মিনিটও অতি কষ্টে করে। অত্যন্ত লভ্য এর (ভালোবাসার) সাথে স্মরণ করতে হয়। ভালোবাসা ছাড়া কেউ কাউকে কি স্মরণ করতে পারে? অনেকেই আছে যারা নিরুপায় হয়ে স্বরণ করে। ভালোবাসার সাথে স্মরণ করা তাদের আসেই না। সত্য হৃদয়ে প্রতি বাবা প্রসন্ন হন (সম্পূর্ণ দিল পর সাহেব রাজী)। দেখো - বাবা একটাই শব্দ বলেন মন্বনাভব অর্থাৎ স্মরণ করলে তোমাদের সব পাপ কেটে যাবে। আমিই তোমাদের বন্ধু। বাকি সবাই শত্রু। তোমরা হলে একে অপরের শত্রু। অনেকেই নিজেদের মধ্যে লড়াই করে ঝগড়া করে তবে বন্ধু কীভাবে হতে পারে। বাবা বলেন যদি আত্মা ভাই-ভাই মনে করো তবেই সব শত্রুতা শেষ হয়ে যাবে। (আত্মার) না নাক আছে, না কান, না মুখ আছে...সুতরাং শত্রুতা কার সাথে থাকবে। শরীরকে দেখো না। তুমিও আত্মা, সেও আত্মা সুতরাং শত্রুতা থাকে না। এতেই পরিশ্রম। পরিশ্রম ছাড়া কিছু কি পাওয়া যায়? লৌকিক পড়াশোনা করতেও কত মাথা ঘামাতে হয়। বাবা বলেন - প্রতিটি শ্বাস-শ্বাসে আমাকে স্মরণ করে সুখ অনুভব কর। এটা তো জানো ভক্তি মার্গে শুধুই দুঃখ পেয়ে এসেছ, যাকে স্মরণ করেছ তাঁর পেশা সম্পর্কে কিছুই জানতে না। কতজনকে স্মরণ করে, হনুমানকে স্মরণ করে, গণেশকে স্মরণ করে....এক হলো যাঁকে স্মরণ করে সুখ পাও, দ্বিতীয় হল স্মরণ করে করে দুঃখ পাওয়া, কেননা ভক্তি হল রাত। শিববাবার রাত কি হতে পারে? রাতে তো ধাক্কা খেতে হয়। প্রথম নম্বরে এই ব্রহ্মাও ধাক্কা খেয়ে থাকেন। তাঁর সাথে তোমরা ব্রাহ্মণরাও সাথী। সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ কুলে, যে প্রকৃত অর্থেই ব্রাহ্মণ হয় সেই স্মরণ করে সুখ প্রাপ্ত করে থাকে। তোমাদের সবাইকে বলা হয় যে শিববাবাকে স্মরণ করো তবেই পাপ কেটে যাবে। তোমরা একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো, মানুষ তো অনেককেই স্মরণ করতে-করতে পাপ আত্মা হয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে (অধঃপতন শুরু হয়)। এখন তোমরা একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো, অর্থ সহকারে।

বাবা বলেন আমি এসেছি তোমাদের পবিত্র করে অবিনাশী উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। এর তো অর্থ আছে না! শিববাবা হলেন পতিত-পাবন - এটা কারো জানা নেই। কেউ এসে বলুক কিভাবে তিনি এসে সবাইকে পবিত্র করে তোলেন। তোমাদের পাশে এখানে বসে আছে যারা তারাও পুরোপুরি জানে না। মায়া ভুল করিয়ে দেয়, সেও কিছু কম নয়। তোমরা নিজেরাই বলে থাকো বাবা আমরা স্মরণ করি কিন্তু মায়া ভুল করিয়ে দেয়। বাবা বলেন বাচ্চারা তোমরা যদি আমাকে স্মরণ না করো তাহলে উত্তরাধিকার কীভাবে পাবে। বাবা ছাড়া কেউ কি উত্তরাধিকার দেবে! যত বাবাকে স্মরণ করবে অটোমেটিক্যালিই (স্বাভাবিকভাবেই) অবিনাশী উত্তরাধিকার পাবে। বাবা সরাসরি বুদ্ধিতে থাকেন - রাজস্ব স্থাপন হচ্ছে এবং এর সাথে সাথে সূর্য বংশীরাও তৈরি হচ্ছে। কত মানুষের কানে আওয়াজ পৌঁছে দিতে হবে। বাবা বলেন বাচ্চারা, মন্দিরে যাও, গলিতে-গলিতে গিয়ে সার্ভিস করো। বাবার ভক্ত বা দেবতাদের ভক্ত, কোনো মন্দিরে বা সংসঙ্গে গিয়ে বসে থাকে। বুদ্ধি কোথাও না কোথাও যেমন কাজকারবার, আত্মীয় পরিজন ইত্যাদির দিকে ছুটতে থাকে, ধারণা কিছুই নেই। এখানেও এমন আছে যারা কিছুই শোনে না, শুধু ঝিম্মাতে থাকে। বাবাকে দেখেই না। আরে এমন বাবাকে তো কত ভালোভাবে দেখা উচিত। সামনে টিচার বসে আছেন। বাবা বলেন এই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা তোমাদের পড়াই। আত্মাই পঠন-পাঠন করে। বাবা আত্মাদের সাথে কথা বলেন। চোখ, কান, নাক এরা কি পড়াশোনা করে? পঠন-পাঠন করে আত্মা। দুনিয়াতে এই বিষয়ে তো কেউ কিছুই জানে না। কেননা দেহ-অভিমান আছে না! আত্মার মধ্যেই সমস্ত সংস্কার আছে। বাবা বলেন আত্মাকে দেখো, এটাই পরিশ্রমের কাজ। পরিশ্রম (পুরুষার্থ) ছাড়া কি বিশ্বের মালিক হওয়া যায়?

পরিশ্রম করলে তবেই বিশ্বের মালিক হতে পারবে। কত চমৎকার এই অসীম জগতের পড়াশোনা। কে পড়াচ্ছেন? অসীম জগতের পিতা। রাজা থেকে ভিখারি এখানেই হয়। এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনের দ্বারা যে যত পড়াশোনা করবে আর করাবে ততই উচ্চ পদ লাভ করবে। বাবা আসেনই ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করাতে, পতিত থেকে পবিত্র করে তুলতে। বাবাকে দেখেই না - সুতরাং কি বোঝা যায়? পাই পয়সার পদ পাবে, চাকর-বাকর হবে। চাকর-বাকর যেমন রাজার কাছে থাকবে তেমনই প্রজাদের কাছেও থাকবে। কিন্তু উভয়কেই দাসী এবং চাকরই বলা হবে। যদিও শেষে গিয়ে সামান্য লিফ্ট পাবে। সাজা ভোগ করে তারা সামান্য কিছু পেয়ে থাকে (মোচরা খেয়ে মানী মানে এক টুকরো রুটি পাবে)। সুতরাং খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করা উচিত। বাবার কথা ভালোবাসার সাথে শোনা উচিত, তারপর সেটা রিপিট করা উচিত। স্টুডেন্টরা স্কুলে যায় তারপর ঘরে ফিরে স্কুলের কাজ করে (হোম ওয়ার্ক)। এমন নয় যে শুধু ঘুরে বেড়ায়। পড়াশোনার প্রতি উৎসাহ থাকা উচিত। এখানে তো কিছু আছে যারা কিছুই বোঝে না। ঠিক যেন একইরকম পুরানো পাথর বুদ্ধি রয়েছে। বাবার হয়েও যদি কেউ মারাত্মক ভুল করে তবে শতগুণ সাজা ভোগ করতে হবে। সুতরাং বাবা বুঝিয়ে বলেন মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা সময় নষ্ট করো না। তোমাদের লক্ষ্য অনেক উচ্চ। কল্পে-কল্পে তোমরা এমনই পদ পাবে।

এখানে তোমরা এসেছ - নর থেকে নারায়ণ হতে। চাকর-বাকর হওয়ার জন্য তো আসনি। শেষে গিয়ে সবার অ্যাকুইরেট সাম্রাজ্য হবে যে আমি এই হতে চলেছি। বুদ্ধিও বলে যে কারোরই কল্যাণ করবে না, সে কি পদ পাবে। কেউ-কেউ তো দিনরাত্রি প্রচুর সার্ভিস করতেই থাকে। প্রদর্শনীতে, মেলাতেও অনেক সার্ভিস হয়। বাবা বলেন এমনই সব সুন্দর-সুন্দর জিনিস মিউজিয়ামে তৈরি করো যাতে মানুষের মন থেকে দেখার ইচ্ছা জাগবে, দেখে মনে হবে এ-তো ঠিক যেন স্বর্গের মতো লাগছে। সেন্টারকে কি স্বর্গ বলবে নাকি? দিন-দিন নতুন ঘটনা ঘটতে থাকে, চিত্র তৈরি হতে থাকে। বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকে। বোঝানোর জন্যই চিত্র তৈরি করা হয়। বাবা এখন মানুষ কে দৈবী গুণ সম্পন্ন করে তুলছেন, সুতরাং আত্মাও নতুন, শরীরও নতুন প্রাপ্তি হয়। নতুন অর্থাৎ নতুন, নতুন কাপড় বদলে তো আর পুরানো কাপড় পড়বে না। ভগবান আসবেন এবং অবশ্যই কিছু অবাক করে দেখাবেন তাইনা। ভগবান এসেই স্বর্গের স্থাপনা করেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) বাবা যা বলেন সেটা অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে আত্ম-অভিমानी হয়ে শুনতে হবে। সামনে বসে বাবাকে দেখতে হবে। বিমাবে না। ঈশ্বরীয় পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে। খাওয়া দাওয়া ভুলেও পড়াশোনা অবশ্যই করতে হবে।

২) একমাত্র বাবাকেই প্রকৃত বন্ধু করতে হবে, নিজেদের মধ্যে শত্রুতা সমাপ্ত করার জন্য আমরা আত্মারা ভাই-ভাই, এই অভ্যাস করতে হবে। শরীরকে দেখেও না দেখার ভান করতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* লাইট স্বরূপের স্মৃতির দ্বারা ব্যর্থের বোঝার থেকে হাল্কা হয়ে থাকা তীর পুরুষার্থী ভব যে নিজের লাইট স্বরূপ স্থিতিতে থাকে তার মধ্যে ব্যর্থকে সমর্থতে পরিবর্তন করার শক্তি থাকে। সে ব্যর্থ সময়, ব্যর্থ সঙ্গ, ব্যর্থ বাতাবরণকে সহজে পরিবর্তন করে ডবল লাইট থাকে। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ পরিবারের সম্বন্ধে, সেবার সম্বন্ধেও হাল্কা থাকে। তার সম্পর্ক কোনো পুরানো সংস্কার বা সংসারের সাথে থাকে না। কোনো দেহধারী ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি তার কোনো আকর্ষণ হতেই পারে না। এমনই তীর পুরুষার্থী বাচ্চারা সহজেই ফরিস্তা স্থিতিকে প্রাপ্ত করতে পারে।

\*স্নোগানঃ:-\* চিন্তাহীন বাদশাহ হতে চাও তো তন-মন-ধনকে প্রভুর কাছে সমর্পণ করে দাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা হলেন দীনদয়াল, তোমরা গরীব বাচ্চারাই বাবার থেকে মুঠো মুঠো ভরে জ্ঞান নিয়ে ধনবান হয়ে যাও, বাবা তোমাদেরকে নিজের সমান করে গড়ে তোলেন"

\*প্রশ্নঃ - অসুরদের বিঘ্নের যে গায়ন রয়েছে তা এই রুদ্র যজ্ঞে কিভাবে পড়ে ?

\*উত্তরঃ - মানুষ মনে করে যে মনে হয় অসুরেরা যজ্ঞে গোবর ইত্যাদি আবর্জনা ফেলেছিল - কিন্তু সে'রকম নয়। এখানে যখন কোনো বাচ্চার অহংকার আসে, কোনো গ্রহের দশা বসে থাকে তখন যেন আবর্জনার বর্ষণ করতে থাকে, ক্রোধের বশে মুখ দিয়ে যে অনাবশ্যক কথা বলে, এতেই এই রুদ্র যজ্ঞে অনেক বিঘ্ন ঘটিয়ে দেয়। অনেক বাচ্চারা সঙ্গদোষে এসে নিজের খাদ্যাভ্যাস খারাপ করে ফেলে। মায়া থাপ্পড় মেরে দেউলিয়া করে দেয়।

ওম্ শান্তি । স্মরণে বসেছো তো যেন যোগে বসে রয়েছো। প্রত্যেকেই জানে যে আমাকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। এ হলো গুপ্ত পরিশ্রম। এতে বড়াই করার মতন কোনো কথা নেই। বাবা কত নিরহংকারী হয়ে থাকেন, যার মধ্যে প্রবেশ করেন তিনিও হলেন কত নিরহংকারী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার কত অগণিত সন্তান। আচার আচরণ কত সাধারণ, যেমন ঘরে বৃদ্ধ বাবা (ঘরের সবচেয়ে বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি) চলাফেরা করেন। নিরাকারের উদ্দেশ্যেও বলা হয় - ইনি হলেন নিরহংকারী। তিনি হলেন গুপ্ত, তাই না! এঁনার এমন মনে হয় না যে আমার শো হোক। জাঁকজমকের জন্য সকলে জেনে যায়। জাঁকজমকের জন্য নাম তো হয়, তাই না! বাবা বলেন - এইসমস্ত রীতি-রেওয়াজ হলো কলিযুগীয় দেহ-অভিমানীদের। এখানে তো শান্ত হয়ে আসতে-যেতে থাকে। বাবা তো সর্বদা বলে থাকেন যে স্টেশনেও যেন কেউ না আসে। কোনো গন্ডগোল নয়। বাবা বলেন - আমায় গুপ্তই থাকতে দাও, এতেই মজা আছে। বিশাল জাঁকজমক-কারীদের, বড় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মারতেও দেরী করে না। বাবা হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ। চালচলনে গরীবের থেকেও গরীব হয়ে চলেন। বাবা হলেন দীনদয়াল, তাই না! গরীবদের সাথেই মিলিত হতে আসেন। ধনবানেরা তো গণ্যমান্যদের সঙ্গেই মেলামেশা করে, তাহলে তোমরাও ধনবান হয়ে ওঠো। ধনবানদের এখানে টেকা মুশকিল হয়ে যায়। এই জ্ঞান মার্গে দরকারই নেই। গভর্নমেন্টকে বিত্তশালীরা অনেক সহায়তা করে থাকে। তারা হলো বিখ্যাত, তাই না! ওখানে তো অনেক দাতাদের নাম সংবাদপত্রে বেরিয়ে থাকে। এখানে তো গরীবরা দান করে তাহলে তো সংবাদপত্রে দেওয়া উচিত। এক মুঠো চাল দিয়ে পুনরায় মহল নিয়ে নেয়। দীনদয়াল বাবার গায়ন রয়েছে। সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতে থাকেন। বড় ব্যক্তির মশলার বিক্রেতাদের সঙ্গে মেলামেশা করে না। এখানে তো রয়েছেই গরীবেরা। তাদেরকেই ধনবান করে দিতে হবে। বাবা হলেন গুপ্ত। গরীবই বাবার থেকে নিজের উত্তরাধিকার কল্পপূর্বের মতন নিয়ে নেবে। ড্রামায় পূর্ব থেকেই নির্ধারিত রয়েছে। ধনবানেরা তো বলিপ্রদত্ত হতে পারে না। হ্যাঁ, এঁনাকে (শিববাবাকে) কেউ উত্তরাধিকারী বানিয়ে চমৎকার করে দেখাক। বাবা আসেনই সাধারণ তনে। গাওয়াও হয় নিরাকার, নিরহংকারী। গাওয়াও হয় না যে - রচনাকার পুরানো লেপমুড়ি দিয়ে আসেন (গোদরী মে করতার, যিনি অন্যের শরীরের আধার নিয়ে বসে রয়েছেন)। দেখো, বাবা ঠান্ডার সময় লেপ নিয়ে এসে বসেন, তাই না! পতিত-পাবন বাবাকে কেউ জানে না। বাবা বসে বোঝান যে হে ভারতবাসী বাচ্চারা, তোমাদের স্বর্গের মালিক কে বানিয়েছেন ? লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রও এখানে রাখা আছে। এখানে তোমরা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন প্রাপ্ত করো আর দান করে থাকো। তন-মন-ধন সবকিছু সমর্পণ করো তাহলে এর ফল পাওয়া উচিত। অজ্ঞানকালেও যে প্রচুর দান-পুণ্য করে সে বড় (ধনী) ব্যক্তিদের কাছে জন্ম নেয়। এখানে তো তোমরা বাবার কাছে স্যারেন্ডার (সমর্পণ) করো, সেইজন্য ভবিষ্যতে যারা বিত্তশালী হয় তাদের কাছে গিয়ে জন্ম নাও। তারপর তোমরা সেখানে মহল, অটালিকা নির্মাণ করবে। জগৎ তো এ'টাই থাকবে। বৈকুণ্ঠ কি কোনো ছাদে রাখা আছে নাকি! জিজ্ঞাসা করো - তোমাদের বাবা কোথায় গেছেন ? বলবে কাশীবাসী হয়েছে, মুক্তিলাভ করেছে অর্থাৎ স্বর্গে গেছে। কিন্তু এখন তোমরা বোঝো যে মুক্তি-জীবনমুক্তি কেউই পায়নি। সকলে এখানেই আসতে-যেতে থাকে। কর্ম অনুসারে এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় নেয়। বাবা কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি বোঝান। রাবণ রাজ্যে মানুষ যে কর্মই করে থাকে তা বিকর্ম হয়ে যায়। সাবালক অবস্থাতেই হিসেব-নিকেশ তৈরী হয়। ছোট বাচ্চাদের কোনো কিছু জমা হয় না। বাচ্চারা যখন বড় হয়ে যায় তখন তাদের মাতা-পিতারা কাম-কাটারীর উপর চড়িয়ে দেয়। এই কর্মও বিকর্ম হয়ে যায়। ওখানে মায়ার রাজ্যই নেই। তা একজন মানুষেরও জানা নেই।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের দেহী-অভিমানী হওয়া শেখান। আর কোনো সংসঙ্গে এইরকম বলবে না যে তোমাদের আত্মায় সমস্ত ভূমিকা পালন নির্ধারণ করা রয়েছে। আত্মা শরীর ত্যাগ করে অন্য ধারণ করে ভূমিকা পালন করে। আত্মাই কানের দ্বারা শুনে থাকে। এখন তোমাদের সেল্ফ রিয়েলাইজেশন করিয়েছি। আমরা আত্মারাই ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকি। আত্মার এখন নিশ্চয় হয়েছে - দেহ-অভিমান সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম অবগুণ্ঠই হলো এটা। দেহ-অভিমান এলেই অন্যান্য বিকারগুলিও আঁকড়ে ধরে। সেইজন্য এখন দেহী-অভিমানী হতে হবে। বাবা, আমরা আত্মারা এখনই এলাম কি এলাম। ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছে। এখন ড্রামা সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আমাদের নতুন জন্ম প্রাপ্ত হবে। খুশী হওয়া উচিত, তাই না! সাঁপ খোলস ছাড়ে, আবার নতুন নেয়। সল্যাসী এই উদাহরণ দিতে পারে না। তোমরাও এখানে নতুন খোলস নেওয়ার পূর্বে পুরোনোকে ত্যাগ করো। তারপর ওখানে (স্বর্গে) প্রতি জন্মেই নিজে থেকেই পুরোনো খোলস ত্যাগ করে অন্য নিয়ে থাকো। বাচ্চারা মনে করে যে এখন আমরা এই পুরোনো খোলস ত্যাগ করে ঘরে যাব। তারপর স্বর্গে সময়ানুসারে পুরোনো শরীর ত্যাগ করে নতুন নিতে থাকবে। সাপ তো অনেকবার খোলস ছাড়ে। তোমাদের তো এখানে প্র্যাকটিস করানো হয়। এ হলো ৮৪ জন্মের পচন ধরে যাওয়া খোলস, একে শ্যাম(কালো) বলা হয়ে থাকে। চামড়া(শরীর) কালো হলে আত্মাও কালো হয়। সোনা ২৪ ক্যারেটের হলে গয়নাও তেমনই তৈরী হয়। পূর্বে খাদ মেশানো হতো না। খাঁটি সোনারই প্রচলন ছিল। এই গিনি ইত্যাদি বিদেশ থেকে এসেছে। বিদেশে খাঁটি মোহর তৈরী হয় না। এখানেই খাঁটি সোনার মোহর ছিল। এখন তো সবই উচ্চ মূল্যের হয়ে গেছে। সোনা খাদ মেশাতেই হবে। তোমাদের হৃদয়ে গুপ্ত খুশী রয়েছে যে আমরা গিয়ে সোনার মহল নির্মাণ করবো। এখানে যেমন পাথরের দেওয়াল হয়, ওখানে সোনার দেওয়াল হবে। আমরা পরশবুদ্ধির হয়ে যাই তখন মহলও সোনার তৈরী হয়। পুরোনো সবকিছু সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই ড্রামাকে অনেক যুক্তিসহকারে বুঝতে হয়। নতুন দুনিয়ায় সবকিছু নতুন হয়। এ কত সহজ কথা। আত্মা তাও যদি বুঝতে না পারো তবে বাবাকে অত্যন্ত ভালোবেসে স্মরণ করো। সেইজন্য এই সমস্ত সূক্ষ্ম কথা বাবা দেবী করে বুঝিয়েছেন। প্রারম্ভে অত্যন্ত সহজভাবে একই কথা শোনাতেন। এইরকম বলবে নাকি যে বাবা এ'সব পূর্বে কেন শোনায়নি যে আত্মা এত ছোট। ড্রামানুসারে যাকিছু অতিবাহিত হয়ে গেছে, কল্পপূর্বের মতন যে'ভাবে বুঝিয়েছিলাম সে'ভাবেই বোঝাচ্ছি। মানুষ এই ড্রামার বন্ধনে বেঁধে রয়েছে। পরবর্তী কল্পেও পুনরায় এ'ভাবেই বোঝাচ্ছেন। আবারও এ'ভাবেই বোঝাবেন। অনেক বাচ্চারা সাধারণ রূপ দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, উল্টোপাল্টা বলতে শুরু করে দেয়। ভালো ভালো বাচ্চারা, মায়া তাদেরকে থাপ্পড় লাগিয়ে দেয়। মনে করে -- ব্যস্, ভগবান আর কী! নিরাকারই তো! সে তো ঠিক আছে, তাই না! নিরাকার না থাকলে আমি-তুমি কিভাবে থাকতাম। কিন্তু নিরাকারের তো রথের অবশ্যই দরকার, তাই না! রথ ছাড়া কি করবে, শিববাবা কি করবেন ? রথে আসবেন তবেই তো তোমরা ওঁনার সঙ্গে মিলিত হবে। তোমার থেকেই শুনবো, তোমার সঙ্গেই বসবো। তবে তো রথ অবশ্যই চাই, তাই না! আত্মা, সাকার ব্যতীত নিরাকারকে স্মরণ কর দেখাও। তোমাদের কি প্রেরণার দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হবে ? তবে আমার কাছে এসেছেই বা কেন ? এই বাবাও তো বলেন যে উত্তরাধিকার তো শিববাবার থেকে নিতে হবে। শিববাবা বলেন - আমি এই সাধারণ তনে বসে পড়িয়ে থাকি। পড়াশোনা তো অবশ্যই চাই, তাই না! অত্যন্ত ভালো ভালো বাচ্চাদের মাথাই ঘুরে যায়। দুই-চারটি সেন্টার খুলে দেয়, ব্যস্ তখন অহংকার চলে আসে। তখন উল্টোপাল্টা বলতে থাকে। তারপর কখনও বুদ্ধিতে এসেও যায় যে এটা আমি ঠিক বলিনি, তখন অনুতাপ করে। বাবা বলেন - সাকার ব্যতীত আমি কিভাবে বোঝাবো। এখানে প্রেরণার কোনো কথা নেই। আমি শিক্ষক রূপে বসে আছি। গরীবদের জন্যই বেশি পরিশ্রম করে। গরীবদেরই দান করা উচিত। যদি কোনো কথাই বুঝতে না পারো তখন বলো যে আত্মা, বাবাকে জিজ্ঞেস করে বলবো কারণ জ্ঞানেরও এখন অনেক পর্যায় আছে। ভবিষ্যতে বুঝতে পেরে যাবে। দিনে-দিনে তোমরা নতুন নতুন পয়েন্টস্ শুনতে থাকবে। বাচ্চারা, তোমাদের তো একদমই নিরহংকারী হয়ে থাকতে হবে। অহংকার এলেই সমস্ত আবর্জনা বাইরে বেরিয়ে (প্রকাশ্যে) আসে। যেন আবর্জনার বৃষ্টি হচ্ছে। বলাও হয়ে থাকে - রুদ্র যজ্ঞে অসুরদের ফেলা আবর্জনা পড়েছে। ওরা(অজ্ঞানী) মনে করে যে বোধহয় গোবর ইত্যাদি ফেলে থাকে। প্রকৃতই এ হলো গোবর। আজোবাজে কথা বলতে থাকে। ক্রোধ ইত্যাদি করে তখন এ যেন গোবরই ঢেলে দেয়। চলতে-চলতে কারোর গ্রহের দশা(থারাপ লক্ষণ) বসে যায় তখন অনাথ হয়ে হয়ে পড়ে। মায়া থাপ্পড় মেরে একদম দেউলিয়া করে দেয়। উপার্জনেও গ্রহের ফের দেখতে পাওয়া যায়, তাই না! তবেই তো বলা হয় যে আশ্চর্য হয়ে শোনে, তারপর সঙ্গদোষে এসে নিজের খাদ্যাভ্যাস থারাপ করে ফেলে। বাবা বলেন, অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। সংসঙ্গে স্বর্গবাস, অসং সঙ্গে নরকবাস.... বাবা সম্পূর্ণ বারণ করে দেন। বড়লোকেদের অনেক শত্রু হয়ে যায়। এখানে আবার বিষ পান করতে না পারলে কামেশু, ক্রোধেশু হয়ে যায়। ব্যস্, আমি একে মারবো। বাবা বলেন -- কাম-বিকার হলো তোমাদের শত্রু। তোমরা পবিত্র দেবী-দেবতা ছিলে। এখন বলে থাকো যে আমরা হলাম পতিত, দুঃখী। বাবা বলেন - এই জ্ঞান যজ্ঞে অসুরদের দ্বারা অনেক বিঘ্ন আসবে। শুরুর থেকে হয়ে আসছে। মুখ্য কথাই হলো পবিত্রতার। তোমরা আহ্বানও করো যে -- হে পতিত-পাবন এসো। সেইজন্য এখন এসেছেন - পবিত্র করে দেন। তাহলে পুনরায় কেন অপবিত্র হতে চাও ? শুরু থেকেই বিকারের কারণেই ঝগড়া হতে থাকে। বাচ্চারাও বলে - যাকিছুই হয়ে যাক, আমাদের তো বাবার

থেকে উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত করতে হবে। বাবা কি করবেন? মারবেন তো? যুদ্ধে কতো মারা যায়। বাবা কখনো তোমাদের মেরে ফেলবেন না। হ্যাঁ, সহ্য অবশ্যই করতে হয়, এরজন্য মহাবীরত্ব চাই। শিবশক্তির গায়ন হয় তোমাদের উদ্দেশ্যেই। আদিদেবকে মহাদেব বলা হয়ে থাকে। কিন্তু অর্থ বোঝে নাকি ! এখন তোমরা বুঝেছো যে মায়ার উপর বিজয়প্রাপ্ত করি আর অন্যান্যদেরকেও মায়াজীত বানাই। দিলওয়াড়া মন্দিরে জগদম্বাও বসে রয়েছেন। ঘরগুলির মধ্যে বাম্ভারাও বসে রয়েছে। সকলেই অবশ্যই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী মহাবীর বাম্ভা। তোমাদের বুদ্ধিতে কত রহস্য রয়েছে। হুবহু তোমাদেরই স্মৃতি-স্মারক। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরও হলো স্মৃতি-স্মারক। গান্ধীর বার্ষিকী পালন করা হয়। এই এই করেছেন, রবীন্দ্রনাথ (টেগোর) এই এই করেছিলেন, ভালো ভালো কাজ করেছেন। কত বড় বড় জীবন কাহিনী লেখা হয়েছে। কত ভলুমস (অনেক গুলো খন্ড) আছে। এখানে তোমাদের বুদ্ধিই হলো বিশাল আয়তনের। সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। জ্ঞানের ধারণা বুদ্ধিতেই হয়ে থাকে। কারোর বুদ্ধি বিশাল হয় - কারোর কম হয়। নম্বর রয়েছে, তাই না! এ হলো নতুন নলেজ, যা বাবা ব্যতীত আর কেউ শোনাতে পারে না। এই বাবার কাছে বলি প্রদত্ত হয়ে গেলে তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন। অসীম জগতের পিতা পতিত দুনিয়ায়, পতিত শরীরে এসে বাম্ভাদের জন্য কত পরিশ্রম করেন। তাহলে অবশ্যই বাম্ভাদের বলি প্রদত্ত হয়ে যাওয়া উচিত। সেই শিববাবা তো হলেনই নিরিকার, তিনি হলেন দাতা, তাই না! বলে যে শিববাবা, আমরা তোমাকে টাকা পয়সা পাঠাচ্ছি, বাড়ি-ঘর নির্মাণের জন্য। আমি হলাম নিরাকার, সেইজন্য অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারাই তৈরী করাবেন। ডায়রেকশন দিয়ে থাকি - তোমাদের জন্য নির্মাণ করবে। আমি এসেছি স্বল্প সময়ের জন্য, তারপর নির্বাণধামে চলে যাব। বাবা কত প্রেমপূর্বক বসে থেকে বোঝান - কত সহজ কথা, দেহ-সহ দেহের সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করে একমাত্র বাবাকে স্মরণ করো। চাও তো স্বরাজ্য পাও, চাও তো প্রজা পদ পাও। তোমাদের পুরুষার্থের উপর নির্ধারিত। এক-একজন রাজা-রানীর কাছে কত লক্ষ-লক্ষ সংখ্যায় প্রজা আসে। এই জ্ঞান অনেকেই শুনবে। নিজের সমান বানানোর পরিশ্রম করতে হবে। এখানেই পবিত্র হতে হবে। তোমরা জানো যে পতিত-পাবন বাবা এসেছেন। কল্পপূর্বের মতন আমাদের বোঝাচ্ছেন। বাবা রাজ্য পাইয়ে দিয়েছিলেন - রাবণ ছিনিয়ে নিয়েছে। পরাজয় কিভাবে হয়েছে, পুনরায় কিভাবে জয়লাভ করতে হবে - এও বুদ্ধিতে রয়েছে। অনেক বাম্ভারা এও ভুলে যায়। মায়ী নাক ধরে ফেলে। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পায় পুনরায় তৎক্ষণাৎ জীবনবন্ধও হয়ে যায়। দেরী করে না। বাবা বলেন - বাম্ভারা, সতর্ক থাকো। তোমরা রূপ-বসন্ত হয়ে সর্বদা মুখ থেকে রক্তই বের করো। নোংরা কথা শোনাও উচিত নয়। মনে করো এ হলো আমাদের শত্রু। জ্ঞান ব্যতীত আর কোনো কথা শোনাই খারাপ। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাম্ভাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাম্ভাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) প্রথম অবগুণ হল দেহ-অভিমান, তার থেকে বেরিয়ে এসে পুরোপুরি দেহী-অভিমानी হতে হবে।

২) অবিনাশী জ্ঞান রক্ত যা বাবার থেকে প্রাপ্ত হচ্ছে, তা দান করে দিতে হবে। বাবার মতন নিরহংকারী হতে হবে। মুখ থেকে রক্তই বের করতে হবে। খারাপ কথা শুনবে না।

\*বরদানঃ:-\* দয়ার ভাবনাকে ইমার্জ করে দুঃখ-কষ্টের দুনিয়ার পরিবর্তনকারী মাস্টার মাসীফুলও (ক্ষমাশীল) ভব প্রকৃতির দোলাচলে যখন আত্মারা চিৎকার (হাহাকার) করে, ক্ষমা এবং দয়া ভিক্ষা করে তখন নিজের ক্ষমাশীল স্বরূপকে ইমার্জ করে, তাদের ডাক শোনো। দুঃখ-কষ্টের দুনিয়াকে পরিবর্তন করার জন্য নিজেকে সম্পন্ন বানাও। পরিবর্তনের শুভ ভাবনাকে তীব্র করো। তুমি সম্পন্ন হলে এই দুঃখের দুনিয়াও সম্পন্ন অর্থাৎ সমাপ্ত হয়ে যাবে, সেইজন্য নিজের প্রতি, কিস্বা সর্ব আত্মার প্রতি - দয়ার ভাবনা ইমার্জ করো। যেখানে দয়া থাকবে, সেখানে তোমার-আমার দোলাচল থাকবে না।

\*স্নোগানঃ:-\* জ্ঞান আর যোগের - দুটি পাখনা মজবুত হলে তবেই উড়ন্ত কলার অনুভব করতে পারবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - যখনই সময় পাবে সত্যিকারের উপার্জন করো, চলা-ফেরা করার সময়, কাজ-কর্ম করার সময় বাবার স্মরণে থাকাই হল সত্যিকারের উপার্জনের आधार, এতে কোনও কষ্ট নেই”

- \*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চাদের মধ্যে জ্ঞানের পরাকার্তা (পরম অবস্থা) থাকবে, তাদের লক্ষণগুলি বোলা?
- \*উত্তরঃ - যার মধ্যে জ্ঞানের পরাকার্তা হবে তার সব কর্মেন্দ্রিয় শীতল হয়ে যাবে। চঞ্চলতা সমাপ্ত হয়ে যাবে। অবস্থা একরস হয়ে যাবে। ম্যানার্স (আচার-আচরণ) শোধরাতে থাকবে।
- \*প্রশ্নঃ - শিববাবার স্মরণ বুদ্ধিতে না থাকলে তার রেজাল্ট কেমন হবে?
- \*উত্তরঃ - কোনও না কোনও বিকর্ম অবশ্যই হবে। বুদ্ধি এতটুকুও কাজ করবে না, যে সে বুঝতে পারবে না যে তার দ্বারা কোনও বিকর্ম হচ্ছে। বাবার নির্দেশ অমান্য করার কারণে ধোঁকা খেতে থাকবে।
- \*গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এল আজ...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এবিষয়ে নিশ্চিত যে অসীম জগতের বাবা এসে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে অসীম জগতের বাবা বলা হয় না। এই গান তো এখানকার যারা নাটক বা ফিল্ম বানিয়েছে, তারা বানিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্য বলা হয় মহারাজাধিরাজ। বাবা বলেন - আমি তো মহারাজাধিরাজ হই না, বাচ্চারা তোমাদেরকেই তা বানাই। তো এই ধরণের গীতগুলি থেকেও কিছু না কিছু ভালো অর্থ বেরিয়ে আসে। অসীম জগতের বাবা গরীবের ভগবান অবশ্যই আছেন। বাবা এসে যে ভারতকে ধনবান বানিয়েছিলেন সেই ভারত এখন গরীব হয়ে গেছে। ভারতেই ওঁনার জন্ম হয়, এছাড়া অন্য কোথাও তাঁর জন্মের উল্লেখ নেই। যদিও বিভিন্ন দেশে তাঁর পূজা করতে থাকে, নানান দেশে তাঁর এই চিত্র থাকতে পারে কিন্তু জন্ম তো এখানেই হয় তাই না। যেরকম যীশু খ্রীষ্টের জন্ম অন্য কোনও জায়গায়, কিন্তু চিত্র তো এখানেও আছে তাই না। তাই ভারতকে গড় ফাদারের বার্থপ্লেস (জন্মভূমি) বলা হয়। মানুষ তো কিছু বুঝতেই পারে না। তারা তো ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। আগে তোমাদেরও জানা ছিলো না। এখন জেনে গেছো যে ভারত হল পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মার বার্থপ্লেস। মানুষ তো মনে করে যে পরমাত্মা তো জন্ম-মরণ থেকে পৃথক। হ্যাঁ, মরণ থেকে স্পষ্টতঃই পৃথক কেননা তাঁর নিজস্ব কোনও শরীর নেই। কিন্তু জন্ম তো হয় তাই না। বাবা বলেন যে আমি এসেছি, এটা হল আমার দিব্য জন্ম, অন্যান্যরা তো গর্ভে প্রবেশ করে ছোটো থেকে বড় হয়। আমি এরকম হই না। হ্যাঁ, কৃষ্ণ মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে। ছোট থেকে বড় হয়। প্রত্যেক আত্মা নিজের মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে জন্ম নেয়। এটা হল মনুষ্য সম্প্রদায়ের কথা। মানুষই কাঙ্গাল, মানুষই মুকুটধারী হয়। ভারত সত্যযুগ আদিত ডবল মুকুটধারী ছিল। পবিত্রতার প্রতীক চিহ্ন থাকে। পবিত্রতার মুকুট আর মণিমুক্তের মুকুট ছিল তাই না। পবিত্রতা হারিয়ে যাওয়ার পর কেবল একটাই মুকুট থাকে। বিশ্বের মালিক ছিল পুনরায় পুনর্জন্ম নিতে নিতে একটি মুকুট হারিয়ে যায়। তারপর একটা মুকুটধারী হয়। এসব হল জ্ঞানের কথা। পূজ্য থেকে পূজারী হওয়ার কারণে একটি মুকুট হারিয়ে যায়। রাজারা ক্রমশঃ পতিত হয়ে যায় আর অতীতে যে পবিত্র রাজারা সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী ছিলেন, তাঁদের চিত্রগুলিকে পূজা করতে থাকে। যাঁরা পবিত্র পূজ্য ছিলেন তাঁরাই পূজারী হন। তাঁদেরই ৮৪ বার জন্মগ্রহণ করতে হয়। যে ভারত কাল পূজ্য ছিল, সেই ভারত এখন পূজারী হয়ে গেছে। পুনরায় পূজারী গরীব থেকে পূজ্য ধনবান হতে হবে। এখন সবাই গরীব হয়ে গেছে। কোথায় স্বর্গের মহল... মন্দির গুলিতেও কতো হিরে-জহরত সজ্জিত ছিল। তো তারা তাদের মহল তো আরই ভালো বানাবেন তাই না। এখন তো সবাই কতো গরীব। এখন তোমরা পুনরায় গরীব থেকে ধনবান হচ্ছে। বাচ্চারা তোমাদেরকেই পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা প্রতিদিন যুক্তি বলে দিতে থাকেন। যখনই সময় পাবে এই স্মরণের উপার্জন করতে হবে। এরকমও অনেক কাজ আছে যেখানে বেশী বুদ্ধি খাটাতে হয় না। কোনো কোনো কাজে বুদ্ধি খাটাতে হয়। তো যখনই সময় পাবে, ঘুরতে বেড়াতে যাবে, তখন বাবাকে স্মরণ করবে। এই উপার্জন বেশী করে করতে হবে। এটাই হল সত্যিকারের উপার্জন। এছাড়া বাকি সবই হল অল্প সময়ের জন্য মিথ্যা উপার্জন। বাচ্চারা, এই শিক্ষা এখনই তোমাদের প্রাপ্ত হয়।

তোমরা জানো যে আমাদেরকে অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নিতে হবে, এতে কোনও কষ্ট নেই। বাবা তোমাদেরকে ঘর-বাড়িও পরিত্যাগ করতে বলেন না। কেবল বলেন যে বাচ্চারা, বিকারে যাবে না। বিশেষ করে এই কারণেই ঝগড়া লাগে। অন্যান্য সংসঙ্গে এইরকম ঝগড়া খোড়াই হয়! সেখানে তো যেটা শুনবে সেটাই সত্য-সত্য বলে চলে যাবে। ঝগড়া এখানে হয়। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অসুরদের বিঘ্ন অবশ্যই পড়ে। অবলাদের উপর অত্যাচারও হয়।

যেরকম দ্রোপদীকে দেখিয়েছে - বাবাকে আবাহন করে বলছে বাবা, এ আমাকে নগ্ন করছে, এর থেকে আমাকে রক্ষা করো। বাবার শিক্ষা হল কখনও নগ্ন হবে না। যখন একরস অবস্থা হয়ে যাবে তখন এই কর্মেন্দ্রিয়গুলি শীতল হয়ে যাবে, ততক্ষণ কোনো না কোনো চঞ্চলতা চলতেই থাকবে। যখন জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা হয়ে যাবে - বুদ্ধিতে এই চিন্তন থাকবে যে আমাকে কম্প্যানিয়ন হয়ে থাকতে হবে। বিদেশে অনেক বৃদ্ধ বাণপ্রস্তু মনে করে, ভবিষ্যতে কে সম্পত্তির মালিক হবে, সন্তান-সন্ততি তো নেই, এইজন্য শেষ বয়সে কম্প্যানিয়ন বানিয়ে নেয়। বাকি যা থাকে তাকে দিয়ে চলে যায়। তোমরা তো সংবাদ পত্র পড়ো না, সংবাদ পত্রে এইরকম খবর অনেক আসে। বাচ্চারা তোমরা কোনও সংবাদ পত্র পড়বে না। বাবা তো বলেন যে যদি কিছু না পড়ে থাকো তো খুব ভালো। আর যদি কিছু পড়ে থাকো, সে'সব ভুলে যাও। আমাদেরকে বাবা এইরকম পড়াচ্ছেন যে আমরা সত্যিকারের উপার্জন করে বিশ্বের মালিক হয়ে যাই। বাবা বলেন যে হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল... এ' সব হল তোমাদের জন্য। বাচ্চারা এখন তোমরা মন্দিরের পূজার যোগ্য তৈরী হচ্ছে। তোমরা এখন জ্ঞানের সাগর বাবাকে পেয়েছো তাই কেবল তাঁর কথাই শুনতে হবে। অন্যদের কথা তোমাদের শোনার কি দরকার আছে? সাধারণ মানুষ টিচারের কাছে, গুরুর কাছে যায় তো গুরু কখনও এইরকম বলে কি যে কাম বিকারে যাবে না। তারা তো পবিত্র হওয়ার শিক্ষা দেয় না। কারো বৈরাগ্য এলে ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। বাবা, যিনি হলেন শিবাচার্য তিনি জ্ঞানের কলস মাতারা তোমাদের মাথার উপর রেখেছেন। এছাড়া এই পতিত দুনিয়াতে লক্ষ্মী কোথা থেকে আসবে! লক্ষ্মী-নারায়ণ তো সত্যযুগে আসবেন। এখন শিববাবা ঐনার দ্বারা বসে বোঝাচ্ছেন। ব্রহ্মা-মুখ দ্বারা শিবাচার্য উবাচ - অবশ্যই তোমরা স্বর্গের দ্বারোদ্ঘাটন করে থাকো তো অবশ্যই তোমরাই মালিক হবে। স্বর্গের দ্বারোদ্ঘাটন করো অর্থাৎ স্বর্গবাসী হওয়ার পুরুষার্থ করো। তোমাদের পুরুষার্থই হলো নরকবাসী মানুষকে স্বর্গবাসী বানানো। বাবাও এই সেবা করেন তাই না - পতিত থেকে পাবন বানানো, তোমাদেরও এটাই হল কারবার, যেটা বাবার কারবার। আমাদেরকে স্বর্গবাসী বানাও। স্বর্গে যাওয়ার আশা তো সবাই রাখে তাই না। কেউ মারা গেলে তো বলে যে অমুক ব্যক্তি স্বর্গে গেছেন। যারা এই কথাটা বলে তাদেরকে জিঞ্জেস করতে হবে যে যখন সেই মৃত ব্যক্তি স্বর্গে চলে গেছেন তখন আবার নরকে তাকে আহ্বান করে ব্রাহ্মণদের কেন খাওয়াও? এটাও তো সেই অজ্ঞান অন্ধকার হল তাই না। তোমরা এখান থেকে সূক্ষ্মবতনে নিয়ে গিয়ে খাওয়াও কেননা তোমরা জানো যে এটা হল পবিত্র ভোজন। যে মারা যায় সে পবিত্র ভোজন খোড়াই পায়। বলে যে বাবা - অমুকের নামে ভোগ লাগাও- তো সে পবিত্র ভোজন পাবে। গাওয়া হয়ে থাকে যে দেবতারও পবিত্র ভোজন পছন্দ করেন। অবশ্যই তোমাদের জলসা সূক্ষ্মবতনেই অনুষ্ঠিত হয়। এমন নয় যে ধ্যানে যাওয়া ভালো। না, যোগকে ধ্যান বলা যায় না আর ধ্যানকে যোগ বলা যায় না। বাবা বলছেন যে - আমার সাথে বুদ্ধির যোগ লাগাও তো বিকর্ম বিনাশ হবে। বৈকুণ্ঠে গিয়ে রাস-বিলাস করে, সেটা কোনও উপার্জন নয়। মুরলী তো শুনতে পারে না। এই ভোগ ইত্যাদি তো হল একটা রীতি-রেওয়াজ, যেটা ড্রামানুসারে হয়ে থাকে। মানুষের রীতি-রেওয়াজ আর সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের রীতি-রেওয়াজের মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য আছে। এখান থেকে গিয়ে সূক্ষ্ম বতনে খাওয়ায়। এই কথাগুলিকে যতক্ষণ নতুনরা বুঝতে না পারে, ততক্ষণ সংশয় উৎপন্ন হতে থাকে। আমরা বলি যে ড্রামানুসার এদের ভাগ্যতে নেই তাই সংশয় উৎপন্ন হয়েছে আর চলে গেছে। চিন্তার কোনও কথা নেই, এর ভাগ্যে ছিল না। প্রথম কথা এটাই ভুলে যায়, আমাকে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। কোনও কথাতে সংশয়বুদ্ধি হয়ে পড়ে। আরে আমাদের কাজই হল উত্তরাধিকার গ্রহণ করা। আমরা পড়া কেন ছাড়বো? মুরলী তো শুনতেই হবে তাই না। নিরাকার বাবা তোমাদেরকে ডাইরেকশন কিভাবে শোনাবেন, অবশ্যই তাঁর একটা মুখ চাই। ব্রহ্মা মুখ থেকে অথবা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের থেকে শুনতে হবে। কেউ তো দেশের বাইরে অনেক দূরে চলে যায়। মুরলীও প্রাপ্ত হয় না তাই বাবা বলেন কোনও চিন্তা নেই। তুমি স্মরণে থাকো আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো। বাবার এই শ্রীমত প্রাপ্ত হয়েছে। যেখানেই থাকো, তোমরা লড়াইয়ের ময়দানে আছো।

মিলিটারিতে যারা রয়েছ বাবা তাদেরকেও বোঝান যে তোমাদেরকে সেই সার্ভিসও তো করতে হবে, এটা তো হল তোমাদের কারবার। দেশকে রক্ষা করতে হবে। তোমরা বেতন পাও, চুক্তিবদ্ধ, তাই রক্ষাও তো করতে হবে। বুদ্ধিতে লক্ষ্য তো আছে। অসীম জগতের বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তিনি বলছেন যে বাচ্চারা তোমরা আমার স্মরণে থাকো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। শিববাবার স্মরণে থেকে ভোজন স্বীকার করো তাহলে যদি এমন কিছু কু-ভাইরেশন থাকে সেটাও পবিত্র হয়ে যাবে। যতটা সম্ভব সাত্ত্বিক খাবার স্বীকার করতে হবে। কোনও উপায় না থাকলে বাবাকে স্মরণ করে খাও। এতেই পরিশ্রম আছে। জ্ঞানের যুদ্ধ বলা হয় না, স্মরণেই যুদ্ধ হয়। স্মরণে থাকলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। মায়ার থাপ্পর লাগবে না। দেহ-অভিমানী হবে না। তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করো। তোমরা শরীরকে স্মরণ করতে থাকো, আত্মাকে ভুলে গেছো এইজন্য জিঞ্জেস করা হয় - আত্মার বাবা কে, তাঁকে জানো? তাঁর নাম, রূপ, দেশ, কাল লেখো। তখন ভ্যারাইটি লিখতে থাকে। কেউ লেখে আত্মার বাবা হল হনুমান, কেউ অন্যকিছু লেখে, কতই না অজ্ঞানী। তখন

পুনরায় বোঝানো হয় - আত্মা তো হল নিরাকার। তোমাদের গুরু তো হলেন সাকার। নিরাকারের বাবা সাকার কিভাবে হবেন। বোঝানোর অভ্যাসের উপর সবকিছু নির্ভর করছে আর সাথে ম্যানার্সও ভালো চাই। অনেক ভালো ভালো বক্তা আছে। অন্যদের ভালো ভাবে তীর লেগে যায়। নিজের মধ্যে ম্যানার্স না থাকার কারণে উল্লিখিত হয় না। বাবাকে খুব ভালোভাবে স্মরণ করতে হবে। কেউ কেউ তো জ্ঞান খুব ভালো শোনায়, যোগ একটুও নেই। এমন নয় যে যোগ ব্যতীত জ্ঞান ধারণ হবে না। ধারণা তো হয়ে যায়। মনে করো, কাউকে হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি শোনাচ্ছে, সেটা তো শিঘ্রই বুদ্ধিতে ধারণ হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করার বিষয়ে কিছুই বুদ্ধিতে থাকবে না। মদ মাংসও খেতে থাকে। এটা তো হল একটা কাহিনী, যেটা মনে রাখা খুবই সহজ। হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বুদ্ধিতে এসে যায়। স্মরণ করার কথাই নেই। পবিত্রতারও কথা নেই। এমনও অনেক আছে। শিববাবাকে স্মরণ করে না তাই বিকর্মও বিনাশ হয় না। আরও বেশী করে বিকর্ম করতে থাকে। এতটাও বুদ্ধি কাজ করে না যে এটা হল বিকর্ম। বাবার নির্দেশ অমান্য করা, এটা তো হল অনেক বড় পাপ। শিববাবার নির্দেশ আছে তাই না - এটা করো। ঔনার নির্দেশ অমান্য করলে তো অনেক বড় ধোঁকা থাকবে। এছাড়া হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি শোনানো তো খুবই সহজ ব্যাপার। বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমরা স্কুলে গিয়েও বোঝাতে পারো। তোমরা এটা পার্থিব জগতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি পড়ছো। অসীম জগতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি তো তোমরা কোথাও পড়ো নি। বলো তো লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য কোথায় গেলো? সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ডিনাসোস্ট্রি যেটা চলেছিল সেটা কোথায় গেলো? কে তাঁদের থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিল? কে আক্রমণ করেছিল? বাচ্চারা তোমরাই জানো যে কিভাবে এই চক্রের পুনরাবৃত্তি হয়। এটা যে কাউকে বোঝাও তো ৭ দিনে বুদ্ধিতে ধারণ হয়ে যাবে। কিন্তু ম্যানার্স নেই। এমন নয় যে বিকারে গেলে হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি ভুলে যাবে। সব কথাতেই যোগ হল মুখ্য। যোগেই মায়া ধোঁকা দেয়। তোমাদেরকে সর্বগুণ সম্পন্ন শোলোকলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, মর্যাদা পুরুষোত্তম, ডবল অহিংসক এখানেই হতে হবে। কেউ আবার প্রতিজ্ঞা করেও স্থির থাকতে পারে না। মায়া অত্যন্ত প্রবল তাই না। বাবাকে ভালোভাবে স্মরণ করে না তাই বিকর্ম বিনাশ হয়না, উপরন্তু আরো বিকর্ম করতে থাকে। সে নিজেও বুঝতে পারে না আর বললেও বুঝতে পারে না।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা হলেন গরীবের বন্ধু, করুণাময়। আমি মুখ্যভাবে বাচ্চাদেরকে এবং গৌণভাবে সবাইকে বোঝাতে থাকি। ইনপার্টিকুলার (মুখ্যভাবে) আমরা সুখধামে যাই। ইনজেনারেল (গৌণভাবে) মুক্তিধামে যাই। সত্যযুগে অবশ্যই এই লক্ষ্মী-নারায়ণেরই রাজত্ব ছিল - পুনরায় চন্দ্রবংশী, তারপর ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি এসেছে তো সেই আদি সনাতন ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে। বট গাছের ঝাড় কলকাতায় গিয়ে দেখো, ফাউন্ডেশন নেই, সমগ্র ঝাড় দাঁড়িয়ে আছে। এটাও এইরকম। এখন পুনরায় স্থাপনা হচ্ছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-\*

১) কোনও কথাতে সংশয় বশতঃ পড়া ছেড়ে দেবে না। বাবাকে আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে।

২) এক বাবার থেকেই শুনতে হবে, আর পূর্বে যাকিছু পড়েছে, সেগুলি ভুলে যেতে হবে। হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল, টক নো ইভিল...।

\*বরদানঃ-\*

বাবার ছত্রছায়ার নীচে থেকে মায়ার ছায়া থেকে নিজেকে রক্ষাকারী সদা খুশীতে থাকো আর নিশ্চিন্ত ভব মায়ার ছায়া থেকে বাঁচার সাধন হল - বাবার ছত্রছায়া। ছত্রছায়ার নীচে থাকা অর্থাৎ খুশীতে থাকা। সব চিন্তা বাবাকে দিয়ে দাও। যার মধ্যে থেকে খুশী হারিয়ে যায়, দুর্বল হয়ে যায় তার উপর মায়ার ছায়ার প্রভাব পরেই যায় কেননা দুর্বলতা মায়াকে আবাহন করে। যদি স্বপ্নেও মায়ার ছায়া পরে যায় তো হয়রান হতে থাকে, যুদ্ধ করতে হয়। এইজন্য সদা বাবার ছত্রছায়াতে থাকো। স্মরণে থাকাই হল বাবার ছত্রছায়ায় থাকা।

\*স্নোগানঃ-\*

যে মুরলীকে ভালোবাসে সে-ই হল মাস্টার মুরলীধর।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার দ্বারা তোমরা রাইট পথ (সঠিক পথের) সন্ধান পেয়েছো, তাই কোনো রকম উল্টো কর্ম বা বিকর্ম (ভুল কর্ম) করবে না”

\*প্রশ্নঃ - এই সময় মানুষ যা সঞ্চল করে, সেসব বিকল্পে পরিণত হয় - কেন ?

\*উত্তরঃ - কারণ বুদ্ধিতে রাইট এবং রং এর (সঠিক ও ভুলের) বোধ নেই। মায়া বুদ্ধিতে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। বাবা যতক্ষণ না আসছেন, সত্য পরিচয় প্রদান না করছেন, বিকল্প থাকবেই। মায়ার রাজ্যে যতই ভগবানকে স্মরণ করার সঞ্চল করে কিন্তু যথার্থ পরিচয় নেই তাই সেসবও ভুল কর্মে পরিণত হয়। এইসব খুবই সূক্ষ্ম কথা যা বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে হবে।

\*গীতঃ- ওম নমঃ শিবায়....

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা গীত শুনেছে। গীতের অর্থ যথার্থ রূপে বুদ্ধিতে এসেছে। তারা যে গান করে তার অর্থ জানেনা। তোমরা প্রাকৃতিক্যালে অর্থও জানো এবং পুরুষার্থও করছো বাবার দ্বারা । কারণ এখন সম্মুখে সহায়ক হয়ে রয়েছেন। সহায়ক তখন হন যখন অনেক ভীড় জমা হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো উনি হলেন গুপ্ত রূপে সহায়ক - সব মানুষেরই । যদিও এই পুরানো দুনিয়ায় যারা আছে, অনেক প্রকারের যোনী (জীব প্রজাতি) আছে , তাই না। অনেক প্রকারের জীব জন্তু আছে। সত্য যুগে কোনো অশুদ্ধ বস্তু জীব জন্তু ইত্যাদি থাকবে না। এইরূপ ড্রামা রচিত হয়েছে। ধনীদেব কাছে গৃহ, আসবাব ইত্যাদি অবশ্যই উঁচু মানের থাকবে। গরিবের কাছে কি থাকে। এইসব কথা তোমরা বুঝেছো তাইনা। এখনও পুরানো দুনিয়া হল রাবণের রাজ্য, অতএব জীব জন্তু নাগ ইত্যাদি বিপদ রূপে ক্ষতি করে । যেমন মানুষ তমোপ্রধান হয়েছে তেমনই তার সমস্ত কিছু সামগ্রী ইত্যাদিও তমোপ্রধান। এখানে যতই বিশাল ভবন ইত্যাদি আছে ৪০ তলা বিল্ডিং ইত্যাদি বানিয়েছে তবুও স্বর্গের তুলনায় তো কিছুই নয়। এইসব এখন তৈরি হয়েছে বিনাশের জন্য। তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা এসেছেন। সর্বপ্রথমে বাবা, আত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ বুঝিয়ে দেন। মানুষ না আত্মাকে চেনে আর না পরমাত্মাকে জানে। তোমরা বাচ্চারা জেনেছো - আত্মা ও পরমাত্মার রূপ কি ? মন্দিরে পূজা হয় - বেনারসে বিশাল লিঙ্গ রাখা হয়েছে। তাঁর সবাই পূজা করে। বলেও থাকে আত্মা রূপী স্টার ক্রকুটির মাঝখানে বাস করে। ক্রকুটির মধ্যে বড় জিনিস থাকলে তো টিউমার হয়ে যাবে। এইসব কথা বুঝতে হবে। পরমাত্মাও স্টার, কিন্তু তোমরা ভুলে যাও। যখন শিববাবাকে স্মরণ করো তখন বুদ্ধিতে আসা উচিত যে বাবা হলেন স্টার, বাবার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান ভরা আছে। উনি হলেন সত্য, চৈতন্য। তাঁর মধ্যে বুদ্ধিও আছে। মন আর বুদ্ধি দুটি পৃথক জিনিস। মনে ঝড় আসে। সত্য যুগে কোনো তুফান ইত্যাদি আসে না। এখানে সঞ্চল-বিকল্প চলতে থাকে। এই সময় মানুষ যা সঞ্চল করে সেসব বিকল্পে পরিণত হয়। এইসব কথা গুলি ভালো ভাবে বুঝতে হবে। সেসব হল সহজ কথা। সুখধাম, শান্তিধামকে স্মরণ করো। এইরূপ সূক্ষ্ম ভাবে বোঝানো হয়। আত্মা অতি সূক্ষ্ম, সে সত্য, সে চৈতন্য। আত্মা যখন গর্ভে প্রবেশ করে তখন জীবন অনুভব হয়। যদিও তবু গুলিতেও চৈতন্যতা আছে তবেই তো বুদ্ধি হয় কিন্তু তাতে মন-বুদ্ধি নেই। সেই তবু গুলিতে সঞ্চল ইত্যাদির কোনো কথা নেই। গর্ভে পিন্ড বৃদ্ধি পায়। যেমন বৃক্ষ বড় হয় তেমন ভাবে পিন্ড বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাতে জ্ঞান নেই। জ্ঞান, ভক্তি হল মানুষের জন্য। ভক্তি করে আত্মা এবং জ্ঞান অর্জনও করে আত্মা । আত্মার মধ্যে মন-বুদ্ধি আছে, প্রথমে মনে ভালো বা খারাপ সঞ্চল আসে তারপরে বুদ্ধি নির্ণয় করে - করা উচিত, না অনুচিত? যতক্ষণ না বাবা আসেন ততক্ষণ আত্মা যা সঞ্চল করে সেসব বিকল্প হয়ে যায়। যদিও ভগবানকে স্মরণ করে কিন্তু ঠিক বা ভুল সে কথা বুঝতে পারে না। ব্রহ্ম তো ভগবান নয়। মানুষের শুধুমাত্র সঞ্চল উৎপন্ন হয় যে ভগবানকে স্মরণ করি। বুদ্ধি বলে ঠিক কথা, কিন্তু বুদ্ধির তালা বন্ধ আছে কারণ মায়ার রাজ্য। ভক্তি যে করে তারা, তা ভুল করে। কৃষ্ণের ভক্তি করে, পরিচয় একেবারেই জানেনা। যা কিছু করে সবই আনরাইটিয়াস। এখন বাবার দ্বারা বুদ্ধিতে বোধ আগ্রত হয়েছে। ভুল কর্ম করতে নিষেধ করা হয়েছে। কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিকর্ম করা নিষেধ। বুদ্ধি বলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন। এখন বুদ্ধি সঠিক পথ প্রাপ্ত করেছে। তোমরা প্রতিটি কথার সঠিক জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে। পূর্বে যা কিছু করেছে, সব ভুল করেছে, ভক্তিও করেছিলে আনরাইটিয়াস। শিবের ভক্তি করে, বিশাল লিঙ্গ নির্মাণ করে, শিববাবার আকার তো বিশাল নয়। এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলেছে, তখন বুঝেছো সবই আনরাইটিয়াস। এ হল মিথ্যা দুনিয়া। সত্যযুগ হল সত্য দুনিয়া। সেই দুনিয়ার স্থাপনা কে করেন ? সত্য একমাত্র পিতাকেই বলা হয়। উনি যা বলেন, সবই সত্য। সত্য বলে সত্যথওের স্থাপনা করেন। এইসব কথা গুলি ডিটেলে

খুবই সূক্ষ্ম কথা। কেউ বুঝতে পারবে না। খুব সূক্ষ্ম ভাবে বিষয়ের গভীরে যেতে হবে।

বাবা বলেন, ধারণ হয় না তো অসীম জগতের পিতা ও অসীমের উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। দুঃখধামকে ভুলে যাও। মানুষ নতুন গৃহ নির্মাণ করে তো বুদ্ধিযোগ পুরানো গৃহ থেকে ছিন্ন হয়ে নতুন গৃহের প্রতি যুক্ত হয়। মানুষ ভাবে পুরানো তো শেষ হয়েই যাবে। এ' হল অসীম জগতের কথা। দেহ সহ যা কিছু আছে - সবই তো ত্যাগ করতে হবে। এই দেহটিও তো ফিরে যাবে না। আত্মকেই বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। আমি যথার্থ রূপে যেমন, আমাকে স্মরণ করো। তোমাদের আত্মার মধ্যে কেমন ভাবে পার্ট ভরা আছে। ৮৪ জন্মের পার্ট, সূক্ষ্ম আত্মায় পার্ট ভরা আছে। ৮৪ লক্ষ জন্মের পার্ট তো হয়ে যায় অসম্ভব কথা। এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা বাবা এসে খুলেছেন তাই বুঝতে পারো ওইসব কথা তো ভুল। এই সূক্ষ্ম আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট নিহিত আছে, বাবা তো সঠিক কথা বলেন। বাবা তো আত্মা রূপী বাচ্চাদের সঙ্গেই কথা বলেন। উনি হলেন নলেজফুল, তাইনা। মানুষ বলে অমুক আই. সি. এস পড়েছে। আত্মাই পড়াশোনা করে কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা। যদিও অনেক ধনী ব্যক্তি হয়, কিন্তু, রুগী অসুস্থ তো হয় তাইনা। এমন তো নয় যে ধনী মানুষের আয়ুও বেশি হয়। ধনী মানুষ যত পাপ করে গরিব মানুষ তত করে না। এই দুনিয়ায় তো চারিদিকে পাপ কমই হয়। এই হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া। প্রতিটি কর্মে পাপ করে। ব্রাহ্মণদের ভোজন করায়, তা পতিতদেরই তো ভোজন করানো হল তাইনা। পতিতদের খাইয়ে পুণ্য তো হবে না। এখন তোমরা প্রকৃত অর্থে পবিত্র হও। সন্ন্যাসীরা যদিও পবিত্র থাকে কিন্তু তারা কোনও পবিত্র দুনিয়ায় তো যাবে না, উপরন্তু পুনর্জন্ম তো পতিত দুনিয়ায় নেবে। তোমরা তো পতিত দুনিয়ায় জন্ম নেবে না। তারা ভাবে দুনিয়ার আয়ু অনেক বেশি। যতক্ষণ বিনাশ না হয় ততক্ষণ পুনর্জন্ম তো নিতেই হবে। মুক্তি নেই। তোমাদের এই হল অস্তিম জন্ম। তোমরা জানো যে আমরা পবিত্র দুনিয়ায় যাবো। বাবা বসে বোঝান - বাচ্চারা তোমরা প্রবৃতি মার্গে ছিলে তো দেবতা ছিলে, পরে এত গুলি পুনর্জন্ম নিয়ে এসেছো। তোমরা নিজের পুনর্জন্মের কথা জানো না। এই পার্ট তো একজনের জন্য নয়, সকলকে পড়ানো হয়। অনেকে পড়াশোনা করে। বাবা, ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলেন। শূদ্ররা অর্থাৎ কলিযুগী পার্ট প্লে করা আত্মারা এই কথা গুলি বুঝবে না। প্রথমে সাত দিন রোজ জ্ঞানের বিষয় বুঝিয়ে ব্রাহ্মণ বানাও, যাতে তারা বুঝতে পারে আমরা শিববংশী ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। এই পড়াশোনার দ্বারা তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হও। এ' হল ব্রহ্মা মুখবংশী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সব সন্তান। তাকে গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। ব্রহ্মাকে সর্বদা বৃদ্ধ রূপে দেখানো হয়। যেমন থাইস্ট, খ্রিস্টানরা তো পুনর্জন্ম নিতেই থেকেছে। গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ড থাইস্ট। কিন্তু শিববাবা তো হলেন নিরাকার, তাঁকে শুধু পিতা বলা হবে। তিনি হলেন নিরাকার। তাঁকে গড ফাদার বলা হয়। তাঁর কোনো ফাদার বা পিতা নেই, গুরুও নেই কারণ উনি হলেন সদ্গুরু। তাহলে জাগতিক দুনিয়ার গুরুরা কারা। তারা দৈহিক যাত্রা করে, আমরা রুহানী বা আত্মিক যাত্রা করি। এখানে কেউ মারা গেলে বলবে স্বর্গে গেছে। অর্থাৎ মিথ্যা বলা হল, তাইনা। যদিও পুনরায় ফিরে তো আসে এখানেই। কেউ বলে অমুক জ্যোতি জ্যোতিতে সমাযিত হয়েছে। আচ্ছা যখন বড় বড় সাধু-সন্ন্যাসীদের মৃত্যু হয়, যদি তারা জ্যোতি স্বরূপে জ্যোতিতে সমাযিত হয় তবে তাদের বার্ষিক শ্রাদ্ধ কেন পালন করে? জ্যোতিতে সমাযিত হওয়া তো ভালো কথা তাহলে বাৎসরিক (শ্রাদ্ধ) পালন, ব্রাহ্মণদের ভোজন ইত্যাদি করানো এইসব তো মিথ্যা হল তাইনা। বৈকুণ্ঠবাসী হয়েছে তো তাদের নরকের ভোজন গ্রহণ করানো হয় কেন। একেই বলে - আনরাইটিয়াস। যা করে উল্টো কর্মই করে। মানুষের বুদ্ধিতে একেবারেই তালা লেগে গেছে। বাবা বলেন আমি এসে তালা খুলি। মায়া তালা লাগিয়ে দেয় অর্থাৎ মায়া বোধবুদ্ধিহীন করে দেয়। মানুষ বলে ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। ভাবে এই জ্ঞান পরম্পরা থেকে চলে আসছে। এই দীনহীন মানুষের কিছুই জ্ঞান নেই। জ্ঞান ও ভক্তি। ব্রহ্মার দিন এবং ব্রহ্মার রাত - দুইই সমান তাইনা। তবে সত্যযুগ দিনের আয়ু বড় এবং রাতের আয়ু এত ছোট কেন করে দিয়েছে। ব্রহ্মার দিন এবং ব্রহ্মার রাত দুই সমান হওয়া উচিত, তাইনা। এই কথাটি হল অসীম জগতের কথা। বাবা এসে সব কথা বুঝিয়ে দেন। এক বাবাকে জ্ঞান রত্নের সাগর বলা হয়। এক-একটি রত্নের দাম লক্ষ লক্ষ টাকা। বাবা বাচ্চাদের বোঝান - গতকালের কথা। তোমাদেরকে বুঝিয়ে রাজ্য-ভাগ্য প্রদান করে গিয়েছিলাম। তোমরা রাজত্ব করে এখন সব হারিয়েছ। গতকাল তোমাদের রাজত্ব ছিল, আজ নেই, পুনরায় নাও। আজ আর গতকালের কথা। ভারত গতকাল স্বর্গ ছিল। ভারতেই শিব জয়ন্তী পালন করা হয়, নিশ্চয়ই শিববাবা এসেছিলেন। এখন আবার এসেছেন। তোমাদেরকে রাজ্য ভাগ্য প্রদান করছেন। এখন তোমরা কড়ি থেকে হীরায় পরিণত হচ্ছে। তোমরা অ্যাক্টর্স, তোমরা অসীম জগতের ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের কথা জেনেছো অর্থাৎ ত্রিকালদর্শী হয়েছো।

বাবা বলেন যে মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, আমি পিতা, আমাকে স্মরণ করো। ভুলে যেও না। আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক করতে এসেছি। তোমরা নরকের মালিক করেছে যে, তাকে কখনও ভুলে যাও না আর আমি পিতা, আমাকে ভুলে যাও? মায়া অবশ্যই ভুলিয়ে দেবে। কিন্তু তোমরা চেষ্টা করো স্মরণে থাকার। আত্মাকে বাবা জ্ঞান প্রদান করেন। আত্মার কর্ম

হল অসীম জগতের পিতার কাছে অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা। দেহ-অভিমান ত্যাগ করা। বাচ্চারা, তোমাদের পুরুষার্থ করান একমাত্র পিতা। এই হল পাঠশালা, এতে দর্শন করার কোনো কথা নেই। প্রিন্সিপালের দর্শন করতে হয় কি ? এই কথা তো বুঝতে হবে। এ হল রাজযোগের পাঠশালা, এসে বুঝে নাও। সর্ব প্রথমে পরিচয় বুঝিয়ে দিতে হয় একমাত্র পিতার, তারপরেই জ্ঞানের বিষয়ে এগোনো উচিত। পিতার পরিচয় দেওয়ার পরে লেখানো উচিত। যাতে তাদের বুদ্ধিতে এই নিশ্চয় দৃঢ় হয় যে, শিববাবার কাছে অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তাই এমন পিতার সঙ্গে মিলিত না হয়ে থাকা উচিত নয়। ত্রিমূর্তি শিব বলা হয় তাইনা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে রচনা করেন শিব। প্রজাপিতা অবশ্যই ব্রহ্মাকে বলা হবে। বিষ্ণু বা শঙ্করকে নয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা হয়। জগৎ পিতা এবং জগৎঅম্মা পরে লক্ষ্মী নারায়ণ স্বরূপ ধারণ করেন। তাদের সন্তানরা উত্তরাধিকারী হয়। যদিও ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা কথাটির কোনো অর্থ নেই। এনার মধ্যে শিববাবা প্রবেশ করেন, এনার আত্মাকে বাবা পবিত্র করেন। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) বাবা বুদ্ধির তালা খুলে দিয়েছেন তাই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও ভুল কর্ম করবে না। সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোনও সঙ্কল্প যেন বিকল্পে পরিণত না হয়।

২ ) এখন ঘরে (পরমধাম) ফিরতে হবে, তাই এই দেহকে ভুলতে হবে। দুঃখধাম থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে বাবা আর অসীমের উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* ব্যর্থের অপবিত্রতাকে সমাপ্ত করে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ স্বরূপধারী হোলিহংস ভব হোলি হংসের বিশেষত্ব হল - সদা জ্ঞান রূপী রত্ন গ্রহণ করা এবং নির্ণয় শক্তির দ্বারা দুধ ও জলকে আলাদা করা অর্থাৎ ব্যর্থ এবং সমর্থের নির্ণয় করা। হোলি হংস অর্থাৎ সদা স্বচ্ছ। স্বচ্ছতা অর্থাৎ পবিত্রতা, কখনও অপবিত্রতার প্রভাব না পড়ে। ব্যর্থের অপবিত্রতাও নয়, যদি ব্যর্থ আছে তবে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ বলা হবে না। সব সময় বুদ্ধিতে যেন জ্ঞানের রত্ন চলতে থাকে, যদি জ্ঞানের মনন চলতে থাকে তবে ব্যর্থ চলবে না। একেই বলা হয় রত্ন গ্রহণ করা।

\*স্নোগানঃ:-\* নৌকা এবং মাঝি মজবুত হলে তুফানও তোফা বা উপহারে পরিণত হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - প্রথমে নিশ্চয় করো যে, আমি হলাম আত্মা, প্রবৃত্তিতে থেকে নিজেকে শিববাবার সন্তান আর প্রৌত্র মনে করে চলো, এটাতেই হল পরিশ্রম”

\*প্রশ্নঃ - তোমরা সব পুরুষাধী বাচ্চারা কোন্ গূহ্য রহস্যটিকে খুব ভালো ভাবে জানো?

\*উত্তরঃ - আমরা জানি যে, এখনও পর্যন্ত ১৬ কলা সম্পূর্ণ কেউই হয়নি, সবাই পুরুষার্থ করছে। আমি সম্পূর্ণ হয়ে গেছি - এটা বলার শক্তি কারও মধ্যেই থাকতে পারে না। কেননা যদি সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে এই শরীরই ত্যাগ হয়ে যাবে। শরীর ত্যাগ হয়ে গেলে সূক্ষ্ম লোকে গিয়ে বসতে হবে। মূল লোকে তো কেউই যেতে পারে না। কেননা যতক্ষণ ব্রাইডগ্রাম (বর) না যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রাইড (কনে) কীকরে যেতে পারে। এও হল গূহ্য রহস্য।

\*গীতঃ- চেহারা দেখে নে রে প্রাণী(মন) তোর দর্পণে (মন রূপী)....

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ - এখন এটা তো বাচ্চারা বুঝে গেছে যে এনার নাম তো শিব নয়। সেটা তো হল নিরাকার শিব ভগবানুবাচ । বাবা বোঝে যে, নিরাকার তো শিব বাবাকেই বলা হয় আর কোনো মানুষকেই বলা যায় না। নিরাকার পতিত-পাবন শিববাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি এই (ব্রহ্মা) তন এর দ্বারা বসে বোঝাচ্ছেন। তাঁকেই পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় । পিতাকে আর নিজ আত্মাকে বুঝতে হবে। আমি হলাম আত্মা আর সেই আত্মা কি জিনিস মানুষের তা জানাই নেই। ইংরেজীতে বলা হয় সেক্স রিয়ালাইজেশন। সেক্স অর্থাৎ আত্মা কী বস্তু? যদিও বলেও ক্রুকটির মাঝে রয়েছে তারা। কেবল বলার জন্য বলে দেয়। আত্মা হল স্টার - নিরাকার, তাহলে তার বাবাও তো নিরাকারই হবে। ছোট বড় তো হতে পারে না। যেমন আত্মা, সেই রকমই পরমাত্মা। তিনি হলেন সুপ্রীম। সব থেকে উচ্চ থেকেও উচ্চ। প্রথমে তো আত্মাকে বুঝতে হবে যে আত্মা কার সন্তান। সে কীভাবে পতিত থেকে পবিত্র হয়। সে কীভাবে পুনর্জন্ম নেয়, কিছুই জানে না। প্রথমে তো এই নলেজ চাই যে আত্মা কী বস্তু। বাবা-ই এসে আত্মাদেরকে বলেন যে, আত্মা হল স্টারের মতো। অতি সূক্ষ্ম, এই চোখ দিয়ে দেখতে পাওয়া যায় না। দেখার জন্য দিব্য দৃষ্টির প্রয়োজন। হাসপিটালে যত ইচ্ছা চেষ্টা করে যাক না কেন, কিন্তু আত্মাকে দেখতে পাওয়া যাবে না। আত্মা অতি সূক্ষ্ম। প্রথমে তো এই নিশ্চয় চাই যে, আমি হলাম আত্মা অতি সূক্ষ্ম। বাবা তাদেরকেই বোঝায়, যাদের আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পাঠ নির্ধারিত রয়েছে। তারপর পরমাত্মা নিজেই রিয়েলাইজ করান, সেই আত্মা কখনো করাতে পারে নাকি। পরমাত্মা নিজেই রিয়েলাইজ করানযে, আমি হলাম তোমাদের বাবা, আমি হলাম অতি সূক্ষ্ম। ড্রামাতে সমস্ত অ্যাক্ট নিহিত রয়েছে। সেই পার্টে এতটুকুও চেজ হতে পারে না। বাবা বলেন, আমি কারো অসুখ বিসুখ ইত্যাদি ঠিক করতে আসি নাকি। এই শারীরিক ভোগ ইত্যাদি তো হল কর্মভোগ। তোমরা তো আমাকে বলে থাকো পতিত-পাবন, নলেজফুল জ্ঞানের সাগর এসো, আমাদেরকে এসে পবিত্র বানাও। রাজযোগও শেখাও। পরমাত্মাকেই ডাকে, মাঝখান থেকে শ্রীকৃষ্ণ কোথা থেকে চলে এল। শ্রীকৃষ্ণকে সবাই গড ফাদার কখনো বলে নাকি! সকল আত্মাদের পিতা হলেন নিরাকার । তিনি হলেন দুঃখ হতা সুখ কর্তা। তিনি কীভাবে এসেছেন, কীভাবে পার্ট প্লে করেছেন- এসব কোনো কিছুই জানে না। শাস্ত্রাদিতেও কিছু নেই। গীতা হল সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি, যে গীতা থেকেই সত্যযুগী আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়েছে। পিছনে তারপর সন্তানাদিরা (অন্যান্য ধর্ম) এসেছে। মুখ্য ধর্মশাস্ত্র কোনটা? সেটার বিষয়ে বাবা বোঝান। মুখ্য হল গীতা, যার দ্বারা ব্রাহ্মণ, সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ধর্মের স্থাপনা হয়েছে। সপ্তমযুগ হলই ব্রাহ্মণ ধর্ম। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে জ্ঞান শোনাচ্ছেন, যার দ্বারা আমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হই। তারপর সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী হবো। এটাকে পাকাপাকি ভাবে স্মরণে রেখে দিতে হবে। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয় ধর্মের স্থাপনা করেছেন।

বাবা আত্মার ওপরে বুঝিয়েছেন । অনেক বাচ্চারা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করাতে দিশেহারা হয়ে যায়। আরে তোমরা তো হলে আত্মা। তোমাদের বাবা হলেন শিব। আত্মা যেমন অরগ্যান্স ছাড়া কিছুই করতে পারে না, তেমনি নিরাকার বাবারও তো অরগ্যান্স চাই, তাই না! তিনি এনার মধ্যে এসে বোঝান। আত্মার রূপে কী, পরমাত্মার রূপ কী? এটা তো বলার জন্য বলে দেয় যে - পরমাত্মার রূপ হল বিন্দু । কিন্তু তার মধ্যে কীভাবে অবিনাশী পার্ট নিহিত রয়েছে, যা কখনোই মুছে যায় না। এটা কেউই জানে না। কিন্তু পার্ট অনাদি পরম্পরা ধরে লে আসছে, এর কখনোই এন্ড হয় না। পুরানো দুনিয়ার এন্ড হলে তবে তো নতুন দুনিয়া হবে। বাবা-ই এসে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান। বাবা বুঝিয়েছেন যে

- মুখ্য ধর্মশাস্ত্র হলই চার, যাতে ৪টি ধর্মের স্থাপনা হয়। সর্ব প্রথমে হল গীতা, তারপর ইসলাম ধর্মের শাস্ত্র, বৌদ্ধ ধর্মের শাস্ত্র, খ্রিস্টান ধর্মের, এরপর বুদ্ধি হতে থাকে। এই সকল শাস্ত্র হল গীতার পুত্র-পৌত্র। তাই গায়ন আছে যে শ্রীমৎ ভগবত গীতা, এই গীতা গান বাবাই গেয়েছেন। বাবা বলেন - আমি কোনো মানুষ নই, আমি কোনো দেবতাও নই। আমি তো উঁচুর থেকেও উঁচু - নিরাকার পরমাত্মা। আমি কল্প কল্প ধরে এই সাধারণ শরীরে প্রবেশ করে পড়াতে আসি। তোমরা জানো যে এখন আমরা প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ হয়েছি, পুনরায় আমরাই দেবতা হবো। বুদ্ধি তো হতেই থাকে। অবশ্যই বি.কে. হওয়া মাসির বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ নয়। বোঝানো হয় যে, গৃহস্থ থেকেও নিজেকে শিব বাবার সন্তান মনে করো। তোমরা শিব বাবার পৌত্রও বটে, সন্তানও বটে। অজ্ঞানকালে কেউ এইরকম বলবে না যে আমি ঠাকুরদাদার পৌত্রও আবার তার বাচ্চাও। বাচ্চারা, তোমরা হলে ঠাকুরদাদার, শিববংশী। তারপর শিববাবা দত্তক নিয়ে বি.কে. বানায়। শিববংশী হলো নিরাকার, বি.কে. হলো সাকার। তোমরা হলে নিরাকার বাবার সন্তান। তারপর বাবা বলেন যে - ব্রহ্মার দ্বারা আমি তোমাদেরকে দত্তক নিয়ে থাকি। অতএব যেহেতু তোমরা ব্রহ্মার সন্তান, তাই তোমরা আমার পৌত্র। তুমি এই উত্তরাধিকার শিব বাবার থেকে পেয়ে থাকো। ধর্মশাস্ত্র তাকেই বলা হয়, যার দ্বারা কোনো ধর্ম স্থাপন হয়। বেদ ইত্যাদি শাস্ত্রের মাধ্যমে কোন্ ধর্ম স্থাপন হয়েছে? কোনো কিছুই নয়। মহাভারতও কোন ধর্ম শাস্ত্র নয়। বাইবেল হল ধর্মশাস্ত্র। গীতার মাধ্যমে দেবতা ধর্ম স্থাপিত হয়েছে। আর বাদবাকি ভাগবত রামায়ণ ইত্যাদিতে গল্প কথা লিখে দেওয়া হয়েছে। সেসব কোনো ধর্ম শাস্ত্র নয়। আসল কথা হলো আত্মাকে বুঝতে হবে। ওরা আবার বলে যে আত্মা নির্লেপ, তো তাহলে উল্টো কথা হয়ে গেল - তাই না? বাস্তবে আত্মাই এই শরীরের মাধ্যমে আহর গ্রহণ করে, বাসনা পরিতৃপ্ত করে। সুখ-দুঃখ আত্মাই অনুভব করে। বলা হয় মহাত্মা অথবা পাপাত্মা। তারপরেও যখন ওরা বলে "আত্মাই হল পরমাত্মা" - তখন তো সব ভুল হয়ে গেল। সেন্টারে যে বাচ্চারা আসে তাদের মধ্যে বহুজনেরই এটা জানা নেই যে আত্মা প্রকৃতপক্ষে কি। তোমরা নিজেরাই বলো যে আত্মা হল স্টার। তার মধ্যে সমস্ত পার্ট ভরা হয়ে আছে। আত্মা অতিশয় সূক্ষ্ম। আত্মাকে কখনো দেখা যায় না। তবে হ্যাঁ বাবা দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে সাক্ষাৎকার করাতে পারেন। সাক্ষাৎকার করার পর তা আবার লুপ্ত হয়ে যাবে। তবুও তোমাকে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় তো করতেই হবে যে - আমি আত্মা অতি সূক্ষ্ম। যেমনভাবে স্বামী বিবেকানন্দের উদাহরণ শোনানো হয় যে তিনি জ্যোতির সাক্ষাৎকার করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে জ্যোতি তাঁর থেকে নির্গত হয়ে আমার মধ্যে মিলিয়ে গেল। কিন্তু এতো শুধুই সাক্ষাৎকার। কিন্তু সমাহিত হয়ে যাবার তো কোনো প্রশ্নই নেই। আত্মার সাক্ষাৎকার যদি হয়েও থাকে তাতে কি হলো? আত্মা তো তুমি অবশ্যই। কত ফালতু মহিমা লিখে দিয়েছে। সাক্ষাৎকার হয়েছে বুঝলাম কিন্তু তার দ্বারা প্রাপ্তি কি হলো? কিছুই নয়, যদি তুমি চতুর্ভুজের সাক্ষাৎকার লাভ করো, তাহলে তুমি কি শ্রীলক্ষী-নারায়ণ হয়ে যাবে? অস্তিম লক্ষ্যের এ শুধুমাত্র সাক্ষাৎকার হলো। বাবার কী সাক্ষাৎকার হবে? যে রূপ আত্মা হলো স্টার, তেমনই তিনিও হলেন স্টার। দেখানো হয় যে, অর্জুন বলেছিল - তাঁর তেজ হাজার হাজার সূর্যের সমান, আমি সহ্য করতে পারছি না, এবার ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। এখন এমন তো কিছুই নেই। আগে তো অনেকেরই সাক্ষাৎকার হতো, যা শুনতো তাই সাক্ষাৎকার হতো। তাতেই সকলে ভাবতো যে আমাদের মনোকামনা পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এতে লাভ কিছুই নেই। বাবা বলেন আমি রাজযোগ শিখিয়ে পতিত থেকে পবিত্র করতে এসেছি। এমন নয় যে মৃত ব্যক্তির মধ্যে প্রাণবায়ু ঢেলে দেবো। শরীরে অসুখ থাকলে ডাক্তারের কাছে যাও। আমি তো এসেছি তোমাদের পবিত্র করে তুলতে। পবিত্র হও, তবেই পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে যেতে পারবো। নিশ্চয়ই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হবে, তবেই তো পবিত্র দুনিয়া স্থাপিত হবে। মহাভারতের যুদ্ধের পরিণাম কি হয়েছিল তা কোথাও দেখানো হয় না। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এখন সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের এই রহস্য বোঝাচ্ছি। এই জ্ঞান অন্য কারোর বুদ্ধিতে নেই। আত্মার জ্ঞানই নেই। বাবার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে যে - আত্মা কি? বাবাকে স্মরণ করব কীভাবে? বাবা আশ্চর্য হয়ে যান - সেবাধারী বাচ্চাদের মধ্যেই যদি আত্মা-পরমাত্মার জ্ঞান না থাকে, তাহলে তারা অন্যদেরকে কি বোঝাবে? হ্যাঁ তবে মুরলী শোনাতে থাকে। টিচাররাও ক্রম অনুযায়ী হয়ে থাকেন সেই কারণে, প্রধান ব্রাহ্মণীদেরকে বলা হয় যে - ক্লাসে সকলের কাছে গিয়ে একেক জনকে জিজ্ঞাসা করো যে - আত্মার রূপ কি? পরমাত্মার কি রূপ? সুপারভাইজ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিকর্ম বিনাশ হতে পারবে না। মানুষ সম্পূর্ণ প্রস্তুতবুদ্ধি, তাদেরকে পারসবুদ্ধি বানাতে মেহনত প্রয়োজন। দিলওয়াড়া মন্দিরে দেখতে পাবে, আদি দেব এর কালো রঙের চিত্র (মূর্তি) আছে। আর তার উপরে স্বর্গের চিত্র বানানো হয়েছে। মন্দির যারা বানিয়েছে, তারা তো কোটিপতি ছিল, কিন্তু তারা কিছুই জানতো না। তারা মহাবীর এর কথা বলে, কিন্তু তার অর্থ কিছুই বোঝে না। জগদম্বাই মহারানী হবেন। আদি দেবতার কন্যা সরস্বতী। মন্দির তো অনেক বানানো হয়েছে। তার কত সংখ্যা তা ট্রাস্টির লোকেরা নিজেরাও জানেন না। পূজারীও বলেন - যে আমি তো সমস্ত দায়ভার সামলানোর জন্যই বসে আছি, মন্দির তো অমুকে বানিয়েছে, আমি কি জানি? এখন তোমরা সেই জ্ঞানের আলো পেয়েছো। এই পড়াশুনাই হল - মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য। মানুষ গীতা ভবন তৈরি করে, কিন্তু গীতা কে রচনা করেছেন তা কেউ জানেন না। বড় বড় কোটিপতিরা বড় বড় মন্দির তৈরি

করেন। কিন্তু এসব কিছুই জানে না। বাবা এসে সমগ্র ড্রামার রহস্য তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেন। আচ্ছা বেশ আর কিছু না বুঝতে পারো তো, শুধুমাত্র শিব বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এটাও ভালো, বাবাকে স্মরণ তো করো তাই না? শিববাবা হলেন সকল আত্মাদের পিতা। মৃত্যুকালে শুধুমাত্র শিব বাবা ছাড়া যদি আর কোনো কিছু স্মরণে না আসে, তবে স্বর্গে যেতে পারবে। কোনো ছোট ব্যাপার নয় এটা, সর্বপ্রথম - আমি আত্মা - এই নিশ্চয় করতে হবে। তাঁর নাম হল শিব, তিনি হলেন পরম পিতা পরমাত্মা। আত্মাও এক ছোট্ট বিন্দু স্বরূপ, পরমাত্মাও বিন্দু স্বরূপ। যেভাবে প্রতিটি আত্মার মধ্যে ৮৪ টি জন্মের পাট ভরা থাকে, সেই রূপ পরমাত্মার পাট হল - পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর কাজ। ভক্তির সময় আমি সকলের মনোকামনা পূর্ণ করি। দিব্যদৃষ্টির এই চাবি বাবার হাতে আছে। এটাও ড্রামাতে রয়েছে। নবধা ভক্তির মাধ্যমে সাক্ষাৎকার হবেই হবে। অশুদ্ধ কামনা পূরণ করে শয়তান অর্থাৎ রাবণ। এই যে সকলে ঋদ্ধি সিদ্ধি ইত্যাদি শিখতে থাকে, যা মানুষকে দুঃখ প্রদান করে, তা আমার কাজ নয়। সেই সকল কামনা আমি পূর্ণ করি না। এখন সব বাচ্চারাই হল পুরুষার্থী। ১৬ কলা সম্পূর্ণ কেউ এখনো হতে পারেনি। যতক্ষণ না বিনাশ হচ্ছে, ততক্ষণ এই পুরুষার্থ চলতেই থাকবে। কারোর এমন ক্ষমতা নেই যে, সে বলতে পারে আমি ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছি। হতেই পারে না। সেই অবস্থা হবে অস্তিমকালে। কেউ যদি রাত দিন এক করেও চেষ্টা করে তবুও এখন হতে পারবে না। এখন যদি কেউ কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছে যায় তো, তাহলে তাকে এই শরীর ত্যাগ করতে হবে। তখন তাকে সূক্ষ্ম লোকে গিয়ে বসতে হবে, মূল লোকে যেতে পারবে না। প্রথমে ব্রাইডগ্রুম (বর) যাবে তারপর তো ব্রাইডস (কনে) যাবে। তাঁর পূর্বে কি করে যেতে পারবে? (এই সকল ধারণ করার জন্য) কত দূরদর্শী বুদ্ধির প্রয়োজন। আচ্ছা!

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) সাক্ষাৎকার ইত্যাদির আশা না রেখে নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে পুরুষার্থ করতে হবে। সর্ব প্রথমে নিশ্চয় করতে হবে যে, আমি হলাম অতি সূক্ষ্ম আত্মা।

২) অসুখ বিসুখ ইত্যাদিতে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। এটাও হল কর্মভোগ। স্মরণের দ্বারাই আত্মা পবিত্র হবে। পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়াতে যেতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* জ্ঞান আর যোগের বল এর দ্বারা মায়ার শক্তির উপরে বিজয় প্রাপ্তকারী মায়াজীত, জগৎজীত ভব জগতে সায়োন্সেরও বল রয়েছে, গভর্নমেন্টেরও বল রয়েছে, ভক্তিরও বল রয়েছে, কিন্তু তোমাদের কাছে রয়েছে জ্ঞান বল আর যোগ বল। এ হল স্ব থেকে বড় বল। এই যোগ বল মায়ার উপরে সদাকালের জন্য বিজয়ী বানিয়ে দেয়। এই বল এর কাছে মায়ার শক্তি কিছুই নয়। মায়াজীত আত্মারা কখনোই স্বপ্নেও হেরে যেতে পারে না। তাদের স্বপ্নও শক্তিশালী হবে। তাই সর্বদা এই স্মৃতি যেন থাকে যে, আমরা যোগবলে সম্পন্ন আত্মারা হলাম সর্বদা বিজয়ী আর বিজয়ী থাকবো।

\*স্লোগানঃ:-\* কর্ম করার সময়ও কর্ম বন্ধন গুলির থেকে মুক্ত থাকাই ফরিস্তা হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

## "সত্য আর অসত্যের বিশেষ প্রভেদ"

আজ দিলারাম বাবা নিজের সকল বাচ্চার আশা পূর্ণ করার জন্য মিলন উদযাপন করতে এসেছেন। অব্যক্ত রূপে তো সদা সব বাচ্চা মিলন উদযাপন করতে থাকে। তবুও ব্যক্ত শরীর দ্বারা অব্যক্ত মিলন উদযাপনের শুভ আশা রাখে, সেইজন্য বাবাকেও অব্যক্ত থেকে ব্যক্ততে আসতে হয়। বাপদাদা এই সময় চারিদিকে দেশ-বিদেশের বাচ্চাদের দেখছেন - মন থেকে তারা মধুবনে আছে। তোমরা এখানে সাকারে আছ আর অনেক বাচ্চা অব্যক্ত রূপে মিলন উদযাপন করছে। বাপদাদাও সব বাচ্চাকে তাদের স্নেহের রিটার্ন দিচ্ছেন। তোমরা যেখানেই থাকো স্মরণের দ্বারা বাবার কাছে, হৃদয়-মাঝে আছ। বাপদাদা সকলের স্নেহের সুর শুনছেন। বাবা জানেন, বাচ্চাদের জন্য বাবা ব্যতীত আর কেউ নেই যে স্মরণ করবে এবং বাবারও বাচ্চার ছাড়া আর অন্য কেউ নেই। তোমরা সদা এই স্মৃতিতে থাকো যে, আমি বাবার, বাবা আমার। এই স্মৃতি সহজও আর তোমাদের সমর্থও বানায়। এইরকম স্মৃতিস্বরূপ স্নেহী বাচ্চা সাকারেই শুধু নয়, স্বপ্নেও তারা অসমর্থ তথা দুর্বল হতে পারে না। অসমর্থ হওয়া অর্থাৎ 'আমার বাবা'-র পরিবর্তে অন্য কোনো আমিত্ব বোধ আসে। এক আমার বাবা — এ' হলো মিলন উদযাপন করা। যদি 'এক'-এর পরিবর্তে 'দুই' আমার হয়, তখন তাহলে কী হয়? এক হয় মিলন আরেক হয় ঝামেলা।

কোনো কোনো বাচ্চা মনে করে — বাবা তো আমারই কিন্তু আরও এক-দুই আত্মাকে আমার করতে হবে। তারা বলে, আর কেউ নয় শুধু এক আধার প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিষ্ঠা কী ছিল? এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়, নাকি এক বাবা আরও এক? ভোলাভালা হয়ে যাও। সেই একের মধ্যে অনেক কিছু সমাহিত হয়ে থাকে, সেইজন্য ঝামেলা হয়ে যায়। এই পুরানো দুনিয়াতেও এমন খেলনা পাওয়া যায় যা বাইরে থেকে দেখতে লাগে একটা, কিন্তু একটার মধ্যে একটা, তার মধ্যে একটা থাকে। একটা খোলো তো তার মধ্যে থেকে আরেকটা বের হবে, দ্বিতীয়টা খুলবে তো তৃতীয়টা বের হবে। এও সেইরকমই খেলনা। দেখায় এক কিন্তু ভিতরে অনেক সমাহিত হয়ে আছে। আর যখন ঝামেলায় চলে গেছে তখন মিলন উদযাপন কীভাবে হতে পারে? ঝামেলাতেই লেগে থাকবে নাকি মিলন উদযাপন করবে? শুধু দুইকে ভেবো না। এক বাবা ব্যতীত সঙ্কল্পেও যদি কোনো আত্মাকে বা প্রকৃতির সাধনকে 'আমার সহায়' হিসেবে স্বীকার করো, তাহলে অটোম্যাটিক্যালি এই ঈশ্বরীয় মেশিনারি অতি ফাস্ট গতিতে কার্য করে। যে সেকেন্ড অন্যকে সহায় বানাও, সেই সেকেন্ড বাবার থেকে মন-বুদ্ধি সরে যায়। সত্য বাবার থেকে সরে যাওয়ার কারণে বুদ্ধি অসত্যকে সত্য, রং-কে রাইট মনে করতে শুরু করে, উল্টো জাজমেন্ট দিতে থাকে। কেউ যতই কিছু বোঝাক যে এটা রাইট নয়, কিন্তু সে যথার্থকে, এমনকি সত্যকেও অসত্যের শক্তি দ্বারা যে বোঝায় তাকে রং প্রমাণ করবে। সদা স্মরণে রাখো যে, আজকাল ড্রামা অনুসারে এটা অসত্যের রাজ্য, আর অসত্যের রাজ্য-অধিকারী প্রেসিডেন্ট রাবণ। তার কতগুলো মাথা আছে অর্থাৎ অসত্যের শক্তি কত মহান! তার মন্ত্রী-মহামন্ত্রীও বড়ই মহান! তার জজ আর উকিলও বড় হুঁশিয়ার

(চাতুর্যপূর্ণ) তাইতো, মিথ্যা জাজমেন্টের ভ্যারাইটি পয়েন্টস দেয় যা আপাতদৃষ্টিতে মাধুর্যপূর্ণ, এইভাবে সত্যকে অসত্য প্রমাণ করতে তারা খুব ধূর্ত হয়।

কিন্তু অসত্য আর সত্যের মধ্যে প্রভেদ কী? অসত্যের জয় অল্পকালের হয় কেননা, অসত্যের রাজস্বই অল্পকালের। সত্যতার পরাজয় অল্পকালের আর বিজয় সদাকালের। অসত্যের অল্পকালের বিজয়ী সেই সময় খুশি হয়। তারা সামান্য সময় যতটুকু খুশি উদযাপন করে বা নিজেকে রাইট প্রমাণ করে, তার পরে সময়মতো যখন অসত্যের অল্পকালের সময় সমাপ্ত হয়, তখন অসত্যতার বশে যতটা খুশি তারা উদযাপন করেছে, সত্যতার বিজয় ততটাই শতগুণে প্রত্যক্ষ হলে তাদের অনুতাপ করতেই হবে, কারণ বাবার থেকে সরে যাওয়া স্থূলভাবে সরে যাওয়া নয়, স্থূলভাবে তো তোমরা নিজেকে জ্ঞানী মনে করো কিন্তু সরে যাওয়া হয় মন-বুদ্ধি থেকে। আর বাবার থেকে সরে যাওয়া অর্থাৎ সদাকালের সর্বপ্রাপ্তির অধিকারে সম্পন্ন হওয়ার পরিবর্তে আধা-খেচড়া (অপূর্ণ) অধিকার প্রাপ্ত হওয়া। কিছু বাচ্চা মনে করে যে, অসত্যের বল দ্বারা অসত্যের রাজ্যে বিজয়ের খুশি বা আনন্দ এই সময় উদযাপন তো করে নিই, ভবিষ্যৎ কে দেখেছে! কে দেখবে — আমরাও ভুলে যাবো, সবাই ভুলে যাবে। কিন্তু এটা অসত্যের জাজমেন্ট। ভবিষ্যৎ বর্তমানের প্রতিচ্ছায়া। বিনা বর্তমানে ভবিষ্যৎ হয় না। অসত্যের বশীভূত আত্মা বর্তমান সময়ও অল্পকালের সুখের নাম, মান, মর্যাদার সুখের দোলায় দুলতে

পারে আর দোলেও, কিন্তু অতীন্দ্রিয় অবিনাশী সুখের দোলায় দুলতে পারে না। অল্পকালের যশ, মান আর নামের আনন্দ উদযাপন করতে পারে কিন্তু সব আত্মার হৃদয়ের স্নেহের, হৃদয়ের শুভ কামনা ও শুভ ভাবনার মান প্রাপ্ত করতে পারে না। লোক-দেখানো মান পেতে পারে কিন্তু হৃদয় থেকে মান পেতে পারে না। অল্পকালের মর্যাদা লাভ হয় কিন্তু বাবার থেকে সদা হৃদয়-সিংহাসনের পদমর্যাদা অনুভব করতে পারে না। অসত্যের সাথীদের দ্বারা নাম প্রাপ্ত করতে পারে কিন্তু বাপদাদার হৃদয়ে নাম প্রাপ্ত করতে পারে না, কারণ বাপদাদার থেকে তারা সরে যায়। ভবিষ্যতের ব্যাপার তো ছেড়েই দাও, সে'তো আন্ডারস্টুড। কিন্তু সত্যতা আর অসত্যতার বর্তমান প্রাপ্তিতে কত প্রভেদ আছে? অন্য আরেককে আমার বানিয়েছ অর্থাৎ অসত্যের আশ্রয় নিয়েছ। কত ঝামেলা হলো! বলতে গেলে তো বলবে — অন্য কিছু না, শুধু কখনো কখনো সামান্য সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভাঙা অর্থাৎ ঝামেলায় পড়া। এমন প্রতিজ্ঞা কি করেছিলে — এক আমার বাবা আর কখনো কখনো অন্য কেউ? অন্য কেউ অ্যালাউড? এটা লিখেছিলে কি? হয় অল্পকালের নাম-মান-যশের সাহায্য নাও, হয় ব্যক্তির নাও অথবা বৈভবের, যখন দ্বিতীয় কেউ নেই তো তখন অন্য কেউ কোথা থেকে এলো? এ' হলো অসত্য-রাজ্যের ঝামেলার জালে আটকে দেওয়ার চাতুরী। যেমন বাবা বলেন, আমি যা, আমি যেমন, আমি যেমন, সেভাবে তারা আমাকে নম্বরক্রমানুসারে জানে। ঠিক সেই রকমই অসত্যের রাজ্য-অধিকারী রাবণকেও সে যা, যেমন, তেমনভাবে সবসময় জানতে পারো না। কখনো ভুলে যাও কখনো জানো। সে রাজ্য-অধিকারী, তাহলে, সেই শক্তি কম হবে! মিথ্যা হোক বা সত্য হোক কিন্তু রাজ্য আছে তো না! সেইজন্য নিজেকে চেক করো, অন্যকে নয়।

আজকাল অন্যকে চেক করতে সবাই হুঁশিয়ার হয়ে গেছে। বাপদাদা বলেন — নিজের চেকার হও আর অন্যের জন্য মেকার হও। কিন্তু তোমরা কী করো? অন্যের চেকার হয়ে যাও আর বিভিন্ন কাহিনী বানানোতে মেকার হয়ে যাও। প্রত্যেক বাচ্চার প্রতিদিনের কোন কাহিনী বাপদাদা শোনে? কাহিনীর বই অনেক বড়। সুতরাং নিজেকে চেক করো। অন্যকে যদি চেক করতে শুরু করে দাও তবে লম্বা কাহিনী হয়ে যায় আর নিজেকে যদি চেক করবে তো সব কাহিনী সমাপ্ত হয়ে এক সত্য জীবনের কাহিনী প্র্যাকটিক্যালি চলবে। সবাই বলে বাবা, আপনার প্রতি অনেক ভালোবাসা আছে! শুধুই বলো নাকি প্রকৃতই ভালোবাসো, কী বলবে? কখনো শুধুই বলো, কখনো ভালোবাসো। বাবার ভালোবাসার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বাবা দিয়ে দিয়েছেন। তোমরা যেমন, যেমনই হও তোমরা আমার। কিন্তু এখন বাচ্চাদের প্রমাণ দিতে হবে। কী প্রমাণ দিতে হবে? বাবা বলেন, তোমরা যা আছ, যেমন আছ তোমরা আমার। আর তোমরা কী বলবে? যা আছে তা' সবই আপনি। এমন নয় যে কিছু কিছু আরও আছে। বাবার প্রতি ভালোবাসা আছে, কিন্তু কখনো কখনো অসত্যের রাজ্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যাও। আচ্ছা!

চতুর্দিকে যারা যথার্থ সত্যকে পরখ করে, সত্য বাবার সেই সত্য বাচ্চাদের, সর্বস্নেহে সমাহিত হওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা সকল প্রতিজ্ঞার দায়িত্ব পূরণ করে এমন সমর্থ আত্মাদের, যারা যথার্থ পরখ করে তেমন সর্ব শক্তিশালী আত্মাকে, যারা স্মরণ আর সর্ব-সেবায় নির্বিঘ্ন থাকে, সদা সাথ আর সমীপ থাকে সেই বাচ্চাদের স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

মধুবন নিবাসীদের প্রতি অব্যক্ত বাপদাদার মধুর মহাবাক্য —

মধুবন নিবাসীদের কত প্রত্যক্ষফল প্রাপ্ত হয়? মধুবনের বিশেষত্ব কী যা আর কোথাও পাওয়া যায় না? শ্রেষ্ঠ কর্মভূমিতে যারা থাকে, সদা ফলো ফাদার করে। মধুবনের এটাই তো শ্রেষ্ঠত্ব যে, ব্রহ্মাবাবার বিশেষ কর্মভূমি। সুতরাং মধুবন নিবাসী যে কর্মই করে তারা ফলো ফাদার করে। কর্মভূমিতে বিশেষত্ব কর্মের। তাহলে, কর্মে ফলো করছ? অমৃতবেলা থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত যে কর্মই করো তাতে ফলো ফাদার করছ? মধুবন নিবাসীদের কর্মভূমিতে স্মরণের আরও এক্সট্রা বল থাকে। তা' কি তোমাদের কর্মে দৃশ্যমান নাকি দৃশ্যমান হতে চলেছে, কী বলবে? তোমরা তোমাদের মধ্যে দেখ? প্রতিটা কদম তোমাদের সামনে নিয়ে এসো, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, বলা, অন্যান্যদের সাথে সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসা সবার মধ্যে ব্রহ্মাবাবার কর্মকে ফলো করো? কর্মভূমির এটাই তো লাভ, তাই না। তাহলে, এতটা লাভ নিচ্ছ? তোমরা শক্তিসকলে কী মনে করছ? কর্মভূমির লাভ যতটা মধুবন নিতে পারে, ততটা নেওয়ার জন্য অন্যদের আসতে হয় এখানে আর তোমরা পেয়েই গেছ। এই ভূমি বরদান-ভূমি, কর্মভূমি। সেইজন্য সব কর্ম বরদান যোগ্য, যে কেউই দেখবে তো মুখ থেকে বরদান বের হবে? একে বলা হবে বরদান-ভূমির বরদান নেওয়া। হয়তো সাধারণ কর্ম করছ কিন্তু সাধারণ কর্মে বিশেষত্ব প্রতীয়মান হবে, এটাই মধুবনের বিশেষত্ব তো না।

বিশেষভাবে ব্রহ্মাবাবার, নিজের কর্মভূমিতে থাকা সকলের প্রতি এই বিশেষ শ্রেষ্ঠ আশা আছে যে, মধুবনের প্রত্যেক ব্রাহ্মণ

আত্মা, শ্রেষ্ঠ আত্মা সব কর্মে ব্রহ্মাবাবার কর্মের দর্পণ হোক। তো দর্পণে কী দৃশ্যগোচর হয়? এটাই দৃশ্যমান হয় তো না। যদি তুমি দর্পণের সামনে দাঁড়াও তাহলে হুবহু তুমিই দৃশ্যমান হবে নাকি অন্য কেউ? সুতরাং ব্রহ্মাবাবার কর্ম তোমাদের কর্মের দর্পণে যেন দেখা দেয়! তোমরা ভাগ্যবান — এটা তো সদা সবাই বলেও আর তোমরাও তাই! যতই হোক, তোমাদের সব কর্মে ব্রহ্মাবাবার কর্ম দৃশ্যগোচর হতে দাও। এই সার্টিফিকেট কে নেবে আর কবে নেবে? নিতে হবে তো না! নাকি নিয়ে নিয়েছ? যারা তাদের প্রতিটা কর্মে ব্রহ্মাবাবার কর্ম দৃশ্যমান হওয়ার সার্টিফিকেট নিয়ে নিয়েছে, তাদের বোল, ব্রহ্মাবাবার বোল সমান, তাদের ওঠা-বসা, দেখা, চলাফেরা সবকিছু বাবা সমান হবে। এমন সার্টিফিকেট নিয়েছ? যারা নিতে চাও তারা হাত উঠাও! এটাও ভালো। বলার আগেই করে দেখাবে। কিন্তু এই লক্ষ্য রাখো, সব কর্ম বাবা সমান হবে। ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করা সহজ তো না। নিরাকার হওয়া অর্থাৎ সদা নিরাকার স্থিতিতে স্থিত হওয়া। তার পরিবর্তে কর্মে ফলো করা সহজ। তাইতো, ব্রহ্মাবাবা সহজ কাজ দিচ্ছেন, কঠিন নয়। সুতরাং সবাই লক্ষ্য রাখো, মধুবনে তোমাদের যেখানে দেখবে, যাকে দেখবে, ব্রহ্মাবাবার কর্ম যেন প্রতীয়মান হয়। তোমাদের কর্মে, তোমরা ব্রহ্মাকে সর্বব্যাপী করতে পারো। যেখানেই দেখবে ব্রহ্মা সমান! এটা হওয়া সম্ভব তো না?

মধুবনের মহিমা অর্থাৎ মধুবন নিবাসীদের মহিমা। মধুবনের প্রাচীরের মহিমা নয়, মধুবন নিবাসীদের মহিমা। রোজ মধুবনের মহিমা চারদিক থেকে শুনতে পাও, তাই না। মধুবন নিবাসীদের মহিমা যে হয় তা' ক'র? তোমাদের সবার তো না। নেশা তো থাকে যে আমরা মধুবন নিবাসী। যেমন এই নেশা আছে তেমনই এই নেশাও যেন দৃশ্যমান হয় যে, এরা ব্রহ্মাবাবা সমান এবং ফলো ফাদার করে। আচ্ছা! সবাই সন্তুষ্ট তোমরা? তোমাদের কোনও স্যালভেশন প্রয়োজন? স্যালভেশনের ভূমিতে বসে আছ। কত নিশ্চিন্তে বসে আছ! শরীরের পরিশ্রম করো, আর তো সব কিছু তৈরিই প্রাপ্ত হয়। যারা শরীরের পরিশ্রম করে না তাদের এক্সারসাইজের পরিশ্রম করায়। তোমরা লাকি তো না যে এক্সারসাইজ করতে হয়নি। হাত-পা সবসময় কাজ করছে। যে যত হার্ড ওয়ার্ক (কঠিন পরিশ্রম) করে সে তত সেফ — মায়ার থেকেও আর শরীরের সব ব্যাধি থেকেও। বুদ্ধি বিজি থাকে, থাকে তো না। আর নিরর্থক তো কিছুই চলবে না। সুতরাং যারা সদা বিজয়ী থাকে তারা খুব লাকি, সেইজন্য নিজেকে ফ্রি রেখো না। অনেক সময় ধরে করছি, চলো এখন ফ্রি হয়ে যাই! বিজি থাকা সৌভাগ্যের লক্ষণ। তোমরা তো ভাগ্যবান, তাই তো না। নিজেকে সদা বিজি রাখো। আচ্ছা! এখন বাপদাদাকে করে দেখাও। বুঝেছ!

ব্রহ্মাবাবার কোন্ বিশেষত্ব তোমরা তাঁর মুখে দেখেছিলে? গম্ভীরতার চিহ্নও এবং স্নিগ্ধহাসিও। গম্ভীরতা অর্থাৎ অন্তর্মুখিতা আর সেইসঙ্গে রমণীয়। অন্তর্মুখীর লক্ষণ ছিল সদা সাগরতলে হারিয়ে যাওয়া গম্ভীরমূর্তি। মনন-চিন্তন করা মুখমন্ডল, আর তার পরেই মনোরম অর্থাৎ স্নিগ্ধহাসির মুখাবয়ব। তো দুটো লক্ষণই তোমরা তাঁর মুখে দেখেছ, তাই না। এই রকমই তোমাদের মুখও, ব্রহ্মাবাবার কপি স্বরূপ যেন হয়। চেহারা আর চরিত্র দ্বারা যেন ব্রহ্মাবাবা প্রতীয়মান হয়, কেননা, ব্রহ্মাবাবার সেবা-স্থান, কর্মভূমি মধুবন তো না। সুতরাং এই ভূমিতে যারা থাকে তাদের দ্বারা সেই কর্ম, সেবা প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। এই আশাদীপকে সদা প্রজ্জ্বলিত রাখো। তোমরা সব বাচ্চার প্রতি ব্রহ্মাবাবার এটাই আশা। এখন এইভাবে দীপাবলী উদযাপন করো। বাপদাদার এই এক আশার দীপক জ্বালাও। যখন প্রত্যেকে এই দীপ জ্বালাবে তখন দীপমালা তো হয়েই যাবে, যাবে তো না। দীপমালাতেও দেখ, যদি মাঝখানে এক দুটো দীপ নিবলু হয় তাহলে ভালো লাগবে? যদি মধ্যে মধ্যে এক দুটো দীপ নিভু নিভুও হয় তবে ভালো লাগে না, সেইজন্য তোমরা সব দীপককে দ্যুতিমান হতে হবে এই দীপমালায়।

তোমরা সব মধুবন নিবাসীকে ন্যায়বিচারক, স্ব-বিচারক হতে হবে। কোনও বিষয়ে বিচার করার আগে প্রথমে নিজের জাজ করো, তাহলে না নিজের সময় যাবে আর না অন্যের। মধুবন তো পীস প্যালেস! যখন তোমাদের মনেও পীস থাকবে, মুখেও পীস থাকবে তখনই পীসপ্যালেস থেকে পীসের কিরণ ছড়িয়ে পড়বে। তোমরা সব পীসপ্যালেসের থেকে সবাই পীসের ভিক্ষা চায়, কেননা, তারা নিজেরাই নিজের দ্বারা দুঃখী হচ্ছে। বিনাশকারীদের কাছে এখনও পর্যন্ত তোমাদের পীসের কিরণ পৌঁছায়নি, সেইজন্য দ্বিধাদ্বন্দ্বে রয়েছে। কখনো শান্ত, কখনো অশান্ত। সুতরাং তাদের শান্ত করার জন্য পীস প্যালেস থেকে পীসের কিরণ পৌঁছানো প্রয়োজন, তবেই তাদের বুদ্ধি একটা ফাইনাল সিদ্ধান্ত নেবে, সবকিছু বিনাশ করবে আর শান্ত হয়ে শান্তিধামে চলে যাবে। সুতরাং এখন মহাদানী হয়ে এমন ভিখারীদের মহাদান এবং বরদান দাও। বাপদাদা সদাসর্বদা মনে করেন যে মধুবনের তোমরা বিশ্বকে বাপদাদার সমীপে নিয়ে আসা সমীপ রত্ন। সুতরাং এখন এমনই প্রমাণ দেখাও। যখন ব্রহ্মাবাবার সমান তোমরা সব কপি প্রস্তুত হয়ে যাবে তখন অনেকানেক বন্দুক চলবে, আতশবাজি জ্বলবে আর রাজ্যাভিষেক হবে। সুতরাং এই ডেট ফিক্স করো, যখন তোমরা সবাই পূর্ণরূপে ব্রহ্মাবাবার ফটো কপি হবে তখনই

এই ডেট আসবে। মধুবন নিবাসী যা করতে চায় তা করতে পারে। আচ্ছা — তাহলে এখন সবাই কী ভাবছে?

বাপদাদার কাছে মনের সঙ্কল্পের ক্যামেরাই শুধু নয়, বরং প্রত্যেকের মনে কী চলে সেটাও বাপদাদা স্পষ্ট দেখতে পারেন। সায়েন্সের তারা তো এখনো পর্যন্ত চেষ্টা করে চলেছে যে, এমন ক্যামেরা বের করতে যা দিয়ে ভিতরের সঙ্কল্পের রেখা জানা যাবে। তারা বেচারারা খুব পরিশ্রম করছে, এই সব ইনভেনশন করার চেষ্টাতেই থেকে যাবে আর তোমরা তৈরি করা সাধন কার্যে লাগাবে। আচ্ছা!

**\*বরদান:-\*** পরখ করার শক্তির দ্বারা কুসঙ্গ ও ব্যর্থ সঙ্গ থেকে নিজেকে রক্ষা করে শক্তিশালী আত্মা ভব কিছু বাচ্চা কুসঙ্গ অর্থাৎ খারাপ সঙ্গ থেকে রক্ষা তো পেয়ে যায় কিন্তু ব্যর্থ সঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায়, কেননা ব্যর্থ বিষয়গুলো মনোরঞ্জক আর বাইরে থেকে আকর্ষক হয়, সেইজন্য বাপদাদার শিক্ষা হলো — না ব্যর্থ শোনো, না ব্যর্থ বলো, না ব্যর্থ করো, না ব্যর্থ দেখ, না ব্যর্থ ভাবো। এমন শক্তিশালী হও যাতে বাবা ব্যতীত অন্য কোনও সঙ্গের রঙ প্রভাবিত না করতে পারে। পরখ করার শক্তি দ্বারা খারাপ বা ব্যর্থ সঙ্গ আগে থেকেই পরখ করে পরিবর্তন করে দাও, তবেই বলা হবে শক্তিশালী আত্মা।

**\*স্লোগান:-\*** সদা হাস্যভাবের অনুভব করতে হলে বালক আর মালিক-ভাবের ব্যালেন্স রাখো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - আত্মাদের পিতা এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছেন, এই যজ্ঞে তোমরা ব্রাহ্মণরাই হলে রক্ষক, তোমরা মহিমার উপযুক্ত হয়ে ওঠো, কিন্তু নিজেদের পূজা করাতে পারো না"

\*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমরা যখন জ্ঞানের পরাকার্তা (পরিপূর্ণতা লাভ) হয়ে যাবে, ঐ সময় তোমাদের স্থিতি কেমন হবে ?

\*উত্তরঃ - ঐ সময় তোমাদের স্থিতি অচল, অটল হবে। কোনো রকম মায়ার তুফান এসে তোমাদের নাড়াতে পারবে না। তোমাদের কর্মজীত অবস্থা হয়ে যাবে। এখনও পর্যন্ত জ্ঞানে সম্পূর্ণ রূপে পরিপূর্ণতা না আসার কারণে মায়ার তুফান, স্বপ্ন ইত্যাদি আসে। এটা হচ্ছে যুদ্ধের ময়দান, নতুন-নতুন ইচ্ছা প্রকট হবে। কিন্তু তোমরা ভয় পাবে না। বাবার শ্রীমত অনুসারে এগিয়ে যেতে হবে।

\*গীতঃ- তোমাকে পেয়ে আমরা সমগ্র জগৎ পেয়ে গেছি....

ওম্ শান্তি । গান তো বাচ্চারা অনেক শুনেছ, এখন এর অর্থে নিজেদের স্থির করতে হবে। লক্ষ্যকে ধরতে পেরেছ যে এখন আমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে চলেছি, যাঁকে অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করেছি। রাবণ উত্তরাধিকার ছিনিয়ে নেয়। দুনিয়ার বসবাসকারী কেউ-ই এই বিষয়ে জানে না। তোমরা বাচ্চারা জানো। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, কোনো মানুষের রচনা নয়, প্রজাপিতা এই যজ্ঞ রচনা করেননি। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ জ্ঞানের সাগর অথবা শিব এই যজ্ঞ রচনা করেছেন। অনেক প্রকারের যজ্ঞ রচনা করে থাকে তাইনা। যেমন ওরা বলে দক্ষ প্রজাপতি রচনা করেছেন। দক্ষ প্রজাপতি তো নেই। ব্রহ্মা হলেন প্রজাপিতা, তবে দক্ষ প্রজাপতি নাম কোথা থেকে এসেছে ? বাবা বসে বোঝান - এসব ভুলভ্রান্তিতে তৈরি করেছে। শাস্ত্রে অনেক লম্বা চওড়া গল্প লেখা হয়েছে। এখন বাবা বলছেন যা কিছু শুনে এসেছ - সব ভুলে যাও। আমি যা শোনাচ্ছি সেটাই শুনবে। প্রজাপিতা তো একজনই হবেন না! ওরা যে সব যজ্ঞ রচনা করে সবই বস্তুগত উপাদানের যজ্ঞ। এখানে আত্মিক পিতার আত্মিক যজ্ঞ, যে যজ্ঞে ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হয়। ঐ ব্রাহ্মণরা হল গর্ভজাত, তোমরা হচ্ছে মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। মুখ বংশাবলী কখনও পূজারী হতে পারে না। তোমরা পূজ্য হও, আর ওরা হয় পূজারী। তোমরা মহিমার উপযুক্ত হয়ে ওঠো। তোমাদের পূজা এখন হতে পারে না। যদি দেহধারীকে পূজা করে সেটা ভুল। সত্যযুগেই দেবতার পবিত্র হয়। হিন্দুদের মধ্যে প্রথা রয়েছে যে স্ত্রীকে বলা হয় পতিই তোমার গুরু ঈশ্বর সবকিছু। সুতরাং স্ত্রী স্বামীর পা ধোয়া জল পান করে থাকে। এখন সেই আচার নেই। সিভিল ম্যারেজে এটা বলা হয় না যে স্বামী তোমার গুরু ঈশ্বর ইত্যাদি। এরা হল সব ঠগ, সেইজন্যই চিত্রও এমন তৈরি করেছে যে লক্ষ্মী, নারায়ণের পা মালিশ করে দিচ্ছে। মনে করে ওরা এসবই করত। হিন্দু নারীদের এসব করা উচিত। হাফ পার্টনারকে (অর্ধাঙ্গিনী) দিয়ে এইসব কাজ কি করানো যায়? নানান রকমের মানুষ রয়েছে। যে প্রথা দেখে তারই চিত্র তৈরি করে। এটা কি কখনো হতে পারে যে লক্ষ্মী বসে নারায়ণের পা মালিশ করবে ? বাবা বলেন - আমি এসে দ্রৌপদীর পদসেবা করে থাকি। ওরা তারপর শ্রীকৃষ্ণের রূপ দিয়েছে। এসবই হচ্ছে ব্যর্থ কথা। ওখানে (সত্যযুগে) রামের ৪ ভাই হয় না। ওখানে একটাই সন্তান হয়। চারটি সন্তান কোথা থেকে এসেছে ! বাবা বলেন আমি তোমাদের সব শাস্ত্রের সার বলে থাকি। এইসব বিষয়ে বাচ্চারা তোমাদেরকে বোঝানো হয়। তোমরা বোঝাতেও পারো। বাবা বলেন তোমরা ওদের বলতে পারো তোমরা যে শপথ নাও সেসবই হল মিথ্যা। বলে থাকে গীতা শ্রীকৃষ্ণের গায়ন। হাতে গীতা নিয়ে বলে ঈশ্বরকে সাক্ষী (সামনে উপস্থিত জেনে) করে আমি সত্য বলব। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে সাক্ষী করে - এটা তারা কিন্তু বলে না। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই এই কথা বলে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে গীতার ভগবান - এটা এখন বুদ্ধি থেকে মুছে ফেলো। মিথ্যা শপথ নেওয়ার কারণে শক্তি কমে গেছে। অ্যাকুরেট হলেন একমাত্র ধর্মরাজ। সুপ্রিম জজ তিনিই, তিনিই হলেন সত্য। সত্যযুগে জজ থাকে না। কারণ সেখানে কোনো কিছুই ঘটে না। সব হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ওখানে যাবে। তারপর সত্যপ্রধান এবং সত্যোঃ, রজঃ তমোঃ-র মধ্যে আসবে। প্রতিটি জিনিস যা কিছু তোমরা দেখো সবই নতুন থেকে পুরানো অবশ্যই হয়। দুনিয়াও নতুন থেকে পুরানো হয়। এটা পুরানো দুনিয়া কিন্তু এই দুনিয়া কত দিনের পুরানো সেই সম্পর্কে কেউ-ই জানে না। এই দুনিয়াকে চার ভাগে ভাগ করা হয়, চারটি যুগে। প্রথমে নতুন তারপর এক চতুর্থাংশ পুরানো তারপর অর্ধেক পুরানো এবং অবশেষে সম্পূর্ণ রূপে পুরানো হয়ে যায়। সম্পূর্ণ রূপে ভেঙে পড়ার পর্যায়ে চলে যায়। এই কল্পের আয়ু ৫ হাজার বছরের। তোমরা এখন অন্তিমের আছি। এই অন্তিম জন্মে তোমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকো - ২১ জন্মের জন্য। সত্যযুগ ত্রেতায় ২১ জন্ম, দ্বাপর কলিযুগে ৬৩ জন্ম কেন হয় ? কেননা পতিত হয়ে গেলে আয়ু কমে যায়। অর্ধেক কল্প আয়ু বৃদ্ধি পায়। এখন তোমরা যোগ শিখছ।

তোমরা বাচ্চারা এখানে যোগ বা স্মরণ শেখার জন্য আসনি। এখানে তোমরা এসেছ সামনে বসে মুরলী শোনার জন্য। মুরলী শুনতে খুব মিষ্টি লাগে। যোগ তোমরা যে কোনো জায়গাতেই বসে করতে পারো। স্টুডেন্টদের যখন পরীক্ষার সময় আসে তখন তারা যেখানেই থাকুক না কেন বুদ্ধিতে পরীক্ষার কথাই ঘুরতে থাকে। এখানে তোমাদের পড়াশোনা আর যোগ একত্রে হয়। যিনি পড়াচ্ছেন তাঁকেও স্মরণ করতে হয়। বাবা বলেন মামেকম স্মরণ কর। ওরা ভুল করে শ্রীকৃষ্ণের নাম রেখেছে। সাধু সন্ন্যাসীরা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে না। তবে মন্মনাভব কে বলেছেন? তত্ত্ব বা ব্রহ্ম তো একথা বলতে পারে না। বাবা এই মুখের (ব্রহ্ম) আধার নিয়ে বলেন - বাচ্চারা মামেকম স্মরণ করো। 'এসব পয়েন্টস বুদ্ধিতে ধারণ করতে হয়, তারপর বোঝাতে হয়। কংগ্রেসের লোকেরা কত উচ্চ স্বরে বলতো। তাদের লিডার ছিলেন - বাপুজী (মহাত্মা গান্ধী)। উনি ছিলেন শরীরধারী বাপু জী। ইনি হলেন আত্মিক পিতা। সবার পিতা তো গান্ধীজি হতে পারে না। শিববাবা হলেন সবার পিতা। অবশ্যই ব্রহ্মাও পিতা। কিন্তু তোমরাই সেটা এই সময় জানো। সম্পূর্ণ দুনিয়াতো মানবে না কেননা ওরা কিছুই জানে না। এখানে আমরা বাপু নিরাকার শিববাবাকে বলি। তিনি হলেন সবার পিতা। বাচ্চাদের কত পয়েন্টস দিয়ে বোঝান। কখনও আত্মার সম্পর্কে, কখনও পরমাত্মা সম্পর্কে, কখনও বা শাস্ত্র সম্পর্কে বুঝিয়ে থাকেন। ফলোয়ার্সরা যাই কিছু শোনে সত্য-সত্য বলে থাকে। ওদের কোনো লক্ষ্য নেই (এইম অবজেক্ট)। যেমন রাধা স্বামী মার্গ (সড়ক) আছে - নাম তো রেখেছে রাধা-স্বামী। রাধার স্বামী তো শ্রীকৃষ্ণ। বাস্তবে যে রূপে ভারতবাসীরা শ্রীকৃষ্ণকে মনে করে, আসলে তা নয়। রাধা কুমারী। শ্রীকৃষ্ণ কুমার। তবে কৃষ্ণকে স্বামী কিভাবে বলতে পারে! স্বয়ম্বরের পর যখন লক্ষ্মী-নারায়ণ হন তখনই স্বামী বলা যায়। শৈশবে তো নিজেদের মধ্যে খেলাধুলা করত। তখন কি সে খোড়াই স্বামী হয়েছে। অনেকেই আছে বাগদানকেও ভেঙে দেয়। লক্ষ্মী-নারায়ণকে তো দেখায়, কিন্তু নারায়ণের পিতার নাম কি? কখনও বলতে পারবে না। শ্রীকৃষ্ণের মা-বাবাকেও দেখানো হয়। রাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ দুজনের মা-বাবাই আলাদা-আলাদা। রাধা এক জায়গায় ছিল শ্রীকৃষ্ণও আরেক জায়গায় ছিল। সত্যযুগের সমস্ত বিষয়কে তারা ওলটপালট করে দিয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মা-বাবার নাম কি? নারায়ণের জন্ম কোথায় হয়েছে। এটা কেউ-ই জানে না যে রাধা-কৃষ্ণই লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। বাবা বলেন ভক্তি মার্গে কত রকম সামগ্রী আছে। জ্ঞানে শুধুমাত্র বীজ সম্পর্কে জানতে হয়। বীজের জ্ঞান থাকলেই সম্পূর্ণ সৃষ্টির ঝাড় বুদ্ধিতে এসে যায়। তোমরা জানো উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান যিনি পরমধামে থাকেন। ওখানে সমস্ত আত্মারা থাকে। সূক্ষ্মলোকে থাকেন শুধু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু পুনর্জন্মে আসেন, কিন্তু শঙ্কর আসেন না। শিববাবা যেমন সূক্ষ্ম শঙ্করও তেমনই সূক্ষ্ম, মানুষ শিব শঙ্করকে একত্রিত করে দিয়েছে। ব্রহ্মাই বিষ্ণু হন। ব্রহ্মা-সরস্বতী যারা লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। তত্বম্ তোমরাও দেবতা ঘরানার তাইনা। সুতরাং বাবা তোমাদের সব রহস্য বুঝিয়ে বলেন। যারা ধারণ করবে তারা নম্বরানুসারে করবে,কল্প প্রথমে যে যেমন পদ পেয়েছিল - সেই অনুযায়ী পুরুষার্থ চলছে। পুরুষার্থ ছাড়া প্রালম্ব হতে পারে না। পুরুষার্থের দ্বারাই বোঝা যায় কল্প পূর্বেও সে এমনটাই করেছিল। এখন তোমাদের পঠন-পাঠন চলছে। রুদ্র মালা বিষ্ণু মালার গায়ন হয়। ব্রাহ্মণদের মালা হয়না কেননা তারা পুরুষার্থ করছে। আজ ভালোভাবে চলছে,আগামী কাল মায়া এসে ঘুমি মেরে চলে যায়। রুদ্র মালা তৈরি হলে তোমরা ট্রান্সফার হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণরা তো পুরুষার্থ করছে। আজ ভালোভাবে চলছে আগামী কাল নিচে নেমে যাবে। সুতরাং মালা তৈরি হয়না। আগে যখন মালা তৈরি হতো, তৃতীয় বা চতুর্থ স্থানে ছিল যারা এখন তারা আর নেই। এটা হচ্ছে যুদ্ধের ময়দান না! কোনো কিছু বুঝতে না পারলে জিজ্ঞাসা কর কেননা তোমাদের অনেককে বোঝাতে হবে। যারা কাঁচা তারা মুষড়ে পড়ে। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও নম্বরানুসারে আছে। কেউ-কেউ তো জিজ্ঞাসা করে তাই বাবা বুঝিয়েছেন - মায়ার তুফান অনেক আসবে, তাহলে আমরা তার উপর কিভাবে বিজয়ী হতে পারব? অভিগুতা সম্পন্ন টিচার না হলে কীভাবে বোঝাবে?

বাবা বোঝান এই মায়ার তুফান, স্বপ্ন ইত্যাদি সব আসবে। যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানে সম্পূর্ণ রূপে পরিপূর্ণতা না আসবে, কর্মাজীত অবস্থা না হবে - এই সময় আসবেই। বৃদ্ধদের আরও জোয়ান করে তুলবে। নতুন-নতুন ইচ্ছা প্রকট হবে। তোমরা বলবে আগে তো কখনও এমন ভাবনা আসেনি। আরে যুদ্ধের ময়দানে তো সবমাত্র এসেছ। ভেষজবিদ বলবে এই ওষুধে সম্পূর্ণ রোগ বাইরে বেরিয়ে যাবে। বাবা হলেন অনুভবী। সবকিছুই বলেন, এতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। বলে থাকে জ্ঞানে আসার পর জানিনা কি হয়েছে, এর থেকে ভক্তি ভালো। বাবা তখন বলেন তবে যাও ভক্তি মার্গে। ওখানে তোমাদের এই তুফান আসবে না। বাবা সব বিষয় বুঝিয়ে বলেন। যারা রোজ শোনে তাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ধারণা হবে। প্রধান বিষয় হলো এই জ্ঞান অনুশীলন করতে হবে, তারপর যেখানেই যাও না কেন। তোমরা মুরলী পাবেই, মুরলী পড়া মিলিটারিতেও বারণ হতে পারে না। মিলিটারীদের কি খোড়াই এমনটা বলবে যে বাইবেল বা শাস্ত্র ইত্যাদি পড়বে না, ওরা সব পড়তে পারে। ওদের জন্য মন্দিরও আছে। সুতরাং মুরলী যে কোনো জায়গাতেই পাওয়া যাবে। তোমাদের লক্ষ্যও দেওয়া হয়েছে। মূল বিষয় হল বাবার পরিচয় দেওয়া। প্রথমে তো দূত বিশ্বাস নিয়ে বসতে হবে যে আমাদের শিক্ষা প্রদানকারী হচ্ছেন নলেজফুল গডফাদার তবেই অন্য বিষয় গুলো বুঝতে পারবে। গডফাদার কিভাবে এসে পড়ান, এই

বিষয়ে কারো জানা নেই। লেখাও আছে ভগবানুবাচ। ওঁনার নাম শিব। তিনি পরম আত্মা তাইনা। পরম অর্থাৎ সুপ্রিম। সবাই পরমধাম নিবাসী। আত্মাদের মধ্যে সুপ্রিম পার্ট তো কারো হবেই না ! ওঁনাকে ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, মুখ্য অ্যাকটর বলা হয়। তিনিই হলেন রচয়িতা, করনকরাবনহার, তারপর পার্টধারীও। এনার (ব্রহ্মা) মধ্যে এসে কত বড় ভূমিকা পালন করেন, যার ফলে ভারত স্বর্গে পরিণত হয়। উচ্চ থেকে উচ্চতর শিববাবা তিনি এসেছেন, তিনি এসে কি করেন? কিছুই জানে না। কল্পের আয়ুও দীর্ঘ করে দিয়েছে। বাবা বলেন আমাকে কলিযুগের অন্তিমে আর সত্যযুগের প্রারম্ভিক সময় আসতেই হয়। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, পবিত্র দুনিয়া ছিল। আমরাও পবিত্র ছিলাম তারপর আমরাই পতিত হয়ে গেছি। উত্তরণের কলা আর অবতরণের কলা কিভাবে হয়, এখন সব তোমাদের বুদ্ধিতে আছে।

বাবা বলেন বাচ্চারা, সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে থাকো। বাবা যখন স্বর্গের রচয়িতা তবে নিশ্চয়ই আমাদের স্বর্গের বাদশাহী পাওয়া উচিত। ভারত স্বর্গ ছিল, এখন আর নেই, সেইজন্যই ভগবানকে আসতেই হয়। ভারতই শিববাবার বাথপ্লেস। তিনি এসে তোমাদের স্বর্গবাসী করে তুলেছিলেন। এখন তোমরা ভুলে গেছ। এটা ঠিক যেন ভুল আর নির্ভুলের খেলা। এই নলেজকে ভুলে যাওয়ার পর অবতরণের কলা শুরু হয়। এক সেকেন্ডের মধ্যে জীবনমুক্তি হচ্ছে উত্তরণের কলা। জীবনবন্ধ অবস্থায় কত সময় লেগেছে, এটা কোনো শাস্ত্রে খোঁড়াই লেখা আছে। জনকের কথা আছে না ! বাবা বলেন যা কিছু পড়েছ সব ভুলে যাও। বাবা, টিচার, সন্স এক আমিই - ২১ জন্মের জন্য তোমাদের উত্তরাধিকার দিয়ে থাকি। তবুও মায়া তুমি এসে কবরস্থান করে দাও। শিববাবা পরিস্থান করে তোলেন, মায়া অনেক বাচ্চাদের ধোঁকা দেয় কেননা তারা শ্রীমত অনুসারে যথার্থ রীতিতে চলেনা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) প্রতিদিন অবশ্যই মুরলী পড়তে হবে। মায়ার তুফানে ভয় পাওয়া উচিত নয়। যে কোনো রকম ধোঁকা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে।

২ ) ঈশ্বরীয় পড়াশোনা এবং যোগ দুটোই হল একসঙ্গে, সেইজন্যই শিক্ষা প্রদানকারী বাবাকে স্মরণ করতে হবে। নিশ্চয় বুদ্ধি হতে হবে এবং অন্যদেরও করে তুলতে হবে। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* অকালতক্তে ( ভ্রুকুটি সিংহাসন) বসে কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা সদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করা কর্মযোগী ভব কর্মযোগী সে, যে অকাল সিংহাসনে উপবিষ্ট অর্থাৎ স্বরাজ্য অধিকারী এবং বাবার রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী। যে সবসময় অকালতক্তে( আত্মিক স্থিতিতে স্থিত থাকা) বসে কর্ম করে, তার কর্ম শ্রেষ্ঠ হয়। কেননা তার প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয় ল' এবং অর্ডার অনুসারে থাকে। যদি কেউ তথ্যে স্থিত না থাকে তবে তার কর্মেন্দ্রিয় ল' এবং অর্ডার অনুসারে চলতে পারে না। সুতরাং তখতনশীন আত্মা সবসময় যথার্থ কর্ম করে থাকে আর যথার্থ কর্মের প্রত্যক্ষফল খেয়ে থাকে। তার খুশিরও অনুভব হয় আর শক্তিও প্রাপ্ত হয়।

\*স্লোগানঃ:-\* ব্রহ্মা বাবার প্রিয় সেই হয় যার ব্রাহ্মণ কালচারের প্রতি ভালোবাসা থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - কখনো মতভেদে এসে এই ঈশ্বরীয় পড়া ছেড়ে না, পড়া ছেড়ে দিলে মায়া অজগরের পেটে চলে যাবে"

\*প্রশ্নঃ - এটা কোনো সাধারণ সংসঙ্গ না হওয়ার কারণে বাবাকে কোন্ বিষয়ে বাচ্চাদেরকে বারবার সাবধান করতে হয় ?

\*উত্তরঃ - এই সঙ্গ দুনিয়ার সংসঙ্গের মতো সংসঙ্গ নয়, এখানে তো পাবন হওয়ার শিক্ষা প্রাপ্ত হয় । পাবন হওয়াতে মায়ার বিম্ব আসে, তাই বাবাকে বারবার সাবধান করতে হয় । বাচ্চারা, যা কিছুই হোক না কেন, তোমরা সুখ-দুঃখ, নিন্দা-স্তুতি শুনেও এই পড়াকে কখনো ছেড়ে না । ২) নিজেকে আমি সব জানি (মিয়া মিটঠু) মনে করে কারোর গ্লানি করো না । মায়া বড় চঞ্চল । যদি বাবার প্রতি রাগ করে পড়া ছেড়ে দাও তাহলে মায়া মস্তক মুগুন করে নেবে । গ্রহের দোষ লেগে যাবে, তাই শ্রীমৎ গ্রহণ করতে থাকো । বাপদাদার রায়ে কখনোই টিকা-টিপ্পনি (কমেন্ট) করবে না ।

\*গীতঃ- মরণ তোমার পথেই...

ওম্ শান্তি । এ তো বাচ্চারা জানে, তারা বলেও, আমরা যখন আপনার হয়েছি, তখন এই পুরানো দুনিয়া তো শেষ হতেই হবে । এ হলো অসীম জগতের রাবণের লক্ষা, যা বিনাশ হয়ে যাবে । ওই যে শ্রীলঙ্কার লঙ্কাকে দেখানো হয়, ওইসব কথা তো সম্পূর্ণ মিথ্যা । শ্রীলঙ্কা হলো সমুদ্রের মাঝে এক দ্বীপ । অসীম জগতের পিতা বোঝান যে, এই সম্পূর্ণ দুনিয়া হলো সমুদ্রের উপর, চারিদিকেই সমুদ্র । এমন তো বলা হয় যে - ভাস্কো দ্য গামা চারিদিকে সমুদ্রের উপর দিয়ে ঘুরে একই জায়গায় পৌঁছেছিলো, তাহলে ধরনী তো জলের মাঝেই হলো । দ্বীপ তো হয়ে গেলো, তাই না । এ হলো অসীম জগতের আইল্যান্ড । এই অসীম জগতের আইল্যান্ডের উপরে এই রাবণ রাজ্যের আইল্যান্ড । এ হলো অসীম জগতের লক্ষা । কেবলমাত্র শ্রীলঙ্কা নয় । সেই সময় তো এখন, তাই না । এ তো শাস্ত্রে কতো মুখরোচক গল্প লিখে দিয়েছে । আমিও মনে করতাম, সম্ভবত এমন হয়েছিলো । কোনো বুদ্ধিই তখন কাজ করতো না । চিন্তা করবো, তবেই না বুদ্ধি কাজ করবে, তাই না । বুদ্ধি সম্পূর্ণ লকআপে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো । এখন বুদ্ধির তালা খুলে গেছে । মানুষ তো মনে করে - বানরসেনা নিয়েছিলো, তারা পাথর তুলেছিলো, পুল বানিয়েছিলো, আগুন লাগিয়েছিলো -- কি-কি সব কথা বসে বানিয়েছে । এই সময়ই তো সম্পূর্ণ দুনিয়াতে আগুন লাগে । এই ভারত হলো অবিনাশী বাবার অবিনাশী জন্মভূমি, তাই একে অবিনাশী খণ্ড বলা হয় । অবশ্যই ভারতই হল প্রাচীন, তোমাদের বুদ্ধিতে এখন বসেছে - অবশ্যই এই ভারত হলো অবিনাশী খণ্ড । বাকি এই সময় যা যা খণ্ড আছে, সে সব এই বিনাশ জ্বালায় শেষ হয়ে যাবে । এই বিনাশ জ্বালা এই যজ্ঞ থেকে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে । লড়াই এখান থেকেই শুরু হয়েছে । এখন তো এ হলো ছোটো-ছোটো রিহার্সাল । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, এই সম্পূর্ণ দুনিয়াতেই হলো রাবণ রাজ্য । এই রাবণ রাজ্যের এখন অন্ত সময় আর রাম রাজ্যের আদি । এই কথা আর কারোর বুদ্ধিতেই আসতে পারে না । তোমরা অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণরাই জানতে পারো । তোমরা বুঝতেও পারো যে, এখন এই সম্পূর্ণ দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । আমরা বাবার গলার হার হয়ে যাবো, তারপর নতুন দুনিয়াতে আসবো । এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি হুবহু রিপিট হয় । এই চক্র কতো সুন্দর । কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদি, এই সময় অবশ্যই সমস্ত ধর্ম এখানে আছে । হিস্ট্রি অবশ্যই রিপিট হয় অর্থাৎ কলিযুগের পরে অবশ্যই সত্যযুগ শুরু হতে হবে । যেমন দিনের পরে রাত আর রাতের পরে দিন অবশ্যই আসে । এমন হতেই পারে না যে, রাত আর এলো না । বাবা এসে সমস্ত রহস্য বোঝান । আমরা এক্টররা কিভাবে ৮৪ জন্মগ্রহণ করি, তাও তো জানা উচিত । ৮৪ লাখ জন্মের তো কথাই নেই । কল্পের আয়ুই তো পাঁচ হাজার বছরের । ওরা তো তোমাদের বলে যে, শাস্ত্রে তো এমন কথা নেই, এসব তোমাদের কল্পনা । না জানার কারণে এমনই তো বলবে, তাই না । ওরা তো শাস্ত্রই পড়তে থাকে, ওদের তো কোনো দোষ নেই । বাবা বলেন, সত্যযুগে এই শাস্ত্র, কাহিনী, নোবেল ইত্যাদি থাকবেই না । ওখানে তো ভারত সম্পূর্ণ সত্যখণ্ড হয়ে যায় । ভারত খণ্ড হলো সবথেকে বড় তীর্থ । এখানে সোমনাথের মন্দিরের কতো মহিমা । এমন মন্দির কখনোই কোথাও আর হতে পারবে না । তবুও এই মন্দির ইত্যাদি তৈরী হবে । কবে তৈরী হবে ? যখন ভক্তিমার্গ শুরু হবে তখন এই মন্দির নির্মাণ হয়, আর কেউই তো বানাতে পারে না । তোমরা সম্বৎসর বলতে পারো । আজ থেকে অমুক সময়ে ভক্তি শুরু হবে । প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণই পূজারী হবেন, তাঁরা তখন এক মুকুটধারী হবেন । তাঁরা শিব বাবার সোমনাথ মন্দির নির্মাণ করবেন । তারপর মহাম্মদ গজনী ইত্যাদিরা এসে সেই মন্দির লুণ্ঠন করবে । বাচ্চারা, এইসব কথা বাবাই বসে তোমাদের বোঝান । এমন বলেও থাকে যে -- ভগবান এসেছিলেন, তিনি গীতার এমন জ্ঞান শুনিয়েছিলেন যাতে সম্পূর্ণ সাগরকে কালি বানাও, সম্পূর্ণ

জঙ্গলকে কলম বানাও, তবুও লিখতে পারবে না আর ওরা কতো ছোটো গীতা বানিয়ে দিয়েছে। গীতা লকেটেও থাকে। এ তো মূল্যবান জিনিস, তাই না। গীতার প্রতি মানুষের এতটাই ভালোবাসা থাকে। বাবা ছোটো সোনার কৌটোতে ভরে গীতা উপহারও দিয়েছিলেন। বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, জ্ঞানের সাগর অগাধ জ্ঞান দান করেন, আর অস্তিম সময় পর্যন্ত দিতেই থাকবেন। আমি এই মুরলী একত্রিত করতে পারবো কি? এ তো কোনো রেখে দেওয়ার জিনিস নয়। শাস্ত্র ইত্যাদি তো তবুও ভক্তিমার্গে কাজে আসে। আমি যা লিখি, তা আবার কোন্ কাজে আসবে! কোথায় আমাদের দুই - চার হাজার মুরলী আর কোথায় ওদের সমস্ত ভাষায় কোটির আন্দাজে গীতা লেখা হয়। সর্বশাস্ত্র শিরোমণি গীতার খুব মান। কতো মানুষ এই গীতা শাস্ত্র পাঠ করে থাকে। বাবা বোঝান - তোমরা এই যে জ্ঞান পাও, এই জ্ঞান সম্পূর্ণই নতুন। এর তো কোনো পুস্তক নেই। ভগবান কিভাবে রাজযোগ শেখান। তোমরা ব্রাহ্মণরাই এখন তা জানো। তোমাদের মধ্যেও এই জ্ঞানের নেশায় থাকে খুব কম সংখ্যক। আজ এই নেশায় থাকে, আবার কাল ভুলে যায়। বাবাকে ভুলে যায়, তখন এই জ্ঞানও ভুলে যায়। বাবাকে তালুক দিলেই সব শেষ। বাবার হয়ে যদি বিকারে চলে যায়, তাহলে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে, তখন কিছুই আর বলতে পারবে না। যারা আগে খুব ভালো প্রচার করতো, তারা আজ আর নেই। কোনো ব্রহ্মাকুমার - কুমারীর নিজেদের মধ্যে মতভেদ হলে, বাবার প্রতিও রাগ করে যে, বাবা একে বোঝান না, এ করে না। অবশেষে রাগ করে এই ঈশ্বরীয় পাঠও ছেড়ে দেয়, এই কারণেই বাবা বলেন, মহামূর্খ দেখতে হলে এখানে দেখো। লিখেও দেয় যে, বাবা, আমি আপনার। আমি আপনার থেকে সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো। তারপরও তালুক দিয়ে দেয়। ডিভোর্স দিয়ে দেয়। খুব ভালো ভালো বাচ্চারা আজ আর নেই, তাহলে আশ্চর্য তো, তাই না। ওরা মায়া অজগরের পেটে চলে গেলো। এরপর মুখে আর কিছুই বলতে পারে না। এই অবিনাশী জ্ঞান আর শোনাতে পারে না। এরপর বাপদাদার মত সম্বন্ধে টিকা-টিপ্পনি করতে থাকে। তাদের অনেক বোঝানো হয় যে, শুধরে যাও, এতেই তোমাদের কল্যাণ, কিন্তু শুধরায় না। খুব ভালো ভালো বাচ্চারাও চলে গেছে। এখনও এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা একদম কিনারাতে দাঁড়িয়ে আছে। রক্ত দিয়ে লিখে প্রতিজ্ঞা করেও ছেড়ে দেয়। বাচ্চাদের তো বাবার সম্পূর্ণ শ্রীমতে চলে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা উচিত।

বাবা বোঝাতে থাকেন - যা কিছুই হোক, দুঃখ-সুখ, স্তুতি-নিন্দা ইত্যাদি যদি কেউ করে, তবুও তোমরা কিন্তু এই পড়া ত্যাগ করো না। কেউ অন্য কারোর নিন্দাও করবে কারণ তাদের বুদ্ধিতে তো জ্ঞান নেই। জানেই না যে, এ ছোটো ভাই বা বড় ভাই। এ তো বাবাই জানেন। তোমরা অতি চালাক হয়ে না। মায়া খুবই চঞ্চল। দেহ বোধ যাদের থাকে তাদের একদম মস্তক মুগুন করে নেয়। বাবা বাচ্চাদের সাবধান করতে থাকেন। শ্রীমতে না চললে মায়া কোথাও না কোথাও আঘাত করতে থাকবে। এ তো কোনো সাধারণ সংসঙ্গই নয়।

তোমরা কতো ধৈর্যের সাথে বসে বোঝাও। এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে। তোমরা কিভাবে স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছো। বাবা বলেন - ব্রাহ্মণ হলো কুল ভূষণ স্বদর্শন চক্রধারী। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী তোমাদেরই বলা হয়। ওরা বলবে, দেবতাদের মহিমা নিজের বাচ্চাদের দিয়ে রেখে দিয়েছে। বাবা বলেন - হে স্বদর্শন চক্রধারী, হে কমল পুষ্প সমান পবিত্রতার ব্রতধারী, হে গদাধারী - একথা বাবাই বোঝান। দুনিয়া একথা কি জানবে। এমন বলাও হয় যে, সর্বের সঙ্গতিদাতা একজনই। এমন গেয়েও থাকে - জ্ঞান অঞ্জন সঙ্গুর দিয়েছেন... অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত শেষ হয়। জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়, তখন ব্রহ্মার রাত শেষ হয়, তারপর দিন শুরু হয়ে যায়। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন জ্ঞান দান করেন। আগে তো তোমরা কিছুই জানতে না। না আত্মাকে জানতে, না পরমাত্মাকে জানতে, না রচয়িতাকে জানতে, আর না রচনাকে জানতে। তোমরা সম্পূর্ণ তুচ্ছ বুদ্ধির হয়ে ছিলে। তোমাদের আমি কি বানিয়েছিলাম। তোমরা তো স্বর্গের মালিক ছিলে, তাই না। তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে অস্তিম সময় তো আসবেই, তাই না। তোমাদের এখন চড়তি কলা। বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে এই বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। বিবেকও বলে যে, পরমপিতা পরমাত্মা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তাহলে তোমরা স্বর্গে কেন নেই! মানুষের বুদ্ধিতেই আসে না যে, ভগবান তো নতুন সৃষ্টি স্বর্গ রচনা করেছিলেন, যেখানে দেবী- দেবতারা রাজত্ব করতেন। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই স্বর্গ ছিলো। এখন আবারও ভগবান এসেছেন এই স্বর্গের স্থাপনা করতে। এই কথা যদি খুব ভালোভাবে বুদ্ধিতে বসে যায়, তাহলে - আহা কি সৌভাগ্য। মায়া এমনই যে, একদমই পুরুষার্থ করতে দেয় না। নাক পাকড়ে ধরে ঘুষি মেরে একদম বেহোশ করে দেয়। এ তো বক্সিং, তাই না। বাবা বলেন, মায়া তোমাদের এক সেকেন্ডে ফেলে দেয়। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি থেকে সেকেন্ডে জীবনবন্ধ হয়ে যায়। বাবাকে তালুক দিয়ে দেয়, সব শেষ হয়ে যায়। দূঢ় বিশ্বাস যদি হয় তাহলে এই বাদশাহী প্রাপ্ত করো। সংশয় হলেই শেষ। এ হলো খুব আশ্চর্যের খেলা। বাবা বলেন, তোমরা অমৃতবেলায় উঠে বিচার সাগর মন্থন করো, আর তো সারাদিনে সময় পাও না। রাতে তো বায়ুমণ্ডল খারাপ থাকে। মানুষ ভক্তিও ভোরবেলা উঠেই করে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, বাবা

১টা বা ২ টোর সময় উঠে মুরলী লিখতেন, যা তোমরা পড়ে তারপর ক্লাস করাতে । তখন বাবা বসে শুনতেন যে, দেখি কিভাবে মুরলী চালায় । এ সব তো শিব বাবার কামাল । কতো ভালো ভালো বাচ্চা ছিলো, তারা চলে গেলো । আজ আর নেই । মায়া তাদের একদম অভিষেক করে দিয়েছে । বাবা তো উত্তরাধিকার প্রদান করছেন । তাই বাচ্চাদের সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা উচিত । বাচ্চারা নিজেরাও খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে । বাবাও বুঝতে পারেন যে, বাবার হাত ছেড়ে দেয় । তখন সবাই বলবে, তুমি ব্রহ্মাকুমারীকে ছেড়ে দিলে । তোমার তো স্থির বিশ্বাস ছিলো যে, তুমি অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাচ্ছো, তাহলে কি হলো, এখন মুরলীও শোনো না । তাহলে তো নিশ্চই বাবাকেও স্মরণ করো না । তখন এই স্মরণ ইত্যাদি সব ভুলে যায় । এমন দুর্গতির হাল যেন কোনো বাচ্চার না হয় । বাবা তো বুঝতেই পারেন, তাই না - এই বাচ্চা খুব খারাপ হয়ে গেছে । খুব ভালো ভালো বাচ্চাও সঙ্গদোষে খারাপ হয়ে যায় । বাবা বলেন, এক নম্বর বাচ্চারাই বিজয় মালার মণি হতে পারে । কোনো কোনো বাচ্চা লেখে যে, বাবা আমরা আপনার মালার মণি অবশ্যই হবো । বাবা তো বলেন - তোমরা হও, আহা কি সৌভাগ্য । বাবাও চলন দেখে বুঝতে পারবেন । সার্ভিস দেখেই বাচ্চাদের আঙ্গাকারী মনোভাব আর বিশ্বাসযোগ্যতা সিদ্ধ হয় । তোমাদের অতি মিষ্টি হওয়া উচিত । সম্মুখে বসে শুনলে বৈরাগ্য এসে যায় । তখন বলবে - এমন আর কখনোই করবো না, এইরকমই করবো । এখান থেকে বাইরে চলে গেলেই সব শেষ । সবই ভুলে যায় । এ কতো আশ্চর্যজনক কথা ।

বাবার তো দিন-রাত মন্থন চলতে থাকে । প্রজেক্টরে গোলা এতটাই বড় দেখানো উচিত যাতে মানুষ দূর থেকেই খুব ভালোভাবে পড়তে পারে । বড় দেওয়ালে যেন অনেক বড় দেখা যায় । ক্লিয়ার যেন থাকে । এক-একটি চিত্র স্লাইডে যেন এতটা বড় দেখা যায় যাতে যে কেউই যেন পড়তে পারে । সৃষ্টি চক্রের দুটি চিত্রও যেন বড় করে দেখা যায় । এখান থেকেই ভক্তি মার্গ শুরু হয় । প্রথমে হয় -- অব্যভিচারী ভক্তি, তারপর হয় ব্যভিচারী ভক্তি ।

এই ব্রহ্মা হলো শিব বাবার সুপুত্র বাচ্চা । ব্রহ্মার কাছে যদি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি কি উত্তর দিতে পারবেন না ? যদিও শিব বাবা সবই জানেন, তবুও আমিও তো বুঝতে পারি, তাই না । বাবা তো আমাকে রাইট হ্যান্ড বানিয়েছেন । কিছু তো বুঝেছেন, তাই না । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) অমৃতবেলায় উঠে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । কখনোই সংশয়বুদ্ধি হয়ে, সঙ্গদোষে এসে পড়া ত্যাগ করো না ।

২ ) মালার দানা হওয়ার জন্য বিশ্বাসী এবং আঙ্গাকারী হতে হবে । নিজের আচার আচরণ রাজকীয় রাখতে হবে । খুবই মিষ্টি হতে হবে ।

\*বরদানঃ:-\* স্বমানে স্থিত থেকে জাগতিক ইচ্ছা গুলির অবসান ঘটিয়ে 'ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা ভব' যে স্বমানে স্থিত থাকে, তার কখনোই জাগতিক মান প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে না । এক স্বমানেই সর্ব জাগতিক ইচ্ছা বিলীন হয়ে যায়, চাওয়ার আবশ্যকতা থাকে না । জাগতিক ইচ্ছা কখনোই পূর্ণ হয় না, এক জাগতিক ইচ্ছাই অনেক ইচ্ছা উৎপন্ন করে আর স্বমান সর্ব ইচ্ছাকে সহজেই সম্পন্ন করে দেয়। তাই স্বমানধারী হও, তাহলে সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ হয়ে যাবে, অপ্রাপ্তি বা ইচ্ছার অবিদ্যা হয়ে যাবে ।

\*স্লোগানঃ:-\* সকল পরিস্থিতিতে যে নিজেকে মোহিত করতে পারে, সে-ই রিয়েল গোল্ড ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে সুখদাতা তৈরী করো, দেহী-অভিমানী হও তাহলে সময় সফল হতে থাকবে, বিকর্ম করা থেকে বিরত থাকবে”

\*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে মায়া তাল লাগিয়ে দেয় - তাদের মুখ থেকে কিরকম কথা বেরিয়ে আসে?

\*উত্তরঃ - তাদের মুখ থেকে এই কথাই বেরিয়ে আসে যে - আমার তো ডাইরেক্ট শিববাবার সাথে কানেকশন আছে। সঙ্গদোষের কারণে তাদের বুদ্ধি মূঢ় বুদ্ধি (নির্বোধ) হয়ে যায়। সঙ্গরূপ নিন্দুক হয়ে যায়। যখন কেউ বলে যে বাবার সাথে আমার ডাইরেক্ট কানেকশন আছে তো তাদেরকে তো মুরলীও প্রেরণার দ্বারাই শোনা উচিত। এইরকম নিন্দুক বাচ্চারা কোনও পদ পায় না। মায়া তাদের বুদ্ধিতে তাল লাগিয়ে দেয়।

ওম শান্তি। বাচ্চারা এখন তোমরা আত্ম-অভিমানী হয়েছো। বাবা তোমাদেরকে দেহী-অভিমানী বানিয়েছেন। যত দেহী-অভিমানী হবে, বাবাকে ভালোভাবে স্মরণ করবে তো বিকর্মজীং হবে। দেহ-অভিমানী হলে বিকর্ম বিনাশ হবে না, পরিবর্তে আরোই বিকর্ম হতে থাকবে, তার ফল কিরকম হবে? এক তো শাস্তি খেতে হবে আবার পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বাবাকে যে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে যে বাবা যদি এই সময় আমি শরীর ছেড়ে দিই তাহলে ভবিষ্যতে আমার কোন গতি প্রাপ্ত হবে? মৃত্যু তো অদূরেই অপেক্ষারত। ব্রাহ্মণকুল ভূষণদের তো একদমই দুঃখ হবে না। তাদেরকে বলা হয় মহাবীর। শাস্ত্রতে তো স্থূল রূপে অনেক কথা লিখে দিয়েছে। এটা তো হল জ্ঞানের কথা। বাচ্চারা তোমরা জানো যে - নিরাকার শিববাবা আত্মার সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন যে তোমাদের আত্মাতে কি কি পাট ভরা আছে। বাবা-ই বসে বোঝাচ্ছেন - মানুষ তো দেহী-অভিমানী হয়ে থাকে না। দেহী-র বাবাকেই জানে না যথার্থ রীতিতে, এইজন্য একে ঘোর অন্ধকার বলা হয়। কলিযুগকে ঘোর অন্ধকার, সত্যযুগকে ঘোর প্রকাশ বলা হয়। আত্মারা সবাই কালী হয়ে গেছে অর্থাৎ ব্ল্যাক আউট হয়ে গেছে। সত্যযুগে দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা জ্ঞানের প্রকাশে ছিল। এই ভারতেই দীপমালা পালন করা হয়। তোমরা জানো যে এখানে আমরা আত্মারা ঘোর অন্ধকারে ছিলাম। বাবা ঘোর প্রকাশে নিয়ে যাচ্ছেন। অন্যান্য আত্মাদের এ বিষয়ে কিছুই জানা নেই যে তাদের কত জন্ম হয় এবং কিভাবে হয়। এখন তোমরা জেনে গেছো - বাবার দ্বারা আমরা সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান পেয়েছি। দুনিয়াতে কেউই তোমাদেরকে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান শোনাতে পারবে না। তারা তো না আত্মাকে, আর না পরমাত্মাকে জানে। যদিও বলে যে আমি হলাম আত্মা, কিন্তু আমি কি - সে বিষয়ে কিছুই জানে না। ক্রকুটির মাঝে নক্ষত্র ঝলমল করছে, সেটা কি! তার মধ্যে কি কি পাট ভরা আছে, কত জন্ম নেয়? এই জ্ঞান কারো মধ্যে নেই। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন, সেন্স-রিয়েলাইজেশন করাচ্ছেন। যে কাউকে জিজ্ঞেস করো যে আত্মার বাবা কে? কেউ বলবে শ্রীকৃষ্ণ, কেউ বলবে মহাবীর।

আমি হলাম আত্মা, আমার বাবা হলেন নিরাকার শিব। একজনও এরকম বলতে পারবে না। তারা না রচয়িতাকে আর না রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে, এইজন্য তাদেরকে নাস্তিক বলা হয়। বাবা বলেন যে তোমরা নাস্তিক শূদ্র ছিলে। এখন ব্রাহ্মণ আস্তিক হয়েছো। বাবা পরিচয় দেন যে আমি কোন্ ভূমিকা পালন করি। কেউ বাবার পরিচয় দিতে পারবে না। বাবার পাট কি, সে বিষয়ে বোঝাতে পারবে না। তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসারে বৃদ্ধিতে পারো। দেহী-অভিমানী হওয়ার কারণে স্থিতি খুব ভালো থাকে। দেহ-অভিমাণে এসে পুনরায় পরিচিন্তা পরিনিন্দা করতে লেগে যায়, এইজন্য উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারে না। আর না বিকর্ম বিনাশ হয়। বাবা তো খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেন। বেঁচে থেকেও মরে যাওয়ার অর্থ কতই না সহজ। তোমরা বেঁচে থেকেও মরে গেছো। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। আমি আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পাট ভরা আছে, সেটাও জানো, বাবাকেও জানো যে কেন তাকে জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন বলা হয়। ভারতই পবিত্র শ্রেষ্ঠ ছিল, এখন তো পতিত হয়ে গেছে। কিন্তু নিজেকে কখনও পতিত মনে করে না। বাচ্চারা এখন তোমরা জেনে গেছো, আগেও তো কেউই কোনো কাজের ছিলো না। সবাই মরে পড়ে ছিল, সব জায়গা কবরস্থান হয়ে গেছে। এখন তোমরা পুনরায় পরিস্থানের মালিক তৈরী হচ্ছ। ভারত পরিস্থান ছিল, এখন কবরস্থান হয়ে গেছে। সবাই একে-অপরকে দুঃখই দিতে থাকে। বাবা বলছেন যে এখন তোমরা সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে সুখদায়ী বানাও। দেহী-অভিমানী না থাকার কারণে সময় ব্যর্থ অপচয় করতে থাকে। প্রতি মূহুর্তে দেহ-অভিমান এসে যায়। বাচ্চারা তোমরা কখনও দুঃখী হবে না। কেউ কেউ তো দুঃখী হয়ে যায়। কেউ মনে করে যে বাবা রামরাজ্যের স্থাপনা করছেন, রাবণ রাজ্যের বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী, এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট প্রভৃতি বাড়ি খালি করতে বললে করতে

হবে। বাবার স্মরণে শরীর ত্যাগ হলে তো খুব ভালো। সর্বদাই তৈরী থাকতে হবে।

ভালো ভালো বাচ্চাদের উপরও মায়ার আক্রমণ হয়। কেউ তো এমন মূর্খ হয়ে যায়, বলে যে আমার তো ডাইরেক্ট শিববাবার সাথে কানেকশন আছে। কিন্তু ব্রহ্মার সামনে তো অবশ্যই আসতে হবে তাই না। আচ্ছা ঘরে গিয়ে যদি বসে যাও তাহলে মুরলী কিভাবে শুনবে! কি করবে? বলে যে এই ব্রহ্মাও হল পুরুষার্থী, আমিও হলাম পুরুষার্থী। সবাই তো শিববাবার কাছেই পড়ছে, কিন্তু ব্রহ্মা বাবার কাছে যদি আসে তবেই তো শুনতে পাবে তাই না। প্রেরণার দ্বারা শুনে দেখাও তো জানা যাবে। আবার কখনও কখনও বাবা মুরলী বলা বন্ধ করে দেন। ব্রহ্মার কাছে জন্ম নিল, তারপর মরে গেল (হাত ছেড়ে দিল), তখন সব শেষ। উত্তরাধিকার কিভাবে পাবে? এরকম অনেক মন্দ বুদ্ধির রয়েছে যারা সঙ্গদোষে এসে খারাপ হয়ে যায়। এরপর বলা তার কি গতি হবে? সদ্ধুরুর নিন্দুক হলে তো পদ প্রাপ্ত করতে পারবো না। গুরু ব্রহ্মা বলে তাই না। গুরু বিষ্ণু, গুরু শংকর বলে না। গুরু হলেন কেবল ব্রহ্মা-ই। তোমরা মাতারাও গুরু হও। সদ্ধুরুর দ্বারাই হয়েছে নাকি কলিযুগী গুরুদের দ্বারা হয়েছে! তোমরা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হয়েছে। তোমাদের হল আধ্যাত্মিক যাত্রা। পরিশ্রম আছে, মায়ী কারোর বুদ্ধিতে তালা লাগিয়ে দেয় তখন উল্টো-পাল্টা বলতে থাকে। সময় ব্যর্থ অপচয় করতে থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

বাপদাদার হস্ত-লিখিত পত্রের কপি:

জ্ঞানের সাগর পতিত-পাবন নিরাকার শিব ভগবানুবাচ, নিজ-রথ প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা সর্ব ব্রাহ্মণকুল ভূষণ ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের প্রতি -

হে বাচ্চারা, তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে পতিত-পাবনকে পতিত দুনিয়াতে এসে পতিত শরীরে প্রবেশ করতে হয়, সেই পতিত শরীরটি কার? যে সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মের চক্র লাগিয়ে এখন অস্তিম জন্মে আছে। প্রথম জন্ম তো হল পাবন শ্রীকৃষ্ণ - শ্রীরাধা, স্বয়ংবরের পর শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। এখন সেই দেবতাদের ধর্ম নেই। অনেক অধর্ম ছেয়ে গেছে। এখন পুনরায় বাবা এসে সেই সত্যযুগী দেবী-দেবতাদের ধর্ম স্থাপন করছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলি বাচ্চারা, যারা নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বলে পরিচয় দেয়, আত্মা রূপে তারা হল ভাই-ভাই। পুনরায় ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডাপ্ট হয়ে ভাই-বোন হয়। পরমপিতা পরমাত্মার থেকে ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের উত্তরাধিকার নিতে হবে। শিববাবা নিজের বাচ্চাদেরকে (আত্মাদের) বলছেন, এখন দেহী-অভিমানী বা আত্ম-অভিমানী ভব আর আমাকে অর্থাৎ নিজের অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করো, মাথার উপর জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্মের যে বোঝা আছে সেটা এই যোগ অগ্নি বা স্মরণের দ্বারা ভাঙ হয়ে যাবে। দেহ-অভিমান ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করে আমাকে অর্থাৎ অসীম জগতের বাবা পরমপিতাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা পুনরায় পতিত সতোপ্রধান হয়ে যাবে। দ্বাপরে যখন থেকে রাবণ রাজ্যের স্থাপনা হয় তখন থেকে আত্মা যেটা খাঁটি সোনার সমান ছিল, যাকে সতোপ্রধান গোল্ডেন এজ বলা হয়, তাকেই অস্ত্রে আয়রণ এজ তমোপ্রধান বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ সত্যযুগে যে পাবন ছিল সে পতিত হয়ে যায় কলিযুগে। এখন পুনরায় পাবন হওয়ার জন্য মুখ্যতঃ ভারতবাসীরা পতিত-পাবন বাবাকে অনেক স্মরণ করে কেননা আমার অবতরণ এই ভাগ্যশালী ব্রহ্মা রথেই হয়। এই ভাগ্যশালী রথের নাম তো অন্য কিছু ছিল, তাকে আমি নিজের করে নিই। এর মধ্যে প্রবেশ করে প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম রেখে দিই। কল্প পূর্বেও ড্রামানুসারে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করে সেই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের দ্বারা পতিত ভারতকে পবিত্র ভারত বানিয়ে ছিলাম তবুও যখন কল্পের অস্ত্রে পতিত হয়ে আত্মা ৮৪ র চক্র সম্পূর্ণ করে তখন পুনরায় সেই পতিত দুনিয়াকে পাবন করতে আসতে হয়। কল্প-কল্প অর্থাৎ প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পর ভক্তি মার্গে আমাকে অর্থাৎ সকলের পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। আর অস্ত্রে যখন ভক্তি মার্গ সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন আমি আসি। ভক্তি মার্গ হল দ্বাপর থেকে অবনতি মার্গ। রাবণ অর্থাৎ ৫ বিকারের কারণ সকলের অবনতি কলা হয় আর সাধারণ মানুষ পতিত হয়ে দুর্গতি প্রাপ্ত করে। আর আমি ব্রাহ্মণ কুল ভূষণদের বাবা, টিচার, সদ্ধুরু হই। আমার তো কোনও বাবা, টিচার, সদ্ধুরু নেই। ভারতবাসী আসুরীক সম্প্রদায় যারা সত্যযুগে দৈবী সম্প্রদায় ছিল তাদের পিতা তো হই কিন্তু তাদেরকে পুনরায় সূর্যবংশী দেবী-দেবতা তৈরী করতে, যারা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী হয়, কল্প পূর্বের ন্যায় তাদের শিক্ষক হই। তাদেরকে সত্য জ্ঞান দিই। সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান দিয়ে তাদেরকে ত্রিকালদর্শী বানাই। যাতে নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে কল্প পূর্বের ন্যায় চক্রবর্তী সূর্যবংশী দৈবী স্বরাজ্য পুনরায়

স্থাপন হয়। বাম্বাদেরকে এটা প্রমাণ করে বলা হচ্ছে যে তোমরা হলে এই সময় সর্বোত্তম ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ। দৈবী কুলের থেকেও এই কুল হল উত্তম কেননা তোমরা ঈশ্বরীয় কুলে আছো। ভারত ৫ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গ শ্রেষ্ঠাচারী বৈকুণ্ঠ দৈবী স্বরাজ্য ছিল, তখন তোমরা সূর্য বংশী দেবী-দেবতা ছিলে তারপর ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বংশে এসেছো। এখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়েছে। একে ৮৪ জন্মের চক্রও বলা হয়। সবাই তো ৮৪ জন্ম নেবে না। দ্বাপর থেকে ধীরে-ধীরে বিভিন্ন মঠ-পথ স্থাপন হয়েছে আর সৃষ্টি বৃদ্ধি হতে থাকেছে। বাস্তবে প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড়ের ফাউন্ডেশন, যাকে কল্প বৃক্ষ বলা হয়। অর্থাৎ শিববাবা হলেন সকল মনুষ্যাত্মার বাবা, পিতা আর ব্রহ্মা হলেন গ্র্যান্ড ফাদার। মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড় বা বংশলতিকার প্রথম মানব, আদম বা অ্যাডম বা প্রজাপিতা ব্রহ্মা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর মুখ বংশাবলী, আমার থেকে অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা শিবের থেকে সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান শিখে অসীম সুখের প্রকাশময় দুনিয়ায় যাচ্ছে। গাওয়াও হয় যে জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়েছেন, অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ হয়েছে। জ্ঞান-সূর্যও পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হয়ে থাকে। তোমরা এখন জ্ঞানের প্রকাশে আছো, বাদবাকিরা অজ্ঞান অন্ধকারে আছেন।

২ - বাম্বারা জ্ঞান শুনেছে আর বাবা বলে ডাকলে তো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবেই। এক হল বাবাকে আর দ্বিতীয় হল সৃষ্টি চক্রকে স্মরণ করতে হবে, আর তো কোনও কষ্ট নেই। বাবা জানেন যে বাম্বারা ভক্তি মার্গে অনেক কষ্ট পেয়েছে, এখন বাম্বাদেরকে আর কি কষ্ট দেওয়া যায়! যতটা ভক্তিতে পরিশ্রম করেছে এখানে ততটাই চুপ থাকতে হবে। যত যত যোগে থাকবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। বলে যে - স্বমেব মাতাশ্চ পিতা... অন্যদিকে লৌকিক মা বাবা, ভাই বন্ধু এইসময় সবাই দুঃখ দেয়। এই বাবা সবাইকে সুখ প্রদান করেন, সর্বদা সুখী বানান। আচ্ছা!

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১ ) আমি হলাম উচ্চ থেকেও উচ্চ ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ - এই খুশীতে থাকতে হবে। স্বয়ং ভগবানকে আমি বাবা, টিচার, গুরু রূপে পেয়েছি - এই স্মৃতিতে থেকে সদা খুশীতে থাকতে হবে

২ ) কোনও কথাতে দুঃখী হবে না। পরনিন্দা পরচর্চাতে সময় নষ্ট করবে না।

\*বরদানঃ:-\* বিশ্ব কল্যাণকারী হয়ে অশান্ত আত্মাদেরকে শান্তির দান দিয়ে থাকা মাস্টার দাতা ভব দুনিয়াতে হাঙ্গামা হলে, ঝগড়া হলে, এমন অশান্তির সময়ে তোমরা মাস্টার শান্তি দাতা হয়ে অন্যদেরকেও শান্তি প্রদান করো, ঘাবড়ে যাবে না। কেননা তোমরা জানো যে, যেটা হচ্ছে সেটাও ভালো আর যেটা হবে সেটা আরও ভালো। বিকারের বশীভূত মানুষ লড়াই তো করতেই থাকবে। ওদের কাজই হল এটা কিন্তু তোমরা বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মারা সদা মাস্টার দাতা হয়ে শান্তির দান দিতে থাকো। এটাই হল তোমাদের সেবা।

\*স্লোগানঃ:-\* নিজের সকল প্রাপ্তিগুলিকে সামনে রাখো তাহলে দুর্বলতা গুলি সহজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে গডলি স্টুডেন্ট, তোমাদের কোনো পরিস্থিতিতেই একদিনের জন্যও পড়াশোনা মিস করা চলবে না, পড়বে লিখবে তো হবে নবাব”

\*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চাদের মুরলীর প্রতি মনোযোগ থাকে তাদের নিদর্শন কি হবে?

\*উত্তরঃ - যারা মনোযোগ দিয়ে রোজ মুরলী শোনে তারা ভালো ভাবে জানে - বাবা কে এবং বাবা কীরূপ, কারণ বাবার মহাবাক্য হল আমি কে, আমি কীরূপ, আমাকে কোটিতে কেউ একজন চিনতে পারে। যদি পড়াশোনায় অ্যাটেনশন (মনোনিবেশ) না থাকবে তবে বুদ্ধিতে এটা বসবে না যে এই শ্রীমৎ আমাদেরকে ভগবান প্রদান করছেন। তারা শুনেও শুনবে না। তাদের বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যায়। তারা বাবার (ফরমান) আদেশ অনুসারে চলতে পারে না।

\*গীতঃ- ত্যাগ করে দাও আকাশ সিংহাসন, নেমে এসো এই ধরিত্রীতে...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখন বুঝেছে যে আমরা জ্ঞানের সাগরের সন্তান, জ্ঞানের সাগরের দ্বারা এখন এই সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্রের বা ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জেনেছি। দুনিয়ায় অন্য কোনো মানুষের বুদ্ধিতে এই ড্রামার কথা নেই। তোমাদের মধ্যেও সবাই একরকম ভাবে জানেনা। তোমরা বাচ্চারা জানো এই ভারত হল অবিনাশী খন্ড। এই ভারতই সত্যখন্ড এবং মিথ্যাখণ্ডে পরিণত হয়। সত্যখন্ডকে স্বর্গ, মিথ্যাখন্ডকে নরক বলা হয়। এখানে অনেক বাচ্চারা ভাবে, এই জ্ঞান তো আমরা রোজ শুনি। কোনো নতুন কথা তো নয়। নলেজ পুরোপুরি ধারণ করে না। তোমরা হলে গডলি স্টুডেন্ট। পড়াশোনা একদিনও মিস করবে না। এই পড়াশোনা হল মূল্যবান। কেউ যতই অসুস্থ থাকুক, সে এখানে এসে বসে মহাবাক্য তো শুনবে তাইনা ! শুনতে শুনতে প্রাণ শরীর থেকে বেরিয়ে গেলেও সৌভাগ্যের প্রাপ্তি হবে। এ হল বিশাল হসপিটাল। রাত-দিন পড়াশোনার শখ থাকা উচিত। মাতা-পিতারও রাত দিন এই শখই রয়েছে, তাইনা। ভগবান তোমাদের পড়ান। ভগবানুবাচ - হে বাচ্চারা, তোমরা ভালো ভাবে বুঝেছো তাইনা - তোমরা তো বলবে এই যুদ্ধ ৫ হাজার বছর পূর্বেও হয়েছিল। পূর্বে তোমরা জানতে না, এখন বাবা বুঝিয়েছেন তাই বুঝেছো। সূত্রাং স্টুডেন্টের কাজ হল যা নলেজ প্রাপ্ত হয়, সেসব ধারণ করা। এখানে মুখ্য কথা হল ই পবিত্রতার। আত্মা যে আয়রন যুগে এসে শ্যামলা হয়েছে - খাদ পড়েছে, সেসব দূর করতে হবে। আত্মারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এই চিন্তন চলা উচিত। শিববাবা আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন। তাই আত্মা অভিমানী হতে হবে। আত্মা অভিমানী এখানে পরমপিতা পরমাত্মাই বানিয়ে দেন, অন্য কারো এমন শক্তি নেই যে, এইভাবে আত্মা অভিমানী স্বরূপে বসে বোঝাবে। যদিও বলে আমরা ঈশ্বর, আমরা অমুক। কিন্তু কিছুই জানেনা। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের কথা জানি। ধারণ করে যারা, তাদের মধ্যেও ক্রমানুসারে আছে। শুধুমাত্র এখানে নয়, বরং, যে সেন্টার গুলি আছে সেখানেও ক্রমানুসারে আছে। স্টুডেন্ট কখনও এক সমান হয় না। কেউ মাসে ২০ দিন আসে, কেউ নিয়মিত সঠিকভাবে আসে। যে যেখানেই যাক কিন্তু রেগুলার পড়া করতে হবে। যদি মুরলী পাঠ করে না তবে অনুপস্থিত মার্ক করে দেওয়া হয়। যদি মুরলী পাচ্ছে, রোজ পড়ছে তবে অনুপস্থিত বলা হবে না। অন্য কোনও স্কুলে এমন তো হয় না। এখানে বাইরে গেলে তাকে কিছু তো দেওয়া হবে পড়ার জন্য। যদি কেউ হসপিটালে থাকে - সেখানেও গিয়ে তোমরা মুরলী শোনাতে পারো। এ হল মোস্ট ভ্যালুয়েবল নলেজ। এই কথা তো জানো - এখন যত পাস করবে, ততই কল্প কল্পান্তর পাস করবে। এই হল বৃহত্তম পড়াশোনা, এতেই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এমন অনেক বাচ্চারা আছে - যাদের মায়া একেবারে নাক চেপে ধরে নেয়। তখন আর স্মরণে থাকে না যে আমি গড ফাদারলি স্টুডেন্ট। গায়নও আছে - গজকে গ্রাহ (বড় কুমীর) গ্রাস করেছে। এখানকারই কথা। কুসঙ্গে গেলে ভাগ্যে উল্লতির পরিবর্তে অবনতি হয়। অনেক কম এমন আছে যারা মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে। বাবা বলেন আমি কে, আমি কীরূপ, কোটিতে কেউ একজন আমাকে বুঝতে পারে। অশিক্ষিত বাচ্চাদের কিছু জ্ঞানের কথা শোনাতে তারা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। ভগবানের ডাইরেকশন আমাদের প্রাপ্ত হয় যা বুদ্ধিতে স্থির থাকে না। পুরোপুরি যোগ না থাকার কারণে মায়া বুদ্ধিতে তালা লাগিয়ে দেয়। এই দন্ড ভোগ করতে হয় কারণ শ্রীমৎ অনুসরণ করে না। বাবা বলেন আমি এত দূর থেকে এসেছি তোমাদেরকে পড়াতে। তোমরা শ্রীমৎ অনুসরণ না করলে তোমাদের কি গতি হবে। ভগবান নিজে বসে পড়ান। আদেশ করেন। এমন নয় প্রেরণা প্রদান করেন, এতে প্রেরণার কোনো কথা নেই। এ'তো নির্দিষ্ট ড্রামা। অনাদি ড্রামা। এই কথা তো পতিত মানুষও বলে যে পরমাত্মার প্রেরণা দ্বারাই কাজ হয়। কিন্তু এমন তো নয়। ড্রামার রহস্য কোনো সাধু সন্ন্যাসী জানেনা। বাবা আগেও বলেছিলেন - একটি বিরাট

রূপের বৃহৎ চিত্র বানাও, বিষ্ণুর। তারা তো ভুল বানিয়ে দেয়। দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রও দেখানো হয়। ডিটেলে নলেজ কিছুই জানেনা। শুধু কথায় বলে - অর্থ কিছুই বোঝে না। বিরোট রূপ সকলের কাছে পরিচিত। তাও বড় বানানো উচিত। যদিও আমাদের এই চিত্রেও আছে - ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। কিন্তু বাবা বলেন যে বিষ্ণুর চিত্র বানানো উচিত। উপরে কেশ শিখাও দেওয়া উচিত। শিববাবাও উপরে দেওয়া উচিত। স্টার স্বরূপ। তারপরে ব্রাহ্মণদের চিত্র বানানো উচিত। ইংরেজি ভাষায়ও লেখো - এই বি. কে. ব্রাহ্মণ বর্ণ হল এক জন্ম। এ' হল মোস্ট ভ্যালুয়েবল জন্ম। লীপ জন্ম, লীপ যুগ। এ'হল উঁচু থেকে উঁচু যুগ, যার কথা কেউ জানেনা। কোনো শাস্ত্রে এই কথা নেই। পতিত-পাবন পিতাকে আহবান করা হয় অর্থাৎ কলিযুগের অন্ত তাইনা। সঙ্গম যুগের কথা তো কেউ জানেনা। বাবা বলেন - এই কথাও বোঝাও। ব্রাহ্মণ জন্ম এক জন্ম পরে দেবতা জন্ম এত বার এবং এত সময়। তোমরা খ্রীষ্টানদেরও দেখাও, দুই হাজার বছর হয়েছে। পরে সবার পাট পূর্ণ হয় তো ক্লিয়ার লেখা উচিত। ব্রাহ্মণ বর্ণ, দেবতা বর্ণ, পরে ঋত্রিয় বর্ণ রামরাজ্য। এখন তো হল সবাই শূদ্র বর্ণ। বিরোট রূপ দেখাতে হবে। সম্পূর্ণ খেলা ভারতের উপরে বানানো হয়েছে। ভারত পবিত্র, ভারত পতিত। বাকি সবই হল বাই প্লট, তাদের বর্ণের সঙ্গে কোনো কানেকশন নেই। ভারতের মহিমা বাবা বুঝিয়েছেন। এই হল অবিনাশী খন্ড, এর বিনাশ হয় না। এই কথা তো তোমরা জানো যথার্থভাবে সত্যযুগে অন্য কোনো ভুখন্ড থাকে না। বাকি সব খন্ড পরে এসেছে। পুনরায় সব গুলি শেষ হয়ে যাবে। অবিনাশী খন্ড একমাত্র ভারত ই থাকবে, অন্য সব শেষ হয়ে যাবে। নাম চিহ্ন শেষ হয়ে যাবে। এই নলেজ এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, অন্যরা কেউ জানেনা। ভারত ছিল পবিত্রতম খন্ড। ভারতকে বলা হয় - ধর্ম ক্ষেত্র। দান পুণ্য যত এখানে হয় তত অন্য কোথাও হয় না। এখানে পুনরায় তোমাদের কে সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিকানা অধিকার প্রদান করি। তোমরা এমন উচ্চ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত কর। তোমাদের কাছে এই অধিকার ছিল যা হারিয়েছ। হার জিত তো হয়, তাইনা। এখন তোমরা জানো আমরা জয় লাভ করছি, পরে পরাজিত হবে। এই হার জিতের রহস্য বুদ্ধিতে আবর্তন করবে। জিত কীভাবে হয় এবং তারপরে হার কীভাবে হয়। সত্যযুগে এই নলেজ থাকে না। সেখানে তো থাকে প্রালঙ্ক। এই রাজ্য আমরা কোথা থেকে পেয়েছি, সেখানে সে কথাও জানা থাকে না। এখন বাবার দ্বারা তোমরা নলেজফুল হও। এই নলেজের আধারে তোমরা গিয়ে প্রালঙ্ক প্রাপ্ত কর। ড্রামার রিল তো ঘুরতেই থাকে, যা ইমার্ম হয় সেই অনুযায়ী তোমাদের পাট প্লে চলে। ৮৪ জন্মের পাট প্লে ড্রামায় খচিত আছে। আত্মা কত সূক্ষ্ম - এতে সম্পূর্ণ পাট ভরা আছে, যা রিপিট হতে থাকে। একেই প্রকৃতি বলে। এই প্রকৃতির কথা কেউ জানেনা। সূক্ষ্ম আত্মায় যে পাট ভরা আছে সেসব কখনও বিনাশ হবে না। এই বিজ্ঞানীদের বুদ্ধি নিজের বিনাশের ব্যবস্থা করছে। তোমরা আত্মারা উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করছো। তারা ভাবে - আমরা সবাই স্টার মূনের কাছে যাই, প্লট নেব। তারা অনেক গুরুত্ব দেয়। আমরা বলি এইসব তো নিজের মৃত্যুর জন্য করে।

তোমরা বাচ্চারা জানো এই সব প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে স্বর্গের গেট খুলবার জন্য। যুদ্ধ ব্যতীত স্বর্গের গেট খুলবে কীভাবে। পতিত দুনিয়ার বিনাশ তো চাই তাইনা। এই কথা গুলি বিদ্বান, পন্ডিত ইত্যাদি তো জানেনা। এই কথা তোমরা জানো - ড্রামা অনুসারে নির্দিষ্ট আছে। অতএব বাচ্চারা তোমাদেরকে এই পড়া পড়তে হবে। কেউ তো শুনতে শুনতে, পড়তে পড়তে শেষ হয়ে যায়। কেউ তো বসেও থাকে তবুও কিছুই শোনে না। ধারণা যখন নিজের মধ্যে হবে তখন তো অন্যদের বোঝাতে পারবে। ধারণা হয় না - সার্ভিসও করে না তাহলে পদ কি পাবে - হ্যাঁ, স্বর্গে অবশ্যই যাবে। রাজত্বে আসবে কিন্তু সবাই তো রাজা হবে না, তাইনা। পড়াশোনা করলে হবে নবাব। যারা পড়বে না, পড়াবে না তারা ভার বহন করবে। এইসব তো হবেই। গিয়ে চাকরি করবে। রাজত্বে তো আসবে নিশ্চয়ই কিন্তু চাকরি করবে, তাইনা। প্রজা তো অনেক তৈরি হয়। লক্ষ লক্ষ প্রজা তৈরি হয়, তাতেও তো দাস দাসী থাকবে তাইনা। প্রদর্শনীতে তো অনেকে শুনবে, কিছু তো বুদ্ধিতে বসবে। আসবেও তারা, যারা স্বর্গে থাকবে। সল্যাস ধর্মের কেউ আসবে না। যারা একটু নলেজ শুনবে তারা তো প্রজাতে আসবেই। যোগ যুক্ত তো হয় না, বিকর্ম বিনাশ তো হবে না, তাহলে পদ প্রাপ্ত হবে কীভাবে। তাই বাচ্চাদের সম্পূর্ণ রহস্য বোঝানো হয়। রাজধানী স্থাপনা হচ্ছে। স্থাপনা নিশ্চয়ই সঙ্গমেই হবে, তাইনা। বাবা বলেন আমি আসি কল্পের সঙ্গমযুগে। তারা যদিও লিখে দিয়েছে যুগে-যুগে। তবু ৪-টি যুগ অথবা ৫-টি যুগ তা স্বেও এত অবতার কেন দেখানো হয়েছে। পরশুরাম অবতার, কচ্ছ মচ্ছ অবতার, পরশুরাম অবতার রূপে দেখানো হয়েছে যে কুঠার হাতে নিয়ে সব ঋত্রিয়দের মেরেছিল। বাবা বলেন - তা কি করে সম্ভব। ভগবান কি এত হিংসা করেছেন কুঠার দিয়ে? মানুষ তো যা শোনে সবেতেই সত্য সত্য বলে। অসত্য কথাও সত্য রূপে স্বীকার করে নেয়। বাবা বলেন এই সব কথা গুলি হল অসত্য কথা। সত্য কেউ নয়। কাউকে যদি বলো তবে সে ক্রোধ করবে। বাবা বলেন যুক্তি দিয়ে কাজ করো। ইঁদুর এমন যুক্তি দিয়ে কামড় দেয় যে পুরো মাংস খেয়ে নেয়, অথচ ফীল হয় না। বাচ্চারা, তোমাদেরও যুক্তি সহকারে চলা উচিত। বাবা তো খুব ভালো ভাবে বোঝান কিন্তু বাচ্চারা কেউ ধারণা তো করুক। মুখ্য কথা হল একটি। বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো তো তোমাদের বিকর্মের বোঝা শেষ হয়ে যাবে। যোগ অগ্নি ব্যতীত খাদ দূর হবে না। নাহলে কঠিন দন্ড ভোগ করতে হবে। তোমাদের

তো পাস উইথ অনার হতে হবে। প্রজা তো অনেক তৈরি হয়, নম্বর অনুসারে। যদিও রাজত্বের জন্য পরিশ্রম চাই। শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত। অনেকে চলতে চলতে পড়াশোনা ত্যাগ করে দেয়। আরে গড ফাদার বসে আছেন, যত দিন জীবিত থাকবে তত দিন জ্ঞান অমৃত পান করতে হবে। এ' হল পড়াশোনা। পড়তে পড়তে নতুন দুনিয়ায় ট্রান্সফার হয়ে যাবে। ক্লাস নম্বর অনুসারে ট্রান্সফার হয় তাইনা। এখানেও পুরুষার্থের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বলে হে পতিত-পাবন এসো তো নিশ্চয়ই কলিমুগী পতিত দুনিয়ার অন্ত হবে তখন আসবেন। বাবা কত ভালো রীতি বোঝান। দুনিয়ায় অন্ধ শ্রদ্ধা হওয়ার কারণে যে যা কিছু বলে তা শুনেই সত্য সত্য করতে থাকে। কিছুই বুঝতে পারে না। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-\*

১) বাবার আদেশ অমান্য করবে না। কুসঙ্গ থেকে দূরে থাকতে হবে। রোজ মুরলী অবশ্যই পড়তে বা শুনতে হবে।

২) বিকর্মের বোঝা সমাপ্ত করার জন্য স্মরণে থাকতে হবে। যতক্ষণ জীবিত থাকবে - জ্ঞান অমৃত পান করতে হবে।

\*বরদানঃ:-\* বিনাশের পূর্বে এভাররেডি থেকে সমান আর সম্পন্ন ভব  
বিনাশের পূর্বে এভাররেডি হওয়াই হল সেফটির সাধন। যদি সময় আছে তো সঙ্গমযুগের আনন্দ উপভোগ করো কিন্তু থাকো এভাররেডি কারণ ফাইনাল বিনাশের ডেট কখনও আগাম জানতে পারবে না, হঠাৎ হবে সবকিছু। এভাররেডি না হয়ে থাকলে ধোঁকা খেতে হবে, তাই এভাররেডি থাকো। সর্বদা স্মরণে রাখো যে আমরা এবং বাবা সর্বদা সঙ্গে আছি। যেমন বাবা হলেন সম্পন্ন তেমনি সঙ্গী রূপে বাচ্চারাও সমান আর সম্পন্ন হয়ে যাবে। যারা সমান হবে তারাই সাথে যাবে।

\*স্লোগানঃ:-\* যাদের স্বভাব নির্মল হয় তাদের প্রতিটি কদমে সফলতা সমায়িত থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent

5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এইসময় সকলের ভাগ্য বিগড়ে গেছে, কেননা সবাই এখন পতিত হয়ে গেছে, তোমাদের এখন শ্রীমতের আধারে সকলের ভাগ্য জাগাতে হবে, পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দিতে হবে।”

\*প্রশ্নঃ - সবথেকে খারাপ আচরণ কোনটি, যার জন্য অনেক ক্ষতি হয়?

\*উত্তরঃ - একে-অপরকে পাথর ছুঁড়ে মারা অর্থাৎ কটু কথা বলে আঘাত দেওয়া - এটাই হল সবথেকে খারাপ আচরণ, এরজন্য অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। বাচ্চারা তোমাদের এখন রূপ-বসন্ত অর্থাৎ জ্ঞানী ও যোগী হতে হবে। ভালো ম্যানার্স ধারণ করতে হবে। তোমাদের মুখ থেকে সর্বদা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন বের করতে হবে। স্মরণের দ্বারা আত্মাকেও রূপবান বানাতে হবে আর বাবা যে জ্ঞান রত্ন দিচ্ছেন সেটা দান করতে হবে। অত্যন্ত মধুর কথা বলতে হবে। যারা কটু কথা বলে তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে।

\*গীতঃ- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই...

ওম্ শান্তি । বাবা সর্বদাই ভোলা হয়ে থাকেন। এক হলেন পার্থিব জগতের বাবা, অন্যটি হলেন অসীম জগতের বাবা। বাবা তো হয়েই থাকেন - এক লৌকিক আর অন্যটি পারলৌকিক। লৌকিক বাবাকে তো সবাই জানেই। তোমরা ব্রাহ্মণেরা লৌকিক বাবা আর পারলৌকিক বাবা দুজনকেই জানো। লৌকিক বাবাও ভোলাভোলা হন। বাচ্চা জন্ম দিয়ে, তার দেখাশোনা করে, পরিশ্রম করে যাকিছু উপার্জন করেন সেই সব বাচ্চাকে দিয়ে দেন। মিথ্যা কথা বলে বা অন্য কোনও ভাবে উপার্জন করেন, শেষে সবকিছু পুত্র-পৌত্রদের জন্য রেখে, ছেড়ে চলে যান। বাচ্চাদের প্রতি বাবার অনেক ভালোবাসা থাকে। ছোটো থেকেই বাচ্চা বাবা-বাবা বলতে থাকে। বাবুল শব্দটি খুব মিষ্টি। বাচ্চারা এখন তোমরা অসীম জগতের বাবাকেও জেনে গেছো। অসীম জগতের বাবা তো কামাল করে দিয়েছেন। কতোই না অসীম জগতের জ্ঞান শোনাচ্ছেন। লৌকিক বাবা তো এতকিছু বোঝাতে পারবেন না। হয়তো ধন-সম্পদ দিয়ে থাকেন কিন্তু বিগড়ে যাওয়া আত্মাদের তো শোধরাতে পারেন না। বিগড়ে যাওয়া আত্মাদের শোধরাতে পারেন একমাত্র ভগবান ভোলানাথ-ই। তিনি প্রত্যেক কল্পে বিগড়ে যাওয়া আত্মাদেরকে সঠিক দিশা দেখান... সকলের সঙ্গতি প্রদান করেন। লৌকিক বাবা, টিচার, গুরু আমাদেরকে অসীম জগতের মালিক বানাতে পারেন না। অসীম জগতের বাবাকে জানা আর রচনার অাদি-মধ্য-অন্তকে জানা, এটা আর কেউ জানেই না। তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে অসীম জগতের চক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে! বাচ্চারা জানে যে এটা হল পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। বাবা-ই আমাদেরকে পুরুষার্থ করচ্ছেন। আমরা অবশ্যই পুরুষার্থ করবো। কল্প কল্প যেরকম পুরুষার্থ করেছিলাম, সেইরকমই প্রত্যেকে করছে। বাবা দেখছেন যে ভাই-বোনেরা সকল বিগড়ে যাওয়া আত্মাদেরকে শোধরানোর পুরুষার্থে রত আছে। ভারতবাসীরা আবাহন করে যে - হে বিগড়ে যাওয়া আত্মাদেরদের সঠিক পথের দিশারী, হে পতিত-পাবন এসো। রাবণ বিগড়ে দিয়েছে, যার কারণে ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয়ে পরেছে। বাচ্চারা তোমরা এইসব বাবার থেকে জেনেছো। মনুষ্য সৃষ্টি, যার নাম হল কল্পবৃক্ষ, এটা হল অতি সুপরিচিত। যার রহস্যও বুদ্ধিতে ধারণ হয়ে গেছে। মানুষ যখন তোমাদের চিত্র দেখে তখন বলে যে - এসব হল কল্পনা - যেটা ৫ হাজার বছরের কল্প বৃক্ষ বানিয়েছে। আমরা তো এ বিষয়ে খুব ভালো করে বোঝাতে পারি। কল্প বৃক্ষ, যা কলকাতার বট গাছের সাথেও সাদৃশ্য বহন করে। বোঝায় যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, এখন সেটা প্রায় লোপ হয়ে গেছে। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে বাকি সব ধর্ম আছে। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি যেখানে মুখ্যতঃ স্বর্গের কথা গাওয়া হয়, সেই স্বর্গ পুনরায় রিপিট হবে। ভালো হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি হলই স্বর্গের। সবাই বলেও যে - আমরা রাম রাজ্য চাই, যেখানে দুঃখের চিহ্নও থাকবে না। এখন তো হল রাবণ রাজ্য কিন্তু এটা কেউ বুঝতে চায় না যে তারা নিজেরাই হল রাবণ। এই সব কথা বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। সাধারণ মানুষ তো এসব কিছুই জানে না। বিগড়ে যাওয়া আত্মাদের সঠিক পথ দেখানোর জন্য বাবা কিভাবে আসেন, এসে কিভাবে শোধরান? পতিতদেরকে বলা হয় বিগড়ে যাওয়া। আমাদের বুদ্ধি অথবা ভাগ্য কিভাবে বিগড়ে গিয়েছিল। এখন এসব তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তাদের রীতি-রেওয়াজই হল রাবণের মতো। তোমাদের রীতি-রেওয়াজ হল রামের মতো। রাম বলতে সেই ত্রেতাযুগের রাম নয়। তিনি গীতা শোনাননি। আজকাল বিদেশেও রামায়ণ ইত্যাদি শোনায়। কেউ কেউ তো গেরুয়া কাপড় পরে কুটিরে গিয়ে থাকে। এখন বাচ্চারা তোমাদের কোনও কুটিরে গিয়ে থাকতে হবে না। কুটিরে কখনও পাঠশালা হয় কি? সেখানে তো সহায় সম্বলহীন ব্যক্তির গিয়ে থাকে। তোমরা তো এখন পড়াশোনা করছো। কিন্তু এটা হল নতুন গভর্নমেন্ট এইজন্য কেউ বুঝতে পারে না যে তোমরা আসলে কে? একজন মন্ত্রীকে বোঝাও তো অন্য মন্ত্রী বলবে - তুমি হলে বুদ্ধ। এটা হল একদম

নতুন কথা। বাবা বোঝাতে থাকেন। কারেকশনও করতে থাকেন। ব্রহ্মাকুমার-কুমারী লেখার আগে প্রজাপিতা ব্রহ্মা অবশ্যই লিখতে হবে। প্রজাপিতা বললে তিনি যে বাবা সে'কথা প্রমাণিত (সিদ্ধ) হয়ে যায়। আমরা প্রশ্নও জিজ্ঞেস করতে থাকি যে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথে কি সম্বন্ধ? কেননা ব্রহ্মা নাম তো অনেকের আছে। অনেক মহিলার নামও ব্রহ্মা। প্রজাপিতা নাম তো কারো হয় না, এইজন্য প্রজাপিতা শব্দটি অত্যন্ত জরুরী। প্রজাপিতা আদি দেব বলা হয়। কিন্তু আদি দেব এর অর্থ বুঝতে পারে না। প্রজাপিতা অবশ্যই এখানেই হবেন তাই না। আদি দেব আবার সেই ব্রহ্মা (সূক্ষ্ম) হয়ে যান। আদি অর্থাৎ প্রথম। প্রজাপিতা ব্রহ্মার কন্যা হলেন সরস্বতী। সূক্ষ্ম লোকে তো কন্যা থাকতে পারে না। রচয়িতা তো এখানে আছেন তাই না। এই রহস্যময় কথাগুলি বুদ্ধিমান আত্মারাই ধারণ করতে পারে। ধারণ করার সাথে সাথে ম্যানার্সও চাই। যে কেউ সেই ম্যানার্স দেখে খুশী হয়ে যাবে। তোমরা মুখ থেকে যে কথা বের করো তাকে রত্ন বলা হয়। বাবা হলেন রূপ-বসন্ত। আত্মাদেরকে রূপবান বানাচ্ছেন। এখন তো আত্মা কালী কুরূপ হয়ে গেছে, যোগের দ্বারা তাকে রূপবান বানাতে হবে।

তোমরা বাচ্চারা এখন রূপ-বসন্ত হয়ে ওঠো। মুখ থেকে সর্বদা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন নির্গত হয়। বাচ্চাদের ম্যানার্স অত্যন্ত মধুর হতে হবে। মুখ থেকে সর্বদা রত্নই নির্গত হওয়া চাই। অনেকেই আছে যারা কেবল পাথরই মারতে থাকে। বাবা জ্ঞান রত্ন দেন। বাচ্চারা তোমাদের কারবারই হল এটাই। একে অপরকে পাথর ছোঁড়া - এটা তো খুবই খারাপ আচরণ। নিজেরই ক্ষতি করে ফেলে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তাঁর রূপও তো বোঝানো হয়েছে যে কতো সূক্ষ্ম তিনি। তারা তো লিঙ্গ বলে দেয়। প্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে। সেটা তারা জ্যোতির্লিঙ্গই ভাবুক না কেন। ডীপ (গভীর) বিষয়কে পরেই বোঝাতে হয়। তারপর জিজ্ঞাসা করতে হয় যে আত্মার রূপ কেমন। এটা তো সবাই বলে ব্রুকুটির মাঝে ঝিকমিক করে। তাহলে তো নিশ্চয়ই ছোটই হবে। বড় লিঙ্গ তো এখানে বসতেই পারবে না। কপাল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে। আগে তো বাবা আর বাচ্চার সম্বন্ধ বুদ্ধিতে বসাতে হবে। তিনি তো হলেন অসীম জগতের পিতা। তাহলে ব্রহ্মা কোথা থেকে আসেন? বাবা এসে এনাকে অ্যাডপ্ট করেন অর্থাৎ এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। তোমাদের অ্যাডপ্টেশন আলাদা, এনার হল আলাদা। বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। বাবা বলেন ইনি হলেন আমার স্ত্রী, আমি অ্যাডপ্ট করেছি আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে বলিতোমরা হলে আমাদের (শিব ও ব্রহ্মার) মুখ বংশাবলী। আমি তোমাদেরকে ব্রহ্মার মুখ দিয়ে রচনা করেছি। আমার তো নিজের মুখ নেই। শিব কীভাবে বলবেন তোমরা আমার মুখ বংশাবলী। কতো ভালো ভাবে বোঝানো হয়। বাবা বলেন তোমরা সব আত্মারা হলে আমার সন্তান। তোমরা হলে ভাই-বোন। বুদ্ধিতে এটা আসতে হবে। বাবা স্বর্গের রচনা করেন। তাহলে স্বর্গের রাজত্ব আমাদের কেন পাওয়া উচিত নয়? স্বর্গে তো সবাই যেতে পারে না। বাবা বলেন আমি সকলের সঙ্গতি করি। তোমরা মুক্তিতে গিয়ে তারপর পার্ট প্লে করতে আসো নম্বর ক্রমানুসারে। মুক্তি সকলের প্রাপ্ত হয়। মায়ার দুঃখের থেকে সবাই ছাড়া পেতে পারে। তারপর আসতে হবে পার্ট প্লে করতে। জীবন্মুক্তিতে সবার আগে তোমরা যাও। কেননা তোমরা রাজযোগ শিখছো, তাই না? যারা কল্প পূর্বে এসে শিখেছিল, তারাই এসে শিখবে - ড্রামা অনুসারে। ড্রামা সামনে রয়েছে না! এখন তো অনেক ধর্ম রয়েছে। সত্যযুগে একটাই ধর্ম ছিল। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ধর্ম কে স্থাপন করেছে? কেউই তা জানে না। তোমরা জানো যে, পরমপিতা পরমাত্মাই ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয় ধর্ম স্থাপন করেন। ভুলকে সংশোধন অবশ্যই একজনই করতে পারেন, তিনি হলেন বাবা। সত্যযুগে তো আহ্বান করবে না যে ভুলকে ঠিক করতে এসো। এখানে ভাগ্যই বিগড়ে রয়েছে। রাহুর দশা বসে রয়েছে। উচ্চ থেকেও উচ্চ বৃহস্পতির দশা ছিল। এখন আবার রাহুর দশা এসে বসেছে। সমগ্র বিশ্বের উপরে রাহুর গ্রহণ লেগেছে। সমগ্র দুনিয়া কালো হয়ে গেছে। গোল্ডেন এজেড ওয়ার্ল্ড এর গ্রহণ লাগতে লাগতে কলা কম হতে হতে শেষে আয়রন এজেড ওয়ার্ল্ড হয়ে যায়। এখন বাবা বলেন দান দিলে গ্রহণ থেকে মুক্ত হবে। যোগবলের দ্বারা মায়া রাবণকে জিততে হবে। বিকার গুলির দান দেওয়া হয়, তবেই গ্রহণ মুক্ত হয়ে যায়। আমরা সর্ব গুণ সম্পন্ন... হয়ে যাই। অসীম জগতের বিষয় হয়ে গেল তাই না! এখন আত্মার মধ্যে কোনো কলা নেই। সেইজন্য শরীরও এই রকম তমোপ্রধান প্রাপ্ত হয়েছে। সোনার যেমন ক্যারেট হয় না? ১৪ ক্যারেট, ১৮ ক্যারেট, এখন তো মানুষের মধ্যে কোনো ক্যারেটই নেই। এতটুকুও বোধবুদ্ধি নেই। বাবা বলেন আমি তোমাদেরকে কতো বুদ্ধিমান বানিয়েছিলাম। তোমাদেরকে স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম, তোমরা ৮৪ জন্ম নিতে নিতে কী হয়ে পড়ছো? অনেক বার এই চক্র পরিক্রমা করেছে। কল্প কল্প রাজত্ব নিয়ে থাকো আর তারপর হারিয়ে ফেলো। পুনর্জন্ম নিলে বুদ্ধি তো সব কিছুই হতে থাকে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে অনেক নেশা চড়ে যাওয়া উচিত যে এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। ফুলের উদ্যান স্থাপন হয় সঙ্গমে। সঙ্গমকে তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো। এখানে বাচ্চারা তোমাদের অনেক রত্ন প্রাপ্ত হয়। তারপর বাইরে গেলো পাথর ছুঁতে উদ্যত হয়। মায়া জখম করে দিতে থাকে। তাদেরকে বলা হবে পাপ আত্মা। বাবা বলেন অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করো। একে অপরকে তোমরা পাথর ছুঁতে ছুঁতে একেবারে পাথরবুদ্ধি হয়ে গেছো। এখন তোমাদের বুদ্ধি লোহা থেকে সোনার মতো হয়ে উঠছে। তাহলে তোমরা কেন পাথর ছুঁতে থাকো? কেউ যদি উল্টো কথা শোনায়,

জানবে সে তোমার শত্রু। এদের সঙ্গ কখনো করবে না। না তাদের কথা শুনবে। একজন আরেকজনের নিন্দামন্দ তো অনেক করতে থাকবে। কারো কারো তো স্বভাবই থাকে নিন্দা করবার। তারা তো কখনোই ভালো কোনো কথা শোনাবে না যার দ্বারা কল্যাণ হয়। বাবা সব সময় বোঝান যে জ্ঞান রত্নের দান করতে থাকো। বাবা যা শোনান তা অন্যদেরকেও শোনাও। সার্ভিসের বকশিশ তো বাচ্চারা পেয়েই যায়। হনিজের কল্যাণ নিজেকেই করতে হবে। কারো গ্লানি করবে না। বাচ্চারা তোমাদের উপরে অনেক বড় রেস্পন্সিবিলিটি রয়েছে। বাবা কাঁটার থেকে ফুল বানাতে আসেন তো বাচ্চাদেরকেও এই কারবারই করতে হবে। বাবা এই কারবার করা শেখান। তো এটা হল মানব থেকে দেবতা, কাঁটা থেকে ফুল বানানোর ফ্যাক্টরি। তোমাদের জ্ঞান হল মেটেরিয়াল, যার দ্বারা তোমরা মানব থেকে দেবতা হয়ে ওঠো। সুতরাং সেই বিদ্যা তো শেখা উচিত তাই না? যেটা বিগড়ে গেছে সেটাকে ঠিক করতে থাকো। পাথর-বুদ্ধিকে পরস-বুদ্ধি বানাও।

এ হল তোমাদের গডলী মিশনারী। যেমন খ্রীষ্টানদের মিশনারী হয়। ওরা অন্যদেরকে খ্রীষ্টান বানায়। তোমাদের ঈশ্বরীয় মিশনারী হল পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর। তারা গায় পতিত পাবন, তবে তো তিনি নিশ্চিতই এসেছেন তবে। তিনি অবশ্যই মিশনারী শুরু করেছেন, তবেই তো পতিত থেকে পবিত্র হবে। রাবণের মিশনারী হল পবিত্রদেরকে পতিত বানানো। রাম এর মিশনারী হল পতিতদেরকে পবিত্র বানানো। মুখ্য হলই যোগ। বাপদাদা যার দ্বারা স্বর্গের বাদশাহীর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, তাঁকে তাহলে কেন স্মরণ করবে না? সারা কল্প তো দেহধারীকে স্মরণ করেছে। এখন স্মরণ করতে হবে - বিদেহী কে, বিচিত্রকে। যার কোনো চিত্র নেই, তাঁকে তো অবশ্যই আসতে হয়। গাওয়াও হয় যে, ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ দেবতা ক্ষত্রিয় ধর্ম স্থাপন হয়। এটা তো একেবারে সোজা কথা। ব্রাহ্মণদের তো দ্বিতীয় আর কেউই নেই। তোমরা জানো যে, শিব বাবা হলেন আমাদের টিচারও, সঙ্করও। সঙ্করও তো একজনই। ব্রহ্মারও তো গুরু তিনি। বিষ্ণুর গুরু বলা যাবে না। ব্রহ্মার গুরু হয়ে তাঁকে বিষ্ণু দেবতা বানিয়েছেন। শংকরেরও গুরু কীভাবে হতে পারে? শংকর তো পতিত হয়েই না। তার গুরুর কি দরকার। ব্রহ্মা তো ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকে। বিষ্ণু বা শংকরের ৮৪ জন্ম বলা যাবে না। কতো সুন্দর ধারণা করার আর করানোর বিষয় এসব। যে ধারণা করে আর করায় সে-ই উঁচু পদ পেয়ে থাকে। ধারণা না করলে তবে তো পদও কম হয়ে যাবে।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১) নিন্দা যারা করে তাদের সঙ্গ কখনো করবে না। না গ্লানি করবে, না গ্লানি শুনবে। বুদ্ধিকে পরশ (পরস) বানানোর জন্য মুখ থেকে জ্ঞান রত্ন গুলির দান করতে হবে।

২) জ্ঞান মেটেরিয়ালের দ্বারা মানবকে দেবতা, কাঁটাকে ফুল বানানোর সেবা করতে হবে। নিজের আর সকলের কল্যাণ করার কারবার করতে হবে।

\*বরদান:-\* প্রত্যক্ষতা আর প্রতিজ্ঞার ব্যালেন্সের দ্বারা সকলকে বাবার রেসিংস্ প্রাপ্ত করিয়ে থাকা বিজয়ী রত্ন ভব প্রত্যক্ষতার দামামা বাজানোর জন্য দূঢ়তা সম্পন্ন প্রতিজ্ঞা করো। প্রতিজ্ঞা করা মানে জীবনের বাজী লাগিয়ে দেওয়া। জীবন চলে যায় যাক, কিন্তু প্রতিজ্ঞা বিচ্যুত না হয়। দূঢ় প্রতিজ্ঞা যে করে সে কোনো পরিস্থিতিতেই পরাজিত হতে পারে না। সেটা গলার হার অর্থাৎ বিজয়ী রত্ন হয়ে যায়। তো যখন এই রকম দূঢ় প্রতিজ্ঞা করবে তখন প্রত্যক্ষতা হবে। প্রত্যক্ষতা আর প্রতিজ্ঞা - এই দুইয়ের ব্যালেন্সই সকল আত্মাদেরকে বাপদাদার দ্বারা রেসিংস্ প্রাপ্ত হওয়ার আধার।

\*স্লোগান:-\* লভলীন স্থিতির অনুভব করো, তবে স্মৃতি - বিস্মৃতির যুদ্ধে সময় চলে যাবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;